[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ২০০

[illegible]

[illegible]

M. V. আলোচনা ও শিল্প — বিনোদ দুঃখ

পূর্ণচন্দ্র
তিনি শরৎ মিত্র — ১৩৯ —
চাণক্য মুখুয্যে — ১৫৯ —
৪৮৫

জীবনানন্দ — ২৬, ২৮

নাট্যোপনিষদ আচার্য্য গুরু

৬ ৩১৫ বসন্ত ব.

বেদান্তদর্শন — ২৫, ২৬

৪৬ ৩২৫ সমালোচনা
সমাধি ৬৮৩ ২৬

সম্ভব মিত্র

পূর্ণিমা — কৃষ্ণ সংস্থা

৫৪০

সমস্ত দ্যাখ
নাম ধরে

দেখ দৃষ্টি

নিবেদন
সম্ভব প্রকাশ

দুঃখ ও দারিদ্র্য
ব্যবহার

উপনিষদাবলী।

মূল, অন্বয়, টিপ্পনী ও ভগবৎপূজ্যপাদশ্রীমচ্ছঙ্করা-
চার্য্যকৃত ভাষ্যানুযায়ী অনুবাদসহিত।

পঞ্চদশ খণ্ড।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত

বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভা-বিদ্যালয়াধ্যাপক—
কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থোপাধিক—
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তশাস্ত্রি-
কর্ত্তৃক সংশোধিত।

১২নং হরীতকীবাগান, শাস্ত্রপ্রকাশ-কার্য্যালয়
হইতে সম্পাদক-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩০।

All rights Reserved.

৩০ নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা,
"পশুপতি প্রেসে"
শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থ-সূচী।

অনুবাদক পণ্ডিতগণের নাম।

১০৯। নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয় ১

শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী

১১০। নৃসিংহোত্তরতাপনীয় ৬৯

" "

১১১। ত্রিপুর ১৮৬

শ্রীরমেশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

১১২। ত্রিপুরতাপনী ১৯৬

" "

১১৩। ত্রিশিখি ২৯৭

শ্রীনরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী

১১৪। যোগচূড়ামণি ৩৯০

" "

১১৫। বৃহজ্জাবাল ৪৬১

শ্রীরমেশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

১১৬। নির্ব্বাণ ৫৩৬

পাঠান্তরিত মূল

নাদবিন্দু ... ৫৫৩

ধ্যানবিন্দু ... ৫৫৯

তেজোবিন্দু ... ৫৭৬

নৃসিংহপূর্বতাপনীয়োপনিষৎ।

প্রথমোপনিষৎ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ।

ওঁ আপো বা ইদমাসন্ সলিলমেব। স প্রজাপতি-রেকঃ পুষ্করপর্ণে সমভবৎ। তস্যান্তর্মনসি কামঃ সম-বর্ত্তত ইদং সৃজেয়মিতি। তস্মাদ্ যৎ পুরুষো মনসাভি-গচ্ছতি তদ্বাচা বদতি তৎ কর্মণা করোতি তদেষা-ভ্যুক্তা। কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা (ষ্য) কবয়ো মনীষেতি উপৈনং তদুপনমতি যৎকামো ভবতি স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভমপশ্যৎ তেন বৈ সর্ব্বমিদমসৃজত যদিদং কিঞ্চ তস্মাৎ সর্ব-মানুষ্টুভমিত্যাচক্ষতে যদিদং কিঞ্চ। অনুষ্টুভো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে অনুষ্টুভা জাতানি জীবন্তি

অনুষ্টুভং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তস্যৈষা ভবতি অনুষ্টুপ্ প্রথমা ভবতি অনুষ্টুবুত্তমা ভবতি বাগ্‌বা অনুষ্টুপ্ বাচৈব প্রযন্তি বাচৈবোদ্যন্তি পরমা বা এষা ছন্দসাং যদনুষ্টুবিতি।

ব্যাখ্যা। আপঃ আসন্। বৈ (প্রসিদ্ধম্) ইদং (প্রত্যক্ষাদিদৃষ্টং) সলিলম্ এব স প্রজাপতিঃ একঃ [সন্] পুষ্করপর্ণে (পদ্মপত্রে) সমভবৎ (আসীৎ)। তস্য (প্রজাপতেঃ) মনসি (অন্তঃকরণে) ইদং সৃজেয়ম্ ইতি [সৃষ্টিবিষয়ে] কামঃ (ইচ্ছা) সমবর্ত্তত। তস্মাৎ পুরুষঃ যৎ মনসা অভিগচ্ছতি (ইচ্ছতি), বাচা তদ্ বদতি, তৎ কর্মণা করোতি। [উক্তমেবার্থং দ্রঢ়য়িতুমৃচং সাক্ষিত্বেনোদ্‌ভাবয়তি—] তৎ (তস্মিন্নেবার্থে) এষা (বক্ষ্যমাণা) ঋক্ অভ্যুক্তা (পঠিতা)। [তামৃচং পঠতি—] মনসঃ কামঃ তদগ্রে সমবর্ত্তত, রেতঃ (উদকং) প্রথমম্ (আদৌ সৃষ্ট্যবসরে) যদ্ (যস্মাৎ কারণাদ্ আসীৎ) [অথবা কালনির্দেশঃ] যদা (যস্মিন্ কালে) প্রথমম্ উদকম্ আসীৎ তদৈব মনসঃ কামঃ অধি (উপরিবিষয়ে সৃষ্টিবিষয়ে) সমবর্ত্তত। কবয়ঃ (বিপশ্চিতঃ) অসতি (নামরূপাভিব্যক্তে ব্রহ্মণি) হৃদি (অন্তঃকরণে) প্রতীষ্য (প্রত্যগাত্মানমবেক্ষ্য) মনীষা (মনীষয়া, বিপশ্চিদ্‌বুদ্ধ্যা) সতঃ (ব্রহ্মণঃ) বন্ধুং (বন্ধনং, বিবর্ত্তং; বন্ধুমিব বন্ধুং পরং

ব্রহ্ম ব্যাকর্ত্তারং ক্ষীরোদার্ণবাদিবিশেষণবিশিষ্টং তাবিস্কৃষ্টেঃ স্রষ্টারং মূলমন্ত্রনাম্নাত্মপাস্ত হৃদি) নিরবিন্দন্ (অলভন্ত)। [ইতিশব্দঃ ঋক্‌সমাপ্তিদ্যোতকঃ]। যৎকামঃ (যস্মিন্ বিষয়ে অভিলাষঃ) ভবতি, তৎ (কামাম্) উপৈনং (কামিনম্) উপনমতি। সঃ (প্রজাপতিঃ) তপঃ অতপ্যত (মনসশ্চিত্তস্য চৈকাগ্র্যমকরোৎ), স তপঃ তপ্ত্বা (কৃত্বা) স এতং মন্ত্ররাজং (মন্ত্রশ্রেষ্ঠং সামরাজং বা) নারসিংহং (নৃসিংহসম্বন্ধিসামাদি, ন চ নৃসিংহগায়ত্র্যাদি) আনুষ্টুভম্ (অনুষ্টুপ্ ছন্দউপাধিকম্ ঋগ্বিশেষম্) অপশ্যৎ। তেন (আনুষ্টুভেন মন্ত্ররাজেন) সর্বম্ ইদম্ (প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধম্) অসৃজত (অসৃজৎ), যদ্ ইদং কিঞ্চ। তস্মাৎ (যস্মাদানুষ্টুভাৎ মন্ত্ররাজাৎ সর্বং জাতং তস্মাৎ) সর্বম্ ইদম্ আনুষ্টুভম্ আচক্ষতে (পণ্ডিতা বদন্তি) যদিদং কিঞ্চ [অনুষ্টুভো বা ইত্যাদি বিশস্ত্যন্তং গ্রন্থজাতং স্পষ্টম্। তস্য (ব্রহ্মস্বরূপস্য) [সাক্ষিণি] এষা (বক্ষ্যমাণা ঋগ্) ভবতি। অনুষ্টুভ্ প্রথমা (সর্বসৃষ্টেঃ আদ্যা)। প্রয়ন্তি—(প্রলয়ং গচ্ছন্তি)। উদ্যন্তি (উৎপত্তিং গচ্ছন্তি)। ছন্দসাং (গায়ত্র্যাদীনাং বেদানাং বা) পরমা।

অনুবাদ। পৃথিবীসৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ-জলরূপে ছিল, প্রজাপতিই জলরূপ, তিনি একাকী পদ্মপত্রে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে

সৃষ্টিবিষয়ে কামনা হইয়াছিল। অতএব পুরুষ যাহা মনের দ্বারা ইচ্ছা করে, তাহা বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বলিয়া থাকে ও পরে তাহা আবার কর্ম্মের দ্বারা সম্পাদন করে। এ বিষয়ে মন্ত্র পঠিত হইয়াছে. সেই মন্ত্রটী এই,—অগ্রে প্রজাপতির অন্তঃকরণে কামনা উৎপন্ন হইয়াছিল, অনন্তর সৃষ্টিকালে জল উৎপন্ন হইয়াছিল অথবা যখন প্রথমে জল ছিল, তখনই প্রজাপতির মনে সৃষ্টিবাসনা উদিত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ মনীষা দ্বারা হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধিকরত বন্ধুতুল্য পরব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন। ইতিশব্দ মন্ত্রসমাপ্তিসূচক। সাধারণতঃ দেখা যায় যে যে বিষয়ে কামনা করে, তাহার নিকট সেই কাম্য বস্তু আসিয়া উপনীত হয়। প্রজাপতি তপস্যা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মনঃ ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়াছিলেম, কারণ মনঃ ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্রতাকে শাস্ত্রজ্ঞগণ পরম তপস্যা বলিয়াছেন। তিনি তপস্যা করিয়া নৃসিংহদেবতাসম্বন্ধী মন্ত্রশ্রেষ্ঠ অনুষ্টুপ্‌-ছন্দোযুক্ত সাম দর্শন করিয়াছিলেন। সেই প্রজাপতি,

অনুষ্টুপ্ ছন্দের দ্বারা যাহা কিছু প্রত্যক্ষদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনুষ্টুপ্ হইতে সমস্ত উৎপন্ন হওয়ায় যাহা কিছু জগৎ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়কে পণ্ডিতেরা অনুষ্টুভ্ বলেন। অপিচ অনুষ্টুভ্ হইতে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, অনুষ্টুভ্ হইতে উৎপন্ন হইয়া সকল প্রাণী জীবন ধারণ করে, এবং তাহাতে প্রবেশকরত সকলে লয় প্রাপ্ত হয়। এই অনুষ্টুভ্ যে ব্রহ্মস্বরূপ, তদ্বিষয়ে তাহার সাক্ষিস্বরূপ মন্ত্রও আছে, তাহা এই,—অনুষ্টুভ্ সকল সৃষ্ট বস্তুর আদিভূত, অনুষ্টুভ্ শ্রেষ্ঠ। যাহা কিছু বাক্ তৎসমুদায় অনুষ্টুপ্ স্বরূপ। অনুষ্টুপ্ রূপ বাক্যে সকল বস্তু প্রলীন হয় এবং তাহা হইতে সকলে উৎপন্ন হয়, এই অনুষ্টুপ্ সমস্ত বেদ অথবা গায়ত্রীপ্রভৃতি সকল ছন্দঃ হইতে উৎকৃষ্ট।

২। সসাগরাং সপর্ব্বতাং সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাং তৎসাম্নঃ প্রথমং পাদং জানীয়াদ্ যক্ষগন্ধর্ব্বাপ্সরোগণসেবিতমন্তরিক্ষং তৎসাম্নো দ্বিতীয়ং পাদং জানীয়াদ্বসুরুদ্রাদিত্যৈঃ সর্ব্বৈর্দেবৈঃ সেবিতং দিবং তৎসাম্নস্তৃতীয়ং

পাদং জানীয়াদ্ ব্রহ্মস্বরূপং নিরঞ্জনং পরমব্যোম্নিকং তৎ সাম্নশ্চতুর্থং পাদং জানীয়াদ্যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাণশ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাশ্চত্বারঃ পাদা ভবন্তি কিং ধ্যানং কিং দৈবতং কান্যঙ্গানি কানি দৈবতানি কিং ছন্দঃ ক ঋষিরিতি।

ব্যাখ্যা। জানীয়াৎ (ধ্যায়েৎ) সাঙ্গাঃ বেদাঃ (শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দো-জ্যোতীংষি ষড় অঙ্গানি)। স্পষ্টমন্যৎ।

অনুবাদ। সাম ও অনুষ্টুভের প্রথম পাদকে সাগরবেষ্টিত, পর্ব্বতসমন্বিত, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরারূপে ধ্যান করিবে। সাম ও অনুষ্টুভের দ্বিতীয় পাদকে যক্ষ, গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণসেবিত অন্তরিক্ষরূপে ধ্যান করিবে। সাম ও অনুষ্টুভের তৃতীয় পাদকে বসু, রুদ্র, আদিত্য ও সমস্ত দেবতাসেবিত দ্যুলোকরূপে ধ্যান করিবে। সাম ও অনুষ্টুভের চতুর্থ পাদকে নিরঞ্জন, পরমাকাশরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করিবে। যিনি এইরূপে নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যা জানেন, তিনি মুক্ত হয়েন। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব, — এই চারিটী

বেদ ছয়টী অঙ্গ ও শাখাগণসমন্বিত—চারিটী পাদ হইয়া থাকে। [প্রশ্ন] কেবল জানিবে অথবা ধ্যান করিবে? এই ধ্যানের দেবতা কে? কোনগুলি ধ্যানের অঙ্গ? অঙ্গদেবতা কাহারা? কোন ছন্দঃ এবং ঋষি কে? ইতিশব্দ প্রশ্নসমাপ্তিসূচক।

তাৎপর্য্য। এই গ্রন্থে নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হইতেছে। নৃসিংহদেব ক্ষীরোদসমুদ্রে শয়ন করিয়া আছেন, অথবা উপবেশন করিয়া আছেন, তিনিই পরব্রহ্ম। সাম ও অনুষ্টুভের চারিটী পাদকে যথাক্রমে নৃসিংহের হৃদয়, মস্তক, শিখা ও কবচ মধ্যবর্ত্তিত্বরূপে ধ্যান করিবে। এই ধ্যানই জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়া মুক্তিপ্রদ হইবে। অঙ্গ ও শাখাযুক্ত চারিটী বেদকে চারিটী পাদরূপে ধ্যান করিবে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সাঙ্গোপাসনাকে সমাপ্ত না করিয়া মধ্যে অকস্মাৎ কেন ধ্যেয়প্রশ্ন করা হইল? ইহার উত্তর এই যে, এই আখ্যায়িকাতে প্রজাপতি বক্তা, দেবতাগণ শ্রোতা। প্রজাপতি প্রশ্ন হইতে বিরত দেবগণকে একটী সামোপাসানা বলিয়া নিবৃত্ত

হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য শ্রোতৃগণের জ্ঞানের পরীক্ষা করা। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে অবান্তর প্রশ্নবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতেছেন অথবা তাহার তদুপযোগী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এইরূপ অভিপ্রায়ে অকস্মাৎ মধ্যস্থলে প্রশ্ন করা হইয়াছে। ছয়টী প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নের অন্তর্গত জানিবে।

৩। স হোবাচ প্রজাপতিঃ স যো হ বৈ তৎ সাবিত্রস্যাষ্টাক্ষরং পদং শ্রিয়াভিষিক্তং তৎসাম্নোঽঙ্গং বেদ শ্রিয়া হৈবাভিষিচ্যতে সর্ব্বে বেদাঃ প্রণবাদিকাস্তং প্রণবং তৎসাম্নোঽঙ্গং বেদ স ত্রীঁল্লোঁকাঞ্জয়তি চতুর্বিংশত্যক্ষরা মহালক্ষ্মীর্যজুস্তৎসাম্নোঽঙ্গং বেদ স আয়ুর্যশঃকীর্ত্তিজ্ঞানৈশ্চর্যবান্ ভবতি তস্মাদিদং সাঙ্গং সাম জানীয়াদ্যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি। সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি দ্বাত্রিংশদক্ষরং সাম জানীয়াদ্যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রীশূদ্রঃ স মৃতোঽধো গচ্ছতি তস্মাৎ সর্ব্বদা নাচষ্টে যদ্যাচষ্টে স আচার্যস্তেনৈব স মৃতোঽধো গচ্ছতি।

ব্যাখ্যা। শ্রিয়া (শ্রীবীজেন)। অভিষিক্তম্ (উপরিষ্টাৎ শ্রীবীজমিত্যর্থঃ প্রণবঃ (ওঁকারঃ)। স্পষ্টম্।

অনুবাদ। প্রজাপতি পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন-সমূহের উত্তর প্রদান করিলেন,—যিনি শ্রীবীজের দ্বারা অভিষিক্ত অর্থাৎ উপরিভাগে শ্রীবীজসমন্বিত সাবিত্র মন্ত্রের অষ্টাক্ষরবিশিষ্ট পদকে সামের অঙ্গ বলিয়া উপাসনা করেন, কারণ, প্রণবপূর্ব্বক সমস্ত বেদ শ্রীবীজের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া থাকে, যিনি সেই প্রণবকেও সামের অঙ্গ বলিয়া ~~উপাসনা করেন~~, তিনি তিনলোক জয় করেন। মহালক্ষ্মী যজুর্মন্ত্র চতুর্বিংশত্যক্ষরযুক্ত, যিনি ইহা সামের অঙ্গ বলিয়া জানেন, তিনি আয়ুঃ, যশঃ, কীর্ত্তি, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যকে লাভ করেন। অতএব অঙ্গযুক্ত সামের ~~ধ্যান করিবে~~। যিনি এরূপ ~~ধ্যান~~ করেন, তিনি ~~মুক্তিলাভ~~ করেন। বেদজ্ঞগণ সাবিত্রী, ওঁকার, যজুঃ, ও শ্রীবীজ স্ত্রী ও শূদ্রকে প্রদান করেন না। সামকে বত্রিশ-অক্ষরযুক্তত্বরূপে ~~ধ্যান করিবে~~, যিনি সামকে বত্রিশ-অক্ষরযুক্তত্বরূপে ~~ধ্যান করেন~~, তিনি ~~মুক্তিলাভ~~

করেন। যে স্ত্রী বা শূদ্র সাবিত্রী, ওঁকার, যজুঃ ও লক্ষ্মীবীজকে জানে, সে মরিয়া নরকে যায়, অতএব আচার্য্য ঐ সকল মন্ত্র সর্ব্বদা বলিবেন না, যিনি বলেন, সেই আচার্য্য মরিয়া নরকে যান।

৪। স হোবাচ প্রজাপতিঃ অগ্নির্বৈ বেদা ইদং সর্ব্বং বিশ্বা ভূতানি প্রাণা বা ইন্দ্রিয়াণি পশবোঽন্নমমৃতং সম্রাট্ স্বরাড়্বিরাট্ তৎসাম্নঃ প্রথমং পাদং জানীয়াৎ ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বরূপঃ সূর্য্যোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষস্তৎসাম্নো দ্বিতীয়ং পাদং জানীয়াৎ য ওষধীনাং প্রভবতি তারাপতিঃ সোমস্তৎসাম্নস্তৃতীয়ং পাদং জানীয়াৎ স ব্রহ্মা স শিবঃ স হরিঃ স ইন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্ তৎসাম্নশ্চতুর্থং পাদং জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি। ওঁ উগ্রং প্রথমস্যাদ্যং জ্বলং দ্বিতীয়স্যাদ্যং নৃসিং তৃতীয়স্যাদ্যং মৃত্যুং চতুর্থস্যাদ্যং সাম জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি তস্মাদিদং সাম যত্র কুত্রচিন্নাচষ্টে যদি দাতুমপেক্ষতে পুত্রায় শুশ্রূষবে দাস্যত্যান্যস্মৈ শিষ্যায় চেতি।

ব্যাখ্যা। স্পষ্টার্থা।

অনুবাদ। প্রজাপতি বলিলেন,—অগ্নি হইতেছে চারিটী বেদ। এই সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থ সমস্ত প্রাণী, প্রাণাদিবায়ুসমূহ হইতেছে ইন্দ্রিয়সমূহ, পশুসমূহ অন্ন, অমৃত হইতেছে সম্রাট, স্বরাট ও বিরাট; ইহাদিগকে সামের প্রথম পাদ বলিয়া ধ্যান করিবে। সূর্য্য হইতেছেন ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদস্বরূপ, তিনিই আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে হিরণ্ময় পুরুষ, তাঁহাকে সামের দ্বিতীয় পাদরূপে ধ্যান করিবে। যিনি ওষধিসমূহের প্রভু, তারাগণের পতি চন্দ্র, তাঁহাকে সামের তৃতীয়পাদরূপে জানিবে। সেই ব্রহ্মা, শিব, হরি, ইন্দ্র, অগ্নি, পরম অক্ষর স্বরাট, ইঁহাদিগকে সামের চতুর্থপাদরূপে [illegible] যিনি এইরূপে ধ্যান করেন, তিনি [illegible] প্রাপ্ত হন 'উগ্র' এই অক্ষর দুইটীর [illegible] [illegible] এই দ্বিতীয় পাদের আদ্য সামকে [illegible] জানিবে। [illegible] এই তৃতীয় পাদের আদ্য [illegible] 'মৃত্যু' এই চতুর্থ পাদের আদ্য সাম জানিবে। যিনি জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। অতএব এই সাম

যে কোন ব্যক্তির নিকট বলিবেন না। যদি এই সাম কাহাকেও দিতে ইচ্ছা করেন, তবে শুশ্রূষাপরায়ণ পুত্র ও শিষ্যকে প্রদান করিবেন।

৫। [স হোবাচ প্রজাপতিঃ]ক্ষীরোদার্ণবশায়িনং নৃকেসরি যোগিধ্যেয়ং পরমং পদং সাম জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি বীরং প্রথমস্যার্দ্ধান্ত্যং তংসং দ্বিতীয়স্যার্দ্ধান্ত্যং হংভী তৃতীয়স্যার্দ্ধান্ত্যং মৃত্যুং চতুর্থস্যান্ত্যার্দ্ধান্ত্যং সাম জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি তস্মাদিদং সাম যেন কেনচিদাচার্য্যমুখেন যো জানীতে স তেনৈব শরীরেণ সংসারান্মুচ্যতে মোচয়তি মুমুক্ষুর্ভবতি জপাত্তেনৈব শরীরেণ দেবতাদর্শনং করোতি তস্মাদিদমেব মুখ্যং দ্বারং কলৌ নান্যেষাং ভবতি তস্মাদিদং সাঙ্গং সাম জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি।

ব্যাখ্যা। স্পষ্টার্থ।

অনুবাদ। ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী, যোগিগণের ধ্যানের বিষয়, পরম আশ্রয়ভূত নৃসিংহকে

সামরূপে ধ্যান করিবে। যিনি এরূপ জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। 'ধীরং' এই প্রথমপাদোক্ত অক্ষরদ্বয়ে আদ্যার্দ্ধের অন্ত্য 'তংসং' এই দ্বিতীয় পাদের অন্ত্যার্দ্ধ, 'হংভী' এই তৃতীয় পাদের অন্ত্যার্দ্ধ, 'মৃত্যু' এই চতুর্থ পাদের অন্ত্যার্দ্ধকে সাম বলিয়া জানিবে। যিনি জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। অতএব যিনি যে কোন আচার্য্যের মুখে শ্রবণ করেন, তিনি সেই শরীরেই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন, অপরকেও মোচন করেন এবং মুমুক্ষু হন। এই মন্ত্র জপের দ্বারা সেই শরীরে দেবতাদর্শন করেন। অতএব কলিতে সাঙ্গ সামই দেবতা সাক্ষাৎকারের মুখ্য উপায়; যিনি এই সাঙ্গ সামের উপাসনা করেন তিনি মুমুক্ষু হন।

৬। ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরিবিগ্রহং কৃষ্ণপিঙ্গলম্। ঊর্দ্ধরেতং বিরূপাক্ষং শঙ্করং নীললোহিতম্॥ উমাপতিং পশুপতিং পিনাকিনং হ্যমিতদ্যুতিম্। ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণো-

হ্ধিপতির্যো বৈ যজুর্ব্বেদবাচ্যস্তং সাম জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি মহা প্রথমাস্ত্যার্দ্ধস্যাদ্যম্ র্বতো দ্বিতীয়াস্ত্যার্দ্ধস্যাদ্যং ষণং তৃতীয়াস্ত্যার্দ্ধস্যাদ্যং নমা চতুর্থাস্ত্যার্দ্ধস্যাদ্যং সাম জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি। তস্মাদিদং সাম সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। তস্মাদিদং সাঙ্গং সাম জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি।

অনুবাদ। নৃসিংহমূর্ত্তি অবাধিত সত্য-স্বরূপ, পরব্রহ্ম পুরুষ; তিনি কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ ত্রিনেত্র, নীললোহিত, উমাপতি, পিনাকধারী পশুপতি অপরিমেয় কান্তি, শঙ্কররূপ। তিনি সর্ব্ববিদ্যার প্রভু, সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, তিনি তপস্যা ও হিরণ্যগর্ভের অধিপতি, যজুর্ব্বেদের বাচ্য, তাঁহাকে সামরূপে ধ্যান করিবে; ইহা যিনি জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন, 'মহা' প্রথমপাদের অন্ত্যার্দ্ধের আদ্য, 'র্বতো' দ্বিতীয় পাদের অন্ত্যার্দ্ধের আদ্য 'ষণং' তৃতীয়পাদের অন্ত্যার্দ্ধের আদ্য ও 'নমা' চতুর্থপাদের অন্ত্যার্দ্ধের

আদ্য সাম বলিয়া ধ্যান করিবে। যিনি এইরূপে জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। অতএব যিনি এই নৃসিংহ হইতেছেন সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম, তাঁহাকে এইরূপে জানিয়া এই জন্মেই মুক্ত হন। যিনি এই সাঙ্গ সাম জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন।

৭। বিশ্বসৃজ এতেন বৈ বিশ্বমিদমসৃজন্ত যদ্বিশ্বমসৃজন্ত তস্মাদ্বিশ্বসৃজো বিশ্বমেনানন্বু প্রজায়তে ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি তস্মাদিদং সাঙ্গং সাম জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি। বিষ্ণুং প্রথমস্যান্ত্যং মুখং দ্বিতীয়স্যান্ত্যং ভদ্রং তৃতীয়স্যান্ত্যং ম্যহং চতুর্থস্যান্ত্যং সাম জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি যোঽসৌ বেদ যদিদং কিঞ্চাত্মনি ব্রহ্মণ্যানুষ্টুভং জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি। স্ত্রীপুংসয়োর্ব্বা ইহৈব স্থাতুমপেক্ষতে তস্মৈ সর্ব্বৈশ্বর্যং দদাতি যত্র কুত্রাপি ম্রিয়তে দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতীভূত্বা সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি। তস্মাদিদং সামমধ্যগং জপতি তস্মাদিদং সামাঙ্গং প্রজাপতিস্তস্মাদিদং সামাঙ্গং

প্রজাপতির্য এবং বেদেতি মহোপনিষৎ। য এতাং মহোপনিষদং বেদ স কৃতপুরশ্চরণো মহাবিষ্ণুর্ভবতি মহাবিষ্ণুর্ভবতি। ইত্যাথর্ববেদান্তর্গতনৃসিংহপূর্বতাপনীয়োপনিষদি প্রথমোপনিষৎ সমাপ্তা।

ব্যাখ্যা। এতেন (নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদকমূবমন্ত্রাভিব্যঞ্জকেন সাম্না) বৈ (প্রসিদ্ধম্)। অন্যৎ স্পষ্টম্।

অনুবাদ। বিশ্বস্রষ্টা নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক মূলমন্ত্রের অভিব্যঞ্জক সামের দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্ব তাঁহার পরে উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি ইহা জানেন, তিনি ব্রহ্মের সহবাস ও সমানলোকত্ব প্রাপ্ত হন। অবশেষে তিনি ~~মুক্তিলাভ করেন~~। 'বিষ্ণুং' এইটী প্রথম পাদের অন্ত্য, 'মুখং' এইটী দ্বিতীয় পাদের অন্ত্য, 'ভদ্রং' এইটী তৃতীয় পাদের অন্ত্য, 'মাহং' এইটীকে চতুর্থপাদের অন্ত্য সাম বলিয়া জানিবে, যিনি জানেন, তিনি ~~মুক্তিলাভ করেন~~। প্রজাপতি এই বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে অনুষ্টুপ্সম্বন্ধী সামোপাসনাকে

জানেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। প্রজাপতি স্ত্রী বা পুরুষ যাঁহাকে এই বিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি যদি এই সংসারে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বিদ্যা তাঁহাকে সকল ঐশ্বর্য্য দান করে। এই বিদ্যা যিনি জানেন, তিনি যেখানেই দেহ ত্যাগ করুন না কেন, নৃসিংহদেব তাঁহার দেহান্তে তাঁহাকে পরব্রহ্ম তারক-ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ দান করেন, তিনি সেই মন্ত্রের দ্বারা মরণরহিত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। যিনি সামমধ্যবর্ত্তী তারকমন্ত্র জপ করেন, সেই সামাঙ্গ তারক-মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি, যিনি এইরূপ জানেন, যিনি এই মহোপনিষৎ জানেন, তিনি পুরশ্চরণ করিলেও মহাবিষ্ণু হন। দ্বিরুক্তি প্রথমোপনিষদের সমাপ্তির নিমিত্ত। প্রথমোপনিষৎ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োপনিষৎ।

১। দেবা হ বৈ মৃত্যোঃ পাপ্মভ্যঃ সংসারাচ্চাবিভীয়ুস্তে প্রজাপতিমুপাধাবংস্তেভ্য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং প্রায়চ্ছত্তেন বৈ সর্বে মৃত্যুমজয়ন্ সর্বে

পাপ্মান মতরন্তসংসারাচ্চাতরংস্তস্মাদ্ যো মৃত্যোঃ পাপ্মভ্যঃ সংসারাচ্চ বিভীয়াৎ স এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহ মানুষ্টুভং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ স মৃত্যুং জয়তি স পাপ্মানং তরতি স সংসারং তরতি তস্য হ বৈ প্রণবস্য যা পূর্ব্বা মাত্রাপৃথিবাকারঃ স ঋগ্‌ভির্ঋগ্বেদো ব্রহ্মা বসবো গায়ত্রী গার্হপত্যঃ সা সাম্নঃ প্রথমঃ পাদো ভবতি দ্বিতীয়ান্তরিক্ষং স উকারঃ স যজুর্ভির্যজুর্বেদো বিষ্ণু রুদ্রাস্ত্রিষ্টুব দক্ষিণাগ্নিঃ স সাম্নো দ্বিতীয়ঃ পাদো ভবতি তৃতীয়া দ্যৌঃ স মকারঃ স সামভিঃ সামবেদো রুদ্রা আদিত্যা জগত্যাহবনীয়ঃ সা সাম্নস্তৃতীয়ঃ পাদো ভবতি যাবসানেঽস্য চতুর্থার্দ্ধমাত্রা সা সোমলোক ওঙ্কারঃ সোঽথর্ব্বণৈর্মন্ত্রৈরথর্ববেদঃ সংবর্ত্তকোঽগ্নির্মরুতো বিরাড়েকর্ষির্ভাস্বতী সা সাম্নশ্চতুর্থঃ পাদো ভবতি।

ব্যাখ্যা। অবিভয়ুঃ (ভয়মগচ্ছন্)। স্পষ্টার্থা।

অনুবাদ। দেবতারা মৃত্যু, পাপ ও সংসার হইতে ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া-

ছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে এই অনুষ্টুপ্ ছন্দো-যুক্ত নৃসিংহদেবতা মন্ত্রশ্রেষ্ঠ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই মন্ত্রের দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলই পাপসমূহ অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং সংসার-সাগর পার হইয়াছিলেন। যিনি মৃত্যু, পাপসমূহ ও সংসার হইতে ভীত হন, তিনি মন্ত্রশ্রেষ্ঠ নারসিংহ অনুষ্টুভ্ গ্রহণ করিবেন, যিনি ঐ মন্ত্র গ্রহণ করেন, মৃত্যুকে জয় করেন, পাপ ও সংসারকে অতিক্রম করেন। সেই প্রণবের পূর্ব্বা মাত্রা পৃথিবী, তাহা অকার, তাহা ঋক্সমূহের সহিত ঋগ্বেদরূপ. ব্রহ্মা, বায়ু, গায়ত্রী ও গার্হপত্য-স্বরূপ; সেই অকার সামের প্রথম পাদ। দ্বিতীয়া মাত্রা অন্তরিক্ষ, তাহা উকার, সেই উকার যজুঃসমূহের সহিত যজুর্বেদরূপ; বিষ্ণু, রুদ্র, ত্রিষ্টুপ্ ও দক্ষিণাগ্নি-স্বরূপ, সেই উকার সামের দ্বিতীয় পাদ। প্রণবের তৃতীয়া মাত্রা দ্যুলোকস্বরূপ, তাহা হইতেছে মকার, তাহা সামসমূহের সহিত সামবেদ, রুদ্র আদিত্য, জগতী ও আহবনীয়স্বরূপ; সেই উকার সামের তৃতীয়

পাদ। অন্তে যে নাদরূপা চতুর্থী অর্দ্ধমাত্রা, তাহা সোমলোকরূপ ওঁকার, তাহা অথর্ব্বমন্ত্রগণের সহিত অথর্ব্ববেদ, সংবর্ত্তক অগ্নি, মরুদ্‌গণ, বিরাট্, ঋষি ও ভাস্বতী, তাহা সামের চতুর্থ পাদ।

২। অষ্টাক্ষরঃ প্রথমঃ পাদো ভবত্যষ্টাক্ষরাস্ত্রয়ঃ পাদা ভবন্ত্যেবং দ্বাত্রিংশদক্ষরাণি সম্পদ্যন্তে দ্বাত্রিংশদক্ষরা বা অনুষ্টুব্ ভবত্যনুষ্টুভা সর্ব্বমিদং সৃষ্টমনুষ্টুভা সর্ব্বমুপসংহৃতং তস্য হি পঞ্চাঙ্গানি ভবন্তি চত্বারঃ পাদাশ্চত্বার্যঙ্গানি ভবন্তি সপ্রণবং সর্ব্বং পঞ্চমং ভবতি ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ওঁ শিরসে স্বাহা ওঁ শিখায়ৈ বষট্ ওঁ কবচায় ওঁ অস্ত্রায় ফড়িতি প্রথমং প্রথমেন সংযুজ্যতে দ্বিতীয়ং দ্বিতীয়েন তৃতীয়ং তৃতীয়েন চতুর্থং চতুর্থেন পঞ্চমং পঞ্চমেন ব্যতিষক্তা বা ইমে লোক স্তস্মাদ্ব্যতিষক্তান্যঙ্গানি ভবন্তি ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্মাৎ প্রত্যক্ষরমুভয়ত ওঁকারো ভবতি অক্ষরাণাং ন্যাসমুপাদশন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

ব্যাখ্যা। স্পষ্টার্থা।

অনুবাদ। প্রথম পাদে আটটী অক্ষর, আর

তিনটী পাদের প্রত্যেকটীতে আট আট অক্ষর; এইরূপ মিলিয়া বত্রিশ অক্ষর হয়। অনুষ্টুপ্ ছন্দে বত্রিশটী অক্ষর থাকে। প্রজাপতি অনুষ্টুভের দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, অনুষ্টুভে সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয়। সেই সামের পাঁচটী অঙ্গ, চারিটী পাদ ও চারিটী অঙ্গ, প্রণবযুক্ত হইলে সমস্ত পঞ্চম হইয়া থাকে। 'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ'এই মন্ত্রে হৃদয়ে ন্যাস করিবে, এইরূপ 'ওঁ শিরসে স্বাহা,' 'ওঁ শিখায়ৈ বষট্,' 'ওঁ কবচায় হুম্,' 'ওঁ অস্ত্রায় ফট্' এই সকল মন্ত্রে তত্তৎ-স্থানে ন্যাস করিবে। প্রথম মন্ত্রের দ্বারা প্রথম অঙ্গ দ্বিতীয়ের দ্বারা দ্বিতীয়, তৃতীয়ের দ্বারা তৃতীয়, চতুর্থের দ্বারা চতুর্থ ও পঞ্চমের দ্বারা পঞ্চম সংযুক্ত হইবে। এই সমস্ত লোক পরস্পর সংযুক্ত। সমস্ত বস্তু ওঁকার-স্বরূপ, অতএব প্রত্যেক অক্ষরের উভয় পার্শ্বে ওঁকার বিদ্যমান আছে, ব্রহ্মবাদিগণ অক্ষরসমূহের এইরূপ ন্যাসের উপদেশ দিয়া থাকেন।

৩। তস্য হ বা উগ্রং প্রথমং স্থানং জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি বীরং দ্বিতীয়ং স্থানং

মহাবিষ্ণুং তৃতীয়ং স্থানং জ্বলন্তং চতুর্থং সর্বতোমুখং পঞ্চমং নৃসিংহং ষষ্ঠং ভীষণং সপ্তমং ভদ্রমষ্টমং মৃত্যুমৃত্যুং নবমং নমামি দশমমহমেকাদশং স্থানং জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি। একাদশপদা বা অনুষ্টুব্ ভবত্যনুষ্টুভা সর্বমিদং সৃষ্টমনুষ্টুভা সর্বমিদমুপসংহৃতং তস্মাৎ সর্বমানুষ্টুভং জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥

ব্যাখ্যা। স্পষ্টার্থা।

অনুবাদ। নৃসিংহমন্ত্রের 'উগ্রং' এইটী প্রথম পদ. যিনি জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। 'বীরং' এইটী দ্বিতীয় পদ, 'মহাবিষ্ণুং'—তৃতীয়পদ, 'জ্বলন্তং'—চতুর্থপদ, সর্বতোমুখং—পঞ্চমপদ, 'নৃসিংহং' —ষষ্ঠপদ, 'ভীষণং'—সপ্তমপদ. 'ভদ্রং'—অষ্টম পদ, 'মৃত্যুমৃত্যুং'—নবম পদ, 'নমামি'—দশম পদ, 'অহম্'—একাদশ পদ; ইহা যিনি জানেন. তিনি মুক্তিলাভ করেন। নারসিংহ মন্ত্ররাজকে একাদশ পদ অনুষ্টুপ্ ভাবিয়া উপাসনা করিবে, অনুষ্টুভের দ্বারা সমস্ত সৃষ্ট

হইয়াছে, অনুষ্টুভে সমস্ত লীন হয়, অতএব সমস্ত বস্তু অনুষ্টুভ্ হইতে উৎপন্ন জানিবে। এইরূপ যিনি জানেন,তিনি মুক্তিলাভ করেন।

৪। দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্নথ কস্মাদুচ্যত উগ্রমিতি স হোবাচ প্রজাপতির্যস্মাৎ স্বমহিম্না সর্বাল্লোঁকান্ সর্বান্ দেবান্ সর্বানাত্মনঃ সর্বাণি ভূতান্যুদ্‌গৃহ্নাত্যজস্রং সৃজতি বিসৃজতি বাসয়ত্যুদ্‌গ্রাহ্যত উদ্‌গৃহ্যতে। স্তুহি শ্রুতং গর্ত্তসদং যুবানং মৃগং ন ভীমমুপহন্তুমুগ্রম্। মৃড়া জরিত্রে সিংহ স্তবানো অন্যং তে অস্মন্নিবপন্তু সেনাঃ তস্মাদুচ্যত উগ্রমিতি॥ অথ কস্মাদুচ্যতে বীরমিতি যস্মাৎ স্বমহিম্না সর্বাংল্লোকান্ সর্বান্ দেবান্ সর্বানাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি বিরমতি বিরাময়ত্যজস্রং সৃজতি বিসৃজতি বাসয়তি। যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামস্তস্মাদুচ্যতে বীরমিতি। অথ কস্মাদুচ্যতে মহাবিষ্ণুমিতি যস্মাৎ স্বমহিম্না সর্বাল্লোঁকান্ সর্বান্ দেবান্ সর্বানাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যাপ্নোতি ব্যাপয়তি স্নেহো যথা পললপিণ্ডং শান্ত-

মূলমোতং প্রোতমনুব্যাপ্তং ব্যতিষক্তো ব্যাপ্যতে ব্যাপয়তে। যস্মান্ন জাতঃ পরোঽন্যোঽস্তি য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংবিদানঃ ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শীতি তস্মাদুচ্যতে মহাবিষ্ণুমিতি॥ অথ কস্মাদুচ্যতে জ্বলন্তমিতি। যস্মাৎ স্বমহিম্না সর্বাল্লোঁকান্ সর্বান্ দেবান সর্বানাত্মনঃ সর্বাণি স্বতেজসা জ্বলতি জ্বালয়তি জ্বাল্যতে জ্বালয়তে সবিতা প্রসবিতা দীপ্তো দীপয়ন্ দীপ্যমানঃ। জ্বলং জ্বলিতা তপন্ বিতপন্ সন্তপন্ রোচনো রোচমানঃ শোভনঃ কস্মাশোভমানঃ কল্যাণস্তস্মাদুচ্যতে জ্বলন্তমিতি॥ অথ উচ্যতে সর্বতোমুখমিতি যস্মাৎ স্বমহিম্না সর্বাল্লোঁকান্ সর্বান্ দেবান্ সর্বানাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি স্বয়ম্ অনিন্দ্রিয়োঽপি সর্বতঃ পশ্যতি সর্বতঃ শৃণোতি সর্বতো গচ্ছতি সর্বত আদত্তে সর্বগঃ সর্বতস্তিষ্ঠতি একঃ পুরস্তাদ্ য ইদং বভূব যতো বভূব ভুবনস্য গোপাঃ যমপ্যেতি ভুবনং সাম্পরায়ে নমামি তমহং সর্বতোমুখমিতি তস্মাদুচ্যতে সর্বতোমুখমিতি॥ অথ কস্মাদুচ্যতে নৃসিংহমিতি যস্মাৎ সর্বেষাং ভূতানাং না বীর্য্য-

তমঃ শ্রেষ্ঠতমশ্চ সিংহো বীর্য্যতমঃ শ্রেষ্ঠতমশ্চ তস্মান্ নৃসিংহ আসীৎ পরমেশ্বরো জগদ্ধিতং বা এতদ্রূপমক্ষরং ভবতি। প্র তদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্য্যায় মৃগো নভীমঃ কুচরো গিরিষ্টাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা তস্মাদুচ্যতে নৃসিংহমিতি॥ অথ কস্মাদুচ্যতে ভীষণমিতি। যস্মাদ্ যস্য রূপং দৃষ্ট্বা সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ভীত্যা পলায়ন্তে স্বয়ং যতঃ কুতশ্চৎ ন বিভেতি। ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম। তস্মাদুচ্যতে ভীষণমিতি॥ অথ কস্মাদুচ্যতে ভদ্রমিতি যস্মাৎ স্বয়ং ভদ্রো ভূত্বা সর্বদা ভদ্রং দদাতি রোচনো রোচমানঃ শোভনঃ শোভমানঃ কল্যাণঃ। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ। তস্মাদুচ্যতে ভদ্রমিতি॥ অথ কস্মাদুচ্যতে মৃত্যুমৃত্যুমিতি। যস্মাৎ স্বমহিম্না স্বভক্তানাং স্মৃত এব মৃত্যুমপমৃত্যুং চ মারয়তি। য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং

যস্য দেবাঃ। যস্য চ্ছায়ামৃতং যো মৃত্যুমৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম তস্মাদুচ্যতে মৃত্যুমৃত্যুমিতি ॥ অথ কস্মাদুচ্যতে নমামীতি। যস্মাদ্ যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মন্ত্রং বদত্যুকথ্যম্। যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দেবা ওকাংসি চক্রিরে। তস্মাদুচ্যতে নমামীতি ॥ অথ কস্মাদুচ্যতেঽহমিতি। অহমস্মি প্রথমজা ঋতাস্য পূর্বং দেবেভ্যো অমৃতস্য নাভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মাবাঃ অহমন্নমন্নমদন্তমাদ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাম্ সুবর্ণজ্যোতিঃ। য এবং বেদেত্যুপনিষৎ।

ইত্যাথর্বণীয়ে নৃসিংপূর্বতাপনীয়োপনিষদি
দ্বিতীয়োপনিষৎ সমাপ্তা।

ব্যাখ্যা। ইতি (ইতিশব্দঃ প্রশ্নসমাপ্তিদ্যোতকঃ)। অজস্রম্ (অনবরতম্)। উদ্‌গৃহ্লাতি (অনুগৃহ্লাতি)। বিসৃজতি (উপসংহরতি)। বিবাসয়তি (স্থাপয়তি)। উদ্‌গ্রাহ্যতে (উদ্‌গ্রাহয়তি)। উদ্‌গৃহ্যতে (অনুগৃহ্লাতি)। স্তুহি (স্তবীহি)। গর্ত্তসদং (গর্ত্তে মহাচক্রে সীদতি ইতি তম্)। মৃগং (সিংহরূপম্), নভীমম্ (অভয়ঙ্করম্), উপহন্তম্ (অনুগ্রহার্থং সর্বত্রোপগমনশীলম্)। উগ্রম্ (দ্বাত্রিংশন্ সিংহব্যূহরূপম্)। মৃড়া

(মৃড়, সুখয়), জরিত্রে (স্তোত্রকর্ত্তে), স্তবানঃ (স্তূয়মানঃ)। নিপতন্তু (বিনাশয়ন্তু)। স্বমহিম্না (স্বতন্ত্রশক্ত্যা মায়য়া)। বিরমতি (বিশেষেণ ক্রীড়তি), বিরাময়তি (বিশেষেণ ক্রীড়য়তি), কর্মণ্যঃ (তত্তদবতরণরূপকর্ম্মশীলোপাসকানুগ্রহণে)। সুদক্ষঃ (পুজিতবলঃ, পুজিতো বা)। যুক্তগ্রাবা (যুক্তো গ্রাবভিঃ, সোমেঽধ্বর্য্যাদিরূপঃ)। আবিবেশ (প্রবিষ্টঃ), সংবিদানঃ (জানন্)। ত্রীণি জ্যোতীংষি (গার্হপত্যাদীন্), সচতে (সেবতে)। ষোড়শী (কন্যা), অপ্যেতি (লয়ং গচ্ছতি)। সাম্পরায়ে (প্রলয়ে)। প্রস্তবতে (স্তুতিং প্রাপ্নোতি), ন ভীমঃ (ন ভয়ঙ্করঃ)। কুচরঃ (কুত্রায়ং ন চরতি, সর্বদেব-বিগ্রহেষু লীলয়া স্বয়ং বিচরতি, সর্বদেবলীলাবিগ্রহধারী ইত্যর্থঃ)। গিরিষ্ঠাঃ (গিরিঃ পর্বতস্তৎস্থ ঈশ্বরাত্মক ইত্যর্থঃ, অথবা গিরিষু বাগ্‌রূপাসু স্তুতিষু যদ্ যদ্ রূপম্ অভিলষন্ স্তোতা কাময়তে তদ্রূপং গিরিষু স্থাপয়তীতি)। উরুষু (মহৎসু)। বিক্রমণেষু (বিগ্রহেষু, বিবিধং ক্রমণং তেষু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাত্ম-কেষু)। অধি (উপরিভাগে), ক্ষিয়ন্তি (নিবসন্তি), কর্ণেভিঃ (কর্ণৈঃ). শৃণুয়ামঃ (শৃণুমঃ). অক্ষভিঃ (চক্ষুভিঃ), যজত্রাঃ (যজনশীলাঃ), তুষ্টুবাংসঃ) (স্তুতিং কুর্বাণাঃ), ব্যশেম (প্রাপ্নুয়াম)। প্রশিষং (প্রকর্ষেণ শিষ্যতে), ব্রহ্মণস্পতিঃ (ব্রহ্মণঃ সাকারস্য নিরাকারস্য চোপদেশদ্বারা পাতা) উকথং (প্রশস্তং)। ওকাংসি (স্থানানি), নাভ্যায়ি (নাভ্যাম্)।

ইদেব (ইথমেব), মাতাবাঃ (রক্ষিতবান্), অভ্যন্তবাম্ (অভিভবামি)। সুবর্ণজ্যোতিঃ (সূর্য্যজ্যোতিরিব)।

অনুবাদ।—দেবগণ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভগবান্ নৃসিংহদেবকে 'উগ্র' বলা কেন হয়? প্রজাপতি বলিলেন,—যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র মায়াশক্তির দ্বারা সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা, সমস্ত আত্মা ও সমস্ত ভূতের প্রতি সর্ব্বদা অনুগ্রহ করেন, তাহাদের সৃষ্টি করেন, লয় করেন, স্থাপন করেন, অনুগ্রহ করান ও করেন, অতএব শাস্ত্রে অবগত, মহাচক্রে অবস্থিত, যুবা, সিংহরূপ, অভয়ঙ্কর, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিতরণের নিমিত্ত সর্ব্বত্র গমনশীল, দ্বাত্রিংশন্নৃসিংহব্যূহরূপ নৃসিংহদেবের স্তুতি কর। হে সিংহ! তুমি স্তুত হইয়া স্তোত্রকর্ত্তাকে সুখী কর, তোমার সেনাসমূহ অন্যের বিনাশসাধন করুন, অতএব 'উগ্র' বলা হইয়া থাকে। 'বীর' বলা হয় কেন? যেহেতু স্বশক্তি মায়ার দ্বারা সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত আত্মা, সমস্ত প্রাণীতে নানাভাবে ক্রীড়া করেন ও ক্রীড়া করান এবং সর্ব্বদা সৃষ্টি, স্থিতি

ও লয় করেন। যেহেতু তিনি বিবিধ অবতাররূপে গমনশীল, উপাসকগণের অনুগ্রহকর্ম্মে কুশল, পূজিত, সোমযাগে অধ্বর্য্যুরূপ, দেবকাম হইয়া প্রকাশিত হন, অতএব তাঁহাকে 'বীর' বলা হয়। তাঁহাকে 'মহাবিষ্ণু' কেন বলা হয়? প্রজাপতি বলিলেন, তৈলাদি স্নেহদ্রব্য যেমন পললপিণ্ডে (পললরাশিতে) ওতপ্রোতভাবে সংসক্ত হইয়া ব্যাপ্ত হয় এবং ব্যাপ্ত করায়, সেইরূপ তিনি সমস্ত লোকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া থাকেন। যেহেতু তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন বস্তু উৎপন্ন হয় নাই, যিনি সমস্ত ভুবনে প্রবিষ্ট আছেন। প্রজাপতি প্রজার সহিত তাঁহাকে জানিয়া গার্হপত্যাদি তিনটী অগ্নির সেবা করেন। যিনি ষোড়শীকলা অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্ম-স্বরূপ অতএব তাঁহাকে 'মহাবিষ্ণু' বলা হইয়া থাকে। দেবগণ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জ্বলন্তং' বলা হয় কেন? প্রজাপতি বলিলেন,—তিনি স্বীয় মহিমারূ দ্বারা সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা, সমস্ত আত্মা ও সমস্ত প্রাণীতে স্বীয় তেজোরূপে প্রকাশ

পান, প্রকাশিত করেন, প্রকাশিত হন। যিনি সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় গোলাকারে অবস্থিত, যিনি প্রসবিতা, যিনি প্রকাশমান ও সকলকে প্রকাশিত করিয়া দীপ্যমান। যিনি প্রকাশের দ্বারা অজ্ঞান নাশ করিয়া উজ্জ্বল, যিনি অজ্ঞানের সন্তাপ নাশকরত শান্ত; যিনি স্বেচ্ছামত কার্য্য করেন, যিনি শুভ, প্রকাশমান ও কল্যাণপ্রদ, অতএব তাঁহাকে 'জ্বলন্তম্' বলা হয়। দেবগণ বলিলেন,—তাঁহাকে কেন 'সর্বতোমুখ' বলা হয়? প্রজাপতি প্রত্যুত্তর দিলেন— যেহেতু তিনি জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও সমস্ত দেখেন, সমস্ত বিষয় শ্রবণ করেন, সকল দিকে গমন করেন, সমস্ত বস্তু গ্রহণ করেন, সর্বগ ও সকল দিকে অবস্থিত আছেন। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পূর্ব্বে নৃসিংহ অবতার হইয়াছিলেন, তাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি ভুবনের রক্ষিতা, প্রলয়কালে তাঁহাতে সমস্ত জগৎ লীন হয়, সেই সর্বতোমুখ নৃসিংহকে নমস্কার করি; অতএব তাঁহাকে 'সর্বতোমুখ' বলা হয়। দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কেন তাঁহাকে 'নৃসিংহ' বলা হয়? যেহেতু মনুষ্য সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বীর্য্যতম ও শ্রেষ্ঠতম এবং সিংহ বীর্য্যতম ও শ্রেষ্ঠতম; অতএব নৃসিংহ পরমেশ্বররূপই ছিলেন, নৃসিংহই পরমেশ্বর, তিনি জগতের অনিষ্ট দূর করিয়া জগদ্ধিতকারী, চিদ্রূপ, এবং অবিনাশী। বিষ্ণুরূপী সিংহ স্তুতি প্রাপ্ত হন, স্তুতিমন্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার বীর্য্যের উদ্দেশে নমস্কার। তিনি সিংহরূপধারী, অভয়দাতা, সমস্ত দেবমূর্ত্তিতে বিচরণশীল, গিরিস্থিত। যাঁহার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ তিনটী মূর্ত্তিতে এবং বহু লীলাবিগ্রহে সমস্ত জগৎ অবস্থান করিতেছে। তজ্জন্য তাঁহাকে 'নৃসিংহ' বলা হয়। দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাঁহাকে 'ভীষণ' বলা হয় কেন? প্রজাপতি বলিলেন,—যাঁহার রূপ দর্শন করিয়া সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণী ভয়ে পলায়ন করে, তিনি নিজে কোথা হইতেও ভীত হন না। যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবহনশীল, সূর্য্য উদিত হন, যাঁহার ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র এমন কি পঞ্চম মৃত্যুপর্য্যন্ত স্ব স্ব কার্য্যে ধাবিত হন, অতএব

তাঁহাকে 'ভীষণ' বলা হইয়া থাকে। দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাঁহাকে 'ভদ্র' বলা হয় কেন? প্রজাপতি বলিলেন,—যেহেতু তিনি স্বয়ং মাঙ্গলিক হইয়া সর্ব্বদা ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করেন, দীপ্তি-শালী হইয়া প্রকাশ পান, শোভাযুক্ত হইয়া বিরাজ করেন এবং কল্যাণপ্রদ। আমরা দেবতা হইয়াও কল্যাণকর বিষয় শ্রবণ করি এবং যজনশীল হইয়াও চক্ষুর দ্বারা কল্যাণজনক বস্তুর দর্শন করি, স্থির হৃদয়াদি অঙ্গ এবং সামাঙ্গ ওঁকার, সাবিত্রী, যজুঃ, লক্ষ্মী,নৃসিংহগায়ত্রীরূপ তনুমন্ত্রসমূহের দ্বারা স্তুতি করত রোগশূন্য হইয়া ইহলোক পরলোকে সুখভোগক্ষম দেবহিতকর আয়ুঃ প্রাপ্ত হইব। অতএব তাঁহাকে 'ভদ্র' বলা হয়। দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন তাঁহাকে 'মৃত্যুমৃত্যু' বলা হইয়া থাকে। যেহেতু তিনি স্বকীয় মায়াশক্তির দ্বারা স্বকীয় ভক্ত-গণের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মৃত্যু ও অপমৃত্যুর বিনাশ-সাধন করেন, যিনি দ্বাত্রিংশৎব্যূহে স্বস্ব রূপ প্রদান করেন, যিনি উপাসকগণের শক্তিদাতা,

সমস্ত দেবতা যাঁহার দ্বাত্রিংশৎব্যূহের উপাসনা করেন, যাঁহার ছায়ারূপ গৃহ অমৃতস্বরূপ মহাচক্র, যিনি মৃত্যুরও মৃত্যু, সেই প্রজাপতিব্যূহরূপ দেবতার উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করি। অতএব তাঁহাকে 'মৃত্যুমৃত্যু' বলা হইয়া থাকে। দেবগণ বলিলেন,—কেন 'নমামি' বলা হয়? প্রজাপতি প্রত্যুত্তর দিলেন,—যেহেতু সমস্ত দেবতা, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাকে নমস্কার করেন, যিনি উপদেশদ্বারা ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকাররূপের পালয়িতা, যিনি নিশ্চয়রূপে প্রশস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করেন, যাহাতে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা এবং অন্যান্য দেবতারা উপাসনার নিমিত্ত বাস করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহাকে 'নমামি' বলা হইয়া থাকে। দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অহম্' বলা হয় কেন? প্রজাপতি বলিলেন,—আমি পূর্ব্বোক্ত উপাস্য, পুরশ্চরণোপাসনা হইতে প্রথম উৎপন্ন, আমি সত্যরূপে প্রতীয়মান মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপ জগতের পূর্ব্বে ছিলাম, আমি দেবগণকে অমৃত দিয়াছিলাম;

যিনি আমাকে ধারণ করেন,তিনি এইরূপে আমাকে রক্ষা করেন। আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্নদাতার সংসারনাশক, আমি সূর্য্যতেজের ন্যায় সমস্ত জগতের অভিভবকারী। যে উপাসক এইরূপে উপাসনা করেন, এই হইতেছে তাঁহার উপনিষৎ।

দ্বিতীয়োপনিষৎ সমাপ্ত।

অথ তৃতীয়োপনিষৎ।

দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্নানুষ্টুভস্য মন্ত্ররাজস্য নারসিংহস্য শক্তিং বীজং নো ব্রূহি ভগব ইতি স হোবাচ প্রজাপতির্মায়া বা এষা নারসিংহী সর্বমিদং সৃজতি সর্বমিদং রক্ষতি সর্বমিদং সংহরতি তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাদ্ য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স পাপ্মানং তরতি স মৃত্যুং তরতি স সংসারং তরতি সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে মীমাংসন্তে ব্রহ্মবাদিনো হ্রস্বা দীর্ঘা প্লুতা চেতি॥ যদি হ্রস্বা ভবতি সর্বং পাপ্মানং দহত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি যদি দীর্ঘা ভবতি মহতীং শ্রিয়মাপ্নোত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি যদি প্লুতা

ভবতি জ্ঞানবান্ ভবত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি। তদেতদৃষিণোক্তং নিদর্শনং—স ঈং পাহি য ঋজীষী তরুত্রঃ শ্রিয়ং লক্ষ্মীমৌপলামম্বিকাং গাং ষষ্ঠীং চ যামিন্দ্রসেনেত্যুত আহুঃ তাং বিদ্যাং ব্রহ্মযোনিং সরূপামিহায়ুষে শরণং প্রপদ্যে। সর্বেষাং বা এতদ্ভূতানামাকাশঃ পরায়ণং সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব জায়ন্তে। আকাশাদেব জাতানি জীবন্ত্যাকাশং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তস্মাদাকাশং বীজং বিদ্যাত্তদেব জ্যায়স্তদেতদৃষিণোক্তং নিদর্শনং—হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতাবেদিষদতিথির্দুরোণসৎ ॥ নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ য এবং বেদেতি মহোপনিষৎ ॥ ইত্যথর্ববেদান্তর্গতনৃসিংহতাপনীয়োপনিষদি তৃতীয়োপনিষৎ সমাপ্তা।

ব্যাখ্যা। মীমাংসন্তে (বিচারয়ন্তি)। নিদর্শনম্ (উদাহরণম্), স ঈম্ (সকারশ্চ ঈঞ্চ সঈম্—তৎসম্বোধনে, হে স ঈম্ হে সবিন্দুকস্বর!)। ঋজীষী (ঋজুভবেচ্ছুঃ), তরুত্রঃ (তরণশীলঃ)। পাঃ (পালিতবান্), হি (নিশ্চিতম্), শ্রিয়ম্ (বিষ্ণুশক্তিম্)। লক্ষ্মীম্ (নৃসিংহশক্তিম্), ঔপলাম্ অম্বিকাম্। (গৌরীং মহেশ্বরশক্তিম্)। গাম্ (সরস্বতীং ব্রহ্ম-

শক্তিম্), ষষ্ঠীম্ (স্কন্দশক্তিম্), ইন্দ্রসেনা (ইন্দ্রাণী)। বিদ্মাং (ঈশ্বরশক্তিম্), আয়ুষে (আয়ুর্বর্দ্ধনায়)।

অনুবাদ। দেবগণ প্রজাপতিকে বলিলেন,—ভগবন্! নৃসিংহের অনুষ্টুভ্‌মন্ত্ররাজের শক্তি ও বীজ আমাদিগকে বলুন। প্রজাপতি বলিলেন,—এই নৃসিংহের মায়াশক্তি সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন, সুতরাং মায়াকে নৃসিংহদেবের শক্তি বলিয়া জানিবে। যিনি নরসিংহের এই মায়াশক্তির উপাসনা করেন, তিনি পাপ, সংসার ও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন, মহতী শ্রী প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবাদিগণ মায়াশক্তিকে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, এই তিন ভাবে মীমাংসা করিয়া থাকেন। যদি হ্রস্ব হয়, তবে উপাসক সমস্ত পাপকে দগ্ধ করেন এবং মুক্তিলাভ করেন; যদি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে মহতী শ্রীকে প্রাপ্ত হন এবং মুক্তিলাভ করেন। যদি প্লুত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানবান্ হইয়া মুক্তিলাভ করেন। এ বিষয়ে ঋষিরা যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—যিনি সরলভাবেচ্ছুক, তরণশীল,

তিনি শক্তি—অর্থাৎ সবিন্দুকস্বর বিষ্ণুশক্তি শ্রী, নৃসিংহশক্তি লক্ষ্মী, মহেশ্বরশক্তি পার্বতী অম্বিকা, ব্রহ্মশক্তি সরস্বতী, স্কন্দশক্তি ষষ্ঠীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ যাঁহাকে ইন্দ্রসেনা বলিয়া থাকেন, সেই ইন্দ্রশক্তি ইন্দ্রাণী,ঈশ্বরশক্তি বিদ্যাও ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতুভূত থাকায় তত্তৎশক্তিকে সবিন্দুকস্বরে আয়ুঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত শরণ লইতেছি, আকাশশব্দবাচ্য 'হ'কাররূপ বীজ সমস্ত প্রাণীর আশ্রয়, সমস্ত ভূত আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া জীবন ধারণ করে এবং প্রলয়ে তাহাতে আবার লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব আকাশ অর্থাৎ 'হ'কারকে বীজ বলিয়া জানিবে, ইহার উদাহরণ ঋষিকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। তাহা এই,—পরমাত্মা মূল কারণ, বুদ্ধিস্থ; তিনি আবার দেবতা হইয়া অন্তরিক্ষে, হোতা হইয়া বেদিতে অবস্থান করেন, অতিথি হইয়া গৃহে থাকেন, সকল জীবে বিদ্যমান আছেন, উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থান করেন। তিনি সত্যে অবস্থিত, হৃদয়াকাশে বিদ্যমান,

ক্ষীরোদ সমুদ্রে ও গো হইতে জাত, সত্যে এবং মেঘে উৎপন্ন; তিনি সত্য ও বৃহৎ। যিনি এইরূপ উপাসনা করেন, ইহাই তাঁহার মহোপনিষৎ।

তৃতীয়োপনিষৎ সমাপ্ত।

চতুর্থোপনিষৎ।

১। দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্নানুষ্টুভস্য মন্ত্ররাজস্য নারসিংহস্যাঙ্গমন্ত্রান্নো ব্রূহি ভগব ইতি। স হোবাচ প্রজাপতিঃ প্রণবং সাবিত্রীং যজুর্লক্ষ্মীং নৃসিংহগায়ত্রীমিত্যঙ্গানি জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি।

ব্যাখ্যা। স্পষ্টার্থা।

অনুবাদ। দেবগণ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! অনুষ্টুপ্ ছন্দঃসমন্বিত নরসিংহমন্ত্ররাজের অঙ্গমন্ত্রসকল আমাদিগকে বলুন। প্রজাপতি প্রত্যুত্তর দিলেন,—ওঁকার, গায়ত্রী, যজুর্বেদ, লক্ষ্মীবীজ ও নৃসিংহগায়ত্রী এই পাঁচটাকে

নৃসিংহমন্ত্রের অঙ্গ মন্ত্র জানিবে। যিনি ইহা জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্বমোংকার এব যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোংকার এব সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাজ্জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তং সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনমদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমলিঙ্গ-চিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম্যপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥

অনুবাদ। এই সমস্ত বস্তু ওঁকাররূপ, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটী কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহ ও ওঁকারের উপব্যাখ্যান অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ত্বরূপে স্পষ্ট ব্যাখ্যা। কালত্রয়ের অতীত বস্তুও ওঁকারস্বরূপ। এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ; [কেন চতুষ্পাৎ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—] যাঁহার জাগরিত স্থান, আত্মভিন্নবিষয়ে যাঁহার প্রজ্ঞা, যাঁহার হৃদয়-রূপ অঙ্গে সাতটী শক্তি, মূলমন্ত্রাপেক্ষা একবিংশতি-তম অক্ষর যাঁহার মুখ; হৃদয়াঙ্গান্তর্গত স্থূল পৃথিবীকে যিনি উপভোগ করেন, যিনি বৈশ্বানর অর্থাৎ যাবতীয় নরকে নিজেতে আনয়ন করেন। ইহা হইতেছে নৃসিংহ ব্রহ্মের প্রথম পাদ। যে তৈজসের স্বপ্নই স্থান, যাঁহার বাসনারূপা প্রজ্ঞা, যিনি স্থূল বিষয় হইতে ভিন্ন বিষয় উপভোগ করেন, সেই তৈজসই তাঁহার দ্বিতীয় পাদ। যে অবস্থায় সুপ্ত পুরুষ কোন বিষয়ের কামনা করেন না, কোনরূপ স্বপ্ন দেখেন না, সেই অবস্থার নাম সুষুপ্তি; সেই সুষুপ্তি যাঁহার স্থান, একীভাব প্রাপ্ত,

প্রজ্ঞানমূর্ত্তি, আনন্দবহুল, আনন্দমাত্রোপভোগী, চিত্ত যাঁহার মুখ সেই প্রাজ্ঞই তাঁহার তৃতীয় পাদ। ইনি সকলের ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, সকলের কারণ, সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও লয় স্থান। যাঁহার বাহ্য বিষয়, অন্তর্বিষয়ে ও উভয় বিষয়ে প্রজ্ঞা নাই, যিনি অপ্রজ্ঞ, যিনি অপ্রজ্ঞ নহেন, যিনি প্রজ্ঞানমূর্ত্তি নহেন, যিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য এবং অগ্রাহ্য; যাঁহার কোন লক্ষণ বা চিহ্ন নাই; যিনি অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের অবিষয়, শব্দের অবিষয়, এক বস্তুতে সমস্ত আত্মার প্রত্যয়ই যাঁহার সার। যেখানে সমস্ত প্রপঞ্চের উপশান্তি, তাঁহাকে শিব, অদ্বৈত ও পূর্ব্বোক্ত বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ হইতে চতুর্থ বলা হয়, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানিবে।

২। অথ সাবিত্রী গায়ত্রী যা যজুষা প্রোক্তা তয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ঘৃণিরিতি দ্বে অক্ষরে সূর্য্য ইতি ত্রীণি আদিত্য ইতি ত্রীণি এতদ্বৈ সাবিত্রস্যাষ্টাক্ষরং পদং শ্রিয়াভিষিক্তং য এবং বেদ শ্রিয়া হৈবাভিষিচ্যতে তদেতদৃচাভ্যুক্তম্—ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্

দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি যস্তন্নবেদুস্ত ইমে সমাসত ইতি। ন হ বা এতস্মৃর্চা ন যজুষা ন সাম্নার্থোঽস্তি যঃ সাবিত্রীং বেদেতি। ওঁ ভূর্লক্ষ্মী ভুবর্লক্ষ্মীঃ স্বর্লক্ষ্মীঃ সুবঃ কালকর্ণী। তন্নো মহালক্ষ্মীপ্রচোদয়াৎ ইত্যেষা বৈ মহালক্ষ্মীর্যজুর্গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরা ভবতি। গায়ত্রী বা ইদং সর্বং যদিদং কিংচ তস্মাদ্ য এতাং মহালক্ষ্মীং যাজুষীং বেদ মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে। ওঁ নৃসিংহায় বিদ্মহে বজ্রনখায় ধীমহি। তন্নঃ সিংহঃ প্রচোদয়াৎ ইত্যেষা বৈ নৃসিংহগায়ত্রী বেদানাং দেবানাং নিদানং ভবতি য এবং বেদ নিদানবান্ ভবতি ॥

ব্যাখ্যা। ঋচঃ (ঋগ্‌গ্রহণমুপলক্ষণার্থং সর্বে বেদাঃ, অথবা ঋচ ইতি ষষ্ঠী, ঋচঃ—সঙ্গমিত্যাদিকায়া নয়াঃ প্রতিপাদিতাঃ শক্তয়ো বেদা বা)। [ন কেবলং বেদা অপি তু] বিশ্বে বেদাঃ (সর্বে দেবাঃ)। অধি (উপরি, শিরসি) অক্ষরে (অবিনাশিনি) পরমে ব্যোমন্ (ব্যোমনি)। [সর্বাভিষেকদ্বারত্বাৎ পরমং, মোক্ষদ্বারত্বাচ্চ ব্যোম যস্মিন্ শিরসি] নিষেদুঃ (নিতরাং সেবনং কৃতবত্যঃ)। যঃ (উপাসকঃ) তৎ (শিরঃ বেদ দেবদেবীভিঃ প্রাগুক্তপ্রকারেণাভিষিক্তং) ন বেদ (জানাতি)

ঋচা (ঋগ্বেদাদিনা সঈং পাতীত্যাদিনা বা) কিম্ (অলম্)। অর্থঃ (প্রয়োজনম্)। যে (উপাসকাঃ)। ইৎ (ইত্থং) [তদভিষিক্তং শিরঃ] বিদুঃ (উপাসতে), প্রচোদয়াৎ (প্রচোদয়েৎ, প্রেরয়েৎ)। বিদ্মহে (জানীমঃ), ধীমহি [ধ্যায়েমহি)। বজ্রনখায় (নৃসিংহায়), নিদানং (মূলকারণম্)।

অনুবাদ। যে প্রকাশশীল গায়ত্রী যজুর্বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। 'ঘৃণিঃ' এই পদে দুইটী অক্ষর আছে, 'সূর্য্যঃ' এই পদে তিনটী অক্ষর আছে, রকারকে পৃথক্ অক্ষর ধরিয়া তিনটী হইল। 'আদিত্যঃ' এই পদে তিনটী অক্ষর আছে। গায়ত্রীমন্ত্রের যে অষ্টাক্ষরযুক্ত পদ, তাহা 'শ্রী'বীজের দ্বারা অভিষিক্ত অর্থাৎ মন্ত্রের উপরিভাগে 'শ্রী'বীজ রহিয়াছে, যিনি এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি শ্রীর দ্বারা অভিষিক্ত হন। ইহা ঋচের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। সেই ঋক্ এই,—ঋগাদি বেদসমূহ অথবা 'স ঈম্' ইত্যাদি মন্ত্রপ্রতিপাদিত শক্তিসমূহ এবং সকল দেবতা যে পরম ব্যোমরূপ অবিনাশী শিরঃস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন,

যে উপাসক তাহা জানে না, তাহার ঋগাদিবেদের দ্বারা অথবা 'স ঈম্' ইত্যাদি ঋকের দ্বারা কি ফল হইবে? যিনি এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি সম্যক্‌রূপে সুখভোগ করেন, যিনি সাবিত্রী অর্থাৎ শিরঃ-শিখাভূত নৃসিংহগায়ত্রী না জানেন, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ঋক্, যজুঃ ও সামের কোন প্রয়োজন নাই, 'ও ভূলক্ষ্মীঃ'—'ভূঃ' এই পদের অর্থ সত্তামাত্র, কারণ ভূ ধাতুর অর্থ সত্তা, ভূলক্ষ্মীঃ এই পদের অর্থ সন্মাত্র-ব্রহ্মের ব্যাপারিকা শক্তি। কারণমাত্ররূপ ব্রহ্মের শক্তি হইতেছে 'ভুবর্লক্ষ্মীঃ।' আত্মস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মের শক্তি হইতেছে—'সুবঃকালকর্ণী।' সেই ভুবর্ব্রহ্মের শক্তি যে মহালক্ষ্মী, তিনি আমাকে প্রেরিত করুন, ইহাই হইতেছে, মহালক্ষ্মী যজুঃ। নৃসিংহগায়ত্রী চব্বিশটী অক্ষর, যে কিছু বস্তু আছে, তৎসমুদায়ই গায়ত্রীস্বরূপ, অতএব যিনি যজুর্বেদীয় এই মহালক্ষ্মী শক্তির উপাসনা করেন, তিনি মহতী শ্রী প্রাপ্ত হন। [নৃসিংহগায়ত্রী বলিতেছেন—] 'আমরা বজ্রনখ নৃসিংহকে জানি এবং তাঁহার ধ্যান করি, সেই নৃসিংহ

আমাদিগকে প্রেরিত করুন,'—এই হইতেছে নৃসিংহের গায়ত্রী, এই নৃসিংহগায়ত্রী, বেদসমূহ ও দেবতাগণের মূল কারণ, যিনি ইহার উপাসনা করেন, তিনি সকলের মূল কারণ হন।

৩। দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্নথ কৈর্মন্ত্রৈঃ দেবঃ স্তুত প্রীতো ভবতি স্বাত্মানং দর্শয়তি তন্নো ব্রূহি ভগবং ইতি স হোবাচ প্রজাপতিঃ। ওঁ উ ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥১॥ ওঁ গ্রং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥২॥ ওঁ বীং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ মহেশ্বরস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥৩॥ ওঁ রং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ পুরুষস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৪ ॥ ওঁ মং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চেশ্বরস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥৫॥ ওঁ হাং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যা সরস্বতী তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥৬॥ ওঁ বিং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যা শ্রীস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৭ ॥ ওঁ ষ্ণুং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যা

গৌরী তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৮॥ ওঁ জং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যা প্রকৃতিস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৯॥ ওঁ লং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যা বিদ্যা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥১০॥ ওঁ তং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চোংকারস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥১১॥ ওঁ সং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যাশ্চতস্রোঽর্ধমাত্রাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥১২॥ ওঁ বং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥১৩॥ ওঁ তোং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে পঞ্চাগ্নয়স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥১৪॥ ওঁ মুং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যাঃ সপ্তব্যাহৃতয়স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥১৫॥ ওঁ খং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে চাষ্টৌ লোকপালাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥১৬॥ ওঁ নৃং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে চাষ্টৌ বসবস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥১৭॥ ওঁ সিং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে চ রুদ্রাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥১৮॥ ওঁ হং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে চাদিত্যাস্তস্মৈ বৈ নমো

নমঃ॥১৯॥ ওঁ ক্ষ্রৌং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে চাষ্টৌ গ্রহাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥২০॥ ওঁ যং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যানি পঞ্চ মহাভূতানি তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥২১॥ ওঁ ণং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ কালস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥২২॥ ওঁ ভং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ মনুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥২৩॥ ওঁ দ্রং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ মৃত্যুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥২৪॥ ওঁ মৃং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ যমস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥২৫॥ ওঁ ত্যুং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চান্তকস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥২৬॥ ওঁ মৃং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ প্রাণস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥২৭॥ ওঁ ত্যুং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ সূর্য্যস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥২৮॥ ওঁ নং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো ভগবান্ যশ্চ সোমস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥২৯॥ ওঁ মাং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ বিরাট্ পুরুষস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৩০॥ ওঁ মাং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো

ভগবান্ যশ্চ জীবস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৩১॥ ওঁ হং ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ সর্বং তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৩২ ॥ ইতি তান্ প্রজাপতি-ব্রুবীদেতৈর্দ্বাত্রিংশন্মন্ত্রৈর্নিত্যং দেবং স্তবতে। ততো দেবঃ প্রীতো ভবতি স্বাত্মানং দর্শয়তি তস্মাদ্ য এতৈ-র্মন্ত্রৈর্নিত্যং দেবং স্তৌতি স দেবং পশ্যতি সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি য এবং বেদেতি মহোপনিষৎ॥ ইতি চতুর্থ্যুপনিষৎ।

ইত্যাথর্বণীয়েনৃসিংহপূর্বতাপনীয়োপনিষদি
চতুর্থ্যোপনিষৎ সমাপ্তা।

ব্যাখ্যা। স্পষ্টার্থা।

অনুবাদ। দেবগণ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! কোন্ কোন্ মন্ত্রের দ্বারা নৃসিংহদেব স্তুত হইলে তিনি প্রীত হন এবং ভক্তের নিকট নিজস্বরূপ প্রদর্শন করেন, তাহা আমা-দিগকে বলুন। প্রজাপতি সেই মন্ত্রসকল বলিলেন। এখানে ইহাই বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত নৃসিংহগায়ত্রী

চতুর্বিংশতাক্ষরযুক্তা। "উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্॥" ইহা হইতেছে নৃসিংহ মন্ত্র, ইহা অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত; ইহার প্রত্যেক অক্ষর প্রণবসংপুটিত, অর্থাৎ একটী একটী অক্ষরের পূর্ব্বে ও পরে ওঁকার যোগ করিয়া দিলে এক একটী ব্যূহ হয়, এইরূপ নৃসিংহে বত্রিশটী ব্যূহ বলিতেছেন। (১) 'ওঁ উং ওং'—হইতেছেন ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি ব্রহ্মা, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (২) 'ওঁ গ্রং ওঁ'—হইতেছেন ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি বিষ্ণু, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (৩) 'ওঁ বীং ওঁ'—হইতেছেন ভগবান নৃসিংহদেব, যিনি মহেশ্বর, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (৪) 'ওঁ রং ওঁ হইতেছেন ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি পুরুষ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (৫) 'ওঁ মং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি ঈশ্বর তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (৬) 'ওঁ হাং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি সরস্বতী, তাঁহার

উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (৭) 'ওঁ বিং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি শ্রী, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (৮)'ওঁ ক্ষুং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি গৌরী, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (৯) 'ওঁ জ্বং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি প্রকৃতি, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (১০) 'ওঁ লং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি বিদ্যা, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (১১) 'ওঁ তং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি ওঁকার, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (১২) 'ওঁ সং ওঁ—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি চারিটী অর্দ্ধমাত্রা, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (১৩) 'ওঁ বং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি ছয়টী অঙ্গ ও সমস্ত শাখাসমন্বিত চারিটী বেদ-স্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (১৪) 'ওঁ তোং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি পাঁচটী অগ্নিস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (১৫) 'ওঁ মুং ওঁং—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি ভূরাদি সাতটী ব্যাহৃতিস্বরূপ, তাঁহার, উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ

নমস্কার। (১৬) 'ওঁ থং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি আটটী লোকপালরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (১৭) 'ওঁ নৃং ওঁ' ভগবান্ নৃসিংহদেব—যিনি অষ্টবসুস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (১৮) 'ওঁ সিং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি একাদশ রুদ্রস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার। (১৯) 'ওঁ হং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি দ্বাদশ আদিত্যস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (২০) 'ওঁ ভীং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি আটটী গ্রহস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (২১) 'ওঁ ষং ওঁ'—ভগবান নৃসিংহদেব, যিনি পঞ্চমহাভূতরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (২২) 'ওঁ ণং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি কালস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (২৩) 'ওঁ ভং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি মনুরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (২৪) 'ওঁ দ্রং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি মৃত্যু, তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার। (২৫) 'ওঁ মৃং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব,

যিনি যমস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (২৬) 'ওঁ ত্যুং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি অন্তক, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (২৭) 'ওঁ মৃং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি প্রাণস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (২৮) 'ওঁ তুাং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি সূর্য্যস্বরূপ, তাঁগার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (২৯) 'ওঁ নং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি সোমস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (৩০) 'ওঁ মাং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি বিরাট্পুরুষ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (৩১) 'ওঁ মং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি জীবস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (৩২) 'ওঁ হং ওঁ'—ভগবান্ নৃসিংহদেব, যিনি সর্ব্বস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। প্রজাপতি দেবগণকে পূর্ব্বোক্ত বত্রিশটী মন্ত্র বলিয়াছিলেন। যে উপাসক প্রত্যহ এই বত্রিশটী মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করেন, তিনি তদ্দ্বারা প্রীত হইয়া তাঁহাকে নিজের স্বরূপ দেখান। অতএব যিনি

প্রত্যহ এই সকল মন্ত্রের দ্বারা নৃসিংহের স্তব করেন, তিনি নৃসিংহদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনি সমস্তই দেখিতে পান। যিনি এরূপ জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন, ইহা মহতী রহস্য বিদ্যা।

চতুর্থোপনিষৎ সমাপ্ত।

পঞ্চমোপনিষৎ।

১। দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ মহাচক্রং নাম চক্রং নো ব্রূহি ভগব ইতি সার্বকামিকং মোক্ষদ্বারং যদ্ যোগিন উপদিশন্তি স হোবাচ প্রজাপতিঃ ষড়রং বা এতৎ সুদর্শনং মহাচক্রং তস্মাৎ ষড়রং ভবতি ষট্পত্রং চক্রং ভবতি ষড়্বা ঋতব ঋতুভিঃ সংমিতং ভবতি মধ্যে নাভির্ভবতি নাভ্যাং বা এতেঽরাঃ প্রতিষ্ঠিতা। মায়য়া বা এতৎ সর্বং বেষ্টিতং ভবতি নাত্মানং মায়া স্পৃশতি তস্মান্মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি। অথাষ্টারমষ্টপত্রং চক্রং ভবতাষ্টাক্ষরা বৈ গায়ত্রী গায়ত্র্যা সংমিতং ভবতি বহির্মায়য়া বেষ্টিতং ভবতি ক্ষেত্রং ক্ষেত্রং বৈ

মায়ৈষা সম্পদ্যতে। অথ দ্বাদশারং দ্বাদশপত্রং চক্রং ভবতি দ্বাদশাক্ষরা বৈ জগতী জগত্যা সংমিতং ভবতি বহির্মায়য়া বেষ্টিতং ভবতি। অথ ষোড়শারং ষোড়শপত্রং চক্রং ভবতি ষোড়শকলো বৈ পুরুষঃ পুরুষ এবেদং সর্বং পুরুষেণ সংমিতং ভবতি মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি। অথ দ্বাত্রিংশদরং দ্বাত্রিংশৎপত্রং চক্রং ভবতি দ্বাত্রিংশদক্ষরা বা অনুষ্টুবনুষ্টুভা সর্বমিদং ভবতি বহির্মায়য়া বেষ্টিতং ভবত্যরৈর্বা এতৎ সুবদ্ধং ভবতি বেদা বা এতে অরাঃ পত্রৈর্বা এতৎ সর্বতঃ পরিক্রামতি ছন্দাংসি বৈ পত্রাণি ॥

ব্যাখ্যা। সার্বকামিকম্ (সর্বকামসাধনম্)। ষড়রম্ (ষট্ অরা বিদ্যন্তে যস্মিন্ সুদর্শন মহাচক্রে তৎ)। ষটপত্রম্ (ষট্ পত্রানি যস্মিন্ মহাচক্রে তৎ)।

অনুবাদ। দেবগণ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে ভগবন্! যোগিগণ যাহাকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু পাইবার একমাত্র উপায় ও মোক্ষের সাধন বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন, আপনি আমাদিগকে সেই 'মহাচক্র' নামক চক্রের বিষয়ে

উপদেশ প্রদান করুন। প্রজাপতি বলিলেন,— এই সুদর্শন মহাচক্রের ছয়টী অর। গাড়ীর চাকার চারিদিকে যে পাখী থাকে, তাহাকে অর কহে। অতএব চক্রের ছয়টী অর থাকে এবং পত্রের ন্যায় তাহার আকৃতি হয়। বসন্তাদি ঋতু ছয়টী, এই চক্রও ঋতুর সদৃশ; সেই চক্রের মধ্যে নাভি বিদ্যমান আছে, সেই নাভিতে অরসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে। মায়া অর্থাৎ মূলমন্ত্রশক্ত্যক্ষরসমূহের দ্বারা এই ছয়টী অর ও ছয়টী পত্র বেষ্টিত আছে, অতএব অর ও পত্র-যুক্ত আত্মাকে অর্থাৎ চক্রের স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে, কারণ বহির্ভাগে মায়ার দ্বারা বেষ্টিত থাকে। শুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে 'চক্র' বলিয়া উপাসনা করিবে, মায়া যেমনি মায়াবীকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ মায়া আত্মাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। চক্রের আটটী অর ও আটটী পত্র, গায়ত্রীও অষ্টাক্ষরবিশিষ্ট, সুতরাং চক্রও গায়ত্রী-তুল্য হইল, ইহা বহির্ভাগে মায়ার দ্বারা বেষ্টিত আছে। প্রত্যেক স্থানে মায়া বিদ্যমান আছে।

চক্রে বারটী অর ও বারটী পত্র আছে, জগতীছন্দঃ ও দ্বাদশ-অক্ষরযুক্ত, সুতরাং ইহা জগতীছন্দের তুল্য, ইহার বহির্ভাগ মায়ার দ্বারা বেষ্টিত। ষোলটী অর ও ষোলটী পত্র চক্রে আছে, পুরুষের ষোলটী কলা, এই সমস্ত পুরুষস্বরূপ, অতএব ইহা পুরুষের তুল্য, ইহার বহির্ভাগ মায়ার দ্বারা বেষ্টিত। চক্রে বত্রিশটী অর ও বত্রিশটী পত্র আছে; অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ও বত্রিশটী অক্ষরযুক্ত, সুতরাং ইহা অনুষ্টুপ্ছন্দের তুল্য; ইহা বহির্ভূতা মায়ার দ্বারা বেষ্টিত। এই মহাচক্র অরসমূহের দ্বারা উত্তমরূপে সংবদ্ধ আছে। বেদসমূহ হইতেছে অরস্থানীয়। ইহা সকল দিকে নক্ষত্রসমূহদ্বারা বেষ্টিত, ছন্দঃসমূহ হইতেছে পত্রস্থানীয়।

২। তদেব চক্রং সুদর্শনং মহাচক্রং তস্য মধ্যে নাভ্যাং তারকং ভবতি যদক্ষরং নারসিংহমেকাক্ষরং তদ্ভবতি ষট্‌সু পত্রেষু ষড়ক্ষরং সুদর্শনং ভবত্যষ্টসু পত্রেষ্বষ্টাক্ষরং নারায়ণং ভবতি দ্বাদশসু পত্রেষু দ্বাদশাক্ষরং বাসুদেবং ভবতি ষোড়শসু পত্রেষু মাতৃকাদ্যাঃ সবিন্দুকাঃ

ষোড়শ কলা ভবন্তি দ্বাত্রিংশৎসু পত্রেষু দ্বাত্রিংশদক্ষরং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং ভবতি তদ্বা এতৎ সুদর্শনং নাম চক্রং সার্বকামিকং মোক্ষদ্বারমৃঙ্ময়ং যজুর্ময়ং সামময়ং ব্রহ্মময়মমৃতময়ং ভবতি তস্য পুরস্তাদ্বসব আসতে রুদ্রা দক্ষিণত আদিত্যাঃ পশ্চাদ্বিশ্বেদেবা উত্তরতো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা নাভ্যাং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ পার্শ্বয়োস্তদেতদৃচাভ্যুক্তং ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসত ইতি। তদেতন্মহাচক্রং বালো বা যুবা বা বেদ স মহান্ ভবতি স গুরুর্ভবতি সর্বেষাং মন্ত্রাণামুপদেষ্টা ভবত্যনুষ্টুভা হোমং কুর্য্যাদনুষ্টুভার্চনং কুর্য্যাত্তদেতদ্রক্ষোঘ্নং মৃত্যুতারকং গুরুতো লব্ধং কণ্ঠে বাহৌ শিখায়াং বা বধ্নীত সপ্তদ্বীপবতী সমির্দক্ষিণার্থং নাবকল্পতে তস্মাচ্ছ্রদ্ধয়া যাং কাঞ্চিদ্দদ্যাৎ সা দক্ষিণা ভবতি ॥

ব্যাখ্যা। তৎ (দ্বাত্রিংশদরং দ্বাত্রিংশৎপত্রং চক্রম্)। মধ্যে (মধ্যবর্তিনাভ্যাম্)। একাক্ষরম্ (একঞ্চ অক্ষরঞ্চ)। তারকং (সংসারতারকত্বাৎ তারকং প্রণবাক্ষরং)। নারসিংহং

(নৃসিংহদেবতাকম্)। সবিন্দুকাঃ (বিন্দুসহিতাঃ)। ঋঙ্‌ময়ং যজুর্ময়ং সামময়ং ব্রহ্মময়ম্ অমৃতময়ং ভবতি (পঞ্চ ময়ট্‌প্রত্যয়াঃ প্রাচুর্য্যার্থা গ্রাহ্যাঃ। ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বপ্রচুরম্। ব্রহ্মময়মিতি ব্রহ্মশব্দেনাথর্ববেদঃ সোঽয়ং ব্রহ্ম বেদ ইত্যেতদ্ ব্রাহ্মণাভিধানাৎ। বেদপ্রচুরতাহরাণাং বেদবুদ্ধ্যোপাস্যত্বাৎ। বিকারর্থো বা ময়ড় বেদবিকারাত্মকা ইত্যর্থঃ। অমৃতময়ং ক্ষীরপ্রচুরনাভিকং ক্ষীরবিকারনাভিকং বেতি। তস্যেতি তচ্ছব্দান্নাভিস্থো বিষ্ণুর্মূলনৃসিংহব্যূহঃ পরামৃশ্যতে)। বসবঃ (অষ্টৌ পরিচারকাঃ)। বেদ (উপাস্তে, মহান্ ভবতি (মহতীং প্রতিষ্ঠাং জনে প্রাপ্নোতি, অথবা মহাবিষ্ণুঃ ভবতি)। গুরুঃ (দেববদারাধ্যঃ)।

অনুবাদ। সেই বত্রিশটী পত্র ও বত্রিশটী অরযুক্ত চক্রের নাম সুদর্শন মহাচক্র, মহাচক্রের মধ্যবর্ত্তী বেষ্টনরূপ নাভিতে তারক অর্থাৎ প্রণবরূপ অক্ষর আছে, সংসার-সাগর অতিক্রম করায় বলিয়া প্রণবের নাম তারক। যাহা অবিনাশী, যাহার দেবতা নৃসিংহ, তাহা এক ও ব্যাপক। ঈশানকোণস্থ পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ষড়ক্ষর সুদর্শন মন্ত্র ন্যাস করিবে। আটটী পত্রে অষ্টাক্ষর নারায়ণ মন্ত্র ন্যাস করিবে। দ্বাদশ পত্রে দ্বাদশাক্ষর

বাসুদেব মন্ত্র ন্যাস করিবে। ষোড়শ পত্রে বিন্দুযুক্ত মাতৃকাদি ষোড়শ কলা হইয়া থাকে। বত্রিশ পত্রে বত্রিশ অক্ষরযুক্ত নৃসিংহদেবতাকে মন্ত্রশ্রেষ্ঠ অনুষ্টুপ্ ছন্দোযুক্ত সাম অভিব্যক্ত আছে। এই সেই সুদর্শন মহাচক্র, ইহা সমস্ত কামনার সাধন ও মোক্ষের উপায়, ইহা ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব ও ক্ষীর বহুলপরিমাণে বিদ্যমান আছে, অথচ ঋগ্বেদাদির বিকাররূপ। নৃসিংহব্যূহের পূর্ব্বদিকে অষ্টবসু পরিচারকরূপে বিদ্যমান আছেন; দক্ষিণে একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য পশ্চিমে, বিশ্বদেবগণ উত্তরে; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নাভিতে এবং সূর্য্য ও চন্দ্র কুক্ষিপ্রদেশে বিদ্যমান আছেন। ইহা ঋগ্বেদে পঠিত হইয়াছে, তাহা এই—যে আকাশতুল্য ব্যাপক, উৎকৃষ্ট মহাচক্রে ঋগাদি বেদসমূদয় ও দেবগণ উপরিভাবে অবস্থান করিতেছেন, যে উপাসক সেই মহাচক্রকে না জানে, ঋগাদিবেদের দ্বারা তাহার কি ফল হইবে। যিনি এইরূপে জানেন, তিনি সম্যগ্‌রূপে সুখ লাভ করেন। বালক হউন বা

যুবা হউন, যিনি এই মহাচক্র জানেন, তিনি মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি গুরুর ন্যায় পূজনীয় ও সকল মন্ত্রের উপদেষ্টা হন। সামাভিব্যক্ত অনুষ্টুপের দ্বারা হোম করিবে ও অনুষ্টুভের দ্বারা ষোড়শাদি উপচারে অর্চ্চনা করিবে, এই মহাচক্র মৃত্যুবারক, ইহা গুরুর অনুগ্রহে লব্ধ হইলে কণ্ঠ, বাহু অথবা শিখাতে বন্ধন করিবে। সপ্তদ্বীপযুক্তা পৃথিবী ইহার দক্ষিণার যোগ্য নহে, অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাশক্তি যাহা প্রদান করিবে, তাহাই দক্ষিণা হইবে।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

১। দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ নানুষ্টুভস্য মন্ত্ররাজস্য ফলং নো ব্রূহি ভগব ইতি স হোবাচ প্রজাপতি র্য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে সোঽগ্নিপূতো ভবতি স বায়ুপূতো ভবতি স আদিত্যপূতো ভবতি স সোমপূতো ভবতি স সত্যপূতো ভবতি স ব্রহ্মপূতো ভবতি স বিষ্ণু-

পূতো ভবতি স রুদ্রপূতো ভবতি স বেদপূতো ভবতি স সর্বপূতো ভবতি স সর্বপূতো ভবতি ॥

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাখ্যা স্পষ্টার্থা।

অনুবাদ। দেবগণ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! অনুষ্টুপ্ছন্দোযুক্ত মন্ত্ররাজের ফল আমাদিগকে বলুন। প্রজাপতি বলিলেন,—যে উপাসক এই নৃসিংহদেবতাকে মন্ত্ররাজ অনুষ্টুপ্-ছন্দোযুত সাম অধ্যয়ন করেন, তিনি অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, সত্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রগণ, বেদচতুষ্টয়, এমন কি সকলের দ্বারা পবিত্র হন। অধ্যায়সমাপ্তির জন্য দুইবার বলা হইল। প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১। য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে স মৃত্যুং তরতি স পাপ্মানং তরতি স ব্রহ্মহত্যাং তরতি স ভ্রূণহত্যাং তরতি স বীরহত্যাং তরতি স সর্বহত্যাং তরতি ॥ ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ। যে উপাসক প্রত্যহ এই মন্ত্ররাজ নৃসিংহদেবতাকে অনুষ্টুপ্‌ছন্দোযুক্ত সাম অধ্যয়ন করেন, তিনি মৃত্যু, পাপ, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, বীরহত্যা এমন কি সকলকে অতিক্রম করেন। পূর্ব্ববৎ দ্বিরুক্তি দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্তার্থ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১। য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে সোঽগ্নিং স্তম্ভয়তি স বায়ুং স্তম্ভয়তি স আদিত্যং স্তম্ভয়তি স সোমং স্তম্ভয়তি স উদকং স্তম্ভয়তি স সর্বান্ দেবাং স্তম্ভয়তি স সর্বান্ গ্রহান্ স্তম্ভয়তি স বিষং স্তম্ভয়তি স বিষং স্তম্ভয়তি॥

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ। যে উপাসক এই মন্ত্ররাজ নৃসিংহদেবতাকে অনুষ্টুপ্‌ছন্দোযুক্ত সাম প্রত্যহ অধ্যয়ন করেন, তিনি অগ্নি, বায়ু আদিত্য, চন্দ্র, জল, সমস্ত দেবতা, সমস্ত গ্রহ ও বিষ স্তম্ভিত করেন, অর্থাৎ অগ্নিপ্রভৃতির গতিস্তম্ভ ও বিষের ক্রিয়ানাশ

করিতে সমর্থ হন, অধ্যায় সমাপ্তির জন্য দুইবার বলা হইল। তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

১। য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে স ভূর্লোকং জয়তি স ভুবর্লোকং জয়তি স স্বর্লোকং জয়তি স জনোলোকং জয়তি স তপোলোকং জয়তি জয়তি স সত্যলোকং জয়তি স সর্বলোকং জয়তি স সর্বলোকাং জয়তি॥ ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ। যে উপাসক এই মন্ত্ররাজ নৃসিংহদেবতাকে অনুষ্টুপ্ ছন্দোযুক্ত সাম প্রত্যহ অধ্যয়ন করেন, তিনি ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনোলোক, তপোলোক, সত্যলোক জয় করেন, এমন কি সমস্ত লোক জয় করেন, পূর্ব্ববৎ দ্বিরুক্তি। চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

১। য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং

নিত্যমধীতে স মনুষ্যানাকর্ষয়তি স দেবানাকর্ষয়তি স নাগানাকর্ষয়তি স যক্ষানাকর্ষয়তি স গ্রহানাকর্ষয়তি স সর্বানাকর্ষয়তি স সর্বানাকর্ষয়তি স সর্বানাকর্ষয়তি। ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ। যে উপাসক এই মন্ত্ররাজ নৃসিংহদেবতাকে অনুষ্টুপ্ ছন্দোযুক্ত সাম প্রত্যহ অধ্যয়ন করেন, তিনি মনুষ্য, দেবতা, নাগ, যক্ষগণ গ্রহগণ, এমন কি সকলকে আকর্ষণ করেন, অর্থাৎ সেই সেই স্থান হইতে আনিয়া নিজের অধীন করেন। পূর্ব্ববৎ দ্বিরুক্তি। পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

১। য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমনুষ্টুভং নিত্যমধীতে সোঽগ্নিষ্টোমেন যজতে স উক্থ্যেন যজতে স ষোড়শিনা যজতে স বাজপেয়েন যজতে সোঽতিরাত্রেণ যজতে সোপ্তোর্যামেণ যজতে সোঽশ্বমেধেন যজতে স সর্বৈঃ ক্রতুভির্যজতে স সর্বৈঃ ক্রতুভির্যজতে॥ ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ। যে উপাসক এই মন্ত্ররাজ, নৃসিংহদেবতাক অনুষ্টুপ্ছন্দোযুক্ত সাম প্রত্যহ অধ্যয়ন করেন, তিনি অগ্নিষ্টোম, উক্থ ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোর্যাম, অশ্বমেধ এমন কি সমস্ত যাগের অনুষ্ঠান করেন। পূর্ব্ববৎ দ্বিরুক্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

১। য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে স ঋচোঽধীতে স যজুংষ্যধীতে স সামান্যধীতে সোঽথর্বাণমধীতে সোঽঙ্গিরসমধীতে স শাখা অধীতে স পুরাণান্যধীতে স কল্পানধীতে স গাথা অধীতে স নারাশংসীরধীতে স প্রণবমধীতে যঃ প্রণবমধীতে স সর্ব্বমধীতে স সর্ব্বমধীতে। ইতি সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ। যে উপাসক এই মন্ত্ররাজ নৃসিংহদেবতাক অনুষ্টুপ্ছন্দোযুক্ত সাম প্রত্যহ অধ্যয়ন করেন, তিনি ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, অঙ্গিরঃ, সমস্ত শাখা, পুরাণসমূহ, কল্পসূত্র, গাথা ও নারা-

শংসী ও প্রণব অধ্যয়ন করেন। যিনি প্রণব অধ্যয়ন করেন,তিনি সমস্ত অধ্যয়ন করেন। পূর্ব্ববৎ দ্বিরুক্তি।

সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

১। অনুপনীতশতমেকমেকেনোপনীতেন তৎসমমুপনীতশতমেকমেকেন গৃহস্থেন তৎসমং গৃহস্থশতমেকমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমং বানপ্রস্থশতমেকমেকেন যতিনা তৎসমং যতীনাং চ শতং পূর্ণরুদ্রজাপকেন তৎসমং রুদ্রজাপশতমেকমেকেনাথর্বশিরঃশিখাধ্যাপকেন তৎসমমথর্বশিরঃশিখাধ্যাপকশতমেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎসমং তদ্বা এতৎ পরমং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য যত্র সূর্য্যো ন তপতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র নাগ্নির্দহতি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দুঃখং সদানন্দং পরমানন্দং শান্তং শাশ্বতং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে

যোগিনস্তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীবচক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎপরমং পদং। তদেতন্নিষ্কামস্য ভবতি তদেতন্নিষ্কামস্য ভবতি তদেতন্নিষ্কামস্য ভবতি॥ ইতি অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ইত্যথর্ববেদান্তর্গতনৃসিংহপূর্বতাপনীয়োপনিষদি পঞ্চমোপনিষৎ সমাপ্তা।

ব্যাখ্যা। সূরয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) তদ্বিষ্ণোঃ (তস্য নৃসিংহস্য বিষ্ণোঃ) পরমং পদং (স্থানং) দিবি (দ্যুলোকে) আততং (আসমন্তাদ্ বিস্তৃতং) চক্ষুঃ ইব সদা পশ্যন্তি। বিষ্ণোঃ যৎ পরমং পদম্, তৎ (তাদৃশং মহাচক্রাখ্যং স্থানং) বিপ্রাসো (বিপ্রাঃ, ব্রাহ্মণাঃ, উপাসকাঃ) বিপন্যবঃ (মেধাবিনঃ, সমাধৌ ধারণশক্তিযুক্তাঃ) জাগৃবাংসঃ (জাগরিতাবস্থায়ামেব) সমিন্ধতে (সমৃদ্ধিং কুর্বন্তি) তৎ এতৎ (পদং) নিষ্কামস্য (কামনারহিতস্য) ভবতি। ইতি (মন্ত্রসমাপ্তিসূচকঃ)। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা।

অনুবাদ। একশত অনুপনীত ব্যক্তি একজন উপনীত ব্যক্তির তুল্য। একশত উপনীত একজন গৃহস্থের তুল্য। একশত গৃহস্থ একজন বানপ্রস্থের সমান। একশত বানপ্রস্থ

একজন সন্ন্যাসীর তুল্য। একশত সন্ন্যাসী একজন রুদ্রজাপকের সমান। একশত রুদ্রজাপক একজন অথর্ব্বশিরঃশিখাজাপকের তুল্য। একশত অথর্ব্বশিরঃশিখাজাপক একজন মন্ত্ররাজজাপকের তুল্য। যেথানে সূর্য্য তাপ প্রদান করেন না, নক্ষত্রসমূহ প্রকাশ পায় না, যেথানে অগ্নি দগ্ধ করে না, যেথানে মৃত্যু প্রবেশ করেন না, যেথানে দুঃখ নাই, সর্ব্বদা আনন্দ, পরমানন্দ, নিত্যশান্তি, সদাশিব, ব্রহ্মাদিদ্বারা পূজিত, যোগিগণের ধ্যেয়; যোগিগণও যেথানে গিয়া নিবৃত্ত হন। ইহা ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে—পণ্ডিতগণ ব্যাপক নৃসিংহের পরম স্থান দ্যুলোকে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বদাদর্শন করিয়া থাকেন। মেধাবী ব্রাহ্মণগণ জাগ্রদবস্থায় বিষ্ণুর সেই পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। নিষ্কাম ব্যক্তিগণের এই পরমপদ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ইতিশব্দ মন্ত্রসমাপ্তিসূচক। দ্বিরুক্তি অধ্যায়-সমাপ্তি দ্যোতিকা।

অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ইতি পঞ্চমোপনিষৎ।

নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ

অথ প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ ০ ॥১॥ স্বস্তি ন ইন্দ্রো ০ ॥২॥

ওঁ দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্নণোরণীয়াংসমিমমাত্মানমোংকারং নো ব্যাচক্ষ্বেতি তথেত্যোমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্বমোংকার এব যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপোংকার এব সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম তমেতমাত্মানমোমিতি ব্রহ্মণৈকীকৃত্য ব্রহ্ম চাত্মানমোমিতিব্রহ্মণৈকীকৃত্য তদেকজরমমৃতমভয়মোমিত্যনুভূয় তস্মিন্নিদং সর্বং ত্রিশরীরমারোপ্য তন্ময়ং হি তদেবেতি সংহরেদোমিতি তং বা এতং ত্রিশরীরমাত্মানং ত্রিশরীরং পরং ব্রহ্মানুসন্দধ্যাৎ স্থূলত্বাৎ স্থূলভুক্ত্বাচ্চ সূক্ষ্মত্বাৎসূক্ষ্মভুক্ত্বাচ্চৈক্যাদানন্দভোগাচ্চ সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাজ্জাগারতস্থানঃ স্থূলপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুক্ চতুরাত্মা বিশ্বো বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ॥ স্বপ্নস্থানঃ সূক্ষ্মপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ সূক্ষ্মভুক্ চতুরাত্মা তৈজসো হিরণ্যগর্ভো দ্বিতীয়ঃ-পাদঃ।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তং সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখশ্চতুরাত্মা প্রাজ্ঞ ঈশ্বরস্তৃতীয়ঃ পাদঃ এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং ত্রয়মপ্যেতৎসুষুপ্তং স্বপ্নং মায়ামাত্রং চিদেকরসো হ্যয়মাত্মাথ চতুর্থশ্চতুরাত্মা তুরীয়াবসিতত্বাদেকৈকস্যোতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাবিকল্পৈস্ত্রয়মপ্যত্রাপি সুষুপ্তং স্বপ্নং মায়ামাত্রং চিদেকরসো হ্যয়মাত্মাথায়মাদেশো ন স্থূলপ্রজ্ঞং ন সূক্ষ্মপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনমদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমৈকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শিবং শান্তমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স এবা আত্মা স বিজ্ঞেয় ঈশ্বরগ্রাসস্তুরীয়তুরীয়ঃ ॥ ইত্যথর্ববেদান্তর্গতনৃসিংহোত্তরতাপনীয়ষষ্ঠোপনিষদি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

ব্যাখ্যা। দেবাঃ (পূর্বোক্তসাধনৈর্দীপ্তান্তঃকরণাঃ প্রসিদ্ধা বা) হ (ঐতিহ্যার্থঃ শব্দঃ)। বৈ (বৈশব্দেনোক্তসাধনবিশেষৈর্দীপ্তান্তঃকরণত্বেন দেবানাং প্রকৃষ্টসামর্থ্যং স্মারয়তি)। প্রজাপতি

(আচার্য্যং প্রসিদ্ধং বা) অনুব্রুবন্ (উপগম্যোক্তবান্)। [কিমুক্তবন্ত ইত্যাহ—] অণোঃ (সূক্ষ্মাদপ্যাকাশাদেঃ)। অণীয়াংসং (সূক্ষ্মতরং পরমাত্মনম্)। [অনুষ্টুভোঽপি কারণভূতো য ওঁকারস্তদ্রূপং পরমাত্মানং]। নঃ (অস্মভ্যং)। ব্যাচক্ষ্ব (বিস্পষ্টং প্রকথয়ঃ । তস্য ('ওম্' ইত্যেতস্যাক্ষরস্য)। উপব্যাখ্যানম্ (আত্মপ্রতিপত্ত্যুপায়তয়া তৎসামীপ্যেন ব্যাখ্যানম্)। ত্রিশরীরম্ (স্থূলসূক্ষ্মকারণরূপং শরীরত্রয়ম্)। অনুসন্দধ্যাৎ (অনুচিন্তয়েৎ)। [কথং চতুষ্পাত্ত্বমিত্যাহ-জাগরতিস্থান ইত্যাদিনা]। স্থূলপ্রজ্ঞঃ (স্থূলবিষয়া প্রজ্ঞাঽস্যেতি) সপ্তাঙ্গঃ (দ্যৌর্মূর্দ্ধা, চক্ষুরাদিত্যঃ, অগ্নির্মুখং, প্রাণোবায়ুঃ, দেহমধ্যমাকাশঃ, বস্তিঃ সমুদ্রঃ, পৃথিবী পাদৌ ইতি সপ্তাঙ্গানি তস্য নামরূপাত্মনা তদ্ব্যাপকস্য)। একোনবিংশতিমুখঃ (বাক্-শ্রোত্রপ্রাণমনআদীনি সাধিদৈবতানি, নামরূপাশ্রয়াক্রিয়সারাণ্যে-কোনবিংশতিসংখ্যাকানি—মুখানি উপলব্ধিদ্বারাণি অস্য) স্থূলভুক্ (স্থূলান্ বিষয়ান্ প্রাধান্যেন ভুঙ্‌ক্তে স্বাত্মসাৎ করোতীতি)। বিশ্বো বৈশ্বানরঃ (সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মনোরেকত্বম্)।

অনুবাদ। দেবগণ পূর্ব্বোক্তসাধনসমূহের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! আকাশাদি সূক্ষ্ম বস্তু হইতেও সূক্ষ্মতর পরমাত্মস্বরূপ ওঁকারের উপদেশ

আমাদিগকে প্রদান করুন। যদ্যপি প্রণব বা ওঁকার পরমাত্মার বাচক, পরমাত্মা ওঁকারবাচ্য, তথাপি বাচ্য ও বাচকের অভেদ আরোপ করিয়া পরমাত্মাকেই ওঁকার বলা হইয়াছে, কারণ ওঁকা-রের দ্বারা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এই ওঁকার অনুষ্টুভের কারণ। এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে,পূর্ব্বে অনুষ্টুভের প্রাধান্যবশতঃ যে আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে,এখন অনুষ্টুভের কারণীভূত প্রণবকে প্রধান রাখিয়া ও অনুষ্টুভ্‌কে প্রণবের অধীন রাখিয়া আমাদিগকে আত্মতত্ত্বের স্পষ্ট উপদেশ প্রদান করুন। প্রজাপতি দেবগণের প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের সামর্থ্য ও অধিকারিতা অবগত হইয়া বলিলেন,—আচ্ছা তাহাই হউক, অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে তাহারই উপদেশ প্রদান করিতেছি। এই কার্য্য ও কারণরূপে অবস্থিত যাহা কিছু জগৎ, তৎসমুদায়ই ওঁকারস্বরূপ। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই তিনটী কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহ হইতেছে—সেই ওঁকাররূপ

অক্ষরের উপব্যাখ্যান, অর্থাৎ ইহারা আত্মজ্ঞানের উপায়, এই জন্য আত্মার সামীপ্যরূপে ব্যাখ্যা। অতি সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য নহে। তাঁহাকে যদি জানিতে হয়, তাহা হইলে এই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—তিন কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বস্তুর আত্মব্যতিরিক্ত কিছুমাত্র সত্তা নাই, তাহাতেই আরোপিত,—এইরূপে যদি জানা যায়, তবে সেই অধিষ্ঠানভূত বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। তজ্জন্য পরমাত্মরূপ ওঁকারকেই সমস্ত বস্তুর স্বরূপ বলা হইল। সেই বস্তু আবার দুই প্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল বস্তু সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ—বিরাট্‌রূপ; সূক্ষ্ম বস্তু সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে হিরণ্যগর্ভরূপ; এই উভয়বিধ বস্তু ওঁকাররূপ। প্রত্যেক শব্দ চারিপ্রকার, বৈখরী বাক্‌রূপ শব্দ, মধ্যমা বাক্, পশ্যন্তী বাক্ ও পরাবাক্। বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, অব্যাকৃত ও সন্মাত্র এই চারিটী প্রণবের শরীর, প্রণবের মধ্যে অকার, উকার মকার ও নাদ আছে। আমাদের শ্রোত্রগ্রাহ্য, ক্রিয়াশক্তিপ্রধান, বৈখরীস্বরূপ প্রণব বিরাট্ পুরু-

বের বাচক, বিরাট্ স্থূলরূপ, সুতরাং তাহাতে খর-ভাব আছে, বৈখরীতেও বিশেষরূপে খরভাব আছে, অতএব খরত্ব সাম্য থাকায় বৈখরীস্বরূপ প্রণব বিরা-টের বাচক। ক্রমাদিযুক্ত বর্ণজ্ঞানরূপ জ্ঞানশক্তিপ্রধান মধ্যমা বাক্‌রূপ প্রণবহিরণ্যগর্ভের বাচক মনোরূপত্ব-সাদৃশ্য আছে এবং উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান থাকায় মধ্যমা। কারণ, জ্ঞানে মনের আবশ্যকতা ও হিরণ্য-গর্ভও সমস্ত মনের অধিষ্ঠাতা সমষ্টি-ব্যষ্টি সুষুপ্তিরূপ অব্যাকৃত হইতেছে পশ্যন্তীবাক্‌রূপা, ইচ্ছাশক্তি-প্রধানা পশ্যন্তীরূপ প্রণব কারণশরীর অব্যাকৃত মায়ার বাচক। পশ্যদ্রূপতা উভয়ে বিদ্যমান থাকায় সাদৃশ্য রহিয়াছে। সমস্ত ক্রিয়ারহিত, সত্তামাত্রে অবস্থিত। স্বাতন্ত্র্যশক্তিপ্রধান, পরাবাক্‌রূপ প্রণব সামান্য কারণশরীরের বাচক, কারণ, পরত্বরূপ সাদৃশ্য উভয়ে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই সমস্তের অতীত তিনটী কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তুরীয় ব্রহ্ম ও ওঁ-কারস্বরূপ। পূর্ব্বে যে সমস্ত শব্দপ্রকার প্রদর্শিত হইল, তাহা আত্মজ্ঞানের উপায়। সার্থক পূর্ব্বোক্ত

প্রণবরূপ বাক্ চতুষ্টয়সাক্ষিস্বরূপ প্রণবাত্মক ব্রহ্মে লয় প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বস্তু ব্রহ্মস্বরূপ; এই আত্মাই ব্রহ্ম। সেই আত্মাকে ওঁকাররূপ ব্রহ্মের সহিত ঐক্যসম্পাদন করিয়া এবং ব্রহ্মকেও ওঁকাররূপ আত্মার সহিত ঐক্যসম্পাদন করিবে। অনন্তর সেই এক বস্তুকে অজর, অমর, অমৃত, অভয় ওঁকাররূপে অনুভব করিবে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও সুষুপ্ত শরীরের দ্বারা আত্মা যথাক্রমে বিশ্ব,তৈজস ও প্রাজ্ঞনামক হন, সেই আত্মাকে ত্রিশরীর ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিবেন। বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণশরীরের দ্বারা ব্রহ্মও ত্রিশরীর হন। সেই তিনটী শরীরের দ্বারা উপহিত ব্রহ্ম ও বৈশ্বানর, সূত্র ও ঈশ্বর শব্দ দ্বারা কথিত হন। ব্যষ্টি ও সমষ্টির ঐক্য সম্পাদন করিয়া ত্রিশরীর জগৎ হইল। ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ বিশ্ব ও বৈশ্বানর স্বয়ং স্থূল হইয়া স্থূল বিষয় ভোগ করেন। তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ মনোময় বলিয়া স্বয়ং সূক্ষ্ম হইয়া বাসনাময় সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুভব করেন। প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বরের সহিত সকলের ঐক্য আছে এবং আনন্দ

ভোগ করিয়া থাকেন। সেই আত্মা চতুষ্পাৎ। যদিও আত্মার কোন পাদ বা অংশ নাই, তথাপি নিরংশ আত্মাকে বুঝিবার জন্য তাহা কল্পিত হইতেছে। আত্মা কেন যে চতুষ্পাৎ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। জাগরিতস্থান যাহার প্রজ্ঞা, যিনি স্থূলবিষয়ক,দ্যুলোক মস্তক, চক্ষুঃ আদিত্য, অগ্নি মুখ, প্রাণ বায়ু, দেহ-মধ্য আকাশ, বস্তি সমুদ্র, পৃথিবী পাদদ্বয় ইত্যাদি সাতটী যাঁহার অঙ্গ, বাক্, শ্রোত্র, প্রাণপ্রভৃতি এক-বিংশতি যাহার মুখ অর্থাৎ উপলব্ধির উপায় স্থূল বিষয়-ভোগী জাগ্রদবস্থাভিমানী স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ, সাক্ষিরূপ প্রসিদ্ধ চারিটী যাঁহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ, এইরূপ ব্যষ্টিভূত বিশ্ব ও সমষ্টিভূত বৈশ্বানর তাঁহার প্রথম পাদ। স্বপ্ন যাঁহার স্থান সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত বাসনা যাঁহার বিষয়, পূর্ব্বোক্ত বাসনাময় সাতটী যাঁহার অঙ্গ, বাসনাময় বাক্শ্রোত্রাদি যাঁহার উপলব্ধির দ্বার, যিনি বাসনারূপ সূক্ষ্ম বিষয় ভোগ করেন, পূর্ব্বোক্ত চারিটী যাঁহার স্বরূপ, সেই ব্যষ্টি তৈজস ও সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ দ্বিতীয় পাদ। যে অবস্থাতে সুষুপ্ত

পুরুষ কোন অভীষ্ট বস্তু প্রার্থনা করেন না, কোনরূপ স্বপ্ন দেখেন না, তাঁহার নাম সুষুপ্তি। সেই সুষুপ্তি যাঁহার স্থান, যখন ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান, যিনি বিজ্ঞানমূর্ত্তি আনন্দপ্রচুর, আনন্দ মাত্রকে অনুভব করেন, জাগ্রদাদি অবস্থা ও চিত্তের কারণ চতুরাত্মক ব্যষ্টি প্রাজ্ঞ ও সমষ্টি ঈশ্বর হইতেছেন তৃতীয় পাদ। ইনি সকলের প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ, সকলের হৃদয়ে থাকিয়া নিয়মিত করেন, সকলের কারণ, প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়স্থান। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটী অবস্থা বাস্তব নহে, মায়ামাত্র অর্থাৎ মিথ্যা কেবলমাত্র আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। কারণ, আত্মা শুদ্ধ, চিৎস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত তিনটী পাদ হইতে ভিন্ন চতুর্থ পাদ ও চতুরাত্মক। এই তুরীয় পাদে এক একটী রূপের ওত, অনুজ্ঞাতৃ ও অনুজ্ঞা বিকল্পের দ্বারা তিনটী রূপ হইলেও সকলের তুরীয়ে পর্য্যবসান হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দরূপ মায়ার সাক্ষী সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপের দ্বারা মায়াকে ব্যাপিয়া আছে; এরূপ চিন্তার

নাম ওতযোগ। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের দ্বারা ব্যাপ্ত মায়ার স্বাভাবিক সত্তা প্রকাশাদি নাই, সাক্ষীর সত্তা প্রকাশাদির অধীন তাহার সত্তা প্রকাশাদি বলিয়া তাহাতে অধ্যস্ত, এইরূপ চিন্তার নাম অনুজ্ঞাতযোগ। সেই সাক্ষীতে অধ্যস্ত, অধ্যস্তরূপ যাহার স্বরূপ,—এইরূপে চিন্তনের নাম অনুজ্ঞাযোগ। সুতরাং প্রণবকে ওত, অনুজ্ঞাতৃ ও অনুজ্ঞারূপে বিভক্ত করিবে। অতএব ওতত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম প্রণবের দ্বারা জানিতে পারা যায়। সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও মায়ামাত্র চিদ্রূপ আত্মাতে অধ্যস্ত। এ বিষয়ের এইরূপ উপদেশ আছে, যথা,—যেখানে স্থূলবিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তি নাই, যেখানে বাসনাময় বুদ্ধিবৃত্তি নাই, জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যাবস্থা নাই, যেখানে সামান্য জ্ঞান নাই, যেখানে জড়তা নাই, প্রজ্ঞান স্ফূর্ত্তিও নাই, প্রত্যক্ষও নাই, যাহা কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা ব্যবহারযোগ্য নহে, যাহা শ্রোত্রা-দির দ্বারা অগ্রাহ্য, যাহা অনুমানেরও অবিষয়, মনের দ্বারা যাহা চিন্তাযোগ্য ও নহে, শব্দের দ্বারাও

যা বলা যায় না, জাগ্রদাদি অবস্থাতে একমাত্র আত্মজ্ঞান যাহার সার, যেখানে সমস্ত প্রপঞ্চের নিবৃত্তি যাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ শিব, শান্ত, অদ্বৈত, তুরীয় বলিয়া থাকেন। যেখানে ঈশ্বরেরও বিলোপ ঘটে, যিনি সাক্ষিরূপ তুরীয়েরও তুরীয়, সেই প্রকৃত আত্মস্বরূপ অবশ্য জ্ঞাতব্য। প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

১। তং বা এতমাত্মানং জাগ্রত্যস্বপ্নমসুষুপ্তং স্বপ্নেঽজাগ্রতমসুষুপ্তং সুষুপ্তেঽজাগ্রতমস্বপ্নং তুরীয়েঽজাগ্রতমস্বপ্নমসুষুপ্তমব্যভিচারিণং নিত্যানন্দং সদেকরসং হ্যেব চক্ষুষো দ্রষ্টা শ্রোত্রস্য দ্রষ্টা বাচো দ্রষ্টা মনসো দ্রষ্টা বুদ্ধের্দ্রষ্টা প্রাণস্য দ্রষ্টা তমসো দ্রষ্টা সর্বস্য দ্রষ্টা ততঃ সর্বস্মাদন্যো বিলক্ষণশ্চক্ষুষঃ সাক্ষী শ্রোত্রস্য সাক্ষী বাচঃ সাক্ষী মনসঃ সাক্ষী বুদ্ধেঃ সাক্ষী প্রাণস্য সাক্ষী তমসঃ সাক্ষী সর্বস্য সাক্ষী ততোঽবিক্রিয়ো মহাচৈতন্যোঽস্মাৎ সর্বস্মাৎ প্রিয়তম আনন্দঘনং হ্যেবমস্মাৎ সর্বস্মাৎ পুরতঃ সুবিভাতমেকরসমেবাজরমমৃতমভয়ং ব্রহ্মৈবাপ্যজয়ৈনং

চতুষ্পাদং মাত্রাভিরোংকারেণ চৈকীকুর্য্যাজ্জাগরিত-স্থানশ্চতুরাত্মা বিশ্বো বৈশ্বানরশ্চতূরূপোঽকার এব চতূরূপো হ্যয়মকারঃ স্থূলসূক্ষ্মবীজসাক্ষিভিরকাররূপৈ-রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা স্থূলত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাদ্বীজত্বাৎ সাক্ষিত্বাচ্চা-প্নোতি হ বা ইদং সর্বমাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥ স্বপ্নস্থানশ্চতুরাত্মা তৈজসো হিরণ্যগর্ভশ্চতূরূপ উকার এব চতূরূপো হ্যয়মুকারঃ স্থূলসূক্ষ্মবীজসাক্ষিভিরুকার-রূপৈরুৎকর্ষাদুভয়ত্বাৎস্থূলত্বাৎসূক্ষ্মত্বাদ্বীজত্বাৎসাক্ষিত্বা-চ্চোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি য এবং বেদ। সুষুপ্তস্থানশ্চতুরাত্মা প্রাজ্ঞ ঈশ্বরশ্চতূরূপো মকার এব চতূরূপো হ্যয়ং মকারঃ স্থূলসূক্ষ্মবীজসাক্ষি-ভির্মকাররূপৈর্মিতেরপীতের্বা স্থূলত্বাৎসূক্ষ্মত্বাদ্বী-জত্বাৎসাক্ষিত্বাচ্চ মিনোতি হ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥ মাত্রা মাত্রাঃ প্রতিমাত্রাঃ কুর্য্যাদথ তুরীয় ঈশ্বরগ্রাসঃ স্বরাট্ স্বয়মীশ্বরঃ স্বপ্রকাশশ্চতুরাত্মোতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাবিকল্পৈরোতো হ্যয়-মাত্মা হ্যেতেদং সর্বমন্তকালে কালাগ্নিসূর্য্য উস্রৈর-নুজ্ঞাতা হ্যয়মাত্মাস্য সর্বস্য স্বাত্মানং দদাতীদং সর্বং

স্বাত্মানমেব করোতি যথা তমঃ সবিতাহনুজ্ঞৈকরসো হ্যয়মাত্মা চিদ্রূপ এব যথা দাহং দগ্ধ্বাহগ্নিরবিকল্পো হ্যয়মাত্মাহবাঙ্‌মনোগোচরত্বাচ্চিদ্রূপশ্চতূরূপ ওঁকার এব চতূরূপো হ্যয়মোংকার ওতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাবিকল্পৈ-রোংকাররূপৈরাত্মৈব নামরূপাত্মকং হীদং সর্বং তুরীয়-ত্বাচ্চিদ্রূপত্বাদোতত্বাদনুজ্ঞাতৃত্বাদনুজ্ঞাত্বাদবিকল্পরূপত্বা-চ্চাবিকল্পরূপং হীদং সর্বং নৈব তত্র কাচন ভিদা-হস্ত্যথ তস্যায়মাদেশোহমাত্রশ্চতুর্থোহব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চো-পশমঃ শিবোহদ্বৈত ওঁকার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাহ-হত্মানং য এবং বেদৈষ বীরো নারসিংহেন বাহনুষ্টুভা মন্ত্ররাজেন তুরীয়ং বিদ্যাদেষ হ্যাত্মানং প্রকাশয়তি সর্বসংহারসমর্থঃ পরিভবাসহঃ প্রভুর্ব্যাপ্তঃ সদোজ্জ্বলো-হবিদ্যাকর্য্যহীনঃ স্বাত্মবন্ধহরঃ সর্বদা দ্বৈতরহিত আনন্দ-রূপঃ সর্বাধিষ্ঠানসন্মাত্রো নিরস্তাবিদ্যাতমোমোহো-হহমেবেতি তস্মাদেবামবেমমাত্মানং পরং ব্রহ্মানুসংদ-ধ্যাদেষ বীরো নৃসিংহ এব ॥

ইত্যথর্ববেদান্তর্গতনৃসিংহোত্তরতাপনীয়ে

ষষ্ঠোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

ব্যাখ্যা। অব্যভিচারিণঃ (সর্বাস্ববস্থাসু অনুগতঃ) সুবিভাতং (সুষ্টু বিস্পষ্টং তদ্ভেদসাক্ষিত্বেন ভাতি)। অমৃতম্ (সর্বনাশনিষেধরূপম্)। অজয়া (মায়য়া)। মাত্রাভিঃ (ওঁকারেণ)। মাত্রাঃ (অকারাদ্যাঃ)। প্রতিমাত্রাঃ (উকারান্তাঃ)। অন্তকালে (প্রলয়ে)। উচ্চৈঃ (স্বদীপ্তিভিঃ)। ভিদা (ভেদঃ)।

অনুবাদ। পূর্ব্ব খণ্ডে সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও মায়ামাত্র,—চৈতন্যস্বরূপ আত্মা,—ইহা উপপাদিত হইয়াছে। আবার তাহা কারণপ্রদর্শনপুরঃসর বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদনের জন্য মাত্রার সহিত চিদ্রূপ আত্মার একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। অতঃপর প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহাতে সমস্ত মাত্রার উপসংহারকরতঃ বিদ্বানের তুরীয়মাত্রত্বরূপ প্রদর্শন করিবার জন্য দ্বিতীয় খণ্ডের অবতারণা করা হইল। বিবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিজাতীয়, সজাতীয় পুষ্পের দ্বারা একটী মালা গাঁথা হয়, মালার মধ্যে একটি সূত্র থাকে। প্রত্যেক পুষ্প ভিন্ন হইলেও তাহাদের সকলের মধ্যে সূত্রে অনুস্যূত থাকে; সেইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থা পরস্পর ব্যভিচারিণী, অর্থাৎ

একটী অপর দুইটীতে নাই, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সমস্ত অবস্থার মধ্যে সূত্রবৎ অনুস্যূত আছেন। এখন তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নও সুষুপ্তিরহিত, স্বপ্নে জাগ্রৎও সুষুপ্তিরহিত, সুষুপ্তিতে জাগ্রৎও স্বপ্নরহিত, তুরীয়ে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরহিত আত্মাকে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে অনুগত, নিত্যানন্দ ও সন্মাত্র বলিয়া জানিবে। যিনি চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক্, মনঃ, বুদ্ধি, প্রাণ, অজ্ঞান, এমন কি সকলের দ্রষ্টা। যখন আমরা চক্ষুঃ দ্বারা দেখি, তখন শ্রোত্র দ্বারা শুনি না, এইরূপে চক্ষুঃশ্রোত্র-প্রভৃতি পরস্পর ব্যাভিচারী, কিন্তু আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া যে কোন প্রত্যক্ষে তিনি অব্যভিচারী, সেই সমস্ত চক্ষুঃশ্রোত্রপ্রভৃতি জড় বস্তু হইতে আত্মা বিলক্ষণ, এইজন্য আত্মা চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক্, মনঃ, বুদ্ধি, প্রাণ, অজ্ঞান এমন কি সকলের সাক্ষী, অতএব তিনি বিকাররহিত, ব্যাপক ও চৈতন্যস্বরূপ, এই সমস্ত বস্তু অপেক্ষা আত্মা প্রিয়তম, আনন্দমূর্ত্তি। আত্মা এই সমস্ত জড় বস্তুর সম্মুখে সুন্দররূপ বিস্পষ্ট-

ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি এক ও রসস্বরূপ, অজর, একদেশনাশরহিত, সর্বনাশহীন, অতএব আত্মা অভয় ব্রহ্মস্বরূপ; কিন্তু তাঁহার এরূপ স্বরূপ হইলেও অনাদি মায়ার দ্বারা চতুষ্পাদ হন, তাঁহাকে অকারাদি মাত্রা ও ওঁকারের সহিত একীভূত করিবে। ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, তন্মধ্যে বিশ্ব ও বৈশ্বানর প্রথমপাদ, তেজস ও হিরণ্যগর্ভ দ্বিতীয় পাদ, প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বর তৃতীয় পাদ, সাক্ষী তুরীয় বা চতুর্থপাদ। ওঁকারেরও চারিটী মাত্রা, অকার, উকার, মকার ও নাদ। সেই ওঁকার আবার ওত, অনুজ্ঞাতৃ ও অনুজ্ঞারূপ বিকল্পের দ্বারা তিনপ্রকার, সেই ত্রিবিধ-বিকল্পরূপ ওঁকার অকারাদি মাত্রাতে অনুগত। এখন কোন্ পাদকে কোন্ মাত্রার সহিত ঐক্য-সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন। জাগরিত-স্থান চতুরাত্মা অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ অর্থাৎ মায়া ও সাক্ষিরূপ চারিটীস্বরূপ। বিশ্ব ও বৈশ্বানর চতূরূপ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ—কারণ—মায়া ও সাক্ষিরূপে চতুঃস্বরূপ। অকার ও স্থূলাদিবিচারাত্মক বৈশ্বী,

মধ্যমা ও পরারূপ বীজ, বিন্দু, নাদ ও শক্তিসমূহের দ্বারা চতুঃস্বরূপ, যেহেতু এই অকার স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ (কারণ) ও সাক্ষিরূপে সমস্ত বর্ণকে ব্যাপিয়া আছে এবং অকার সমস্ত বর্ণের আদি বলিয়া স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব, কারণত্ব ও সাক্ষিত্বরূপে সমস্ত বর্ণকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অকারের মধ্যে সমস্ত বর্ণই অন্তর্ভূত আছে। অকার যেমন সমস্ত বর্ণের ব্যাপক, বিরাট্ও সেইরূপ বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন। ব্যাপ্তিরূপ সাধারণ ধর্ম্ম অকার ও বিরাটে থাকায় উভয়ের একত্ব নির্ণয় করা যায়। নামরূপাত্মক অকার ও বিরাট্ স্থূল বিষয়ের বিকাররূপ ও প্রকাশস্বরূপ বলিয়া উভয়ের ঐক্য করিতে পারা যায়, মাত্রার আদি অকার, চতুষ্পাদ ব্রহ্মের আদি পাদ বিশ্ব। বিশ্ব ব্যষ্টি ও বৈশ্বানর সমষ্টি, উভয়ের একত্ব ধরিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্যষ্টি স্থূল শরীর যাঁহার উপাধি এবংবিধ চেতনকে বিশ্ব ও সমষ্টি স্থূল শরীর যাঁহার উপাধি, তাঁহার নাম বিরাট্ বা বৈশ্বানর। ব্যষ্টিভূত বিশ্ব ও সমষ্টিভূত বৈশ্বানরকে এক ধরিয়া প্রথম

পাদ বলা হইয়াছে। যিনি এইরূপ একত্ব জানেন, তিনি এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হন এবং সকলের আদি অর্থাৎ প্রধান হন, ইহা হইতেছে অবান্তর ফল, মুখ্য ফল নহে, মুখ্য ফল মুক্তি। স্বপ্নস্থান চতুরাত্মক, তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ চতুঃস্বরূপ, উকারও চতুঃস্বরূপ। ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীর চৈতন্যের উপাধি তাঁহাকে তৈজস বলা হয়, সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর যে চৈতন্যের উপাধি তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ। ব্যষ্টি ও সমষ্টির ঐক্যকরত দ্বিতীয় পাদ বলা হইয়াছে। এই উকার আকার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও সাক্ষিরূপে চতুঃস্বরূপ তৈজস ও উকারের একত্বজ্ঞানের প্রতি হেতু হইতেছে—উৎকৃষ্ট ও উভয়রূপত্ব। বিশ্ব হইতে তৈজস পরবর্ত্তী বা উত্তম, প্রণব উচ্চারণ করিতে গেলে অকারের পর উকারও উৎকৃষ্ট। ইহা স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষিত্বরূপে চতুঃস্বরূপ। অকার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, উকারের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ; কণ্ঠস্থান হইতে ওষ্ঠস্থানের অভিব্যক্তি অধিক। ওষ্ঠস্থান উ কণ্ঠস্থান অকারকে ব্যাপিয়া আছে, হিরণ্যগর্ভ

ও বিরাটকে ব্যাপিয়া আছে। উকার এবং তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের উভয়রূপত্ব তুল্য। যিনি উভয়ের একত্ব জানেন, তিনি জ্ঞানধারায় বর্দ্ধিত করেন এবং শত্রু ও মিত্রের নিকট তুল্যভাবে সমাদৃত হন। সুষুপ্ত স্থান চতুরাত্মক; প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বর চতুঃস্বরূপ; মকারও চতুঃস্বরূপ; এই মকার স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব, বীজত্বও সাক্ষিত্বরূপে চতুঃস্বরূপ। জাগ্রদাদি অবস্থাকে জানেন এবং ইহাতে সমস্ত বস্তু লয় প্রাপ্ত হয়। ইহার আকার স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব, বীজত্ব ও সাক্ষিত্বরূপে চতুঃস্বরূপে বিদ্যমান। যিনি উভয়ের ঐক্য জানেন, তিনি সমস্তই জানেন এবং সমস্তই তাহাতে লীন হয়। মাত্রা অকারাদি, প্রতিমাত্র উকারাদি, মাত্রা-সমূহকে প্রতিমাত্রায় উপসংহার অর্থাৎ লয় করিবে, তাহা হইলে একমাত্র তুরীয় অবশিষ্ট থাকিবে। অকাররূপ মাত্রার প্রতিমাত্রা উকার; উকাররূপ মাত্রার প্রতিমাত্রা মকার, মকাররূপ মাত্রার প্রতি-মাত্রা তুরীয় প্রণব। যিনি তুরীয়, তিনি ঈশ্বরকে উপসংহার করেন। তুরীয় স্বরাট্, স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ;

ওত. অনুজ্ঞাতৃ ও অনুজ্ঞারূপ বিকল্পযুক্ত এই তুরীয় চতুরাত্মক। যেমন প্রলয়কালীন অগ্নি ও সূর্য্য সকলকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকীয় দীপ্তির দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তর সকলকে ব্যাপিয়া থাকেন, সেইরূপ তুরীয় সৎ ও চিদ্রূপ রশ্মির দ্বারা সকলকে সংহার করিবার জন্য ব্যাপিয়া আছেন, এই তুরীয় আত্মা অনুজ্ঞাতৃরূপ, রজ্জুতে আরোপিত সর্পের সত্তা যেমন রজ্জু, সেইরূপ তুরীয় আত্মাতে সমস্ত বস্তু আরোপিত বলিয়া সকলকে নিজের সত্তা প্রদান করেন, সকলকে নিজস্বরূপে প্রকাশিত করেন; যেমন সূর্য্য উদিত হইয়া অন্ধকারে বিলীন বস্তুসমূহের সত্তা প্রদান করেন। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, যেমন প্রলয়াগ্নি দাহ্য বস্তু দগ্ধ করিয়া নির্বিশেষ হন, সেইরূপ আত্মাতে অধ্যস্ত সমস্ত বস্তুকে জানিয়া চিন্মাত্র হন। এই আত্মা নির্বিশেষ, বাক্ ও মনের অবিষয়, সুতরাং চিদ্রূপ। ওঁকারও চতুরাত্মক, তাহার আবার ওত, অনুজ্ঞাতৃ ও অনুজ্ঞরূপ বিকল্প আছে। নাম ও রূপাত্মক সমস্ত বস্তু আত্মস্বরূপ। তুরীয়ত্ব, চিদ্রূপত্ব,

ওতত্ব, অনুজ্ঞাত্ব, অনুজ্ঞাতৃত্ব ও অবিকল্পস্বরূপত্ব হেতু এই সমস্ত বস্তু অবিকল্পরূপ, ইহাতে কোনরূপ ভেদ নাই। তুরীয় ওঁকার আত্মায় বিষয়ে এরূপ উপদেশ আছে, তুরীয় ওঁকারের কোন মাত্রা নাই, চতুর্থ, বিশেষ্য-বিশেষণাদি দ্বারা ব্যবহারে অযোগ্য, যেখানে সমস্ত প্রপঞ্চের নিবৃত্তি, শিব, অদ্বৈত ওঁকার আত্মাই, সেই আত্মা প্রণবরূপ আত্মা দ্বারা আত্মাতে প্রবেশ করেন। যিনি এইরূপ তুতীয় আত্মাকে জানেন, তিনি বীরের ন্যায় সংসারে কাহারও নিকট পরাভব প্রাপ্ত হন না, তিনি মন্ত্ররাজ নৃসিংহদেবতাক অনুষ্টুভের দ্বারা তুরীয়কে জানেন; তিনি আত্ম-স্বরূপ প্রকাশিত করেন। এই বিদ্যাবিদ্ সকলের সংহারে সমর্থ হন, কাহারও পরিভব সহ্য করেন না, সকলের প্রভু হন ও সকলকে ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। তিনি সর্ব্বদা প্রকাশমান, অবিদ্যা ও তৎকার্য্যহীন; নিজের বন্ধনচ্ছেদী, সর্ব্বদা দ্বৈতশূন্য, আনন্দস্বরূপ, সকলের অধিষ্ঠান, সন্মাত্র, অবিদ্যা-তমঃ মোহরহিত ও অহঙ্কারাদি-দ্বৈতাশূন্য হন।

অতএব এবংবিধ আত্মাকে পরব্রহ্মরূপে অনুসন্ধান করিবে। বীর নৃসিংহই পরব্রহ্ম।

দ্বিতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তস্য হ বৈ প্রণবস্য যা পূর্বা মাত্রা সা প্রথমপাদোভয়তো ভবতি দ্বিতীয়া দ্বিতীয়স্য তৃতীয়া তৃতীয়স্য চতুর্থ্যোতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাবিকল্পরূপা তয়া তুরীয়ং চতুরাত্মানমন্বিষ্য চতুর্থপাদেন চ তয়া তুরীয়েণানুচিন্তয়ন্ গ্রসেত্তস্য হ বা এতস্য প্রণবস্য যা পূর্বা মাত্রা সা পৃথিব্যকারঃ স ঋগ্ভির্ঋগ্বেদো ব্রহ্মা বসবো গায়ত্রী গার্হপত্যঃ সা প্রথমঃ পাদো ভবতি ভবতি চ সর্বেষু পাদেষু চতুরাত্মা স্থূলসূক্ষ্মবীজাসাক্ষিভির্দ্বিতীয়াঽন্তরিক্ষং স উকারঃ স যজুর্ভির্যজুর্বেদো বিষ্ণুরুদ্রাস্ত্রিষ্টুব্দক্ষিণাগ্নিঃ সা দ্বিতীয়ঃ পাদো ভবতি ভবতি স সর্বেষু পাদেষু চতুরাত্মা স্থূলসূক্ষ্মবীজসাক্ষিভিস্তৃতীয়া দ্যৌঃ স মকারঃ স সামভিঃ সামবেদো রুদ্রাদিত্যা জগত্যাহবনীয়ঃ সা তৃতীয়ঃ পাদো ভবতি ভবতি চ সর্বেষু

পাদেষু চতুরাত্মা স্থূলসূক্ষ্মবীজসাক্ষিভির্গহবসানেহস্য চতুর্থার্ধমাত্রা সা সোমলোক ওঁকারঃ সোহথর্বণৈ-র্মন্ত্রৈরথর্ববেদঃ সংবর্ত্তকোহগ্নির্মরুতো বিরাড়েকঋষি-র্ভাস্বতী স্মৃতা সা চতুর্থঃ পাদো ভবতি ভবতি চ সর্বেষু পাদেষু চতুরাত্মা স্থূলসূক্ষ্মবীজসাক্ষিভির্মাত্রা মাত্রাঃ প্রতিমাত্রাঃ কৃত্বোতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাবিকল্পরূপং চিন্তয়ন্ গ্রসেত জ্ঞোহমৃতো হুতসংবিৎকঃ শুদ্ধঃ সংবিষ্টো নির্বিঘ্ন ইমমস্থানিয়মেহমুভূয়েহেদং সর্বং দৃষ্ট্বাহমু প্রপঞ্চ-হীনোহথ সকলঃ সাধারোহমৃতময়শ্চতুরাত্মা সর্বময়-শ্চতুরাত্ম হথ মহাপীঠে সপরিবারং তমেতং চতুঃ-সপ্তাত্মানং চতুরাত্মানং মূলাগ্নাবগ্নিরূপং প্রণবং সন্দধ্যাৎ সপ্তাত্মানং চতুরাত্মানমকারং ব্রহ্মাণং নাভৌ সপ্তাত্মানং চতুরাত্মানমুকারং বিষ্ণুং হৃদয়ে সপ্তাত্মানং চতুরাত্মানং মকারং রুদ্রং ভ্রূমধ্যে সপ্তাত্মানং চতুরা-ত্মানং চতুঃসপ্তাত্মানং চতুরাত্মানমোংকারং সর্বেশ্বর দ্বাদশান্তে। সপ্তাত্মানং চতুরাত্মানং চতুঃসপ্তাত্মানং চতুরাত্মানমানন্দামৃতরূপমোংকারং ষোড়শান্তে। অথা-হহনন্দামৃতে নৈতাংশ্চতুর্ধা সংপূজ্য তথা ব্রহ্মাণমেব

বিষ্ণুমেব রুদ্রমেব বিভক্তাংস্ত্রীনেবাবিভক্তাংস্ত্রীমেব লিঙ্গরূপানেব চ সংপূজ্যোপহারৈশ্চতুর্থা২থ লিঙ্গান্ সংহৃত্য তেজসা শরীরত্রয়ং সংব্যাপ্য তদধিষ্ঠানমাত্মানং সংজ্বাল্য তত্তেজঃ আত্মচৈতন্যরূপং বলমবষ্টভ্য তস্য গুণৈরৈক্যং সংপাদ্য মহাস্থূলং মহাসূক্ষ্মে মহাসূক্ষ্মং মহাকারণে চ সংহৃত্য মাত্রাভিরোতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাবিকল্পরূপং চিন্তয়ন্ গ্রসেৎ ॥

ইত্যথর্ববেদান্তর্গতনৃসিংহোত্তরতাপনীয়ে
তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

ব্যাখ্যা। পূর্বামাত্রা (অকারো বিরাড়্বাচকঃ)। প্রথমপাদোভয়তঃ (অনুষ্টুপ্ প্রথমপাদস্য বিরাড়র্থস্য উভয়তঃ—পূর্বোত্তরভাগয়োঃ বিরাট্ চিন্তনার্থং ভবতি)। দ্বিতীয়স্য (অনুষ্টুপ্ দ্বিতীয়পাদস্য হিরণ্যগর্ভার্থস্য উভয়তঃ পূর্ববদ্ ভবতি)। দ্বিতীয়া (মাত্রা উকারঃ হিরণ্যগর্ভার্থঃ)। তৃতীয়া (মাত্রা, মকারঃ হিরণ্যগর্ভার্থঃ)। তৃতীয়স্য (অনুষ্টুপ্ তৃতীয় পাদস্য ঈশ্বরার্থস্য উভয়তঃ ভবতি) গ্রসেৎ (বিলাপয়েৎ)।

অনুবাদ। তৃতীয় মাত্রা ও অনুষ্টুভের দ্বারা তুরীয়ের উপলব্ধি হয়,—ইহা অভিহিত

হইয়াছে। এখন 'উগ্রং বীরম্' ইত্যাদি অনুষ্টুপ্ শ্লোকের চারিটী পাদ ও চারিটী মাত্রাকে মিশ্রিত করিয়া বিরাড়াদি চারিটী ব্রহ্ম পাদের উপাসনা বলিতে হইবে, তজ্জন্য এই তৃতীয় খণ্ডের আরম্ভ। 'ওমিত্যেদক্ষরম্'—ইত্যাদি শ্রুতিতে যে প্রণব উক্তি হইয়াছে,—তাহার পূর্বা মাত্রা হইতেছে অকার, তাহা বিরাটের বাচক। সেই মাত্রা বিরাট্ যাহার প্রতিপাদ্য অর্থ এবংবিধ অনুষ্টুপ্ প্রথম পাদের উভয় দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব ও উত্তরভাগে বিরাট্-চিন্তনের নিমিত্ত হইবে অর্থাৎ বিরাড়্বাচক অকার-রূপ প্রণবের প্রথম মাত্রা দ্বারা অনুষ্টুপ্ প্রথমপাদ প্রতিপাদ্য অর্থ বিরাটকে ধ্যান করিবে। তাহা হইলে 'উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং' এই মন্ত্রোচ্চারণ সিদ্ধ হইল। অকার ও বীজ, বিন্দু, নাদ ও শক্তি—এই চতুরাত্মক, চরতুাত্মক বিরাটের বাচক। প্রণবের উকার দ্বিতীয় মাত্রা, হিরণ্যগর্ভের উপাসনার নিমিত্ত, তাহা, হিরণ্যগর্ভ যাহার প্রতিপাদ্য অর্থ এরূপ অনুষ্টুপ্ দ্বিতীয় পাদের পূর্ব্বোত্তর ভাগের চিন্তায়

নিমিত্ত হইবে অর্থাৎ উকার দ্বিতীয় মাত্রা এবং অনুষ্টুপের দ্বিতীয় পাদকে একীভূত করিয়া হিরণ্য-গর্ভের উপাসনা করিবে। প্রণবের তৃতীয় মাত্রা মকার ও অনুষ্টুপের তৃতীয় মাত্রার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। প্রণবের চতুর্থী মাত্রা ওত, অনুজ্ঞাতৃ ও অনুজ্ঞা বিকল্পরূপা, চতুর্থী মাত্রার দ্বারা তুরীয় পাদকে চিন্তা করিয়া অনুষ্টুপ চতুর্থপাদের দ্বারা তুরীয়কে জানিয়া আবার চতুর্থী মাত্রার দ্বারা তুরীয়কে অন্বেষণ করিবে। তারপর তুরীয়তুরীয় আত্মস্বরূপে চিন্তা করিবে ও সমস্ত জগৎ তাহাতে লয় করাইবে। এখানে ইহাই তাৎপর্য্য যে—'অম্' এই মন্ত্রে চতুরাত্মক অকারের দ্বারা চতূরূপ বিরাট্ পুরুষকে জানিয়া অনুষ্টুপ্ প্রথম পাদের দ্বারা সেই বিরাটের ধ্যান করিয়া পুনরায় 'অম্' এই মন্ত্র উচ্চারণকরত বিরাট্‌কে অকাররূপে স্মরণ করিবে। পরে 'উম্'—এই মন্ত্রে হিরণ্যগর্ভের চিন্তাকরত তাহাতে বিরাট্‌পুরুষের লয় করাইয়া অনুষ্টপ্ দ্বিতীয় পাদ ও উকারের

দ্বারা হিরণ্যগর্ভের চিন্তাকরত অকারের দ্বারা অব্যাকৃত মায়াকে চিন্তাকরত তাহাতে হিরণ্যগর্ভের লয় করাইয়া অনুষ্টুপ্ তৃতীয় পাদ ও মকারের দ্বারা মায়ার ধ্যানকরত 'উম্' এই মন্ত্রে নাদাদিরূপ প্রণবের দ্বারা তুরীয়ের চিন্তাকরত তাহাতে মায়াকে লয় করাইবে। অনন্তর অনুষ্টুপ্ চতুর্থ পাদের দ্বারা তুরীয়কে স্মরণ করিয়া পুনরায় বিন্দুপ্রভৃতি সহিত প্রণবের দ্বারা তুরীয়ের চিন্তাকরতঃ স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আবার প্রকারান্তরে মাত্রা ও পাদমিশ্রিত উপাসনা বলিতে গিয়া বিভূতি বলিতেছেন। এই প্রণবের যে প্রথম মাত্রা তাহা হইতেছে পৃথিবী, তাহা অকার, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ, ব্রহ্মা, বসুগণ, গায়ত্রীছন্দঃ ও গার্হপত্য অগ্নি। তাহা স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষিরূপে চতুরাত্মক। এইরূপ সমস্ত পাদে বুঝিতে হইবে। এই প্রথম মাত্রার প্রতিপাদ্য বিষয় বিরাট্, কারণ অকার সমস্ত বর্ণে ব্যাপকভাবে আছে, বিরাট্ও বিশ্বের ব্যাপক; চতুরাত্মক উভয়ই। প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা হইতেছে—

অন্তরিক্ষ, তাহা উকার, তাহা যজুর্ম্মগণ যজুর্ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু, রুদ্রগণ, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ও দক্ষিণাগ্নিরূপ, ইহা দ্বিতীয় পাদ, স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষিরূপে উকার চতুরাত্মক, এইরূপ সমস্ত পাদের সম্বন্ধে জানিবে। প্রণবের তৃতীয় মাত্রা দ্যুলোক, তাহা মকার, তাহা সামবেদ ও ব্রাহ্মণভাগ, রুদ্র ও আদিত্যগণ, জগতীচ্ছন্দঃ ও আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ, ইহা তৃতীয় পাদ; স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষিরূপে চতুরাত্মক, এরূপ অন্য পাদেও জানিবে। প্রণবের অবসানে যে চতুর্থমাত্রা তাহা অর্দ্ধমাত্রা, তাহা উমার—ব্রহ্মবিদ্যার সহিত বর্ত্তমান পরমেশ্বরের লোক, ওঁকার, অথর্ব্ববেদও ব্রাহ্মণ, সংবর্ত্তক অগ্নি, মরুদ্গণ, বিরাট্, একঋষি-নামক আথর্বণিকগণের অগ্নি, ইহা ভাস্বতী অর্থাৎ দীপ্তিশালিনী মাত্রা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহা চতুর্থ পাদ; ইহা স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষিরূপে চতুরাত্মক, সমস্ত পাদে এইরূপ জানিবে। মাত্রা অকারাদি, প্রতিমাত্রা উকারাদি। অকারের প্রতিমাত্রা উকার, উকারের প্রতিমাত্রা মকার,

মকারের প্রতিমাত্রা ওঁকার। মাত্রাগুলিকে প্রতিমাত্রায় সম্পাদন করত ওত, অনুজ্ঞাতৃ ও অনুজ্ঞাবিকল্পরূপ চিন্তাকরত লয় পাওয়াইবে। পূর্ব্ববৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টির ঐক্য চিন্তা করত মাত্রা ও পাদমিশ্রিত উপাসনার দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্বটী ক্রমে উত্তরোত্তরে উপসংহারকরত আত্মস্বরূপে অবস্থান করিবেন। এখন অনুষ্ঠানক্রম: ন্যাস ও অর্চনাদি-সহ উপাসনা বলা হইতেছে। জ্ঞ অর্থাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া অমৃত হইবে, জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরে হোমকরত শুদ্ধ হইবে, শুদ্ধ আসনে উপবেশন করত নির্বিঘ্ন হইবে, অনন্তর প্রাণায়ামে এই আত্মাকে অনুভব করত এই আত্মাতে সমস্তই বর্ত্তমান আছে,—এইরূপে দর্শন করিবে, পরে প্রাণ ও প্রপঞ্চবিহীন, সকল, আধারযুক্ত, অমৃতময়, চতুরাত্মা, সর্বময়, চতুর্দেবতারূপ হইয়া মহাপীঠে সপরিবার চতুঃসপ্তাত্মক, চতূরূপ, অগ্নিরূপ প্রণবকে মূলাগ্নিতে অনুসন্ধান অর্থাৎ চিন্তা করিবে। এক্ষণে 'জ্ঞঃ' ইত্যাদির এক একটীর পৃথক্ অর্থ করা

যাইতেছে। জাগ্রদবস্থাতে "ওঁ নিত্য-প্রবুদ্ধায় পরমাত্মনে নমঃ" এই প্রবোধমন্ত্র অথবা প্রণবের দ্বারা নিদ্রার সাক্ষিরূপে অবস্থিত স্বয়ং অনিদ্র, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে অবস্থান করিবে। অনন্তর "ওঁ বিদ্যাদেহায় পরমাত্মনে নমঃ,"—এই অমৃতময় মূর্ত্তিমন্ত্র অথবা প্রণবের দ্বারা পরমাত্মার বিদ্যাময়ী মূর্ত্তিকে আত্মস্বরূপে ধ্যান করিবে। তার পর বিগত দিবসে কৃত, সেই দিনে করণীয় জ্ঞানক্রিয়ারূপ সমস্ত ব্যবহার, ব্যবহারকালে জ্ঞানমাত্ররূপে আলোচনা করত পরিপূর্ণ-সচ্চিদানন্দরূপ পরমেশ্বরের পূজা, জপ, হোম, তর্পণ ও ধ্যানাদি করিয়া তাঁহার উদ্দেশে সমর্পণ করিবে। ইহার মন্ত্র প্রণব। অনন্তর সন্ধ্যোপাসনাদি সমাপন করিয়া শুদ্ধ আসনে উপবেশন করিবে। উপবেশন করত গুরুপ্রভৃতির অনুজ্ঞাপূর্ব্বক অস্ত্রের দ্বারা অঙ্গুলি ও করশোধন, তালত্রয়, দিগ্‌বন্ধন ও অগ্নিময় প্রাচীর বেষ্টনের দ্বারা বিঘ্ন দূর করিবে। অনন্তর 'এই সমস্ত ওঁকারস্বরূপ'—এইরূপে প্রণবের ব্যাপকত্ব চিন্তা করিয়া

অকারাদি ব্যাপকের দ্বারা যাঁহার শরীর অপরিচ্ছিন্ন হইয়াছে, 'হংসঃ' এই মন্ত্রে যিনি পরমাত্মাতে জীবকে স্থাপন করিয়াছেন, 'ভূতং, ভবৎ' ইত্যাদি পূর্বোক্ত-প্রকারে রেচক ও পূরকের দ্বারা যিনি সকলের উপসংহার করিয়াছেন, কুম্ভকসময়ে তাঁহার আত্মানুভব করা উচিত। এইরূপে যথাশক্তি প্রাণায়াম করিয়া 'সেই আত্মা ওঁকাররূপ'—এইরূপে ব্যতিহার জ্ঞান ও অনুজ্ঞা-প্রণবের দ্বারা আত্মার চিন্তা করত প্রণব মকারাদি ব্যাপকের দ্বারা শরীরচতুষ্টয়ের উৎপাদন করিবে। এই আত্মাতে সমস্ত জগৎ শরীর-চতুষ্টয়রূপ দেখিয়া 'এই সমস্ত ত্রিশরীর'—এইরূপে প্রাণাগ্নিহোত্র ও প্রপঞ্চযাগ করিবে। "ওঁ হ্রীম্"—এই মন্ত্রে চিদানন্দরূপ দেবতার চিন্তা করত "ক্ষকারাদি মকারান্ত"—মাতৃকা উচ্চারণ করিয়া এই মাতৃস্বরূপই সমস্ত জগন্ময় শরীরচতুষ্টয় চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও চিদানন্দময় চিন্তা করিয়া "সোঽহং হংসঃ"—এই মন্ত্রে জীব ও পরমাত্মার একত্ব সম্পাদন করিবে, পরে সেই অগ্নিতে 'স্বাহা' এই

মন্ত্রে অগ্নিচতুষ্টয়ের লয় পাওয়াইবে। ইহা হইতেছে প্রাণাগ্নিহোত্রসংগ্রহ। এইরূপে প্রপঞ্চ-যাগ করিবে যথা,—"ওঁ হ্রীম্" এই মন্ত্র বলিয়া অকারাদি ক্ষকারান্ত মাতৃকা উচ্চারণ করতঃ "হংসঃ সোঽহং স্বাহা" এই মন্ত্রে শরীরচতুষ্টয়ের লয় সম্পাদন করিবে। অনন্তর "তং বা এতং ত্রিশরীরম্" ইত্যাদি উক্তক্রমে সকলীকরণ ন্যাস করিবে। 'ওম্' এইরূপে সেই আত্মাকে 'ওম্' এই ব্রহ্মের সহিত ঐক্য সম্পাদন করিয়া প্রথম পদে কথিতক্রমে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জানিয়া 'সেই আত্মা অজর, অমর, অভয়, ওম্'—ইত্যাদি অনুজ্ঞা প্রণবের দ্বারা অনুভব করত শরীর-চতুষ্টয় সৃষ্টির নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ, মন্ত্রসমূহের দ্বারা সকলীকরণ করিবে। প্রথমপাদোক্ত শান্তান্ত উচ্চারণ করিয়া "শান্তাতীত কলাত্মনে সাক্ষিণে নমঃ" এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করত সাক্ষীকে চিন্তা করিবে। পরে শক্ত্যন্ত প্রণব উচ্চারণ করিয়া "শান্তিকলাশক্তি-পরাবাগাত্মনে সামান্যদেহায় নমঃ" এই মন্ত্রে ব্যাপক-ন্যাস করিয়া অন্তর্মুখ সদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সামান্য-

দেহকে চিন্তা করিয়া নাদান্ত-প্রণব উচ্চারণ করত "বিদ্যাকলানাদপশ্যন্তীবাগাত্মনে কারণদেহায় নমঃ" এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করত প্রলয়-সুষুপ্তি-ঈক্ষণাবস্থ কিঞ্চিৎবহির্মুখ সদাত্মক কারণদেহকে চিন্তা করিয়া বিন্দ্বন্ত প্রণবের উচ্চারণ করত "প্রতিষ্ঠাকলাবিন্দু-মধ্যমাবাগাত্মনে সূক্ষ্মদেহায় নমঃ" এই মন্ত্রে ব্যাপক-ন্যাস করিবে। পরে সূক্ষ্মভূত, অন্তঃকরণ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়রূপ সূক্ষ্ম শরীর স্মরণ করিয়া অকারান্ত প্রণব উচ্চারণ করত "নিবৃত্তিকলাবীজবৈখরীবাগাত্মনে স্থূলশরীরায় নমঃ" এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করত পঞ্চীকৃত ভূত ও তাহার কার্য্য স্থূল শরীরকে স্মরণ করিবে। ইহা সকলীকরণ ন্যাস। এইরূপে সৃষ্ট এই শরীর চতুষ্টয়কে ভগবান্ নৃসিংহের সপরিকর আসন ও মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করিবে। 'সাধারঃ'— আধার অর্থাৎ পীঠ ও পীঠের আধার স্থানাদির সহিত বর্ত্তমান,—ইহার দ্বারা সপরিকর পীঠ ন্যাস সূচিত হইল, 'অমৃতময়ঃ',—ইহার দ্বারা মূর্ত্তিন্যাস বলা হইল। মিথ্যা, জড়, দুঃখ, পরিচ্ছেদপ্রভৃতির

বিরুদ্ধ, সৎ, চিৎ, আনন্দ ও অনন্ত পদের লক্ষ্যার্থ-ভূত ব্রহ্ম হইতেছেন অমৃতশব্দার্থ, তন্ময়। অন্তর্মুখ সৎস্বরূপ আত্মাতে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রতিবিম্বিত যে পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাদিরূপ, যাহা সৎ, চিৎ, আনন্দ, পূর্ণ ও আত্মপদের বাচ্যার্থ, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, স্বাতন্ত্র্য ও তচ্ছক্তিসমূহের কারণই অমৃত, তন্ময়। তাহা হইলে সৎ, চিৎ, আনন্দ, পূর্ণ ও আত্মরূপিণী ও ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, স্বাতন্ত্র্য ও সদ্রূপিণী পরা শক্তি-রূপা ভগবানের মূর্ত্তি বলা হইল। ইহার নাম মূর্ত্তিন্যাস। এখন পীঠাদি কল্পনার প্রকার কথিত হইতেছে। "ওঁ চতুরশীতিকোটিপ্রাণিজাত্যাত্মনে ব্রহ্মবলায় নমঃ'—এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করত কেশ-লোমপ্রভৃতিকে বলরূপে কল্পনা করিবে। "ওঁ পঞ্চভূতনামরূপাত্মকেভ্যঃ প্রাকারেভ্যঃ নমঃ"—এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করত পঞ্চীকৃত পাঁচটী ভূত ও নামরূপাত্মক সাতটী ধাতুকে সাতটী প্রাচীর কল্পনা করিবে। "ওঁ নবচ্ছিদ্রাত্মভ্যো নবদ্বারেভ্যো নমঃ",—এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া প্রত্যেক

প্রাচীরে গোপুর অর্থাৎ পুরদ্বারনরকত্বরূপে নয়টী দ্বার কল্পনা করিবে। এইরূপে স্থূল শরীরকে স্থানরূপে কল্পনা করত সূক্ষ্ম শরীরকে মহারাজরাজেশ্বররূপ আত্মার পরিচারকরূপে কল্পনা করিবে। এক্ষণে তাহার প্রকার কথিত হইতেছে, যথা,—"সংবিদ্রূপেভ্যো রাজরাজেশ্বরদ্বারেভ্যো নমঃ।" "সকামাকামবৃত্তিভ্যো দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।" "দিগয়্যাত্মাত্মকশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়রূপিভ্যো রাজপরিচারকেভ্যো নমঃ।" "চন্দ্রাত্মকায় মনসে রাজদূতায় নমঃ।" "ব্রহ্মরূপিণ্যৈ সর্বকার্য্যনিশ্চয়কর্ত্র্যৈ বুদ্ধ্যৈ নমঃ।" "রুদ্ররূপসর্বকার্য্যাভিমানকর্ত্রেঽহঙ্কারায় নমঃ।" "বিষ্ণুরূপায় সর্বকার্য্যানুসন্ধানকর্ত্রে চিত্তায় নমঃ।" "সর্বেশ্বররূপায় সর্বাধিকারিণে প্রাণায় নমঃ।" এই মন্ত্রে ন্যাস, জপ বা এই মন্ত্রের স্মরণ করত সূক্ষ্মশরীরকে ভগবান্ নৃসিংহের উপকরণ ভাবিয়া "গুণত্রয়াত্মনে প্রাসাদায় নমঃ",—এই মন্ত্রে প্রাসাদ কল্পনা করিবে। পরে বিন্দ্বন্ত প্রণব উচ্চারণ করত "পরমাত্মাসনায় নমঃ"—এই মন্ত্রে হৃদয়ে ন্যাস করিয়া কিঞ্চিৎ বহির্মুখে

অবস্থিত কারণ অর্থাৎ অবিদ্যা যাঁহার শরীর এরূপ সদাত্মককে গুণসাদৃশ্যবশতঃ পীঠরূপে কল্পনা করিবে। অনন্তর শক্ত্যন্ত প্রণব উচ্চারণ করিয়া "পরমাত্মমূর্ত্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে হৃদয় হইতে মস্তক-পর্য্যন্ত ব্যাপকন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত সামান্য-শরীরাভিমানী, অন্তর্মুখ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জ্ঞানশক্তি ও পরাশক্তিরূপিণী, শঙ্খ, চক্র, গদা ও জ্ঞানমুদ্রা, এই চতুষ্টয়সুশোভিতা, সর্বালঙ্কার-বিশিষ্টা, স্বকীয় আত্মানন্দের অনুভব-সাগরে নিমগ্না যে ভগবানের মূর্ত্তি, তাঁহার চিন্তা করিবে। ইহা হইতেছে পীঠ ও মূর্ত্তিন্যাস। এখানে অবশ্য পীঠ ও মূর্ত্তি ন্যাসের মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিবে, অবশিষ্ট কল্পনা করিবে, যিনি এইরূপ মূর্ত্তিতে ব্যাপ্ত আছেন, এই মূর্ত্তির সাক্ষিস্বরূপ, কূটস্থ, পরমাত্মরূপ মূর্ত্তিমান্, পরমেশ্বরের মূর্ত্তিতে আবাহন এবং মূর্ত্তির দ্বারা তাঁহার ব্যাপক স্বরূপের চিন্তা করিবে। অকার, উকার, মকার ও ওঁকার যাঁহার আত্মস্বরূপ, সেইরূপ হইবেন। তিনি সামান্যাদি চারিটী শরীরের আত্মা

হইবেন। 'সর্ব্ময়ঃ'—এই স্থানে সর্ব্শব্দের অর্থ বিরাট্প্রভৃতি চারিটী পাদে, তাহাদের ন্যাসের দ্বারা তন্ময় হইবে। ইহার প্রকার অন্যত্র দ্রষ্টব্য। আবার ঋষ্যাদিন্যাস করত বীজাদির স্মরণপূর্ব্বক দেবতার ধ্যান করিয়া মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত চারিটী দেবতার পূজা করিবে। মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের ব্যাপক, তৎসাক্ষি-স্বরূপকে পরমানন্দজ্ঞানসমুদ্ররূপে ধ্যান করিয়া চারিটী মূর্ত্তি তাহাতে মগ্ন, ইহা চিন্তা করিবে, ইহা হইল আত্মপূজা। আত্মপূজার পর বহির্ম্ুখ, সদাত্মক, গুণবীজরূপ, মূলাধারাস্থিত বত্রিশদল, অষ্টদল ও চতুর্দ্দল পদ্মাকার মহাপীঠে বত্রিশটীদলেতে, পৃথিবী—অন্তরিক্ষ—দ্যুলোক সোমলোকাদি অষ্টকরূপ অষ্টদল-গত, সচ্চিদানন্দ পূর্ণাত্মা, অদ্বয়, প্রকাশ ও বিমর্শরূপ আত্মা ও চতুর্দ্দলগত ব্রহ্মসর্ব্বেশ্বর, বিষ্ণুসর্ব্বেশ্বর, রুদ্র-সর্ব্বেশ্বর,সর্ব্বেশ্বরেশ্বর রূপ পরিবারগণ সহ চতুঃসপ্তাত্মা অর্থাৎ পৃথিব্যাদি সাতটী অকারাদি, চারি প্রকারে চতুঃসপ্ত—আঠইশ হইল তদ্রূপ, সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষিরূপ চতুরাত্মাকে মূলাধারগত

অগ্নিতে অগ্নিরূপ চিৎপ্রকাশ প্রণবের ধ্যান করিবে। সপরিবার ওঁকারের যে অগ্নিরূপে ধ্যান কারবার কথা বলা হইল, এথানে মস্তকাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তির ধ্যান করিবে না, কিন্তু প্রলয়কালীন অগ্নি সূর্য্যের তুল্য কেবল জ্যোতিঃ কল্পনা করিবে। অনন্তর মূলাধারস্থিত অগ্নিকে নাভিদেশে উন্নীত কারয়া সেই অগ্নিতে অনুষ্টুপ্ প্রথমপাদের অষ্টাক্ষররূপ অষ্টদল পদ্ম চিন্তা করিয়া, তাহার কর্ণিকাতে প্রণবস্থ অকার, বীজ, বিন্দু, নাদ ও শক্তির সহিত চতুরাত্মক চতুর্দলপদ্মরূপ চিন্তা করত তাহার কর্ণিকাতে সরস্বতী মূল প্রকৃতিসহিত সপরিবার ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরের ধ্যান করিবে। এইরূপ পরবর্ত্তী বাক্যেও বুঝিতে হইবে। এই জন্য মূলে"সপ্তাত্মানং"এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। এই অষ্টদল পদ্মে অকার সম্বন্ধ পৃথিব্যাদ আটটীরূপ যে অনুষ্টুপ্ প্রথমপাদ কথিত হইয়াছে, তাহার অক্ষরসমূহে অবস্থিত অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ বেদচতুষ্টয় ও চতুর্দলস্থিত ব্রহ্মব্রহ্ম, ব্রহ্মবিষ্ণু, ব্রহ্মরুদ্র ও ব্রহ্ম-সর্ব্বেশ্বরকে পরিচারকরূপে ধ্যান করিবে। সেই

অষ্টদল পদ্মের চারিদিকে চারিটী বেদের চিন্তা করিবে, অগ্নিকোণে শিক্ষাদি ছয়টী অঙ্গ, নৈর্খত কোণে মীমাংসা, বায়ব্য কোণে ন্যায়, ঈশান কোণে ইতিহাস, পুরাণ, আগম, কাব্য ও নাটকাদি চিন্তা করিবে। চতুর্দল পদ্মের অগ্রভাগে ব্রহ্মসর্ব্বেশ্বর দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মরুদ্র, উত্তরদিকে ব্রহ্মবিষ্ণু ও পশ্চিম দিকে ব্রহ্মব্রহ্মার ধ্যান করিবে। এইরূপে পরবর্ত্তী বাক্যেও মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের অবস্থিতি জানিবে। পৃথিব্যাদি সপ্তাত্মযুক্ত চতুরাত্মক অকাররূপ ব্রহ্মাকে নাভিতে ধ্যান করিবে। এখানে পৃথিব্যাদি সাতটী ও অকার মিলিয়া আটটী হইল। তাহা না বলিলে অনুষ্টুপের একটী পাদের আটটী অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ করা যায় না। এখানে মধ্যে ব্রহ্মসর্ব্বেশ্বরের কল্পনা করিতে হইবে। প্রণবস্থ অকারত্মক রজঃপ্রধান, সোমমণ্ডলস্থ সরস্বতীমূলপ্রকৃতি সহিত ব্রহ্মসর্ব্বেশ্বরকে নাভিতে তেজোমধ্যে অষ্টদলপদ্মস্থিত চতুর্দল কর্ণিকাতে ধ্যান করিবে। অন্তরিক্ষপ্রভৃতি সপ্তাত্মক, স্থূলাদি চতুরাত্মা উকাররূপ বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধ্যান করিবে।

অন্তরিক্ষাদি সাতটী ও উকার মিলিত হইয়া আটটী হইল, অনুষ্টুভের দ্বিতীয় পাদেরও আটটী অক্ষর, সুতরাং উভয়ের তুল্যতা হইল। উকারসম্বন্ধিত্বরূপে যে অন্তরিক্ষাদিসপ্তক কথিত হইয়াছে, তাহা উকারের সহিত আটটী হইল এবং স্থূলাদি চতুরাত্মক শ্রীমূলপ্রকৃতিসহিত, সত্ত্বপ্রধান, সূর্য্যমণ্ডলস্থ, উকাররূপ বিষ্ণুসর্ব্বেশ্বরকে উকারসম্বন্ধিত্বরূপে কথিত অন্তরিক্ষাদিরূপ অনুষ্টুপ্ দ্বিতীয় পাদের অক্ষরস্থ বরাহ নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাঘব, বলভদ্র, কৃষ্ণও কল্কি মূর্ত্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত তাহার মধ্যস্থিত উকাররূপ চতুর্দশপদ্মগত বিষ্ণুসর্ব্বেশ্বরাদিযুক্ত স্বহৃদয়স্থ অষ্টদল পদ্মে ধ্যান করিবে। মকারসম্বন্ধিত্বরূপে কথিত দ্যুলোকাদি আটটী ও স্থূলাদি চতুরাত্মক উমামূলপ্রকৃতিসহিত, তমঃপ্রধান, অগ্নিমণ্ডলস্থ, মকাররূপ রুদ্রসর্ব্বেশ্বরকে দ্যুলোকসম্বন্ধিত্বরূপে কথিত দ্যুলোকাদিরূপ অনুষ্টুপ্ তৃতীয় পাদের অক্ষরস্থ শর্ব্ব, ভব, পশুপতি, ঈশান, ভীম, মহাদেব, রুদ্র ও উগ্রমূর্ত্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত তাহার মধ্যস্থিত মকাররূপ

চতুর্দল পদ্মগত রুদ্র সর্ব্বেশ্বরাদিযুক্ত ভ্রূমধ্যে অষ্টদল পদ্মে ধ্যান করিবে। পূর্ব্বোক্ত সাতটী, মাত্রাচতুষ্টয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ আঠাইশটী হইল, আবার ওঁকার-সহিত পূর্ব্বোক্ত সাতটী মিলিয়া আটটী হইল. তাহা আবার মাত্রাচতুষ্টয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ বত্রিশটী হইল। ওঁকার স্থূলাদি সহ চতুরাত্মক গুণসাম্য যাহার উপাধি ও শক্তিমণ্ডলে স্থিত মূল প্রকৃতি মায়াসহিত তুরীয় প্রণবরূপ সর্ব্বেশ্বরকে মূলাধারস্থ দ্বাত্রিংশদ্দলোক্ত দেবতাবিশিষ্ট, তদ্গতাষ্টদলস্থ সদাদিমূর্ত্তিযুক্ত,তাহার কর্ণিকাগত চতুর্দলস্থ সর্ব্বেশ্বর-চতুষ্টয়সংযুক্ত দ্বাদশান্তে দ্বাত্রিংশদ্দলপদ্মে ধ্যান করিবে। সপ্তাত্মক, চতূরূপ চতুঃসপ্তাত্মক ও চতূরূপ গুণ ও বীজ যাহার উপাধি, শক্তিমণ্ডলে স্থিত, আনন্দ ও অমৃতরূপ তুরীয় ওঁকারকে অধোমুখ বত্রিশদল, অষ্টদল ও চতুর্দলপদ্মযুক্ত, পূর্ব্বোক্ত দেবতাদিবিশিষ্ট ষোড়শান্তে ধ্যান করিবে। পীঠ ও মূর্ত্তি কল্পনার পর পূর্ব্বোক্ত আনন্দামৃতের দ্বারা ব্রহ্মাদি সর্ব্বেশ্বরপর্য্যন্ত দেবতার পরিবারবর্গের সহিত

চারি প্রকারে অর্থাৎ দেবতা, গুরু, মন্ত্র ও আত্ম-প্রকারে অথবা গন্ধাদি পূজাসাধনপ্রকারে পূজা করিবে। মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করত ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রণবজপ ও পূজা করিয়া চতুর্ম্মূর্ত্তি যোগ করিবে। তাহার প্রকার এই-রূপ। প্রণব উচ্চারণ করত অমৃতক্ষরণ করত উপহার-সমূহের দ্বারা চারিটী মূর্ত্তির চারি প্রকারে পূজা করিয়া, সেই চারিটী মূর্ত্তি তেজঃ হইতে উৎপন্ন তেজোময়রূপে লিঙ্গচতুষ্টয় স্মরণ করত মন্ত্ররাজ সহ প্রণব উচ্চারণ করত লিঙ্গচতুষ্টয় ও প্রণবের ঐক্য সম্পাদন করিয়া অমৃতক্ষরণ করাইবে, ইহা হইতেছে চতুর্মূর্ত্তিযোগ প্রকার। এইরূপে মূর্ত্তিযোগ সম্পাদন করত ব্রহ্মযোগ করা উচিত। যেমন চারিটী স্থানে মূর্ত্তিচতুষ্টয় স্মরণ করিয়া তাহার পূজা করত তেজোময় মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের উপসংহার করিয়া চতু-র্ম্মূর্ত্তিযোগ করিবে, সেইরূপ সরস্বতী মূলপ্রকৃতি সহিত সপরিবার ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রহ্মসর্ব্বেশ্বরের চিন্তা করত পূজাদির অনুষ্ঠান করিবে। ব্রহ্মযোগের পর

বিষ্ণুযোগ করিবে, যথা,—চারিটী স্থানে শ্রীমূল-প্রকৃতিসহিত সপরিবার বিষ্ণুসর্ব্বেশ্বরের চিন্তা করিয়া পূজাদি করিবে। অনন্তর রুদ্রযোগ করিবে যথা,—চারিটী স্থানে উমামূল-প্রকৃতিসহিত সপরিবার রুদ্রকে স্মরণ করত পূজাদি করিবে। ভেদযোগ যথা,—বিভিন্নশরীরযুক্ত প্রকৃতিত্রয়সহিত, সপরিবার ব্রহ্মাদিত্রয়কে চিন্তা করিয়া পূজা করিবে। অভেদযোগ যথা,—অবিভক্ত অনেক শরীরযুক্ত শক্তির অবিভাগস্বরূপ মূলপ্রকৃতি মায়া-সহিত সপরিবার ব্রহ্মাদিত্রয়কে চারিটী স্থানে চিন্তা করত পূজাদি করিবে। লিঙ্গযোগ যথা,—শক্তিসহিত সপরিবার ব্রহ্মাদিকে সর্ব্বত্র জ্যোতির্লিঙ্গরূপে চিন্তা করিয়া পূজাদি করিবে। অর্ঘ্যাদিরূপ চারিপ্রকার উপহারের দ্বারা পূজা করত স্থান চতুষ্টয়স্থিত জ্যোতির্লিঙ্গসমূহকে প্রণব উচ্চারণের দ্বারা উপ-সংহারকরত অমৃতক্ষরণ করিয়া সর্বদেবতাস্বরূপ তেজের বৃদ্ধি সম্পাদন করিবে। এখন চিদবষ্টম্ভ-যোগ বলিতেছেন, যথা,— তেজের দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম ও

কারণশরীরস্বরূপ তিনটী শরীর ব্যাপিয়া শরীরত্রয়ের অধিষ্ঠানরূপ চিৎস্বরূপ আত্মাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া আত্মচৈতন্যরূপ বলস্বরূপ সেই তেজের স্তম্ভন করত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে চলনত্যাগপূর্ব্বক চিত্তসাক্ষীর সহিত ঐকাস্থাপন করিয়া প্রণবের আদিমত্ত্বপ্রভৃতি গুণসমূহের দ্বারা ঐক্য সম্পাদন করিবে। ইহার নাম গুণযোগ। মহাস্থূল বিরাট্‌শরীর মহাসূক্ষ্মে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভে, মহাসূক্ষ্ম সৎস্বরূপ মহাকারণে উপসংহার করত মাত্রাসমূহের দ্বারা ওত, অনুজ্ঞাতৃ ও অনুজ্ঞা-বিকল্পরূপ প্রণবের চিন্তা করিবে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্বটী পরপরে লয় পাওয়াইবে।

তৃতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

তং বা এতমাত্মানং পরমং ব্রহ্মোংকারং তুরীয়োংকারাগ্রবিদ্যোতমনুষ্টুভা নত্বা প্রসাদ্যোমিতি

সংহৃত্যাহমিত্যনুসন্দধ্যাদথৈতমেবাহংআনং পরমং ব্রহ্মোংকারং তুরীয়োংকারাগ্রবিদ্যোতমেকাদশাঃ আনমাত্মানং নারসিংহং নত্বোমিতি সংহরন্ননুসন্দধ্যাদথৈতমেবাহংআনং পরমং ব্রহ্মোন্দকারং তুরীয়োংকারাগ্রবিদ্যোতং প্রণবেন সংচিন্ত্যানুষ্টুভা সচ্চিদানন্দপূর্ণাত্মসু নবাত্মকং সচ্চিদানন্দপূর্ণাত্মানং পরমাত্মানং পরং ব্রহ্ম সংভাব্যাহমিত্যাত্মানমাদায় মনসা ব্রহ্মণৈকীকুর্য্যাদনুষ্টুভৈব বৈষ উ এব হ্যেষ হি সর্বত্র সর্বদা সর্বাত্মা সিংহোঽসৌ পরমেশ্বরোঽসৌ হি সর্বত্র সর্বদা সর্বাত্মা সন্ সর্বমত্তি নৃসিংহ এবৈকল এষ তুরীয় এষ এবোগ্র এষ এব বীর এষ এব মহানেষ এব বিষ্ণুরেষ এব জ্বলন্নেষ এব সর্বতোমুখ এষ এব নৃসিংহ এষ এব ভীষণ এষ এব ভদ্র এষ এব মৃত্যুমৃত্যুরেষ এব নমামেষ এবাহমেবং যোগারূঢো ব্রহ্মণোবানুষ্টুভং সন্দধ্যাদোংকার ইতি তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ—সংস্তভ্য সিংহং স্বসুতান্ গণধান্ সংযোজ্য শৃঙ্গৈর্ঋষভস্য হত্বা। বশ্যাং স্ফুরন্তীমসতীং নিপীড্য সংভক্ষ্য সিংহেন স এষ বীরঃ।

ব্যাখ্যা। তুরীয়োঙ্কারাগ্রবিদ্যোতম্ (ওত্তাদিরূপস্য তুরীয়োঙ্কারস্য বিন্দুনাদশক্তিশান্তরূপস্য অগ্রে পূর্বভাগে সাক্ষিতয়া বিদ্যোতমানং প্রকাশমানং) প্রসাদ্য (সন্তোষ্য)। নবাত্মকম্ (নবপদবিশিষ্টব্রহ্মবাচকম্)। তৎ (তদ্রোক্তে অর্থে) শ্লোকৌ (মন্ত্রৌ ব্রাহ্মণমূলভূতৌ)। সিংহং (উপাধ্যবিবেকবশাচ্চলন্তমাত্মানং) সংস্তভ্য (বিবেকবিজ্ঞানেন স্বমহিম্নোব স্থিরীকৃত্য) স্বসুতান্ (স্বস্য সিংহাত্মনঃ সুতান, স্থূলবিশ্বাদীন্) গুণার্ধান্ (গুণৈর্বৃদ্ধিং প্রাপ্তান্ বিরাড়্বৈশ্বানরাদিভাবং গতান্) ঋষভস্য (ছন্দসামৃষভস্য প্রধানস্য প্রণবস্য) শৃঙ্গৈঃ (মাত্রাভিঃ) [তান্ স্বসুতান্ আপ্ত্যাদিভিঃ মায়া] সংযোজ্য (মাত্রাপাদৈক্যং প্রতিপদ্য) হত্বা (স্থূলং সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মং কারণে চ মাত্রাত্রয়েণ সংহৃত্য) বশ্যাং (তাং কারণরূপাং মায়ামোতযোগেনাত্মবশাং কৃত্বা) [অনুজ্ঞাতৃযোগেনাত্মসত্তাস্ফূরণাধীনতয়া সতীং স্ফুরন্তীং তত্র কল্পিতয়া সংভাব্যানুজ্ঞাযোগেন] অসতীম্ (অবিদ্যমানসমাং নিরস্তপ্রসবাং কৃত্বা) নিপীড্য (সাক্ষিচিদাকারমেবাতিপ্রযত্নেন কুর্বন্ তাং সাক্ষিসিংহচৈতন্যে স্ববিরোধিন্যেব মজ্জয়েৎ)।

অনুবাদ। এখন স্তুতি-নমস্কারাদিবিশিষ্ট উপাসনা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। বিরাট্, বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ, সূত্র, প্রাজ্ঞ, ঈশ্বর, মায়া ও

ব্রহ্মারূপ এই স্থূলবিশ্ব, সূক্ষ্ম, তৈজস, সৌষুপ্ত, প্রাজ্ঞ, অব্যাকৃত, প্রত্যগ্‌রূপ আত্মা, সর্ব্বব্যাপক, সংহার কারণ পরমব্রহ্ম ও পরম ব্রহ্মরূপ অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রারূপ ওঁকার, বিন্দুনাদশক্তি শান্ত-রূপ তুরীয় ওঁকারের পূর্ব্বভাগে প্রকাশমান আত্মাকে 'উগ্র' হইতে 'নমামি'—পর্য্যন্ত অনুষ্টুভের দ্বারা স্তুতি-পুরঃসর নমস্কার করত নৃসিংহ ব্রহ্মের প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে। অনন্তর তাঁহার অনুগ্রহে চতুর্মাত্র ওঁকারের উচ্চারণ করত ক্রমে বিরাট্‌প্রভৃতির উপ-সংহার অর্থাৎ লয় পাওয়াইয়া 'আমি' এইরূপে ধ্যান করিবে। অর্থাৎ তুরীয়তুরীয়ে বিরাড়াদি সকলের লয় হইলে, সকলের লয়স্থানরূপ একমাত্র তুরীয়-তুরীয় অবশিষ্ট রহিলেন, এদিকে আবার অনুষ্টুভের 'নমামি' পদের পর একমাত্র 'অহম্' এইপদ অবশিষ্ট রহিল। সুতরাং অবশিষ্ট 'অহং' পদের দ্বারা অবশিষ্ট তুরীয় তুরীয় অদ্বিতীয় আত্মাকে চিন্তা করিবে। মূলে 'নত্বা' এই পদের দ্বারা অনুষ্টুভের 'নমামি' পদের অর্থ হইল নমস্কার।

'উগ্রম্'—ইত্যাদি দ্বিতীয়ান্ত পদসমূহের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহীতব্য। এখানে অনুষ্টুপ্ পাদমাত্রামিশ্র উপাসনা নহে, কারণ অনুষ্টুপ্ হইতেছে কেবলমাত্র তুরীয় উপাসনার অঙ্গ। যে আত্মা তুরীয় ওঁকারের পূর্ব্বভাগে প্রকাশমান, তাঁহাকেই প্রণাম করিয়া ধ্যান করিবে, এইরূপ অর্থ যুক্তিসঙ্গত। 'ওমিতি সংহৃত্য'—এইরূপ বাক্যের দ্বারা প্রণবের দ্বারা সংহার বা লয় বুঝিতে হইবে। ইহাই হইল তাৎপর্য্য অর্থ যে,—মাত্রাচতুষ্টয়রূপ ওঁকারের উচ্চারণ করত তাহার সামর্থ্যের সাধক তুরীয়তুরীয়রূপ পরমাত্মাকে 'মৃত্যুমৃত্যুং'—পর্য্যন্ত অনুষ্টুভের দ্বারা স্তুতি করিয়া 'নমামি'—এই পদের দ্বারা মনঃ ওঁকারের দ্বারা প্রণাম করত সকলের লয় সম্পাদন করিয়া'আমি পূর্ণ'—এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবশিষ্ট আত্মার ধ্যান করিবে। অনন্তর অনুষ্টুপ্ পাদরূপ সাধনসমন্বিত স্তুতিনমস্কারাদিবিশিষ্ট উপাসনা বলিতেছেন। অনন্তর পরমব্রহ্ম ওঁকাররূপ, তুরীয় ওঁকারের অগ্রভাগে প্রকাশমান, উগ্রত্বাদিগুণ

বৈশিষ্ট্যরূপে একাদশস্বরূপ, আত্মরূপ সর্ব্ববন্ধহর নৃসিংহকে স্তুতিপুরঃসর প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে বীর্য্য লাভ করত প্রণবের দ্বারা সকলের লয় সম্পাদন করিয়া অবশিষ্ট স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের ধ্যান করিবে অর্থাৎ স্বয়ং নৃসিংহরূপে অবস্থান করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—প্রণব উচ্চারণ করত তুরীয়তুরীয়কে জানিয়া 'উগ্রম্'—ইত্যাদি এক একটী পাদের দ্বারা নৃসিংহকে উগ্রত্বাদিগুণবিশিষ্টত্বরূপে চিন্তা করিয়া স্তুতি করত 'আমি নৃসিংহ' এইরূপে নিজকে বাক্যার্থরূপ স্তব করিয়া 'নমামি'—এই পদে দ্বারা আত্মসমর্পণরূপ নমস্কার করিবে। এইরূপ 'বীরাদি পদের দ্বারা স্তুতি ও নমস্কার করিয়া পুনঃ প্রণব উচ্চারণ করত সমস্ত তাহাতে লয় করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থান করিবে। ইহার মন্ত্র পূর্ব্বভাগে টীকায় দ্রষ্টব্য। অতঃপর ভগবান্ নৃসিংহের নিরতিশয় প্রসাদলাভের জন্য উগ্রত্বাদি পদের দ্বারা স্তুতিনমস্কারাদিবিশিষ্ট ধ্যানান্তর বলিতেছেন। অনন্তর পরম ওঁকার ব্রহ্মরূপ, তুরীয়ওঁকারের পূর্ব্বভাগ

প্রকাশমান আত্মাকে চতুর্মাত্র প্রণবের দ্বারা তুরীয়-তুরীয়পর্য্যন্ত ত্বংপদার্থরূপ প্রত্যগাত্মাকে চিন্তা করিয়া অনুষ্টুভের দ্বারা সৎ, চিৎ, আনন্দ, পূর্ণ ও প্রত্যগাত্মা এই পাঁচটীকে উগ্রাদিভেদে নবাত্মক সচ্চিদানন্দপূর্ণ পরমাত্মাকে পরব্রহ্মরূপে চিন্তা করিয়া 'অহম্'— এইপদ গ্রহণ করিয়া 'নমামি' পদের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত একত্ব সম্পাদন করিবে। এখন বলা হইতেছে যে, প্রণবাদি বিনা ও কেবল অনুষ্টুভের দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্য সম্পাদন করিবে। মন্ত্ররাজমধ্যগত নৃসিংহ-পদের দ্বারাই ব্রহ্মাত্মৈক্য জানিবে। এই সকলের স্বভাবসিদ্ধ আত্মা উ, এই আত্মা হইতেছে নৃ, সকল দেশে সকল কালে সকলের আত্মা, ইহাই সিংহশব্দ-বাচ্য, ইনি শ্রুতিস্মৃতিলোকপ্রসিদ্ধ পরমেশ্বর। ইনি সকল দেশে সকল কালে সকলের আত্মা হইয়াও সকলের সংহার করেন। এক অদ্বিতীয় নৃসিংহই তুরীয় ব্রহ্ম, নৃসিংহই উগ্র, নৃসিংহই বীর, নৃসিংহই মহান্, নৃসিংহই বিষ্ণু, নৃসিংহই জ্বলন্, নৃসিংহই সর্বতোমুখ, ইনি নৃসিংহ, ইনি ভীষণ, ইনি

ভদ্র, ইনি মৃত্যুমৃত্যু, ইনি নমামি, ইনি অহম্, এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডবিহিত সাধনের দ্বারা যোগারূঢ় হইয়া ওঁকাররূপ ব্রহ্মে অনুষ্টুভের ধ্যান করিবে, অর্থাৎ যাবতীয় অন্য সাধন ব্রহ্মরূপ প্রণবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা আত্মার ধ্যান করিবে। এবিষয়ে দুইটী মন্ত্র আছে,—উপাধির সহিত অবিবেক-বশতঃ গমনশীল আত্মাই সিংহ, তাহার সমস্ত বন্ধন দূরীভূত করত বিবেকজ্ঞানের দ্বারা নিজ মহিমাতে স্থিরীভূত রাখিয়া স্থূলত্বাদি গুণের দ্বারা সমৃদ্ধ, সিংহরূপ আত্মার বিশ্বপ্রভৃতি পুত্রগণ বিরাট্‌বৈশ্বানরাদিভাব প্রাপ্ত হইলে ছন্দঃশ্রেষ্ঠ প্রণবের মাত্রাসমূহের দ্বারা একত্ব প্রতিপাদন করত স্থূলকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মকে কারণে সংহার করিবে। সেই কারণরূপা মায়াকে ওতযোগের দ্বারা বশীভূত করিয়া অনুজ্ঞাযোগের দ্বারা আত্মসত্তাস্ফুরণকে অনুজ্ঞাযোগের দ্বারা অবিদ্যমানসম করিয়া মনকে সাক্ষিচৈতন্যাকার করিয়া সাক্ষিরূপসিংহচৈতন্যে স্থাপন করিবে। অনন্তর বুদ্ধিবৃত্তিতে আরূঢ় সিংহরূপ তুরীয় ব্রহ্মের দ্বারা মায়ার নাশ করিয়া তিনি বীরপদবাচ্য হন।

শৃঙ্গপ্রোতান্ পদা স্পৃষ্ট্বা হৃত্বা তামগ্রসৎ স্বয়ম্।
নত্বা চ বহুধা দৃষ্ট্বা নৃসিংহঃ স্বয়মুদ্বভাবিতি॥

ইত্যথর্ববেদান্তর্গতনৃসিংহোত্তরতাপনীয়ে
ষষ্ঠোপনিষদি চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥

ব্যাখ্যা। শৃঙ্গপ্রোতান্ (প্রণবমাত্রাব্যাপ্তান্ বিরাড়াদীন্ চতুঃসপ্তকান্ ব্রহ্মসর্বেশ্বরাদীংশ্চ) পদা (অনুষ্টুপ্‌পাদ-চতুষ্টয়েন) স্পৃষ্ট্বা (সংযোজ্য, সংচিন্ত্য) হৃত্বা (ক্রমেণ সংহৃত্য) তাং (কারণভূতাং মায়ামুক্তপ্রকারেণ তুরীয়মাত্রয়া পাদেন চ যথাসম্ভবম্) অগ্রসৎ (সংহৃতবান্)। স্বয়ং [বীরঃ বিদ্বান্ নৃসিংহ আত্মেতি]। নত্বা চ বহুধা (অনন্তরখণ্ডোক্ত-প্রকারেণ আত্মভূতং নৃসিংহমন্ত্র প্রকারেণ প্রণম্য) চ (স্তুত্বা চ বহুধা দৃষ্ট্বা নৃসিংহঃ স্বয়ম্ উদ্বভৌ (অভিব্যক্তঃ অভূতৎ)

অনুবাদ। প্রণবমাত্রাব্যাপ্ত বিরাড়াদি এবং ব্রহ্মসর্বেশ্বরাদি চতুঃসপ্তক অনুষ্টুপ্‌পদ-চতুষ্টয়ের দ্বারা সংযোজিত করিয়া চিন্তা করত কারণীভূতা মায়াকে উক্ত প্রকারে তুরীয় মাত্রা ও পাদের দ্বারা যথাসম্ভব সংহার করিবে। বহু প্রকারে প্রণাম ও স্তুতি দ্বারা দর্শন করিয়া নৃসিংহ

স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন অর্থাৎ পূর্ব্বে উপাসক নৃসিংহ ব্রহ্মরূপে বিদ্যমান থাকিলেও অজ্ঞানবশতঃ স্বকীয়রূপ প্রকাশ পায় নাই, এখন নৃসিংহের স্তব ও প্রণামের দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া স্বয়ং নৃসিংহ হইয়াছিলেন।

চতুর্থ খণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অথৈষো এবাকার আপ্ততমার্থ আত্মন্যেব নৃসিংহে ব্রহ্মণি বর্ত্তত এষ হেবাহহপ্ততম এষ হি সাক্ষ্যেষ ঈশ্বরোহতঃ সর্বগতো ন হীদং সর্বমেষ হি ব্যাপ্ততম ইদং সর্বং যদয়মাত্মা মায়ামাত্রমেষ এবোগ্র এষ হি ব্যাপ্ততম এষ এব বীর এষ হি ব্যাপ্ততম এষ এব মহানেষ হি ব্যাপ্ততম এষ এব বিষ্ণুরেষ হি ব্যাপ্ততম এষ এব জ্বলন্নেষ হি ব্যাপ্ততম এষ এব সর্বতোমুখ এষ হি ব্যাপ্ততম এষ এব নৃসিংহ এষ হি ব্যাপ্ততম এষ এব ভীষণ এষ হি ব্যাপ্ততম এষ এব

ভদ্র এষ হি ব্যাপ্ততম এষ এব মৃত্যুমৃত্যুরেষ হি ব্যাপ্ততম এষ এব নমামোষ হি ব্যাপ্ততম এষ এবাহমেষ হি ব্যাপ্ততম আত্মৈব নৃসিংহো ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ সোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেত্যথৈষো এবোকার উৎকৃষ্টতমার্থ আত্মন্যেব নৃসিংহ দেবে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে তস্মাদেষ সত্যস্বরূপো ন হ্যন্যদস্ত্যমেয়মনাত্মপ্রকাশমেষ হি স্বপ্রকাশোঽসঙ্গোঽন্যন্ন বীক্ষত আত্মাঽতো নান্যপ্রথাপ্রাপ্তিরাত্মমাত্রং হ্যতেদুৎকৃষ্টমেষ এবোগ্র এষ হ্যেবোৎকৃষ্ট এষ এব বীর এষ হ্যেবোৎকৃষ্ট এষ এব মহানেষ হ্যেবোৎকৃষ্ট এষ এব বিষ্ণুরেষ হ্যেবোৎকৃষ্ট এষ এব জ্বলন্নেষ হ্যেবোৎকৃষ্ট এষ এব সর্বতোমুখ এষ হ্যেবোৎকৃষ্ট এষ এব নৃসিংহ এষ হ্যেবোৎকৃষ্ট এষ এব ভীষণ এষ হ্যেবোৎকৃষ্ট এষ এব ভদ্র এষ হ্যেবোৎকৃষ্ট এষ এব মৃত্যুমৃত্যুরেষ হ্যেবোৎকৃষ্ট এষ এব নমামোষ হ্যেবোৎকৃষ্ট এষ এবাহমেষ হ্যেবোৎকৃষ্টস্তস্মাদাত্মানমেবৈবং জানীয়াদাত্মৈব নৃসিংহো দেবো

ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ সোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেত্যথৈষো এব মকারো মহাবিভূত্যর্থ আত্মন্যেব নৃসিংহ দেবে পরে ব্রহ্মণ বর্ত্ততে তস্মাদয়মনন্তোঽভিন্নরূপঃ স্বপ্রকাশো ব্রহ্মৈব ব্যাপ্ততম উৎকৃষ্টতম এতদেব ব্রহ্মাপি সর্ব্বজ্ঞং মহামায়ং মহাবিভূত্যেতদেবোগ্রমেতদ্ধি মহাবিভূত্যেতদেব বীরমেতদ্ধি মহাবিভূত্যেতদেব মহদেতদ্ধি মহাবিভূত্যেতদেব বিষ্ণবেতদ্ধি মহাবিভূত্যেতদেব জ্বলদেতদ্ধি মহাবিভূত্যেতদেব সর্ব্বতোমুখমেতদ্ধি মহাবিভূত্যেতদেব নৃসিংহমেতদ্ধি মহাবিভূত্যেতদেব ভীষণমেতদ্ধি মহাবিভূত্যেতদেব ভদ্রমেতদ্ধি মহাবিভূত্যেতদেব মৃত্যুমৃত্যবেতদ্ধি মহাবিভূত্যেতদেব নমাম্যেতদ্ধি মহাবিভূত্যেতদেবাহমেতদ্ধি মহাবিভূতি তস্মাদকারোকারাভ্যামিমমাত্মানমাপ্ততমমুৎকৃষ্টতমং চিন্মাত্রং সর্ব্বদ্রষ্টারং সর্ব্বসাক্ষিণং সর্ব্বগ্রাসং সর্ব্বপ্রেমাস্পদং সচ্চিদানন্দমাত্রমেকরসং পুরতোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সুবিভাতমদ্ধ্যাহব্যাপ্ততমমুৎকৃষ্টতমং চিন্মাত্রং মহাবিভূতি সচ্চিদা-

নন্দমাত্রমেকরসং পরমেব ব্রহ্ম মকারেণ জানীয়াদাত্মৈব নৃসিংহো দেবঃ পরমেব ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ সোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥

ইত্যথর্ববেদান্তর্গতনৃসিংহোত্তরতাপনীয়ে
ষষ্ঠোপনিষদি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥

ব্যাখ্যা। আপ্ততমার্থঃ (ব্যাপ্ততমঃ অকারার্থঃ এব)। আত্মনি এব (প্রত্যগাত্মন্যেব)। প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) উৎক্রামন্তি (কর্মফলভোগায় গচ্ছন্তি)। অত্র এব (আত্মনি) সমবনীয়ন্তে (একীভাবং গচ্ছন্তি)।

অনুবাদ। ওঁকারের মধ্যে অনুষ্টুভের অন্তর্ভাব করত সেই ওঁকারের দ্বারা আত্মার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, ইহা কথিত হইয়াছে। কিরূপে প্রণবের মধ্যে অনুষ্টুভের অন্তর্ভাব করিতে হইবে এবং কিরূপেই বা আত্মানুসন্ধান করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত এই খণ্ড আরব্ধ হইয়াছে। অনুষ্টুপ্ পাদচতুষ্টয়রূপ চতুর্মাত্র প্রণবের দ্বারা উপা-

সনা বলিয়া কেবল ত্রিমাত্র প্রণবের দ্বারা আত্মোপাসনা বলা হইতেছে, ইহাই হইতেছে অথ শব্দের অর্থ, অকাররূপ মাত্রা হইতেছে ব্যাপ্ততম পদার্থ। তাহা স্বাত্মবন্ধহর আত্মরূপ নৃসিংহ ব্রহ্মে বর্ত্তমান আছে। যদি বল, আকাশাদি ব্যাপক পদার্থ আছে, তন্মধ্যে কোন একটীতে অকার বর্ত্তমান থাকুক্, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—আকাশাদি ব্যাপ্ত হইলেও ব্যাপ্ততম নহে, এই আত্মস্বরূপ নৃসিংহ ব্রহ্মই আপ্ততম, ইনি সাক্ষী, ইনি ঈশ্বর; অতএব সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু সর্বগ নহে। এই ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক, দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ আত্মাতে আরোপিত, সুতরাং তাহা মায়ামাত্র অর্থাৎ মিথ্যা। আত্মাই উগ্র, আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক। আত্মাই বীর, আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক। আত্মাই মহান্ ও ব্যাপ্ততম। আত্মাই বিষ্ণু ও ব্যাপ্ততম। আত্মাই সর্ব্বতোমুখ ও ব্যাপ্ততম। আত্মাই নৃসিংহ ও ব্যাপ্ততম। আত্মাই

ভীষণ ও ব্যাপ্ততম। আত্মাই ভদ্র ও ব্যাপ্ততম। আত্মাই মৃত্যুমৃত্যু ও ব্যাপ্ততম। আত্মাই নমামি ও ব্যাপ্ততম। আত্মাই অহম্ ও ব্যাপ্ততম। আত্মা নৃসিংহ ব্রহ্ম, যিনি এইরূপে জানেন, তিনি অকাম অর্থাৎ মুক্ত হন, তিনি বিষয়তৃষ্ণাবিহীন হন, তাঁহার কোন বিষয় অপ্রাপ্ত থাকে না, তাঁহার অনাত্মবিষয়ে কামনা চলিয়া যায় এবং আত্মবিষয়ে কামনা উৎপন্ন হয়। সেই মুক্ত পুরুষের ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত অন্যত্র গমন করে না, আত্মাতে একীভাব প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি তিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মই ছিলেন, তথাপি অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত থাকায় ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এখন জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। এই উকাররূপ মাত্রা উৎকৃষ্টতম বস্তু, আত্মস্বরূপ নৃসিংহদেব ব্রহ্মে বর্ত্তমান আছে অতএব আত্মা সত্যস্বরূপ, আত্মব্যতিরিক্ত কোন বস্তু সত্য নহে। আত্মার কখনও অসত্ত্ব নাই, কারণ তাহা প্রমাণের অবিষয়। প্রমাণের অবিষয়ীভূত

আত্মার যেরূপ অস্তিত্ব, উপলব্ধ হয়, সেইরূপ অনাত্মারও হউক, তজ্জন্য বলিতেছেন—'অনাত্ম প্রকাশম্' অর্থাৎ 'অনাত্মার প্রকাশ স্বতঃ নহে. আত্ম সম্বন্ধবশতঃ তাহার প্রকাশ হইয়া থাকে। এই আত্মা স্বপ্রকাশ, অসঙ্গ, সুতরাং অন্য কোন বস্তুকে প্রকাশ করে না অর্থাৎ যেখানে প্রকাপ সেখানে সত্তা সুতরাং অন্য বস্তুর যে প্রকাশ তাহা আত্মারই প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু নহে। অতএব আত্মার স্বস্বরূপ ব্যতীত অন্য কোনরূপ প্রকাশ নাই, কেবল আত্মাই স্বরূপ। এই আত্মা উৎকৃষ্ট ও উগ্র। আত্মাই উৎকৃষ্ট ও বীর। আত্মাই উৎকৃষ্ট ও বিষ্ণু। আত্মাই উৎকৃষ্ট ও জ্বলন্। আত্মাই উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বতোমুখ। আত্মাই উৎকৃষ্ট ও নৃসিংহ। আত্মাই উৎকৃষ্ট ও ভীষণ। আত্মাই উৎকৃষ্ট ও ভদ্র। আত্মাই উৎকৃষ্ট ও মৃত্যুমৃত্যু। আত্মাই উৎকৃষ্ট ও নমামি। আত্মাই উৎকৃষ্ট ও অহম্। এখন আত্মাই উৎকৃষ্ট, তখন আত্মাকেই জানিবে। আত্মাই নৃসিংহদেব ব্রহ্মস্বরূপ। যিনি

এইরূপ জানেন, তিনি মুক্ত হন, তিনি বিষয়বাসনা-বিহীন হন। তাঁহার কোন কাম্য বস্তু অপ্রাপ্ত থাক না, তাঁহার কেবল আত্মবিষয়ে কামনা থাকে। সেই মুক্ত পুরুষের ইন্দ্রিয়সমূহে কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত কোথায় ও গমন করে না, ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয়। তিনি ব্রহ্মরূপে অবস্থিত থাকিলেও অবিদ্যা না থাকায় প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই-রূপে অকার ও মকারের দ্বারা বাক্যার্থযোগ্য প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা প্রকার বলিয়া মকারের অর্থ বলিতেছেন। এই মকাররূপ মাত্রার প্রতিপাদ্য অর্থ মহাবিভূতি। এই মকার আত্মস্বরূপ নৃসিংহদেব পর ব্রহ্মে অবস্থিত আছে। মকারই মহাবিভূতিপদরূপ, ইহা মহাবিভূতিবিশিষ্ট ব্রহ্মেই বর্ত্তমান আছে। অতএব এই প্রত্যাগাত্মা ব্যাপক, ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপই। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও উৎকৃষ্টতম, ইহা হইতেছে ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, মহামায়, ইহা মহাবিভূতি। যে বিভূতি দেশ, কাল বা বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন

নহে, তাহা হইতেছে মহাবিভূতি। ইনি উগ্র, ইনি মহাবিভূতি। ইনি বীর, ইনি মহাবিভূতি। ইনি মহৎ, ইনি মহাবিভূতি। ইনি বিষ্ণু, ইনি মহাবিভূতি। ইনি জ্বলন্, ইনি মহাবিভূতি। ইনি সর্ব্বতোমুখ, ইনি মহাবিভূতি। ইনি ভীষণ, ইনি মহাবিভূতি। ইনি নৃসিংহ, ইনি মহাবিভূতি। ইনি ভদ্র, ইনি মহাবিভূতি। ইনি মৃত্যুমৃত্যু, ইনি মহাবিভূতি। ইনি নমামি, ইনি মহাবিভূতি। ইনি অহম্, ইনি মহাবিভূতি। অতএব অকার ও উকারের দ্বারা আপ্ততম, উৎকৃষ্টতম, চৈতন্যস্বরূপ, সর্ব্বদ্রষ্টা, সকলের সাক্ষী, সকলের লয়স্থান, সকলের একমাত্র প্রীতিস্থান, সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, একরস, এই সমস্ত বস্তুর পূর্ব্বে সুস্পষ্ট প্রকাশমান এই আত্মার ধ্যান করত আপ্ততম, উৎকৃষ্টতম, চৈতন্যস্বরূপ, মহাবিভূতি সচ্চিদানন্দ, একরস পরব্রহ্মকে জানিবে। এই নৃসিংহদেবই পরব্রহ্ম। যিনি এইরূপ অবগত আছেন, তিনি মুক্ত ও বিষয়বাসনাবিহীন হন, তাঁহার কোন

কাম্য বস্তু অপ্রাপ্ত থাকে না, তাঁহার আত্মাতেই কামনা থাকে। তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ম্মফল ভোগের জন্য লোকান্তরে গমন করে না, আত্মাতেই একত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া ও অবিদ্যার নাশবশতঃ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন, ইহা প্রজাপতি বলিয়াছিলেন।

পঞ্চম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

তে দেবা ইমমাত্মানং জ্ঞাতুমৈচ্ছংস্তান্‌হাহংহঙ্করঃ পাপ্‌মা পরিজগ্রাস ত ঐক্ষন্ত হন্তেনমাসুরং পাপ্‌মানং গ্রসাম ইতি ত এতমেবোংকারাগ্রবিদ্যোতং তুরীয়-তুরীয়মাত্মানমুগ্রমনুগ্রং বীরমবীরং মহান্তমমহান্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং জ্বলন্তমজ্বলন্তং সর্বতোমুখমসর্বতোমুখং নৃসিংহমনৃসিংহং ভীষণমভীষণং ভদ্রমভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুম-মৃত্যুমৃত্যুং নমামনমামহমনহং নৃসিংহানুষ্টুভৈব বুবুধিরে তেভ্যো হাসাবাসুরঃ পাপ্‌মা সচ্চিদানন্দঘনং

জ্যোতির্ভবত্তস্মাদপক্ককষায় ইমমেবোংকারাগ্রবিদ্যোতং তুরীয়তুরীয়মাত্মানং নৃসিংহানুষ্টুভৈব জানীয়াত্তস্মাহংহসুরঃ পাপ্মা সচ্চিদানন্দঘনং জ্যোতির্ভবতি তে দেবা জ্যোতিষ উত্তিষ্ঠীর্ষবো দ্বিতীয়াত্তুরমেব পশ্যন্ত ইমমেবোংকারাগ্রাবিদ্যোতং তুরীয়তুরীয়মাত্মানং নৃসিংহানুষ্টুভার্হন্বিষ্য প্রণবেনৈব তাস্মন্নবস্থিতাস্তেভ্যস্তজ্জ্যোতিরস্ত সর্বস্ত পুরতঃ সুবিভাতমবিভাতমদ্বৈতমচিন্ত্যমলিঙ্গং স্বপ্রকাশমানন্দঘনং শূন্যং ভবদেবংবিৎ স্বপ্রকাশং পরমেব ব্রহ্ম ভবতি তে দেবাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ সন্ন্যাসেভ্যো ব্যুত্থায় নিরাগারা নিষ্পরিগ্রহা অশিখা অযজ্ঞোপবীতা অন্ধা বধিরা মুগ্ধাঃ ক্লীবা মূকা উন্মত্তা ইব পরিবর্তমানাঃ শান্তা দান্তা উপরতাস্তিতিক্ষবঃ সমাহিতা আত্মরতয় আত্মক্রীড়া আত্মমিথুনা আত্মানন্দাঃ প্রণবমেব পরমং ব্রহ্মাত্মপ্রকাশং শূন্যং জানন্তস্তত্রৈব পরিসমাপ্তাস্তস্মাদ্দেবানাং ব্রতমাচরন্নোংকারে পরে ব্রহ্মণি পর্য্যবসিতো ভবেৎ স আত্মনৈবাত্মানং পরমং ব্রহ্ম পশ্যতি তদেষ শ্লোকঃ—শৃঙ্গেষ্বশৃঙ্গং

সংযোজ্য সিংহং শৃঙ্গেষু যোজয়েৎ। শৃঙ্গাভ্যাং শৃঙ্গমাবধ্য ত্রয়ো দেবা উপাসত ইতি ॥

ইত্যথর্ববেদান্তর্গতনৃসিংহোত্তরতাপনীয়ে
ষষ্ঠোপনিষদি ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥

ব্যাখ্যা। ইমং (যথোপদিষ্টং ব্রহ্মাত্মানং) জ্ঞাতুমৈচ্ছন্ (জ্ঞানসাধনং ধ্যানাদিকং কর্ত্তুমুপক্রান্তবন্তঃ (আসুরঃ পাপ্মা (বিষয়াসঙ্গাবিবেকপরিচ্ছেদাভিমানাদিরূপঃ) পরিজগ্রাস পরি সমন্ততঃ জগ্রাস কবলীকৃতবান্)। ঐক্ষন্ত (আলোচনং কৃতবন্তঃ)। গ্রসামঃ (স্বাত্মানুসন্ধানেন ভাবমাত্রতয়া সংহরামঃ]। [ত এতমেবোঙ্কারাগ্রমাত্রবিবোতং তুরীয়তুরীয়মাত্মানং নৃসিংহানুষ্টুভৈব বুবুধিরে ইত্যুত্তরত্রান্বয়ঃ]। উগ্রম্ (উগ্রমিতি বাক্যজন্যে বৃত্ত্যভিব্যক্তস্য তুরীয়স্য সর্বসংসারসংহর্ত্তৃত্বমুচ্যতে)। অনুগ্রম্ (তদপি পরমার্থতঃ স্বমহিমস্থতয়া কূটস্থত্বেনাকর্ত্তৃত্বমুচ্যতে)। [অথবা উগ্রত্বং নাম ন ধর্মঃ কিন্তু স্বরূপমেব]। পুত্রৈষণায়াঃ (একলোকজয়সাধনপুত্রাদ্যর্থপ্রবৃত্ত্যাদেঃ) বিত্তৈষণায়াঃ (নিত্যনৈমিত্তিককর্মাদেঃ) লোকৈষণায়াঃ (লোকার্থকাম্যকর্মাদেঃ) সমাধনেভ্যঃ (সাধনসহিতেভ্য উক্তেভ্যঃ কর্মভ্যঃ)। নিরাগারাঃ (বাসার্থং নিয়তাশ্রয়রহিতাঃ) নিষ্পরিগ্রহাঃ (দেহযাত্রামাত্রসাধনাতিরিক্ত

পরিগ্রহরহিতাঃ)। অশিখাঃ (শিখারহিতাঃ)। অযজ্ঞো-পবীতাঃ (যজ্ঞোপবীতরহিতাঃ)। অন্ধাঃ (সর্বেন্দ্রিয়বিষয়-সান্নিধ্যেঽপ্যবিকৃতাঃ)। পরিবর্ত্তমানাঃ (পরিতো গচ্ছন্তঃ)। শান্তাঃ উপরতবাহ্যেন্দ্রিয়াঃ, নিরুদ্ধেন্দ্রিয়বহিম্প্রচারা ইত্যর্থঃ)। দান্তাঃ (উপরতান্তঃকরণাঃ, নিরুদ্ধবহিস্প্রচারান্তঃকরণাঃ ইত্যর্থঃ)। উপরতাং (বিষয়সংকল্পাদিরহিতাং)। সমাহিতাঃ (সমাধিযুক্তাঃ, বাহ্যান্তঃকরণগণমন্তর্মুখমেকীকৃত্য, সর্বদ্বৈত-জাতবিস্মরণপূর্বকং তৎসাক্ষ্যানুসারেণাবস্থানং সমাধানং নাম, এতদেব সমাধানং সাধ্যং সাধনঞ্চ ভবতি)। আত্মরতয়ঃ (আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতিঃ যেষাং তে)। আত্মক্রীড়াঃ (আত্মন্যেব সখ্যাদিমেলনাভিব্যক্তং সুখং যেষাং তে) আত্মমিথুনাঃ (আত্ম-ন্যেব মিথুনসাধ্যং সুখং যেষাং তে)। আত্মানন্দাঃ (আত্মন্যেব আনন্দঃ সামান্যসুখং যেষাং তে)। আত্মপ্রকাশম্ (স্বপ্রকা-শম্)। শূন্যং (নির্বিষয়ম্)। তৎ (তত্র অর্থে) শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ)। শৃঙ্গেষু (ছন্দসামৃষভস্য প্রণবস্য শৃঙ্গেষু মাত্রাসু অকারো-কারমকারেষু) অশৃঙ্গম্ (অমাত্রং নিরবয়বং তুরীয়মাত্মানং) সংযোজ্য (বাচ্যতয়া সন্ধায়াকারোকারাভ্যাং ত্বংপদার্থরূপং মকারেণ তৎপদার্থরূপঞ্চ প্রতিপাদ্য) সিংহং (নৃসিংহানুষ্টুভং তুরীয়গতসবসংহর্তৃত্বাদিবাচকং) শৃঙ্গেষু (অকারাদিষু তত্ত্বং-পদার্থরূপাত্মবাচকেষু তদ্গতসর্বসংহর্তৃত্বাদিবাচকত্বাৎ) যোজয়েৎ (অন্তর্ভূতং ভাবয়েৎ)। [এবং পদার্থশোধনং বিধায়] শৃঙ্গাভ্যাম্

(অকারোকারাভ্যাং তদর্থপ্রত্যগাত্মরূপেণ) শৃঙ্গং (মকারং তদর্থং ব্রহ্ম ; আবধ্য (অভীক্ষ্ণাভ্যাসৈকত্বেন সংযোজ্য প্রতিপাদ্য ইত্যর্থঃ) । তেভ্যঃ দেবাঃ (মন্দমধ্যমোত্তমভেদাঃ) উদানতে (ঊর্দ্ধং আনতে) ।

অনুবাদ। মন্দ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারিভেদে আত্মস্বরূপলাভের উপায় বিধান করিবার জন্য এই ষষ্ঠ খণ্ড আরব্ধ হইয়াছে। উক্ত ত্রিবিধ অধিকারীর মধ্যে যাহারা মন্দ অধিকারী, তাহাদের প্রথমেই প্রণবসমন্বিত নৃসিংহানুষ্টুভ মন্ত্রে শ্রদ্ধালু হওয়া উচিত,—তজ্জন্য ইতিহাসের অবতারণা করা হইয়াছে।

দেবগণ প্রজাপতির উপদেশমত ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে জানিবার জন্য জ্ঞানসাধন ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করিতে উপক্রম করিলেন। দেবগণ যখন এই সাধু কার্য্যের আরম্ভমাত্র করিলেন, তখনই বিষয়াসক্তিরূপ পাপ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন তাঁহারা শুদ্ধচিত্তে আলোচনা করিলেন, আমরা আত্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষবিরোধী এই আসুর পাপকে

দূরীভূত করিব। তাঁহারা এইরূপে আলোচনা করিয়া যিনি উগ্র সর্বসংহারক হইয়াও অনুগ্র—অকর্ত্তা, বীর হইয়াও পরমার্থভাবে অবীর, মহান্ হইয়াও অমহান্, বিষ্ণু হইয়াও অবিষ্ণু, প্রকাশমান হইয়া যেন অপ্রকাশমান, সর্বতোমুখ হইয়াও অসর্বতোমুখ, নৃসিংহ হইয়াও অনৃসিংহ, ভীষণ হইয়াও অভীষণ, ভদ্র হইয়াও অভদ্র, মৃত্যুমৃত্যু হইয়াও অমৃত্যুমৃত্যু, নমামি হইয়াও অনমামি, অহম্ হইয়াও অহং নহে এবংবিধ, ওঙ্কারের পূর্ব্বভাগে প্রকাশমান তুরীয়তুরীয় আত্মাকে নৃসিংহানুষ্টুভের দ্বারা জানিয়াছিলেন। দেবগণ আসুর পাপের বিনাশের নিমিত্ত তুরীয়ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বে যে আসুর পাপ ছিল, তাহা তাঁহাদের ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত অন্তর্মুখী হইলে স্বয়ং সচ্চিদানন্দ কারণরূপ জ্যোতিঃ হইল অর্থাৎ পূর্ব্বে যে আত্মাতে বিষয়াসঙ্গরূপ পাপ আরোপিত হইয়াছিল, তুরীয়ধ্যানে সে পাপ চলিয়া গেলে প্রকৃত আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হইল।

অতএব যাহাদের হৃদয়গত রাগদ্বেষাদিরূপ কষায় দূরীভূত হয় নাই এবংবিধ মন্দাধিকারী ওঁকারের পূর্ব্বভাগে প্রকাশমান তুরীয়তুরীয় আত্মাকে নৃসিংহানুষ্টুভ্ মন্ত্রের দ্বারা জানিবে। বিষয়াসক্তিরূপ অসুর পাপ তুরীয়ধ্যানহেতু সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি মন্দাধিকারী এইরূপ উপাসনা করিয়াছিলেন, তখন দেবভিন্ন মনুষ্যপ্রভৃতিরও প্রথমে এইরূপ উপাসনা করা উচিত।

এইরূপ মন্দাধিকারীর পক্ষে প্রণবান্ত মন্ত্ররাজের দ্বারা তুরীয়োপাসনা বলিয়া এখন মধ্যম অধিকারীর পক্ষে প্রকাশমান চিত্তে মন্ত্ররাজের দ্বারা তুরীয় চিন্তা করিয়া প্রণবের দ্বারা তুরীয় উপাসনা করিবে, ইহা আখ্যায়িকাচ্ছলে বলিতেছেন। সেই সকল দেবতা পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কারণাত্মকজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধচিত্ত হইবেন, তখন তাঁহারা কারণাত্মক জ্যোতিকে অতিক্রম করিতে অভিলাষী হইয়া দ্বিতীয় হইতে ভয় দর্শন করত ওঁকারের পূর্ব্বভাগে প্রকাশমান তুরীয়তুরীয়

আত্মাকে নৃসিংহানুষ্টুভের দ্বারা ধ্যান করিয়া প্রণবের দ্বারা তাহাতে অবস্থিত রহিলেন। সেই কারণাত্মকজ্যোতিঃ কার্য্যকারণরূপ সমস্ত জগতের পূর্ব্বে প্রকাশমান ছিল, তাহা অন্য কাহারও দ্বারা প্রকাশিত নহে, দ্বৈতশূন্য, অচিন্ত্য, কারণরহিত, স্বপ্রকাশ, আনন্দস্বরূপ, তারতম্যবিহীন আত্মস্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব দেবতা বা অন্য যে কেহ আত্মার এইরূপ স্বরূপ জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন। এতক্ষণ মধ্যাধিকারীর উপযোগী উপাসনা বলা হইল, এখন উত্তম অধিকারীর সম্বন্ধে বলা হইতেছে। উত্তমাধিকারিগণ সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া তুরীয়ে অবস্থান করিবেন। এইরূপে দেবগণ প্রণবের দ্বারা তুরীয়ে অবস্থিত থাকিয়া যোগ্যতালাভ করত সাধনসমন্বিত পুত্রৈষণা— মনুষ্যলোক জয়সাধন পুত্রাদির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইতে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মরূপ বিত্তৈষণা ও স্বর্গাদিলোক-প্রাপ্তিহেতু কাম্যকর্ম্ম হইতে উত্থিত হইবেন। তাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত নিয়ত কোন গৃহ থাকিবে

না, তিনি শরীরনির্ব্বাহের অতিরিক্ত গ্রহণ করিবেন না, শিখা ও যজ্ঞোপবীত শাস্ত্রের বিধি-অনুসারে বর্জ্জন করিবেন। বস্তু বিষয় পাইলে পঙ্গু অন্ধের ন্যায় তাহাতে আসক্ত হইবেন না। কিছু শুনিলেও বধিরের ন্যায় থাকিবেন। বালকাদি মুগ্ধের ন্যায় মনে কিছু স্থান দিবেন না, ক্লীব, বোবা বা উন্মত্তের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিবেন। অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় নিরোধ করত, বিষয়সঙ্কল্পরহিত, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বরহিত, সমাহিতচিত্ত আত্মরত, আত্মক্রীড় ও আত্মানন্দকে মিথুনাদি সুখ বিবেচনা করিয়া প্রণবস্বরূপ পরব্রহ্মকে স্বয়ংপ্রকাশ ও নির্ব্বিশেষ জানিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবে সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি করিবেন অর্থাৎ তাহাতে নিরত হইবেন। অতএব মনুষ্যাদি প্রাণিগণ দেবগণের এইরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিবেন। যিনি এইরূপে যাবদীয় কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া প্রণবের দ্বারা দেবগণের ব্রত আচরণ করত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্মাতে আত্মাকেই পরব্রহ্মরূপে

দর্শন করেন। এই বিষয়ে মন্ত্র আছে যথা,—বেদ শ্রেষ্ঠ ওঁকারের অকার—উকার—মকাররূপ মাত্রাসমূহে অংশত্রয় অর্থাৎ মাত্রাবিহীন নিরবয়ব তুরীয় আত্মাকে সংযোজিত করিয়া অর্থাৎ বাচ্যত্বরূপে অকার ও উকারের দ্বারা ত্বংপদার্থরূপ ও মকারের দ্বারা তৎপদার্থস্বরূপ জানিয়া প্রতীয়মান সর্বজ্ঞ সর্বকর্তৃত্বাদিবাচক সিংহ—নৃসিংহানুষ্টুভকে ত্বংপদার্থরূপ আত্মবাচক অকারাদিশৃঙ্গসমূহে যোজনা করিবে অর্থাৎ তাহার অন্তর্ভুক্তস্বরূপে চিন্তা করিবে। এইরূপে পদার্থ শোধন করত অকার-উকাররূপ শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা মকাররূপ শৃঙ্গব্রহ্মকে ঐক্যরূপে জানিয়া মন্দ, মধ্যম ও উত্তম,—এই ত্রিবিধ দেবগণ সমস্ত সংসার অতিক্রম করত ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন।

ষষ্ঠ খণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ ভূয় এব নো ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথেত্যজত্বাদমরত্বাদজরত্বাদমৃতত্বাদ-

ভয়ত্বাদশোকত্বাদমোহত্বাদনশনায়ত্বাদপিপাসত্বাদদ্বৈত-ত্বাচ্চাকারেণেমমাত্মানমন্বিষ্যোহুৎকৃষ্টত্বাহুহুৎপাদকত্বাহুহুৎ প্রবেষ্টৃত্বাহুহুথাপয়িতৃত্বাহুদ্রষ্টৃত্বাহুহুৎকর্তৃত্বাহুহুৎপথবারকত্বাহুদগ্রাসকত্বাহুহুদ্ভ্রান্তত্বাহুত্তীর্ণবিকৃতিত্বাচ্চোকারেণ পরমং সিংহমন্বিষ্যাকারমিমমাত্মানমুকারপূর্বার্ধমাকৃষ্য সিংহীকৃত্যোত্তরার্ধেন তং সিংহমাকৃষ্য মহত্বান্মহত্বান্মানত্বান্মুক্তত্বান্মহাদেবত্বান্মহেশ্বরত্বান্মহাসত্বান্মহাচিত্ত্বান্মহানন্দত্বান্মহাপ্রভুত্বাচ্চমকারার্থেনানেনাহহমনৈকাকুর্যাদশরীরো নিরিন্দ্রিয়োহপ্রাণোহতমাঃ সচ্চিদানন্দমাত্রঃ স স্বরাড় ভবতি য এবং বেদ কস্ত্বমিত্যহমিতি হোবাচৈবমেবেদং সর্বং তস্মাদহমিতি সর্বাভিধানং তস্যাহহদিরয়মকারঃ স এব ভবতি সর্বং হ্যয়মাত্মাহয়ং হি সর্বান্তরো ন হীদং সর্বং নিরাত্মকমাত্মৈবেদং সর্বং তস্মাৎ সর্বাত্মকেনাকারেণ সর্বাত্মকমাত্মানমন্বিচ্ছেদ্ ব্রহ্মৈবেদং সর্বং সচ্চিদানন্দরূপং সচ্চিদানন্দরূপমিদং সর্বং সদ্ধীদং সর্বং তৎসদিতি চিদ্ধীদং সর্বং কাশতে কাশতে চেতি কিং সদিতীদমিদং নেত্যনুভূতিরিতি কৈষেতীয়মিয়ং নেত্যবচনে-

নৈবানুভবন্নৃবাচৈবমেব চিদানন্দাবপ্যবচনেনৈবানু-ভবন্নু বাচ সর্বমন্যদপি স পরম আনন্দস্তস্য ব্রহ্মণো নাম ব্রহ্মেতি তস্যান্তোঽয়ং মকারঃ স এব ভবতি তস্মান্ মকারেণ পরমং ব্রহ্মান্বিচ্ছেৎ কিমিদমেবমিত্যু ইত্যেবাহস্যাবিচিকিৎসংস্তস্মাদকারেণেমমাত্মানমন্বিষ্য মকারেণ ব্রহ্মণা সন্দধ্যাদুকারেণাবিচিকিৎসন্নশরীরো নিরিন্দ্রিয়োঽপ্রাণোঽতমাঃ সচ্চিদানন্দমাত্রঃ স স্বরাড় ভবতি য এবং বেদ। ব্রহ্ম বা ইদং সর্বমত্তৃত্বাদুগ্র-ত্বাদ্বীরত্বান্মহত্ত্বাদ্বিষ্ণুত্বাজ্জ্বলত্বাৎসর্বতোমুখত্বান্নৃসিংহ-ত্বাদ্ভীষণত্বাদ্ভদ্রত্বান্মৃত্যুমৃত্যুত্বান্নমামিত্বাদহংত্বাদিতি সততং হ্যেতদ্ব্রহ্মোগ্রত্বাদ্বীরত্বান্মহত্ত্বাদ্বিষ্ণুত্বাজ্জ্বলত্বাৎ-সর্বতোমুখত্বান্নৃসিংহত্বাদ্ভীষণত্বাদ্ভদ্রত্বান্মৃত্যুমৃত্যুত্বান্ন-মামিত্বাদহংত্বাদিতি তস্মাদকারেণ পরমং ব্রহ্মান্বিষ্য মকারেণ মনআদ্যবিতারং মনআদিসাক্ষিণমন্বিচ্ছেৎ স যদৈতৎ সর্বমুপেক্ষতে তদৈতৎ সর্বমস্মিন্ প্রবিশতি স যদা প্রবুদ্ধ্যতে তদৈতৎ সর্বমস্মাদেবোত্তিষ্ঠতি স এতৎ-সর্বং নিরুহ্য প্রত্যুহ্য সংপীড্য সংজ্বাল্য সংভক্ষ্য স্বাত্মানমেবাং দদাত্যত্যুগ্রোঽতিবীরোঽতিমহানতি-

বিষ্ণুরিতিজ্বলন্নিতিসর্বতোমুখোঽতিনৃসিংহোতিভীষণো-
ঽতিভদ্রোঽতিমৃত্যুমৃত্যুরিতিনমাম্যহং ভূম্না স্বে মহিম্নি
সদা সমাসতে তস্মাদেনমকারার্থেন পরেণ ব্রহ্মণৈকী-
কুর্য্যাদুকারেণাবিচিকিৎসিতঙ্গশরীরো নিরিন্দ্রিয়োঽ-
প্রাণোঽতমাঃ সচ্চিদানন্দমাত্রঃ স স্বরাড্ ভবতি য এবং
বেদ তদেষ শ্লোকঃ—শৃঙ্গং শৃঙ্গার্ধমাকৃষ্য শৃঙ্গেণানেন
যোজয়েৎ শৃঙ্গমেনং পরে শৃঙ্গে তমনেনাপি যোজয়েৎ।

ইত্যথর্ববেদান্তর্গতনৃসিংহোত্তরতাপনীয়ে ষষ্ঠোপনিষদি
সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

ব্যাখ্যা। [অথ প্রণবেন ব্রহ্মাত্মনোর্ব্যতিহারেণ প্রতিপত্তি-
প্রকারপ্রদর্শনায় খণ্ডান্তরমারভতে—দেবা ইতি। ভেদাভেদ-
শঙ্কানিরাসেনাত্মৈক্যপ্রতিপত্ত্যর্থং তৎপ্রকারং ভূয় এব ভগ-
বান্নো বিজ্ঞাপয়ত্বিতি দেবৈঃ প্রার্থিত ওমিত্যনুজানাতি প্রজা-
পতিঃ—তথেতি। তত্রৈকেন প্রণবেন ব্যতিহারপ্রতিপত্তয়েঽ-
কারস্য প্রত্যগর্থত্বমুকারপূর্ব্বোত্তরার্থয়োরৈক্যার্থত্বং মকারস্য
পুনরপি প্রত্যগর্থত্বঞ্চ বদন্ অকারেণ প্রত্যক্প্রতিপত্ত্যবকার-
প্রতীচোর্বাচ্যবাচকভাব উপপত্তিমাহ অজত্বাদিনা। আত্মা
তাবদজত্বগুণবিশিষ্টস্তথাভিধোঽবাচকোঽয়মক্ষরশব্দস্ত শব্দস্তাদি-

ভূতোঽহং প্রণবস্থোঽকারস্তস্মাদজশব্দ এব সঃ। তস্মাদজত্ব-গুণবিশিষ্টপ্রত্যগাত্মবাচকোঽয়মাকারঃ,এবমমরত্বাদিরূপাত্মবাচকত্বমপ্যকারস্য দ্রষ্টব্যম্। তত্রাদ্যেন চতুষ্টয়েন দেহধর্মা নিষিদ্ধাঃ ততস্ত্রয়েণ বুদ্ধিধর্মাঃ। ততো দ্বাভ্যাং প্রাণধর্মৌ। তত একেন সামান্যেন সর্বে ধর্মা নিষিদ্ধা ইতি বিভাগঃ। অদ্বি-যোত্যাদিপদানামেকীকুর্য্যাদিত্যুত্তরত্রান্বয়ঃ]। অতমাঃ (কারণশূন্যঃ)। কাশতে (প্রকাশতে)। নিরাহ্য (নির্বাহ্যঃ কঞ্চিৎ কালং স্বাত্মন্যেব সদ্রূপে স্থাপয়িত্বা)। প্রত্যাহ্য (কারণাত্মনি সংহৃত্য)। সংপীড্য (কারণাত্মানমপি স্বাত্মন্যহম্বর্হস্ত সংস্থাপ্য। সংজ্বাল্য (চিদ্রূপতামাপাদ্য)। সংভক্ষ্য (স্ব ভাবমাত্রয়ো বিলাপ্য)। শৃঙ্গং (ছন্দনামৃষভস্য প্রণবস্য শৃঙ্গম্ অংশম্ অকার-মকারার্থং প্রত্যগাত্মানমাদায়েত্যর্থঃ) শৃঙ্গার্থম্ (উকারপূর্বার্দ্ধং তদর্থং ব্রহ্মৈকৈক্যং প্রতিপাদ্যোঽর্থঃ) অনেন শৃঙ্গেণ (মকারেণ, তদর্থপ্রত্যগাত্মনেত্যর্থঃ) যোজয়েৎ (উকারোত্তরার্ধার্থং ব্রহ্ম যোজয়েৎ, ব্রহ্মণা প্রত্যগাত্মনৈকত্বং চিন্তয়েদিত্যর্থঃ) [ইত্যেকেন প্রণবেন ব্যাহৃত উক্তঃ]। শৃঙ্গমেনম্ (অহংশব্দাভিভূতপ্রণবা-কারার্থমাত্মানমিত্যর্থঃ) পরে শৃঙ্গে (ব্রহ্মশব্দাভিভূতে মকারাত্মক-প্রণবমকারার্থব্রহ্মণাকৃত্যোকারেণৈকত্বং নিশ্চত্যোর্থঃ) তম্ (অস্যাশৃঙ্গং পরমাত্মানমত্যংশরূপপ্রণবাকারাভিধেয়ং পরমাত্মান-মিত্যর্থঃ) অনেনাপি মনস্যাত্মবিত্রা প্রণবমকারার্থেন প্রত্যগাত্ম-নাপি যোজয়েদিত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। ওঁকারের দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার ব্যতিহারপূর্ব্বক উপাসনাপ্রকার প্রদর্শনের নিমিত্ত সপ্তম খণ্ডের অবতারণা করা যাইতেছে। ব্যতিহার শব্দের অর্থ বিনিময়, এখানে প্রণবান্তর্গত অকার ও অকারার্থ উকার ও তদর্থে পরস্পর যোজনার নাম ব্যতিহার। দেবগণ ব্রহ্ম ও আত্মার ভেদ কিংবা অভেদ শঙ্কা করিয়া প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! পুনরায় আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। ভগবান্ প্রজাপতি উভয়ের ঐক্য প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে 'তথাস্তু' বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন। কেবল মাত্র প্রণবের দ্বারা ব্যতিহার-প্রতীতির জন্য অকারের অর্থ প্রত্যগাত্মা, উকারের পূর্ব্ব ও উত্তরার্দ্ধের অর্থ ব্রহ্ম ও মকারের অর্থ প্রত্যগাত্মা, ইহা বলিয়া অকার প্রত্যগাত্মার বাচক ও প্রত্যগাত্মা অকার বাচ্য,—ইহা যুক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক উপপাদন করিতেছেন। প্রজাপতি বলিলেন, আত্মা দেহধর্ম্ম—জন্ম, মরণ, জরা ও বন্ধরহিত, বুদ্ধি-ধর্ম্ম—ভয়, শোক ও মোহবর্জ্জিত, প্রাণধর্ম্ম—বুভুক্ষা

ও পিপাসারহিত, এমন কি অদ্বিতীয়ত্বহেতু সামান্যতঃ সর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত বলিয়া অকারের দ্বারা এই আত্মার ধ্যান করিবে। আত্মা অজত্বাদিগুণবিশিষ্ট, অজশব্দও অজত্বাদিগুণবিশিষ্ট আত্মার বাচক। প্রণবের মধ্যে যে অকার, উকার ও মকার বর্ণ আছে, তাহার প্রথম অক্ষর অকার, এদিকে আত্মবাচক অজশব্দেরও প্রথম অক্ষর অকার. অতএব অজত্বগুণবিশিষ্ট আত্মার বাচক হইতেছে অকার; এইরূপ অকার অমরত্বাদিগুণবিশিষ্ট আত্মার বাচক, ইহা বুঝিতে হইবে। মূলে 'অন্বিষ্য' 'আরুহ্য' ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির 'একীকুর্য্যাৎ' এই ক্রিয়ার সহিত অন্বয় বুঝিতে হইবে। এইরূপে লক্ষণার দ্বারা অকার শুদ্ধ প্রত্যগাত্মার বাচক, ইহা বলা হইলে পর উকারের ব্রহ্মবাচকত্ব বলিতেছেন, কারণ উচ্চারণ করিতে গেলে অকার অপেক্ষা উকার দীর্ঘ ও দুইটী মাত্রা। ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট—সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত সর্ব্বজ্ঞত্ববিশিষ্ট ও সকলের স্রষ্টা, জীবরূপে সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট, সকলের নিয়ন্তা অতএব

স্থাপয়িতা, সকলের কর্ত্তা, বুদ্ধি ও প্রাণোপাধিকহেতু সকলের উন্মার্গনিবারক, ঈশ্বররূপে সকলের প্রকাশক, সকলের আশ্রয়, সর্ব্বব্যাপক, সাক্ষিরূপে সকলের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া উকারের দ্বারা পরমসিংহ ব্রহ্মের ধ্যান করত অকারার্থ আত্মাকে উকারের পূর্ব্বার্দ্ধে আকর্ষণ করত অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একত্বসম্পাদন করত উকারের উত্তরার্দ্ধের দ্বারা সিংহের আকর্ষণ করিবে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একত্বসম্পাদন করিবে। অনন্তর আত্মা ব্যাপক, চৈতন্য প্রকাশরূপ, প্রমাণরূপ, মহানন্দরূপ, সর্ব্বপ্রবর্ত্তকরূপ বলিয়া মকারার্থ প্রত্যগাত্মার সহিত ঐক্যসম্পাদন করিবে। যিনি এইরূপ আত্মস্বরূপ অবগত হন, তিনি শরীরাভিমানরহিত, ইন্দ্রিয়শূন্য, প্রাণবর্জ্জিত, কারণহীন, কেবলমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও স্বপ্রকাশরূপ হন। বিক্ষেপনিবৃত্তির নিমিত্ত একটী প্রণবের দ্বারা ব্যতিহার প্রতিপত্তি বলিয়া ইহার পূর্ব্বে দুইটী প্রণবের দ্বারা ব্যতিহার প্রতিপত্তির প্রকার প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতেছেন। 'অহম্'

শব্দের আদিতে অকার আছে, তজ্জন্য অকার হইতেছে 'অহম্' শব্দের স্বরূপ, ইহা প্রতিপাদন করিয়া অকারের প্রত্যাগর্থত্ব বলিবার জন্য 'অহং' শব্দ সর্ব্বাত্মক প্রত্যাগাত্মত্ব সাধন করিতেছেন। যদি কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করে—'তুমি কে?' তখন 'অহম্' অর্থাৎ 'আমি' বলিয়া প্রথমেই উত্তর প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ সমস্ত প্রাণী প্রত্যুত্তর দিয়া থাকে। অতএব 'অহম্' এই পদটী সকলের নাম। সেই 'অহম্' শব্দের প্রথম যে অকার, তাহা প্রণবস্থ অকার; সুতরাং 'অহং' শব্দ সকলের বাচক, আত্মা যখন সকল বস্তু, তখন অকার আত্মারও বাচক। আত্মা সকলের অন্তরস্থ, আত্মভিন্ন কোন বস্তুই নাই। সুতরাং সর্ব্বাত্মক অকারের দ্বারা সর্ব্বাত্মক আত্মার ধ্যান করিবে। প্রণবের মধ্যে যে মকার আছে, তাহা ব্রহ্ম শব্দের অন্তে আছে, সুতরাং মকার ব্রহ্মবাচক। এই সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম, সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ, সুতরাং সমস্ত বস্তু সচ্চিদানন্দরূপ। এই সমুদায় বস্তু সৎস্বরূপ, কারণ 'ঘটঃ সন্'—ঘট

আছে, এইরূপে সকলের সত্তা উপলব্ধ হয়। সমস্ত বস্তু চিৎস্বরূপ, কারণ সমস্ত বস্তু প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপে সর্ব্বত্র আনন্দ আছে, তাহা বুঝিতে হইবে, অভিলষিত বস্তুতে প্রীতি সর্ব্বজনবেদ্য। সৎ, চিৎ ও আনন্দকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইল, দেবগণ বুঝিয়াছিলেন, এই তিনটী পরস্পর ভিন্ন। প্রজাপতি সৎস্বরূপ দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সৎ, চিৎ ও আনন্দের যেরূপ স্বরূপ জানিয়াছ, তাহা বল। দেবতারা সত্তাজাতিকে সদ্রূপে জানিয়াছিলেন, সেই ধারণা দূরীভূত করিবার জন্ম প্রজাপতি বলিলেন —'ইদং' অর্থাৎ এই ঘটাদির সত্তাসামান্যাদিকে তোমরা যে সদ্রূপ জানিয়াছ, তাহা সৎ নহে। অনুভূতিই 'সদ্রূপ', অনুভূতি জ্ঞানব্যতীত অন্য কোন বস্তু সৎ হইতে পারে না, আবার প্রজাপতি অনুভূতির স্বরূপ জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলেন, অনুভূতির স্বরূপ কি? দেবতারা ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞানকে অনুভূতি বুঝিয়াছিলেন, প্রজাপতি বলিলেন,—ইহা অনুভূত নহে। তখন তিনি স্বয়ং অনুভব করত বাক্য

প্রয়োগ না করিয়াই বলিয়াছিলেন অর্থাৎ অনুভূতি বাক্ ও মনের অগোচর, একমাত্র অনুভবের বিষয়, ইহাই বলিয়াছিলেন। এইরূপ চিৎ ও আনন্দ বাক্ ও মনের অগোচর, কেবলমাত্র অনুভবের বিষয়। এইরূপ অন্য যাবতীয় পদার্থের আত্মব্যতিরিক্ত সত্তা না থাকায় বাক্ ও মনের অবিষয় কেবলমাত্র অনুভবের বিষয়। প্রজাপতি দেবগণের তুষ্ণীম্ভাব দর্শন করিয়া বলিলেন,—যাহা আমি অনুভব করিয়াছি, তাহাই পরম আনন্দ, সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের নাম হইতেছে ব্রহ্ম। ব্রহ্মের চরম অক্ষর হইতেছে মকার, সুতরাং—মকার ব্রহ্মবাচক। অতএব মকারের দ্বারা পরম ব্রহ্মকে অন্বেষণ করিবে। তবে কি ব্রহ্ম ঘটাদির ন্যায়? তখন প্রজাপতি নিশ্চয় করিয়া বলিলেন,—না, 'উ'কারই ব্রহ্ম। অতএব অকারের দ্বারা আত্মার ধ্যান করত মকাররূপ ব্রহ্মের সহিত ঐক্যসম্পাদন করিবে। উকারের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া মকারার্থ ব্রহ্মের সহিত অকারার্থ প্রত্যগাত্মার একী ভাব

করিবে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি শরীরাভিমান-রহিত, নিরিন্দ্রিয়, অপ্রাণ, কারণশূন্য ও কেবল সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া স্বয়ং প্রকাশ হন, দ্বিতীয় প্রণবের দ্বারা সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মার সহিত একত্ব বলিয়া অন্য প্রকারে একত্ব বলিতেছেন। এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি সকলের সংহারকর্ত্তা, বীর, মহান্ অর্থাৎ ব্যাপক বিষ্ণু, জ্বলন্ অর্থাৎ প্রকাশমান, সর্ব্বতোমুখ, নৃসিংহ, ভীষণ, ভদ্র, মৃত্যুরও মৃত্যু বলিয়া নমানিত্ব ও অহংত্ব-হেতু সর্ব্বাত্মক। কর্ত্তৃত্বাদিগুণবিশিষ্টস্বরূপ ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব বলিয়া এখন সত্তত্বাদিগুণ বিশিষ্টস্বরূপে ব্রহ্মকে জানিবে, ইহা বলিতেছেন। ব্রহ্ম দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, কারণ তিনি সকলের সংহারক, বীর, ব্যাপক, বিষ্ণু, প্রকাশশীল, সর্ব্বতো-মুখ, নৃসিংহ, ভীষণ, ভদ্র, মৃত্যুমৃত্যু, নমানিত্ব ও অহংত্ব। সুতরাং উক্ত ধর্ম্মসহকারে ব্রহ্ম উপাসনীয়। অতএব অকারের দ্বারা পরব্রহ্মের ধ্যান করত মকারের দ্বারা মনঃপ্রভৃতির

রক্ষক ও মনঃপ্রভৃতির সাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এই প্রত্যগাত্মা যখন সুষুপ্তি-সময়ে সকল বস্তুর প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন অর্থাৎ কোন বস্তুতে অভিমান রাখেন না, তখন মনঃপ্রভৃতি সকল বস্তু তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, অতএব আত্মা মনঃপ্রভৃতির রক্ষক। যখন সেই প্রত্যগাত্মা প্রবুদ্ধ হন, তখন এই সমস্ত মনঃ, ইন্দ্রিয়প্রভৃতি আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। পরমাত্মা কিছু কাল এই সমস্ত পদার্থকে আত্মাতে রাখিয়া কারণরূপে সংহার করত পীড়িত করিয়া কারণরূপে ভিতরে ও বাহিরে চৈতন্যস্বরূপ পাও-য়াইয়া নিজেতে লয় সম্পাদন করত ইহাদের স্বরূপ প্রদান করেন। তাঁহার এরূপ সামর্থ্য সতত বিদ্য-মান আছে, কারণ তিনি অতি উগ্র, অতি বীর, অতি মহান্, অতি বিষ্ণু, অতি জ্বলন্, অতি সর্ব্বতোমুখ, অতি নৃসিংহ, অতি ভীষণ, অতি ভদ্র, অতি মৃত্যু-মৃত্যু, অতি নমামি, অতি অহম্ হইয়া নিজ মহিমাতে সতত অবস্থান করিতেছেন। অতএব প্রত্যগাত্মাকে

অকারার্থ পরব্রহ্মের সহিত একীভাব করিবে, অনন্তর উকারের দ্বারা নিশ্চয় করত মকারার্থ ব্রহ্মের সহিত একত্ব সম্পাদন করিবে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি অশরীর, নিরিন্দ্রিয়, অপ্রাণ, কারণশূন্য, কেবল সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া স্বয়ংপ্রকাশ হন। এ বিষয়ে এইরূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয় যথা,—বেদশ্রেষ্ঠ প্রণবের শৃঙ্গ অংশ অর্থাৎ অকার ও মকারার্থ প্রত্যগাত্মাকে লইয়া শৃঙ্গার্দ্ধ উকার, পূর্ব্বার্দ্ধ তদর্থ ব্রহ্মের সহিত একীভাব করিয়া শৃঙ্গরূপ মকারার্থ প্রত্যগাত্মাকে উকারোত্তরার্দ্ধার্থ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিয়া ধ্যান করিবে। এই শৃঙ্গকে অর্থাৎ অহংশব্দের আদিভূত অকারার্থ আত্মাকে পর শৃঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মশব্দের অন্ত্যভূত মকারার্থ ব্রহ্মের সহিত একত্ব নিশ্চয় করিয়া অন্ত্যশৃঙ্গ পরমাত্মাকে প্রণবমকারার্থ প্রত্যগাত্মার সহিত ঐক্য যোজনা করিয়া ধ্যান করিবে, ইহার দ্বারা ব্যতিহার সিদ্ধ হইল।

সপ্তম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

অথ তুরীয়েণোতশ্চ প্রোতশ্চ হ্যয়মাত্মা সিংহোঽস্মিন্ হি সর্বময়ং সর্ব আত্মায়ং হি সর্বং নৈবোতোঽদ্বয়ো হ্যয়মাত্মৈকল এবাবিকল্পো ন হি বস্তু সদয়ং হ্যোত ইব সদ্‌ঘনোঽয়ং চিদ্‌ঘন আনন্দঘন একরসোঽব্যবহার্য্যঃ কেনচনাদ্বিতীয় ওতশ্চ প্রোতশ্চৈষ ওঁকার এবং নৈবমিতি পৃষ্ট ওমিত্যেবাহ বাগ্বা ওঁকারো বাগেবেদং সর্বং ন হ্যশব্দমিবেহাস্তি চিন্ময়ো হ্যয়মোংকারশ্চিন্ময়মিদং সর্বং তস্মাৎ পরমেশ্বর এবৈকমেব তদ্ভবত্যেতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদেতি রহস্যমনুজ্ঞাতা হ্যয়মাত্মৈষ হ্যস্য সর্বস্য স্বাত্মানমনুজানাতি ন হীদং সর্বং স্বত আত্মান হ্যয়মোতো নানুজ্ঞাতাঽসঙ্গত্বাদবিকারিত্বাদসত্ত্বাদন্যস্যানুজ্ঞাতা হ্যয়মোংকার ওঁমিতি হ্যনুজানাতি বাগ্বা ওঁকারো বাগেবেদং সর্বমনুজানাতি চিন্ময়ো হ্যয়মোংকারশ্চিদ্ধীদং সর্বং নিরাত্মকমাত্মসাৎকরোতি তস্মাৎপরমেশ্বর এবৈকমেব তদ্ভবত্যেতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম

ভবতি য এবং বেদেতি রহস্যমনুজ্ঞৈকরসো হ্যয়মাত্মা প্রজ্ঞানঘন এবায়ং হ্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ পুরতঃ সুবিভাতো-ঽতশ্চিদ্‌ঘন এব ন হ্যয়মোতো নানুজ্ঞাতাঽঽত্মৈং হীদং সর্বমসদেবানুজ্ঞৈকরসো হ্যয়মোংকার ওমিতি হ্যেবানু-জানাতি বাগ্বা ওঁকারো বাগেব হ্যনুজানাতি চিন্ময়ো হ্যয়মোংকারশ্চিদেব হ্যনুজ্ঞা তস্মাৎ পরমেশ্বর এবৈক-মেবতদ্ভবত্যেতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদেতি রহস্যমবিকল্পো হ্যয়মাত্মাঽদ্বিতীয়ত্বাদবিকল্পো হ্যয়মোংকারেঽদ্বিতীয়-ত্বাদেব চিন্ময়ো হ্যয়মোংকারস্তস্মাৎ পরমেশ্বর এবৈক-মেক তদ্ভবত্যবিকল্পো নাবিকল্পোঽপি নাত্র কাচন ভিদাঽস্তি নৈবাত্র কাচন ভিদাঽস্ত্যত্র ভিদামিব মন্য-মানঃ শতধা সহস্রধা ভিন্নো মৃত্যোর্মৃত্যুমাপ্নোতি তদেতদদ্বয়ং স্বপ্রকাশং মহানন্দমাত্মৈবৈতদমৃতম-ভয়মেতদ্ ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বৈদেতি রহস্যম্।

ইত্যথর্ববেদান্তর্গতনৃসিংহোত্তরতাপনীয়ে

ষষ্ঠোপনিষত্ত্বষ্টমঃ খণ্ডঃ।

ব্যাখ্যা। ওতশ্চ (সামান্যেন সন্মাত্রাত্মনা) প্রোতশ্চ (চিদানন্দরূপেণ) অবিকল্পঃ (ধর্ম রহিতঃ)। ভিদা (ভেদঃ)।

অনুবাদ। এইরূপে বিভক্ত প্রণবের দ্বারা আত্মপ্রাপ্তির প্রকার বলিয়া এখন তুরীয়তুরীয়রূপ অবিভক্ত প্রণবের দ্বারা উপাসনা-প্রকার বলিতেছেন। তজ্জন্য এই অষ্টম খণ্ডের আরম্ভ। সমস্ত পদার্থ তুরীয় ব্রহ্মের দ্বারা ওত ও প্রোত অর্থাৎ তুরীয়-ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপে সকলকে ব্যাপিয়া আছেন। এই আত্মা সিংহ অর্থাৎ সমস্ত সংসার ধর্ম্ম-রহিত ব্রহ্ম। এই সচ্চিদানন্দরূপ ব্যাপক ব্রহ্মে সমস্ত বস্তু অবস্থান করিতেছে। যদ্যপি আপাততঃ আধার-আধেয়ভাব অনুভূত হইতেছে, তথাপি আত্মা হইতে অন্য বস্তু ভিন্ন নহে, সকলই আত্মাতে আরোপিত, তাই সমস্ত বস্তু আত্মস্বরূপ, এই আত্মা হইতেছেন সমস্ত। বস্তুতঃ তাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত নহে, কারণ ব্যাপ্যব্যাপকভাব দুইটী বস্তুতে থাকে, কিন্তু আত্মা অদ্বিতীয়, একাকী, সর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত। কিন্তু আত্মার ব্যাপকত্ব পারমার্থিক নহে, যেন

ব্যাপিয়া আছেন, এইরূপ বোধ হয়। আত্মা সৎ, চিৎ ও আনন্দ মূর্ত্তি, কিন্তু সৎ, চিৎ ও আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নহে, একরূপ; ইনি কোনও ধর্ম্মের দ্বারা কাহারও ব্যবহারযোগ্য নহেন, কেননা ইনি অদ্বিতীয়। ওঁকার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, কারণ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, এই বস্তু এইরূপ কি এইরূপ নহে? তখন 'ওম্' অর্থাৎ 'হাঁ' এইরূপ উত্তর দিয়া থাকে। তাহা হইলে সমস্ত বাক্যই ওঁকাররূপ, এই সমস্ত বস্তু বাক্‌স্বরূপ। জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা শব্দ-প্রতিপাদ্য নহে। এই ওঁকার চিন্ময়, সমস্ত বস্তুই চিন্ময়, অতএব পরমেশ্বর ওঁকাররূপ। প্রণব ও পরমেশ্বরের একই চৈতন্যরূপতা, উহাদের চৈতন্যরূপতার কোন ভেদ নাই। ইহাই হইতেছে অমৃত, অভয়, ইহাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই অভয়। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই তত্ত্বজ্ঞান অতীব গোপনীয়, এই আত্মা অনুজ্ঞাতা, কারণ আত্মাই সকলের সত্তা প্রদান করেন। দৃশ্যমান বস্তু স্বভাবতঃ যে সাত্মক, তাহা

নহে, কিন্তু তাহারা আত্মসত্তার দ্বারা আত্মবান্ হয়। কিন্তু এই আত্মা বস্তুতঃ ওতও নহে এবং অনুজ্ঞাতাও নহে, কারণ সঙ্গবর্জ্জিত ও অবিকারী, অন্য কোন বস্তুর সত্তা না থাকায় ওঁকারই অনুজ্ঞাতা। কারণ, লোক কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া 'ওম্' বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া থাকে। বাক্ হইতেছে ওঁকার, কারণ বাক্যদ্বারা লোক সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। এই ওঁকার চিন্ময়, কারণ চিৎই সমস্ত নিরাত্মক বস্তুকে আত্মাধীন করিয়া থাকে অর্থাৎ চিৎস্বরূপ আত্মার সত্তা লইয়া অপরে সত্তাবান্ হইয়া থাকে; অতএব পরমেশ্বরও চৈতন্যস্বরূপ অদ্বিতীয়। ইহা অমৃত, অভয়, ব্রহ্মই অভয়, যিনি ইহা জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহা অতীব গোপনীয়। আত্মা অনুজ্ঞারূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, সকলের পূর্ব্বে প্রকাশিত, চিন্মূর্ত্তি; বস্তুতঃ ইনি ওতও নহেন, অনুজ্ঞাতও নহেন, এই সমস্ত অসৎ বস্তু আত্মাতে অধ্যস্ত, এই ওঁকার অনুজ্ঞারূপ, কারণ সকলে জিজ্ঞাসিত হইয়া 'ওম্' বলিয়া অনুজ্ঞা

করিয়া থাকে। বাক্ হইতেছে ওঁকার, বাক্ই অনুজ্ঞা করিয়া থাকে। ওঁকার চিন্ময়, অনুজ্ঞা ও চিন্ময়, অতএব পরমেশ্বরও চিন্ময় ওঁকাররূপ। উভয়ের চিৎস্বরূপতা একই, কোন ভেদ নাই। ইহা অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম; ব্রহ্মই অভয়; যিনি এরূপ জানেন, তিনি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হন। ইহা অতীব গোপনীয়। এই ওঁকার অবিকল্প, সর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত, আত্মাও অবিকল্প, কারণ অদ্বিতীয়। এই ওঁকার অদ্বিতীয় বলিয়া চিন্ময়, পরমেশ্বরও চিন্ময়। ওঁকার ও পরমেশ্বরের চিদ্রূপতায় কোন পার্থক্য নাই, একই, এখানে অবিকল্পরূপ কোন ধর্ম্ম নাই। এখানে কোন ভেদ নাই, বস্তুতঃ ভেদ বলিয়া কিছুই নাই। যে এখানে ভেদের ন্যায় বিবেচনা করিয়া নানাবিধ ভেদ কল্পনা করে, সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। এই অবিকল্প, অদ্বয়, স্বপ্রকাশ, মহানন্দ আত্মস্বরূপ। আত্মাই অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম, ব্রহ্মই অভয়; যিনি ইহা জানেন, তিনি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হন, ইহা অতীব গোপনীয়। অষ্টম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

নবমঃ খণ্ডঃ।

দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্নিমমেব নো ভগবন্নোং-কারমাত্মানমুপদিশেতি তথেত্যুপদ্রষ্টাঽনুমন্তৈষ আত্মা সিংহশ্চিদ্রূপ এবাবিকারো হ্যুপলব্ধা সর্বত্র ন হ্যস্তি দ্বৈতসিদ্ধিরাত্মৈব সিদ্ধোঽদ্বিতীয়ো মায়য়া হ্যন্যদিব স বা এষ আত্মা পর এবৈষৈব সর্বং তথা হি প্রাজ্ঞে নৈষাঽবিদ্যা জগৎ সর্বমাত্মা পরমঃ স্বৈব স্বপ্রকাশোঽপ্যবিষয়জ্ঞানত্বাজ্জ্ঞানেনৈব হ্যত্র ন বিজানাত্যনুভূতের্মায়া চ তমোরূপাঽনুভূতেস্তদেতজ্জড়ং মোহাত্মকমনন্তং তুচ্ছমিদং রূপমস্যাস্য ব্যঞ্জিকা নিত্যনিবৃত্তাঽপি মূঢ়ৈরাত্মৈব দৃষ্টাঽস্য সত্ত্বমসত্ত্বং চ দর্শয়তি সিদ্ধত্বাসিদ্ধত্বাভ্যাং স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রত্বেন সৈষা বটবীজসামান্যবদনেকবটশক্তিরেকৈব তদ্ যথা বটবীজসামান্যমেকমনেকান্ স্বাব্যতিরিক্তান্ বটান্ সবীজানুৎপাদ্য তত্র তত্র পূর্ণং সত্তিষ্ঠত্যেবমেবৈষা মায়া স্বাব্যতিরিক্তানি পরিপূর্ণানি ক্ষেত্রাণি দর্শয়িত্বা জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি সৈষা বিচিত্রা সুদৃঢ়া বহ্বঙ্কুরা স্বয়ং গুণভিন্নাঙ্কুরেষ্বপি গুণভিন্না সর্বত্র ব্রহ্ম-

বিষ্ণুশিবরূপিণী চৈতন্যদীপ্তা তস্মাদাত্মন এব ত্রৈবিধ্যং সর্বত্র যোনিত্বমপ্যভিমন্তা জীবো নিয়ন্তেশ্বরঃ সর্বাহংমানী হিরণ্যগর্ভস্ত্রিরূপ ঈশ্বরবদ্ ব্যক্তচৈতন্যঃ সর্বগো হ্যেষ ঈশ্বর ক্রিয়াজ্ঞানাত্মা সর্বং সর্বময়ং সর্বে জীবাঃ সর্বময়াঃ সর্বাবস্থাসু তথাহপ্যল্পাঃ স বা এষ ভূতানীন্দ্রিয়াণি বিরাজং দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রবিশ্যামূঢ়া মূঢ় বব ব্যবহরন্নাস্তে মায়য়ৈব তস্মাদদ্বয় এবায়মাত্মা সন্মাত্রো নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনো বিভুরদ্বয় আনন্দঃ পরঃ প্রত্যগেকরসঃ প্রমাণৈরেতৈরবগতঃ সত্তামাত্রং হীদং সর্বং সদেব পুরস্তাৎ সিদ্ধং হি ব্রহ্ম ন হ্যত্র কিংচনানুভূয়তে নাবিদ্যাহনুভবাত্মনি স্বপ্রকাশে সর্বসাক্ষিণ্যবিক্রিয়েঽদ্বয়ে পশ্যতেহাপি সন্মাত্রমসদন্যৎ সত্যং হীত্থং পুরস্তাদযোনিঃ স্বাত্মস্থমানন্দচিদ্ঘনং সিদ্ধং হ্যসিদ্ধং তদ্বিষ্ণুরীশানো ব্রহ্মাহন্যদপি সর্বং সর্বগং সর্বমত এব শুদ্ধোঽবাধ্যস্বরূপো বুদ্ধঃ সুখরূপ আত্মা ন হ্যেতন্নিরাত্মকমপি নাহহস্মা পুরতো হি সিদ্ধো ন হীদং সর্বং কদাচিদাত্মা হি স্বমহিমস্থো নিরপেক্ষ এক এব সাক্ষী স্বপ্রকাশঃ

কিং তস্মিত্যস্মাত্মাঽত্র ক্ষেব ন বিচিকিৎস্যমেতদ্ধীদং সর্বং সাধয়তি দ্রষ্টা দ্রষ্টুঃ সাক্ষ্যবিক্রিয়ঃ সিদ্ধো নিরবিদ্যো বাহ্যান্তরবীক্ষণাৎ সুবিস্পষ্টস্তমসঃ পরস্তাদ্-ব্রহ্মৈব দৃষ্টোঽদৃষ্টো বেতি দৃষ্টোঽব্যবহার্যোঽপ্যয়ো নান্যঃ সাক্ষ্যবিশেষোঽনন্তোঽসুখদুঃখোঽদ্বয়ঃ পরমাত্মা সর্বজ্ঞোঽনন্তোঽভিন্নোঽদ্বয়ঃ সর্বদাঽসংবিত্তির্মায়য়া নাসংবিত্তিঃ স্বপ্রকাশো যূয়মেব দৃষ্টঃ কিমদ্বয়েন দ্বিতীয়মেব ন যূয়মেব ব্রহ্মৈব ভগবন্নিতি দেবা উচুর্যমেব দৃশ্যন্তে চেন্নাঽস্মজ্ঞা অসঙ্গো হ্যয়মাত্মা-ঽতো যূয়মেব স্বপ্রকাশা ইদং হি সৎসংবিন্ময়ত্বাদ্ যূয়-মেব নেতি হোচুহস্তাসঙ্গা বয়মিতি হোচুঃ কথং পশ্যন্তীতি হোবাচ ন বয়ং বিদ্ম ইতি হোচুস্ততো যূয়মেব স্বপ্রকাশা ইতি হোবাচ ন চ সৎসংবিন্ময়া এতৌ হি পুরস্তাৎ সুবিভাতমব্যবহার্যমেবাদ্বয়ং জ্ঞাতো হৈবৈষ বিজ্ঞাতো বিদিতাবিদিতাৎ পর ইতি হোচুঃ স হোবাচ তদ্বা এতদ্ ব্রহ্মাদ্বয়ং বৃহত্ত্বামিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তং সত্যং সূক্ষ্মং পরিপূর্ণমদ্বয়ং সদানন্দং চিন্মাত্রমাত্মৈবাব্যবহার্যং কেনচন তদেতদাত্মানমো-

মিত্যপশ্যস্তঃ পশ্যত তদেতৎ সত্যমাত্মা ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাত্মৈবাত্র হ্যেব ন বিচিকিৎস্যমিত্যোং সত্যং তদেতৎ পণ্ডিতা এব পশ্যন্ত্যেতদ্যশব্দমস্পর্শমরূপমরসমগন্ধমবক্তব্যমনাদাতব্যমগন্তব্যমবিসর্জয়িতব্যমনানন্দয়িতব্যমমন্তব্যমবোদ্ধব্যমনহংকর্ত্তব্যমচেতয়িতব্যমপ্রাণয়িতব্যমনপানয়িতব্যমব্যানয়িতব্যমনুদানয়িতব্যমনিন্দ্রিয়মবিষয়মকরণমলক্ষণমসঙ্গমগুণমবিক্রিয়মব্যপদেশ্যমসত্ত্বমরজস্কমতমস্কমমায়মপ্যোপনিষদমেব সুবিভাতং সকৃদ্বিভাতং পুরতোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সুবিভাতমদ্বয়ং পশ্যতাহং সঃ সোঽহমিতি স হোবাচ কিমেষ দৃষ্টোঽদৃষ্টো বেতি দৃষ্টো বিদিতাবিদিতাৎ পর ইতি হোচুঃ কৈষা কথমিতি হোচুঃ কিং তেন ন কিঞ্চনেতি হোচুর্ব্বিম্নাশ্চর্যরূপা কীত ন চেত্যাহোমিত্যনুজানীধ্বং ব্রূতৈনমিতি জ্ঞতোঽজ্ঞাতশ্চেতি হোচুর্ন চৈবমিতি হোচুর্ব্রূতৈবৈনমাত্মসিদ্ধমিতি হোবাচ পশ্যাম এব ভগবন্ন চ বয়ং পশ্যামো নৈব বয়ং বক্তুং শক্নুমো নমস্তেঽস্তু ভগবন্ প্রসীদেতি হোচুর্ন ভেতব্যং পৃচ্ছতেতি হোবাচ কৈষাঽনুজ্ঞেত্যেষ এবাঽঽত্মেতি

হোবাচ তে হোচুর্নমস্তুভ্যং বয়ং ত ইতীতি হ প্রজাপতির্দেবাননুশশাসানুশশাসেতি তদেষ শ্লোকঃ— ওতমোতেন জানীয়াদনুজ্ঞাতারমান্তরম্। অনুজ্ঞামদ্বয়ং লব্ধা উপদ্রষ্টারমাব্রজেদিত্যুপদ্রষ্টারমাব্রজেদিতি।

ওঁ ভদ্রং ০১ স্বস্তি ০২ ওঁ শান্তিঃ।

ইত্যাথর্ববেদান্তর্গতনৃসিংহোত্তরতাপনীয়ে ষষ্ঠোপনিষদি নবমঃ খণ্ডঃ॥

ইতি নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ।

ব্যাখ্যা। উপদ্রষ্টা (কর্তৃসমীপস্থঃ সন্ কর্তৄন্ পশ্যতি, ন তু স্বয়ং কর্তা)। অনুমন্তা (স্বতঃ সত্তাপ্রকাশপ্রবৃত্তিসামর্থ্যরহিতানাং কর্তৄণাং প্রাণবুদ্ধ্যাদীনাং স্বাত্মন্যধ্যস্ততয়া সর্বমনুজ্ঞানাতীত্যর্থঃ)। সিংহঃ (পরমাত্মা)। আভাসেন (চিদাভাসেন)। সুদৃঢ়া (সম্যগ্‌জ্ঞানেন বিনাঽনুচ্ছেদ্যা)। বহ্বঙ্কুরা (অঙ্কুরশব্দেনেক্ষণাত্মকং প্রথমং কার্যমুচ্যতে, তস্য বহুরূপত্বং শাস্ত্রন্যায়সিদ্ধম্)। প্রাজ্ঞে (সুষুপ্তৌ)।

অনুবাদ। যে তুরীয়তুরীয়পর্য্যন্ত উপাসনা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ শিষ্যকে

তুরীয়তুরীয়ের উপদেশপ্রকার, উপলিষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তিপ্রকার এবং তাহার প্রাপ্তিহেতু অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি প্রদর্শনের নিমিত্ত নবম খণ্ডের আরম্ভ করা যাইতেছে : দেবগণ প্রজাপতির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাদিগকে স্বপ্রকাশ, আনন্দস্বরূপ ওঁকার আত্মার বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। তখন প্রজাপতি 'তথাস্তু' বলিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। আত্মা উপদ্রষ্টা কর্ত্তার সমীপে বিদ্যমান থাকিয়াও স্বয়ং অকর্ত্তা। তবে কি সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে আত্মা উদাসীন? তাহা নহে, কারণ তিনি অনুমন্তা—স্বাভাবিক সত্তা, প্রকাশ ও প্রবৃত্তি সামর্থ্যরহিত, প্রাণ, বুদ্ধিপ্রভৃতি কর্ত্তৃসমূহ তাঁহাতে আরোপিত বলিয়া তাহাদের অনুজ্ঞাতা; তাঁহারই অনুজ্ঞায় তাহাদের সত্তাদি উপলব্ধ হয়। যদি তিনি অনুজ্ঞাতা হইলেন, ফলতঃ তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব আসিয়া পড়িল। বস্তুতঃ আত্মা কর্ত্তা নহেন, কারণ আত্মা চিদ্রূপ পরমাত্মস্বরূপ। সকল বিকারের সাক্ষী বলিয়া

স্বয়ং অবিকৃত, উপলব্ধিস্বরূপ। বিকার কখনও সাক্ষী হইতে পারে না, সুতরাং সাক্ষীকে অবিকার বলিতে হইবে। বস্তুতঃ দ্বৈতের কোন অস্তিত্ব নাই, আত্মাই দ্বিতীয় বস্তুরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, আত্মাই সিদ্ধ হয়, অন্য বস্তু হয় না। আত্মা অদ্বিতীয়, যাহা কিছু অন্য বস্তু—ভেদ প্রতীয়মান হয়, তাহা অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়ার বলে। আত্মাই উৎকৃষ্ট অথবা পরমাত্মস্বরূপ। আর এই মায়া হইতেছে সর্ব্ববিধ সংসারের কারণ, তাহার দ্বারা দ্বৈত প্রতীত হয়। আত্মার উৎকৃষ্টত্ব ও অন্য সকলের মিথ্যাত্ব যাহা আমরা স্বীকার করিয়া থাকি, তাহা সকল প্রাণীর সুষুপ্তিকালে অনুভবসিদ্ধ। সেই মায়াকে অবিদ্যা বলে, তবে বিক্ষেপশক্তির প্রাধান্যবশতঃ মায়া এবং আবরণশক্তির প্রাধান্যবশতঃ অবিদ্যা বলা হইয়া থাকে। এই সমস্ত জগৎ অবিদ্যাবশতঃ আত্মাতে পরিদৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ আত্মা ব্যতীত তাহার পৃথক্ সত্তা নাই। আত্মা পরমাত্মস্বরূপ, স্বপ্রকাশ। যদি স্বপ্রকাশ, তবে সুষুপ্তিকালে বস্তু প্রকাশ করেন

না কেন? তাহার উত্তর এই যে, সুষুপ্তিকালে কোন বস্তু না থাকায় তাহার প্রকাশ কিরূপে হইবে? তখন আত্মান্তরঙ্ক বিষয় না থাকায় তাহাকে আত্মা প্রকাশ করেন না। তখন আত্ম-সত্তাব্যতীত অন্য পদার্থের সত্তা উপলব্ধি হয় না। তখন অন্তঃকরণ, বাহ্যেন্দ্রিয়রূপ জ্ঞানসাধন ও বাহ্য বস্তু না থাকায় স্পষ্ট জ্ঞান হয় না, কিন্তু সুষুপ্তিকালে জ্ঞানমাত্রের কখনও অভাব হয় না। সুষুপ্তিকালে আত্মা স্বপ্রকাশত্বরূপে নিজকে জানেন এবং চৈতন্য প্রকাশের দ্বারা অজ্ঞানকে জানেন, তখন অন্তঃক ণ না থাকিলেও অবিদ্যা বা অজ্ঞান থাকায় অজ্ঞান-বৃত্তির দ্বারা জানেন। অতএব আত্মা তখন জানিলেও মূঢ়েরা বলিয়া থাকে,—আত্মা সুষুপ্তিকালে কিছুই জানেন না। জাগ্রদাদি অবস্থায়ও আত্মা সুষুপ্তি কালের ন্যায় অবিকৃত অবস্থায় থাকেন। যদি বল সুষুপ্তিকালে যে আত্মা জানেন, তাহাতে প্রমাণ কি? তাহার উত্তরে বলিব, অনুভূতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুষুপ্তিকালে আত্মা পরমাত্মার

সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইলেও স্বপ্রকাশ আত্মাতে মায়া ও অবিদ্যা ও অবিদ্যার সম্বন্ধ সম্ভাবনা কিরূপে হইবে? তখনও অজ্ঞানরূপ মায়া আছে. ইহা সকলের অনুভব সিদ্ধ। সুষুপ্তিকালে কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না, ইহা অজ্ঞান বা মায়া ভিন্ন আর কি বলিব? অতএব তখন মায়ার অস্তিত্ব অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। এই মায়ার কার্য্য সমস্ত জগৎ, কার্য্য যখন কারণ ব্যতীত পৃথক্ সত্ত্ববিশিষ্ট নহে, আর মায়া যখন ব্রহ্মে আরোপিত, তখন ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব সিদ্ধ হইল। জগৎ জড়—অচেতন, তাহার কারণ মায়া বা অজ্ঞানও জড়; আমি মূঢ়, কিছুই জানি না,—এইরূপ অনুভব সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। সর্ব্ববিষয়ক অজ্ঞান হইতে পারে বলিয়া অজ্ঞানও অনন্ত, অনির্ব্বাচ্য জগতের কারণ বলিয়া অজ্ঞানও অনন্ত। সমস্ত কার্য্য যখন সৎ, তখন সুষুপ্তিকালে সমস্ত কার্য্য বাসনারূপে অবস্থিত আছে, তজ্জন্য 'ইদং রূপ'—বলিলেন। এখন আপত্তি হইতে পারে,—এই অবিদ্যা কাহার? জীবের অথবা ঈশ্বরের? জীবের বলিতে পারা যায় না, কারণ জীব

অবিদ্যার অধীন, জীবসিদ্ধির পূর্ব্বে ও অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয় বলিতে হইবে? ঈশ্বরের অবিদ্যা, ইহা বলা যায় না, কারণ ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও মায়ার অধীন। তাহার উত্তর এই যে, জীব বা ঈশ্বরের অবিদ্যা না হইলে জীব ও ঈশ্বর বিভাগের আশ্রয় চৈতন্যমাত্রের হইতে পারে। চিৎস্বরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া সুষুপ্তিকালে চিন্মাত্রই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। আমি আমাকে জানি না—এইরূপ অনুভবস্থলে চৈতন্যই অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয়। এইরূপ অবিদ্যাসম্বন্ধবশতঃ চৈতন্যের কোন ক্ষতি হয় না, বস্তুতঃ ঘৃতপিণ্ডসম্বন্ধে অগ্নির উজ্জ্বলতার ন্যায় আত্মার স্বপ্রকাশত্বই সিদ্ধ হয়। অবিদ্যা স্বপ্রকাশ আত্মার কোন ক্ষতি করে না, বরং আত্মাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। যদ্যপি স্বপ্রকাশ আত্মার কোন প্রকাশক নাই, তথাপি—বিষয় না থাকায় বিষয় ও তৎসহযোগে আত্মারও প্রকাশ হয় না, কিন্তু অবিদ্যারূপ বিষয় থাকায় আত্মার

স্বপ্রকাশ সম্যক্‌রূপে অনুভূত হয়। অগ্নিতে ঘৃত-পিণ্ড প্রক্ষিপ্ত হইলে অগ্নির কোন ক্ষতি হয় না, বরং অগ্নির স্বভাবসিদ্ধ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়, কিন্তু—অগ্নি ঘৃতকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ আত্মাও অবিদ্যার সত্তা দূরীভূত করিবে। ইহা যথার্থ বটে, বাস্তবিক পক্ষে আত্মসত্তাভিন্ন অবিদ্যার পৃথক্ কোন সত্তা নাই, তথাপি অবিদ্যা আত্মভিন্ন হইলেও আত্মার ন্যায়, কল্পিত হইলেও যথার্থ বস্তুর ন্যায় অবিবেকী পুরুষ-গণের নিকট প্রকাশ পাইয়া থাকে। অবিদ্যা বিবেকীদিগকে স্বসত্তা এবং মূঢ়গণকে চৈতন্যের অসত্তা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কারণ জ্ঞানীর নিকট—আত্ম-তত্ত্ব সিদ্ধ, তাই তাঁহাদিগকে সত্তা, অজ্ঞের নিকট আত্ম-তত্ত্ব অসিদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে অসত্তা প্রদর্শন করে, চৈতন্য স্বপ্রকাশ হইলেও জড়প্রধান হইয়া অসিদ্ধ ও চৈতন্যপ্রধান হইলে সিদ্ধ বলিয়া অনুভূত হন। সিদ্ধ হইলে স্বতন্ত্র ও অসিদ্ধ হইলে পরতন্ত্র হন। এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, অবিদ্যা এক, তাহা কিরূপে অনেক জীবপ্রতিভাসের হেতু হইবে? তাহার

উত্তরে বলা যাইতেছে—যেমন বটবীজসামান্যের মধ্যে একটী বটশক্তি আছে অর্থাৎ বটবীজ নানা হইলে সকল বীজে একটী বটোৎপাদিকা শক্তি আছে। নানাবিধ বটবীজে বটত্বজাতি একটী থাকিয়া নিজ হইতে ভিন্ন অনেক বটবীজ উৎপাদন করিয়া সেই সেই বটবীজে পূর্ণভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ অঘটনঘটনীপটীয়সী মায়া—এক হইয়াও নিজ হইতে ভিন্ন পরিপূর্ণ বিবিধ ক্ষেত্র (শরীর বা বুদ্ধি) প্রদর্শন করাইয়া বিদ্যাভাসের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করে, কিন্তু মায়া ও অবিদ্যা স্বয়ং আবির্ভূত হয়। শুদ্ধ চৈতন্য অকল্পিত, কিন্তু জীব ও ঈশ্বর কল্পিত। এই কল্পনার কারণ মায়া ও অবিদ্যা। মায়ায় শুদ্ধচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইলে তাহাকে চিদাভাস বা আভাস বলে,—মায়া আভাসের দ্বারা ঈশ্বরের কল্পনা করেন। এই মায়া যাঁহার উপাধি, তাঁহার নাম ঈশ্বর। অবিদ্যায় চিৎপ্রতিবিম্বিত হইলে তাহাকে চিদাভাস বা আভাস বলে, অবিদ্যা চিদাভাসের দ্বারা জীব কল্পনা করে, এই

অবিদ্যা জীবের উপাধি। মায়া ও অবিদ্যার ভেদ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই মায়া বিচিত্রা, কারণ ইহা বিচিত্র কার্য্য উৎপাদন করে। ইহা সুদৃঢ়া, কারণ তত্ত্বজ্ঞানব্যতীত ইহার উচ্ছেদ সাধন করা যায় না। মায়া বহুঅঙ্কুরযুক্ত, এখানে অঙ্কুর শব্দের অর্থ প্রথম কার্য্য ঈক্ষণ—আলোচনা। মায়া বিবিধ ঈক্ষণরূপে পরিণত হয়। মায়া সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা, অঙ্কুররূপ কার্য্যসমূহও গুণত্রয়াত্মিকা, সর্ব্বত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তিরূপা, চৈতন্য প্রকাশিতা। অতএব সর্ব্বত্র আত্মা ত্রিবিধ, জীব অভিমন্তা, ঈশ্বর নিয়ন্তা। হিরণ্যগর্ভ সমস্ত জীবের বুদ্ধিতে অভিমানসম্পন্ন, রূপত্রয়যুক্ত, ঈশ্বরের ন্যায় তাঁহার চৈতন্য অভিব্যক্ত ও সর্ব্বব্যাপী। ঈশ্বর ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপ। সমস্ত জীবও সর্ব্বাত্মক মায়াস্বরূপ। সকল জীব সকল অবস্থাতে সর্ব্বময়, তথাপি তাহার উপাধি অল্প বলিয়া স্বয়ং অল্প। সেই ঈশ্বর ভূতবর্গ, ইন্দ্রিয়সমূহ, বিরাট্, দেবতাগণ ও পঞ্চকোষ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করতঃ স্বয়ং

অমূঢ় হইয়াও মায়াবশতঃ মূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করেন। অতএব আত্মা সৎস্বরূপ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, সত্য, মুক্ত, দোষরহিত, ব্যাপক, অদ্বিতীয়, আনন্দ-স্বরূপ, উৎকৃষ্ট ও পরমাত্মস্বরূপ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সদাদিরূপ আত্মার স্বরূপ জানিতে পারা যায়। এই সমস্ত সত্তামাত্র, কিন্তু সত্তাজাতি নহে, সৎ-স্বরূপই। সমস্ত বস্তু যখন সদ্রূপে ভাসমান হইতেছে, তখন ব্রহ্ম সম্মুখেই সিদ্ধরূপে অবস্থিত আছেন। পুরোভাগে সিদ্ধ ব্রহ্মে অন্য কোন বস্তু অনুভূত হই-তেছে না। যদি বল ব্রহ্মভিন্ন বস্তুত অবিদ্যা আছে, তবে কিছু অনুভূত হইতেছে না, ইহা কিরূপে বলা যায়? তাহার উত্তরে বলিব—অবিদ্যা ব্রহ্মে কল্পিত, বাস্তবিক পক্ষে তাহার কোন সত্তা নাই। কারণ, আত্মা অনুভবরূপ; অনুভবকে যদি পরপ্রকাশ্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহার বিষয়ীভূত অজ্ঞান কখনও স্বীকার করিতে পারা যায়; কিন্তু অনুভব পরপ্রকাশ্য নহে। অনুভব পরপ্রকাশ্য হইলে তাহার অনুভবত্বই থাকে না, অতএব, আত্মা

স্বপ্রকাশত্বহেতু তাহাতে অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য সম্বন্ধ নাই, ইহা বলিতে হইবে। অতএব আত্মা স্বপ্রকাশ, যদি অনুভবস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মাতে যথার্থতঃ অজ্ঞান স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্মার নাশ স্বীকার করিতে হয়; স্বপ্রকাশ আত্মার বিনাশ ব্যতীত তাহাতে অজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রকাশ সম্ভবপর নহে, অজ্ঞান বলিতে অপ্রকাশ, কিন্তু স্বপ্রকাশ আত্মাতে পারমার্থিক তাদৃশ অজ্ঞান স্বীকার করিলে আত্মার নাশ অবশ্যম্ভাবী, কারণ স্বপ্রকাশত্ব আত্মার স্বরূপ। আত্মার নাশ ত কথনই হইতে পারে না, কারণ তিনি সকলের সাক্ষী। আত্মার যে বিনাশ হইবে, তাহার ত সাক্ষী চাই, আত্মভিন্ন বস্তু নাই। আত্মা যখন সকল বস্তুনাশের অবধি ও সাক্ষী, তাহার নাশ স্বীকার করিলে সাক্ষিভিন্ন নাশ স্বীকার করিতে হয়। ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক। আর এক কথা, পুরোভাগে সিদ্ধ আত্মাই যদি সকল জগতের কারণ হন, কার্য্যসমূহ কারণে অবস্থিত, তাহা হইলে পূর্ব্বে অদ্বিতীয় আত্মার সিদ্ধি কিরূপে

হইবে? তাহার উত্তর এই যে, বাস্তবিক পক্ষে আত্মা কাহারও কারণ নহে, কিন্তু মায়া দ্বারা তিনি কারণ বলিয়া উক্ত হন। অতএব আত্মা বিকার-রহিত। যেমন আত্মাতে কার্য্যকারণভাব নাই, সেইরূপ গুণগুণিভাব, ধর্ম্মধর্ম্মিভাব, অংশাংশিভাবও নাই, কারণ তিনি অদ্বিতীয়। পূর্ব্বে কেবল সকল বস্তুর সত্তামাত্র দর্শনগোচর হয়। কেবল পূর্ব্বে নহে, পরে ব্যবহার কালেও সকল বস্তুর সত্তা মাত্র অনুভূত হয়। অন্য কোন বস্তু না থাকায় তাহার অনুভূতি হয় না। ঘট, পট ইত্যাদি যে বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা মিথ্যা, তাহাতে অনুগত সন্মাত্রই সত্য, সৎ হইতে যদি ঘটাদি বিশেষ ভিন্ন হয়, তবে ঘটাদির অসত্তা সিদ্ধ হইল। আর যদি সৎ হইতে ঘটাদি বিশেষের অভিন্নত্ব হয়, তবে তাহাদের অসত্তা সিদ্ধ হইল। 'ঘটঃ সন্' ঘট আছে, এইরূপে যখন ঘটাদি বিশেষের উপলব্ধি হয়, তখনই সত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে, যদি ঘটাদি বিশেষ মিথ্যা হইল, তবে সন্মাত্রের উপলব্ধি কিরূপে হইবে? সত্যবস্তু বলিয়া

উপলব্ধি হইবে। ঘট পটাদি যে কোন বস্তু পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা কল্পিত, কিন্তু আত্মা সত্য সমস্ত কল্পনার পূর্ব্বে অবস্থিত, সকল কল্পনার অধিষ্ঠান, সুতরাং তাহার অসত্তা কখনই আশঙ্কার বিষয় হইতে পারে না। সকল বস্তুর কল্পক বলিয়া সকলের পূর্ব্বে আত্মসত্তা সিদ্ধ হইলেও দ্বৈতের কারণ বলিয়া আত্মা সদ্বিতীয় হইতে পারেন, তজ্জন্য বলিতেছেন, তিনি 'অযোনি' অর্থাৎ বস্তুতঃ তিনি কোন বস্তুর কল্পক নহেন। যদ্যপি শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ সকল বস্তুর সন্মাত্রত্ব উপপাদন করিতেছেন, তথাপি আমি কিছুই ত অনুভব করিতে পারিতেছি না, কেবল ঘটপটাদিরূপ জগৎ এবং তাহাতে অনুগত সত্তাই দেখিতেছি। তাহার উত্তরে বলিব, বাহিরে ঘট পটাদিতে সতের অন্বেষণ করা উচিত নহে, কারণ সেই সৎ নিজের মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত, বাহিরে সৎ নাই। যদি বাহিরে কোন বস্তু না থাকে, তবে সুখও নাই; সুখের অনুভব না হইলে পুরুষার্থ হইল না, সেই আশঙ্কায় বলিতেছেন, সে সুখ বাহিরে নাই,

কারণ তিনি স্বয়ং আনন্দ ও জ্ঞানমূর্ত্তি। তাঁহার আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপত্ব স্বতঃসিদ্ধ। যদ্যপি আত্মার সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপত্ব স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি অসিদ্ধ অর্থাৎ সাধ্য হইয়া থাকে। যদি স্বাতিরিক্ত প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তবে প্রমাণের অধীন হওয়ায় স্বাতন্ত্র্যহানি ঘটিল, অতএব আত্মা চিদানন্দ-রূপ নহেন, এরূপ বলিতে পার না, কারণ প্রমাণের সত্তা আত্মার অধীন, তিনি প্রমাণের বিষয় নহেন সুতরাং তাঁহার স্বাতন্ত্র্যহানি হইল না। যদি বল, বিষ্ণুপ্রভৃতির স্বরূপপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ, সন্মাত্র নহে, তাহা বলিতে পার না। কারণ তিনি মায়ার দ্বারা বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও সকলের স্থিতি ও লয় সম্পাদন করেন, বিষ্ণুপ্রভৃতিতে যে সন্মাত্র অনুভূত হইতেছে, তাহা আত্মার সত্তা, তাহাই পুরুষার্থ। যাহা কিছু অনুভূত হইতেছে, তাহাতে সৎস্বরূপ ব্রহ্ম পূর্ণভাবে বিরাজমান হইয়াছেন। অতএব আত্মা শুদ্ধ, তাঁহার স্বরূপ কখনও বাধিত হয় না, তিনি জ্ঞানস্বরূপ ও সুখস্বরূপ। এই কার্য্যকারণাত্মক

জগৎ নিঃস্বভাব অর্থাৎ আত্মশূন্য নহে, দ্বৈতের কোন সত্তা নাই। সমস্ত বস্তুর সিদ্ধির পূর্ব্বে আত্মা বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কিন্তু এই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু কখনও সৎ নহে। আত্মা স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার সত্তার জন্য কাহারও অপেক্ষা নাই; তিনি অদ্বিতীয়, সাক্ষী ও স্বপ্রকাশ। প্রজাপতি এইরূপে আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করিলে দেবতারা তাহা পরোক্ষের ন্যায় দর্শন করত বলিলেন,—তবে কি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বরূপ আত্মা ব্রহ্ম? প্রজাপতি বলিলেন,—আত্ম-ভূত ব্রহ্ম পরোক্ষ নহে। তখন দেবগণের এইরূপ সন্দেহ হইল—আত্মা ব্রহ্ম হইলে আত্মার ন্যায় ব্রহ্ম ও সকলের সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হইবে, তাহা হইলে কাহারও সংসার প্রতীতি হইবে না, কারণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই সংসার উচ্ছেদের একমাত্র কারণ। কিন্তু সকলের ত সংসার প্রতীতিবিষয়ীভূত হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ নহে। ইহার সমাধানে বলা যাই-তেছে,—আত্মা যে ব্রহ্ম, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। যদি বল, আত্মানুভবেও সংশয় থাকিতে

পারে, অতএব অসংসারী আত্মা ব্রহ্ম নহেন,—তাহা বলিতে পার না। যাহাদের সংশয় বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রকৃত আত্মানুভব হয় নাই, তাহারা দেহ, ইন্দ্রিয়প্রভৃতিকে আত্মা মনে করিয়া দেহাদির প্রত্যক্ষকে আত্মপ্রত্যক্ষ বিবেচনা করে। তাহাদের দেহাদি হইতে পৃথক্‌রূপে কেবল আত্মার অনুভব হয় না, তাই সংশয় উৎপন্ন হয়, যাঁহাদের কেবল আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহাদের সংশয় হয় না। ইহার উপর আবার আশঙ্কা হয় যে,—ব্রহ্ম বলিয়া কোন বস্তু নাই, যদিও থাকে, তবে তাহা উদাসীন, আত্মভূত নহে, সুতরাং তাহা জগৎকারণ নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন,—এই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম সমস্ত দ্বৈতবস্তুর স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহর্ত্তা। আত্মভিন্ন পদার্থ জড় বলিয়া দৃশ্য, অচেতন কখনও বিচিত্র জগতের উপাদান হইতে পারেন না, অতএব জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে আত্মা বলিতে হইবে। এইরূপে যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মের আত্মস্বরূপত্ব উপপাদিত হইল, ইদানীং ব্রহ্মত্বের ন্যায় সচ্চিদানন্দ পূর্ণাত্মত্ব অনুভব

করিবার জন্য দ্রষ্টৃ, দৃশ্য ও সাক্ষীর অন্বয়, ব্যতিরেক প্রমাণ বলিতেছেন, আত্মা দ্রষ্টা, দ্রষ্টা না থাকিলে কথনই দৃশ্যসত্তা উপলব্ধ হয় না। যদি সেই দ্রষ্টা সুখদুঃখাদিসংসারধর্ম্মবিশিষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে ব্রহ্ম হইবেন,—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি সুখদুঃখাদি সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট নহেন, কিন্তু তাহার সাক্ষী। তাঁহার কোন পরিণাম নাই, কারণ তিনি বিকাররহিত, সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, কার্য্য ও কারণের দর্শন করায় স্পষ্টরূপে প্রকাশমান, অজ্ঞানেরও পরে অবস্থিত। এইরূপ উপদেশ দিয়া প্রজাপতি দেবগণের মনোভাব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবগণ! আমার উপদিষ্ট বস্তু তোমরা দেখিয়াছ বা দেখ নাই, তাহা বল। দেবগণ আত্মসদৃশ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য-প্রতিফলনকে আত্মা মনে করিয়া বলিলেন—আমরা ভবদুপদিষ্ট আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াছি। প্রজাপতি দেবগণের অন্যথাজ্ঞান বাক্‌ভঙ্গীর দ্বারা বুঝিয়া বলিলেন, বল দেখি, আত্মস্বরূপ কিরূপ?

দেবগণ বলিলেন,—আত্মা দৃষ্ট হইলেও কিরূপ তাহা ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু পরিচ্ছিন্নভাবে আমাদের নিকট দৃষ্ট হইতেছেন। বস্তুতঃ আত্মা পরিচ্ছিন্ন নহেন, সাক্ষী, অবিশেষ, অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয়, সুখদুঃখরহিত, পরমাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, অনন্ত, অভিন্ন, অদ্বিতীয়, কিন্তু মায়াসম্বন্ধবশতঃ তাহা প্রকাশ পান না। স্বপ্রকাশ আত্মাতে অপ্রকাশ থাকিতে পারে না। আত্মাতে সমস্ত বস্তু কল্পিত, আত্মব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই, তোমরাও আত্মস্বরূপ। প্রজাপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমারা কি অদ্বিতীয়স্বরূপে আত্মা দর্শন করিয়াছ? দেবগণ বলিলেন,—সদ্বিতীয় আত্মাই আত্মা দেখিতেছি। প্রজাপতি বলিলেন—তোমরা নিজ নিজ স্বরূপ দেখিতেছ, দ্বিতীয় বস্তুকে ত দেখিতে পাইতেছ না। দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! যদি আত্মাই বস্তু তদ্ভিন্ন বস্তু না থাকে, তবে আমাদিগকে পুনঃ উপদেশ দিন। প্রজাপতি বলিলেন,—যদি দ্বৈত প্রতিভাসমান হইতেছে, তবে তোমরা আত্মজ্ঞ নহ। তোমাদের স্বরূপ ভিন্ন বাস্তবিক দ্বিতীয় কোন বস্তু

নাই। আবার দেবতারা বলিলেন,—দ্বিতীয় বস্তু ত দৃষ্ট হইতেছে? প্রজাপতি বলিলেন,যদি দ্বৈত দৃষ্ট হয়,তবে তোমরা আত্মজ্ঞ নহ। কারণ আত্মা অসঙ্গ, কোন দ্বিতীয় বস্তুর সঙ্গ নাই। আত্মা অসঙ্গ বলিয়া দ্বিতীয় বস্তু নাই, অতএব তোমরাই দ্বৈতরূপে প্রকাশিত হইতেছ। বাস্তবিক দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই, তোমরা কল্পনা করিয়াছ, অতএব তোমরা আত্মজ্ঞ নহ। স্বপ্রকাশ আত্মা মায়ার দ্বারা দ্বৈতরূপে প্রতিভাসমান হন। অতএব আত্মস্বরূপ তোমরাই দ্বৈতরূপে প্রকাশ পাইতেছ। দৃশ্যমান বস্তুসমূহ সচ্চিৎস্বরূপ, তোমরাও সেইরূপ। তাহা শুনিয়া দেবগণ বলিলেন—তাহা নহে, হায়! আমরা অসঙ্গ! প্রজাপতি বলিলেন, তোমরা কিরূপ দেখিতেছ? দেবতারা বলিলেন,—আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। অনন্তর প্রজাপতি বলিলেন,—তোমরাই স্বপ্রকাশ। সৎ ও সংবিৎ পরস্পর সঙ্গবিশিষ্ট, তবে অসঙ্গ সচ্চিদ্রূপত্ব কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে, সৎ ও চিৎ—ইহারা পরস্পর অসঙ্গ। দ্বৈতপ্রতীতি

পূর্ব্বে অব্যবহার্য্য, অদ্বয় আত্মা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। প্রজাপতি বলিলেন, আমি যে ব্যবহারের অযোগ্য আত্মার বিষয় বলিলাম, তাহা কি তোমরা জানিয়াছ? দেবগণ বলিলেন,—জানিয়াছি, সেই আত্মা বিদিত ও অবিদিত বস্তু হইতে ভিন্ন। প্রজাপতি বলিলেন,—আত্মা অতি বৃহৎ বলিয়া অদ্বিতীয়। নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য, সূক্ষ্ম, পরিপূর্ণ, অদ্বিতীয়, সদানন্দ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা কাহারও ব্যবহারযোগ্য নহে। দেবগণ সেই ওঁকারলভ্য আত্মাকে দর্শন করিতে না পারিলে প্রজাপতি বলিলেন,—তোমরা আত্মদর্শন কর। সেই আত্মা ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মা—ইহা সত্য। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ইহা অনুভূতি প্রমাণলভ্য সত্য। এই আত্মাকে পণ্ডিতগণ দর্শন করিয়া থাকেন। এই আত্মা শব্দরহিত বলিয়া শ্রোত্রের, স্পর্শরহিত বলিয়া ত্বগিন্দ্রিয়ের, রূপরহিত বলিয়া চক্ষুর, রসরহিত বলিয়া জিহ্বার ও গন্ধরহিত বলিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। ইহা অবক্তব্য অর্থাৎ বাগিন্দ্রের অবিষয়,

আত্মা হস্তের দ্বারা গ্রাহ্য নহে, পাদের দ্বারা গন্তব্য নহে, পায়ুর দ্বারা ত্যক্তব্য নহে, উপস্থ ইন্দ্রিয়জনিত আনন্দযোগ্য নহে। ইনি মনঃ, বুদ্ধি, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানের অবিষয়। আত্মা ইন্দ্রিয়শূন্য, অবিষয়, অন্তঃকরণশূন্য, অনুমানের অবিষয়, অসঙ্গ, গুণরহিত, বিকারশূন্য, শব্দদ্বারা ব্যবহারের অযোগ্য, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিরহিত; একমাত্র উপনিষদ্বেদ্য, নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, সর্ব্বদা প্রকাশশীল। এই সমস্ত দৃশ্যবস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছেন। আমি আত্মা এবং আত্মাই আমি, এইরূপে অদ্বিতীয় আত্মাকে দর্শন কর। প্রজাপতি বলিলেন,—আত্মাকে দেখিয়াছ অথবা দেখ নাই? দেবতারা বলিলেন,—আমরা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি,—সেই আত্মা বিদিত ও অবিদিত বস্তু হইতে ভিন্ন। দেবগণ আবার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, মায়া কোথায় গেল, কিরূপেই স্বপ্রকাশ চিদাত্মানে পূর্ব্বে ছিল? প্রজাপতি বলিলেন,—তাহার দ্বারা কি ফল হইবে?

তাহার দ্বারা আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, তবে মায়ার স্বভাব অবগত হইয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। প্রজাপতি বলিলেন,— তোমরা কি বিস্মিত হইয়াছ? তাহা হইলে মায়ার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ওঁকারের দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া এখন তোমরা বল, আত্মাকে জানিয়াছ অথবা জান নাই? দেবগণ বলিলেন, আমরা জানি নাই। প্রজাপতি বলিলেন,—আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্ আপনার অনুগ্রহে আত্মাকে দেখিতেছি বটে, কিন্তু কোন ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে দেখিতেছি না। দেখিলেও তাহা কথার দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। দেবগণ আবার বলিলেন,— ভগবন্! আপনার উদ্দেশে নমস্কার, প্রসন্ন হউন! প্রজাপতি বলিলেন,—যদি তোমরা আত্মার নির্বিশেষ স্বরূপ জানিয়া থাক, তবে আর সংসারভয় নাই। যদি তোমাদের অন্য কোন প্রশ্ন থাকে, তবে জিজ্ঞাসা কর, দেবগণ বলিলেন,—এই অনুজ্ঞা প্রণব কি? প্রজাপতি বলিলেন,—আত্মা। দেবগণ বলিলেন,—

আপনার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। এইরূপ প্রজাপতি দেবগণকে নৃসিংহ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে মন্ত্র আছে যথা,—প্রণবের দ্বারা আত্মাকে জানিবে, উক্তপ্রকার অনুজ্ঞাতৃ প্রণবের দ্বারা অন্তরাত্মাকে জানিবে। অনুজ্ঞারূপ অদ্বিতীয় আত্মাকে লাভ করিয়া উপদ্রষ্টা আত্মাকে প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ ওত, অনুজ্ঞাতৃ ও অনুজ্ঞা-যোগের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া উক্তপ্রকারে উপদিষ্ট হইয়া উপদ্রষ্টৃরূপে অবস্থান কর।

নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপুরোপনিষৎ।

ওঁ বাঙ্‌মে মনসীতি শান্তিঃ।

ওঁ ত্রিস্রঃ পুরস্ত্রিপথা বিশ্বচর্ষণা অত্রাকথা অক্ষরাঃ সংনিবিষ্টাঃ। অধিষ্ঠায়ৈনা অজরা পুরাণী মহত্তরা মহিমা দেবতানাম্‌ ॥ ১ ॥ নবযোনির্নবচক্রাণি দধিরে নবৈব যোগা নব যোগিন্যশ্চ। নবানাং চক্রা অধিনাথাঃ স্যোনা নব ভদ্রা নবমুদ্রা মহীনাম্‌ ॥২॥ একা স আসীৎ প্রথমা সা নবাসীদাসোনবিংশাদাসোনত্রিংশাৎ। চত্বারিংশাদথ ত্রিস্রঃ সমিধ উশতীরিব মাতরো মা বিশন্তু ॥ ৩ ॥ ঊর্দ্ধ্বজ্বলজ্জ্বলনং জ্যোতিরগ্রে তমো বৈ তিরশ্চীনমজরং তদ্রজোঽভূৎ। আনন্দনং মোদনং জ্যোতিরিন্দোরেতা উ বৈ মণ্ডলা মণ্ডয়ন্তি ॥৪॥ যাস্তিস্রো রেখাঃ সদনানি ভূস্ত্রীস্ত্রিবিষ্টপাস্ত্রিগুণাস্ত্রিপ্রকারাঃ। এতত্রয়ং পূরকং পূরকাণাং মন্ত্রী প্রথতে মদনো মদন্যা ॥ ৫ ॥ মদন্তিকা মানিনী মঙ্গলা চ সুভগা চ সা সুন্দরী সিদ্ধিমত্তা। লজ্জা মতিস্তুষ্টিরিষ্টা চ পুষ্টা লক্ষ্মীরুমা ললিতা লালপন্তী ॥ ৬ ॥ ইমাং বিজ্ঞায়

সুধিয়া মদন্তী পরিস্রুতা তর্পয়ন্তঃ স্বপীঠম্। নাকস্য পৃষ্ঠে মহতো বসন্তি পরং ধাম ত্রৈপুরং চাবিশন্তি ॥ ৭ ॥ কামো যোনিঃ কামকলা বজ্রপাণির্গুহা হ সা মাতরিশ্বাভ্রমিন্দ্রঃ। পুনর্গুহা সকলা মায়য়া চ পুরূচ্যেষা বিশ্বমাতাদিবিদ্যা ॥ ৮ ॥ ষষ্ঠং সপ্তমমথ বহ্নিসারথিমস্যা মূলত্রিকমাদেশয়ন্তঃ। কথ্যং কবিং কল্পকং কামমীশং তুষ্টুবাংসো অমৃতত্বং ভজন্তে ॥ ৯ ॥ পুরং হন্ত্রীমুখং বিশ্বমাতূ রবে রেখা স্বরমধ্যং তদেষা। বৃহত্তিথির্দশ পঞ্চ চ নিত্যা সষোড়শীকং পুরমধ্যং বিভর্তি ॥ ১০ ॥ যদ্বা মণ্ডলাদ্বা স্তনবিম্বমেকং মুখং চাধস্ত্রীণি গুহাসদনানি। কামী কলাং কামরূপাং চিকিত্বা নরো জায়তে কামরূপশ্চ কামঃ ॥ ১১ ॥ পরিস্রুতং ঝষমাজং পলং চ ভক্তানি যোনীঃ সুপরিষ্কৃতাশ্চ। নিবেদয়ন্দেবতায়ৈ মহত্যৈ স্বাত্মীকৃতে সুকৃতে সিদ্ধিমেতি ॥ ১২ ॥ সৃণ্যেব সিতয়া বিশ্বচর্ষণিঃ পাশেনৈব প্রতিবধ্নাত্যভীকান্। ইষুভিঃ পঞ্চভির্ধনুষা চ বিধাত্যাদিশক্তিররুণা বিশ্বজন্যা ॥ ১২ ॥ ভগঃ শক্তির্ভগবান্ কাম ঈশ উভা দাতারাবিহ সৌভগানাম্।

সমপ্রধানৌ সমসত্ত্বৌ সমোজৌ তয়োঃ শক্তিরজরা বিশ্বযোনিঃ ॥ ১৪ ॥ পরিস্থতা হবিষা ভাবিতেন প্রসংকোচে গলিতে বৈমনস্কঃ। শর্বঃ সর্বস্য জগতো বিধাতা ধর্তা হর্তা বিশ্বরূপত্বমেতি ॥১৫॥ ইয়ং মহোপনিষদ্বৈপুর্য্যা যামক্ষরং পরমো গার্তিরীট্টে। এষর্গ্যজুঃ পরমেতচ্চ সামায়মথর্বেয়মন্যা চ বিদ্যা ॥ ১৬ ॥ ওঁ হ্রীমোং হ্রীমিত্যুপনিষৎ ॥ ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥

ইতি শ্রীত্রিপুরোপনিষৎ সমাপ্তা।

ব্যাখ্যা। তিস্রঃ পুরঃ (ত্রিসংখ্যকপুরাণি) ত্রিপথাঃ (ত্রিমার্গাঃ) বিশ্বচর্ষণা (সকলজনপূজ্যা) অত্র (ত্রিকোণাত্মকে ত্রিপুরাদেব্যধিষ্ঠিত শ্রীচক্রে) অকথাঃ (অকারাদয়ঃ) অক্ষরা (বর্ণাঃ) সন্নিবিষ্টাঃ (সংন্যস্তাঃ)। অজরাঃ (নিত্যাঃ) পুরাণীঃ (সনাতনীঃ) মহত্তরাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ) এনাঃ (ত্রিপুরাত্মিকাঃ বিদ্যাঃ) অধিষ্ঠায় (আশ্রিত্য) দেবতানাং (সুরাণাং) মহিমা (মহত্ত্বম্) ॥ ১ ॥ নবযোনিঃ (নবসংখ্যকযোনিচক্রাণি) নবচক্রাণি (নবসংখ্যকচক্রাণি) দধিরে (ধারয়ন্তি) চক্রাঃ (চক্রাণাং) অধিনাথাঃ (অধিষ্ঠাতারঃ) স্তোনাঃ (বক্রাঃ) ॥ ২ ॥ সা (সা)

একা) সুপ্রসিদ্ধা ত্রিপুরা দেবী) প্রথমা (আদিভূতা) আসীৎ। নব আসীৎ (চক্রভেদেন নবরূপিণী অভূৎ) ঊনবিংশদ্ (ঊনবিংশরূপিণী) উশতীঃ (ইচ্ছন্তী) মাতরঃ (জনন্যঃ) ইব (যথা) মা (মাং) বিশন্ত (প্রবিশ্য রক্ষন্ত)। ৩। অগ্রে (উপরিষ্টাৎ) [অবিদ্যায়াঃ পরস্তাদিত্যর্থঃ] উর্দ্ধ্বজ্বলনং জ্যোতিঃ (বিদ্যয়া পরমাত্মাকারাপত্ত্যা চেতনপরমাত্মতাদাত্ম্যাৎ অত্যুজ্জ্বলনস্বপ্রকাশঃ) তিরশ্চীনং (কুটিলং) [জ্ঞানাবরণাদি সাধর্ম্ম্যাৎ কুটিলত্বং তমসঃ বোধ্যম্] তৎ (তদ্বৎ) অজরং (সত্ত্বতমসোঃ সদা প্রবর্ত্তকতয়া অনাত্মনত্বং) রজঃ অভূৎ (রজোগুণঃ ভবতি)] [এতেন রেখাত্রয়স্য সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকত্বমুক্তং] ইন্দোঃ (চন্দ্রস্য) আনন্দনং (সুখজনকং) মোদনং (আহ্লাদকং) জ্যোতিঃ (দীপ্তিঃ) এতাঃ মণ্ডলাঃ (শ্রীচক্রে বিদ্যমানাঃ মণ্ডলাত্মিকা রেখাঃ) মণ্ডয়ন্তি (অলংকুর্বন্তি)॥ ৪॥ সদনানি (ভূপুররূপগৃহভূতানি) যাঃ তিস্রঃ রেখাঃ [তাঃ] ভূত্রীঃ (ত্রিভুবনস্বরূপাঃ), ত্রিবিষ্টপাঃ (স্বর্গত্রয়াত্মিকাঃ) ত্রিগুণাঃ (সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়াত্মিকাঃ) ত্রিপ্রকারাঃ (ত্রিরূপাঃ), এতৎ ত্রয়ং (পূর্ব্বোক্তরেখাত্রয়ং), পূরকানাং (অন্তঃপ্রাণনিরোধরূপাণাং) পূরকং (সম্পাদকং) [সর্ব্বপূরকানাং শ্রেষ্ঠফলদমিত্যর্থঃ] মদনঃ (আনন্দবান্) মন্ত্রী (মন্ত্রসাধকঃ) মদন্ত্যা (মদনীনাম্ন্যা শক্ত্যা) প্রথতে (আনন্দবান্ ভবতি)॥ ৫॥ [অত্র উপাস্যাঃ শক্তীঃ আহ মদন্তিকেত্যাদিনা]।

৬॥ ইমাং (উক্তবিদ্যাং) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) মদন্তীপরিস্থতাঃ (হ্লাদিনীপরিব্যাপ্তাঃ) সুধয়া (অমৃতেন) (সুধিয়ঃ ইতি পাঠে জ্ঞানিনঃ) স্বপীঠং (স্বকীয় সত্বং) তর্পয়ন্তঃ (প্রীণয়ন্তঃ) মহতঃ (শ্রেষ্ঠস্য) নাকস্য (স্বর্গস্য) পৃষ্ঠে (উপরি) বসন্তি (নিবসন্তি) ত্রৈপুরং (ত্রিপুরাদেবীসম্বন্ধি) পরং (প্রকৃষ্টং) ধাম (স্থানং) চ, আবিশন্তি (লভন্তে) ॥ ৭ ॥ কামঃ (ক্লীঁকারাত্মিকা) যোনিঃ (হ্রীঁকাররূপা) কামকলা (কামরাজবিদ্যাত্মিকা) [কামরাজবিদ্যা চ ত্রিপুরতাপিন্যুপনিষদি স্পষ্টা] বজ্রপাণিঃ (বজ্রধারিণী, ইন্দ্রাণীরূপেত্যর্থঃ, গুহা গূঢ়রূপা, কার্ত্তিকেয়শক্তিস্বরূপা বা) হসা (হকার-সকারবীজাত্মিকা) মাতরিশ্বা (বায়ুস্বরূপা) অভ্রং (মেঘরূপা) ইন্দ্রঃ (দেবেন্দ্রস্বরূপা, লকারবীজাত্মিকা বা) পুনঃ (ভূয়ঃ) গুহা (গূঢ়রূপা) সকলা (সর্ব্বাত্মিকা, মায়য়া (স্বরূপশক্ত্যা) পুরুচী (সর্ব্বতোগমনবর্ত্তী বিবিধাকারা) এষা (ত্রিপুরা দেবী) বিশ্বমাতা (জগজ্জননী) আদিবিদ্যা (মূলবিদ্যারূপা) ॥ ৮। ষষ্ঠং সপ্তমং (তৎতৎসংখ্যকচক্রং) বহ্নিসারথিং (বায়ুং যংবীজং) মূলত্রিকং (প্রধানত্রিকোণত্রয়ং) আদেশয়ন্তঃ (জানন্তঃ) কথ্যং (বর্ণনীয়ং) কবিং (কবয়িতারং) কল্পকং (কল্পনাজনকং) কামং (কামরূপং) ঈশং (পরমেশ্বরং) তুষ্টুবাংসঃ (স্তবনিরতাঃ) [সাধকাঃ] অমৃতত্বং (মোক্ষং) ভজন্তে (লভন্তে) ॥ ৯॥ পুরং হন্ত্রী

(পুরত্রয়নাশয়িত্রী) মুখং (আদিভূতা) বিশ্বমাতুঃ (জগৎ-প্রসবিতুঃ) রবেঃ (সূর্য্যস্ত, সূর্য্যমণ্ডলোপাধিকস্য ব্রহ্মণঃ) রেখা (অংশরূপা, তদুপাধিস্বরূপা ইত্যর্থঃ) তদেষা (সেয়ং) স্বরমধ্যং (প্রণবস্বরবাচ্যা) দশপঞ্চ চ (পঞ্চদশসংখ্যাত্মিকা) বৃহত্তিথিঃ (মহাতিথিরূপা) নিত্যা (উদয়াপায়রহিতা) সষোড়শীকং (ষোড়শকলাযুক্তং) পুরমধ্যং (পুরস্য মধ্যে দেহাভ্যন্তরে প্রকাশমানং) অন্তঃকরণং (অন্তঃকরণস্ত ষোড়শ-কলত্বং ছান্দোগ্যে স্পষ্টম্] বিভর্ত্তি (ধারয়তি, তত্র প্রকাশতে ইত্যর্থঃ) [ষোড়শকলে মনসি অভিব্যজ্যমানেত্যর্থঃ] ॥ ১০ ॥ যদ্বা (অথবা) মণ্ডলাদ্বা (নাদরূপাৎ অর্দ্ধচন্দ্রাকারমণ্ডলাদেব) স্তনবিম্বং (স্তনদ্বয়াকারবিন্দুদ্বয়ং) মুখং (মুখাত্মকবিন্দুরূপং) অধঃ (অধস্তাৎ) ত্রীণি গুহাসদনানি (ত্রিসংখ্যকগুহ্যস্থানানি) [ইত্যেবং কামকলায়া আকারশ্চ তন্ত্রে দ্রষ্টব্যঃ] কামী (কাম-নাশীলঃ) কামরূপাং (সর্ব্বরূপাং) কলাং (কামকলাং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) নরঃ (সাধকঃ জনঃ) কামরূপঃ (কমনীয়রূপঃ) কামঃ (কামস্বরূপশ্চ) জায়তে (ভবতি) ॥ ১১ ॥ পরিসৃতং (সুসংস্কৃতং) ঝষং (মৎস্যং) আজং (অজাসম্বন্ধিমাংসং) পলং (আমিষং) ভক্তানি (অন্নানি) যোনীঃ (জলানি) সুপরিস্কৃতাঃ (নির্ম্মলাঃ) মহত্যৈ (শ্রেষ্ঠায়ৈ) দেবতায়ৈ (দ্যোতন-শীলায়ৈ উদত্যৈ) নিবেদয়ন্ (সমর্পয়ন্) সুকৃতে (পুণ্যফলে) স্বাত্মীকৃতে (আয়ত্তীকৃতে) সিদ্ধিং (মোক্ষাদিফলম্) এতি

(লভতে) ॥ ১২ ॥ বিশ্বজন্যা (জগজ্জননী) বিশ্বচর্ষণিঃ (সর্ব্ব-জনপূজ্যা) অরুণা (রক্তবর্ণা) [দেবী] সিতয়া (তীক্ষ্ণয়া) সৃণ্যা ইব (অঙ্কুশাস্ত্রেণ ইব) পাশেনৈব (পাশাখ্যাস্ত্রেণৈব) অভীকান্ (শত্রূন্) প্রতিবধ্নাতি (বিনাশয়তি) পঞ্চভিঃ ইষুভিঃ (পঞ্চসংখ্যকৈঃ বাণৈঃ) ধনুষা চ (চাপেন চ) বিধ্যতি (ভিনত্তি। ॥ ১৩ ॥ ভগঃ (ঐশ্বর্য্যশক্তিঃ) শক্তিঃ (মায়া) ঐশ্বর্য্যজনিকা পরমেশ্বরস্য শক্তিরূপামহামায়েত্যর্থঃ] কামঃ (কামনাবান্) ভগবান্ (তাদৃশৈশ্বর্য্যশক্তিমান্) ঈশঃ (পরমেশ্বরঃ) [চ] উভৌ (পূর্ব্বোক্ত শক্তিপরমেশ্বরৌ) ইহ (অস্মিন্ জগতি) সৌভগানাং (স্বর্গমোক্ষাদিসৌভাগ্যানাং) দাতারৌ (প্রদানকর্ত্তারৌ) [এতৌ] সমপ্রধানৌ (তুল্যোৎ-কর্ষৌ) (সমসত্ত্বৌ (তুল্যজ্ঞানশক্তিক্রিয়াশক্তিমন্তৌ) সমাজৌ তুল্যতেজস্কৌ) । তয়োঃ (শক্তিপরমেশ্বরয়োঃ) শক্তিঃ (সৃষ্ট্যাদিসামর্থ্যং) অজা (নিত্যা, অনাদিভূতা) বিশ্বযোনিঃ (জগৎকারণভূতা) ॥ ১৪ ॥ পরিস্রুতা (ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ সমন্তাৎ সর্পতা) ভাবিতেন (শিবশক্ত্যৈকতাভাবনাজনিতেন) হবিষা (ঘৃতেন, অমৃতেনাহুতিদ্রব্যেণ ইত্যর্থঃ) প্রসংকোচে (বৃত্তি-হীনতয়া সংকুচিতে) [অতএব] গলিতে (বুদ্ধৌ স্বকারণে লীনে) [মনসি] বৈমনস্কঃ (লীনচিত্তঃ) [যোগী] সর্ব্বস্য জগতঃ (সকল ব্রহ্মাণ্ডস্য) বিধাতা (কর্ত্তা) ধর্ত্তা (ধারণকর্ত্তা) হর্ত্তা (নাশকর্ত্তা) সর্ব্বঃ (শিবঃ) [পরমাত্মস্বরূপতাং প্রাপ্তঃ-

সন্নিতার্থঃ] বিশ্বরূপত্বম্ (সর্ব্বাত্মকরম্) এতি (প্রাপ্নোতি) ইয়ং (এষা) ত্রৈপুর্য্যাঃ (ত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ) মহোপনিষৎ (মহতী রহস্যবিদ্যা), পরমঃ (বিদ্বান্ জনঃ) গীর্ভিঃ (বাক্যৈঃ) যাম্ (উপনিষদম্) অক্ষরম্ (নিত্যাম্) ঈট্টে (স্তৌতি)। এষা (ত্রিপুরোপনিষৎ) ঋক্, যজুঃ (ঋগ্বেদযজুর্ব্বেদাত্মিকা) পরম্ (অথচ) এতৎ (এষা ত্রিপুরোপনিষৎ) চ, সাম (সামবেদাত্মিকা) ইয়ং (ত্রিপুরোপনিষৎ) অথর্ব্বা (অথর্ব্ববেদরূপা) [এতস্যাঃ অধ্যয়নেন সকলবেদাধ্যয়নফলং লভতে সাধকঃ ইতি ভাবঃ] ইয়ং, অন্যা চ বিদ্যা (অপরা বিদ্যা চ) [অন্যবিদ্যাধ্যয়নফলমপি অস্মাজ্জায়তে ইত্যর্থঃ] ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ ইত্যুপনিষৎ (সংক্ষেপতঃ উক্তঃ মন্ত্রঃ এতদ্রহস্যবিদ্যাসারঃ)॥

অনুবাদ—সকলজনপূজ্য, ত্রিপথগামিনী তিনটী পুরীর স্বরূপ শ্রীচক্রের ত্রিকোণচক্র ত্রিপুরাদেবী-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। তাহাতে অকথ প্রভৃতি অক্ষর সন্নিবিষ্ট আছে। অজর সনাতন মহত্তর এই ত্রিপুরাবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেবগণ স্বীয় মহত্ত্বলাভ করিয়াছেন. ইহা যোনি ও নয়টী চক্র ধারণ করে। ইহাতে নবসংখ্যক যোগ ও যোগিনী, নয়টী চক্রমুদ্রা ও নয়টী মুদ্রা বিদ্যমান আছে। একমাত্র সেই ত্রিপুরাদেবীই

আদিতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই নবশক্তিরূপিণী ছিলেন, তিনি শক্তিভেদে ঊনবিংশ ও ঊনত্রিংশস্বরূপা। তিনি চত্বারিংশৎরূপা। আবার তিনি প্রদীপ্ত ত্রিশক্তিরূপিণী। সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণা জননীর ন্যায় তিনি আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা। সত্ত্বগুণ স্বভাবতঃ স্বচ্ছপ্রকাশস্বরূপ, উহাতে আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইলে অত্যুজ্জ্বল প্রকাশস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই স্বয়ংজ্যোতিঃ ঊর্দ্ধজ্যোতিঃ বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত। তমোগুণ বক্রস্বভাব, আবরণস্বরূপ। রজোগুণ অনাদিকাল হইতে তমঃ ও সত্ত্বের পরিচালক চঞ্চলস্বভাব ও অজর। শ্রীচক্রের রেখাত্রয়ও এই ত্রিগুণাত্মক। সুখকর ও আহ্লাদক চন্দ্রের জ্যোতিঃ এই সকল গুণ অলঙ্কৃত করিতেছে। ভুপররূপ যে তিনটী রেখারূপ গৃহ—তাহা ত্রিভুবন, ত্রিসর্গ, ত্রিগুণ ও ত্রিপ্রকার; এই তিনটীই পুরকসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূরক। এই মন্ত্রের উপাসক, সকলের আনন্দজনক হইয়া মদনাশক্তিদ্বারা প্রার্থিত হইয়া

থাকেন। মদান্তিকা, মালিনী মঙ্গলা, সুভগা, সুন্দরী, সিদ্ধি, সত্তা, লজ্জা, মতি, তুষ্টি, ইষ্টা, পুষ্টা, লক্ষ্মী, উমা, ললিতা ও লালপন্তী এই সকল শক্তি স্বরূপতঃ উপাস্যা। এই শক্তি বিজ্ঞাত হইয়া বিদ্বান্ সাধক হ্লাদিনীপরিব্যাপ্ত সুধাদ্বারা স্বপীঠ তর্পিত করিয়া শ্রেষ্ঠ স্বর্গের উপরি-দেশে বাস করেন এবং ত্রিপুরাদেবীর শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রবেশ করেন। জগজ্জননী আদিবিদ্যা ত্রিপুরাদেবী কামবীজ ক্লীঁ ও যোনিবীজ হ্রীঁ রূপিণী, ইনি কামকলা-(ঈ) স্বরূপা, ইনি বজ্রধারিণী, ঐন্দ্রাণী, কার্ত্তিকেয়-শক্তিরূপা ও হসবীজাত্মিকা। ইনি বায়ু, মেঘ ও ইন্দ্র-স্বরূপা, গুহ্যরূপা ও সর্ব্বাত্মিকা। ইনি স্বীয় মায়াস্বরূপে বিবিধরূপে প্রতীয়মানা হইয়া থাকেন। ষষ্ঠ, সপ্তম চক্র ও মূলত্রিকোণত্রয় জানিয়া সেই সাধকগণ বর্ণনীয় গুণযুক্ত, কবি, কল্পক ও কামরূপ পরমেশ্বরে স্তুতি করে, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। (ত্রিপুরাস্তবের) পুরত্রয়নাশকারিণী জগৎপ্রসবিতৃ সূর্য্যদেবোপাধিক পরমাত্মার অংশস্বরূপা প্রণবস্বরূপা

পঞ্চদশতিথিরূপিণী নিত্যা ত্রিপুরাদেবী দেহমধ্যে অবস্থিত ষোড়শকলাযুক্ত অন্তঃকরণে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অথচ মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী স্তনদ্বয়রূপ বিন্দুদ্বয়, মুখস্বরূপ একটী বিন্দু ; এই বিন্দুত্রয় এবং অধোভাগে নাদরেখা এ কামকলা। এই কামকলা জানিয়া সাধক কমনীয়রূপ ও কামতুল্য হইয়া থাকেন। সুসংস্কৃত মৎস্য, অজমাংস, অন্ন ও সুপরিষ্কৃত জল মহেশ্বরী ত্রিপুরাদেবীকে নিবেদন করিয়া পুণ্যফল নিজের আয়ত্ত করিয়া সাধকগণ সিদ্ধিলাভ করেন। ইনি তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের ন্যায় পাশঅস্ত্র দ্বারা শত্রুগণকে প্রতিহত করেন এবং পঞ্চবাণ ও ধনুঃদ্বারা বিদ্ধ করেন, ইনি বিশ্বপূজ্যা, আদিশক্তি, রক্তবর্ণা ও বিশ্বজননী। সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী পরমাত্মশক্তি মহামায়া ও সর্ব্বকামনাময় ভগবান্ পরমেশ্বর—ইঁহারা উভয়ে এই সংসারে মোক্ষ, স্বর্গ প্রভৃতি সকলপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। ইঁহাদের উভয়েই উৎকর্ষের পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইজন্য ইঁহাদের উৎকর্ষ তুল্য, এইরূপ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সমান।

ওজস্বিতা ও সৃষ্ট্যাদি শক্তি একরূপ, এই শক্তি নিত্য এবং জগতের কারণ। পরমাত্মরূপী শিব ও শক্তির একতাভাবনাজাত ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে বিগলিত হইয়া সর্ব্বতঃ প্রসৃত অমৃতপ্রভাবে বৃত্তিহীনতাহেতু অতি সঙ্কুচিতচিত্ত সকারণ বুদ্ধিতে বিলীন হইলে সেই লীনচিত্ত সাধকসকল জগতের বিধাতা, ধারণকর্ত্তা ও সংহর্ত্তা পরমাত্মারূপী শিবের স্বরূপতা লাভ করিয়া বিশ্বরূপতা প্রাপ্ত হন। ইহা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মহারহস্য বিদ্যা। পরম বিদ্বান্ পুরুষগণ সেই উপনিষদ্‌বিদ্যাকে নিত্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই উপনিষৎ ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদতুল্য, অর্থাৎ চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলে যেই ফললাভ হয়, একমাত্র এই উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। অন্য বিদ্যাও ইহারই অন্তর্ভূত, অর্থাৎ এই উপনিষদ্ অধ্যয়নে অন্য বিদ্যা অধ্যয়নেরও ফললাভ হয়। ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ এই মন্ত্রই উপনিষদ্ বিদ্যাসার।

শ্রীত্রিপুরোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপুরাতাপিন্যুপনিষৎ ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ ॥

প্রথমোপনিষৎ।

১। হরিঃ ওঁ অথৈতস্মিন্নন্তরে ভগবান্‌প্রাজাপত্যং বৈষ্ণবং বিলয়কারণং রূপমাশ্রিত্য ত্রিপুরাভিধা ভগবতীত্যেবমাদিশক্ত্যা ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্রীণি স্বর্গভূপাতালানি ত্রিপুরাণি হরমায়াত্মকেন হ্রীঙ্কারেণ হৃল্লেখাখ্যা ভগবতী ত্রিকূটাবসানে নিলয়ে বিলয়ে ধাম্নি মহসা ঘোরেণ প্রাপ্নোতি। সৈবেয়ং ভগবতী ত্রিপুরেতি ব্যাপঠ্যতে।

ব্যাখ্যা। হরিঃ, ওঁ, অথ (এতৎ ত্রিতয়ং মঙ্গলার্থম্ অব্যয়ং) এতস্মিন্ অন্তরে (প্রত্যক্ষাত্মকে পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিতোঽপি) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী পরমাত্মা শিবঃ) প্রজাপত্যং (প্রাজাপতেঃ ব্রহ্মণঃ ইদং, ব্রহ্মসম্বন্ধি) বৈষ্ণবং (বিষ্ণোরিদং, বিষ্ণুসম্বন্ধি) বিলয়কারণং (সংহারহেতুং শৈবং) [ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকমিত্যর্থঃ] রূপম্ (স্বরূপং) আশ্রিত্য (গৃহীত্বা) ত্রিপুরাভিধা (ত্রিপুরা ইতি নাম্না প্রসিদ্ধা) ভগবতী

(ঐশ্বর্য্যশালিনী) ইত্যেবং (এবংরূপা) আদিশক্ত্যা (জগতাং আদিভূতা যা শক্তিঃ তয়া) হৃল্লেখাখ্যা ভগবতী (হ্রীঁকারাত্মিকা যা ঈশ্বরী) [তদভিন্নেন] হরমায়াত্মকেন (শিবশক্তিরূপেণ) হ্রীঁকারেণ (হ্রীঁমন্ত্রাভিন্নরূপেণ) ভূর্ভুবস্বঃ ত্রীণি স্বর্গভূপাতালানি (ভূর্ভুবঃস্বঃশব্দবাচ্যানি স্বর্গপৃথিবীপাতালাখ্যলোকত্রয়ং) ত্রিকূটাবসানে (ত্রিপুরবিনাশসময়ে) নিলয়ে (সর্ব্বাধারভূতে) বিলয়ে (সর্ব্বলয়কারণে) ধাম্নি (তেজসি) ঘোরেণ মহসা (উৎকটেন তেজসা) প্রাপ্নোতি (ব্যাপ্নোতি)। সা এব [যয়া শক্ত্যা ভগবান্ শিবঃ লোকত্রয়ং ব্যাপ্তবান্ সা শক্তিঃ এব) ভগবতী (ঐশ্বর্য্যশালিনী) ত্রিপুরেতি (ত্রিপুরা নাম্না বিখ্যাতা) ব্যাপঠ্যতে (বিশেষেণ আম্নায়তে) ॥

অনুবাদ। ভগবান্ শিবরূপ পরমাত্মা নিরুপাধিক আকাশরূপ স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ত্রিপুরা নামে বিখ্যাত অনন্ত জগতের আদি প্রকৃতিরূপিণী ভগবতী শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিবাত্মক পরমাত্মার মায়ারূপিণী শক্তি ওঁকার, এই শক্তিই হৃল্লেখা নামে বিখ্যাতা ও ঐশ্বর্য্যশালিনী। ত্রিপুরবিনাশসময়ে ভগবান্ পরমাত্মা শিব সকল

জগতের আধার ও বিনাশহেতু জ্যোতিঃস্বরূপ নিজরূপে ভয়ঙ্কর তেজের দ্বারা ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ শব্দ-বাচ্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালনামক লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। সেই জগতের আদিশক্তিকে আশ্রয় করিয়া শিবরূপী পরমাত্মা জগৎত্রয় ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, সেই শক্তিই জগতে ত্রিপুরা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ পরো রজসে সাবদোম্। জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি-বর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। শতাক্ষরী পরমা বিদ্যা ত্রয়ীময়ী সাষ্টার্ণা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। আদ্যানি চত্বারি পদানি পর-ব্রহ্মবিকাসীনি। দ্বিতীয়ানি শক্ত্যাখ্যানি। তৃতীয়ানি শৈবানি। তত্র লোকা বেদাঃ শাস্ত্রাণি পুরাণানি

ধর্ম্মাণি বৈ চিকিৎসিতানি জ্যোতীংষি শিবশক্তিযোগাদিত্যেবং ঘটনা ব্যাপঠ্যতে।

ব্যাখ্যা। [শ্রীবিদ্যামন্ত্রোদ্ধারণার্থম্ অষ্টোত্তরশতাক্ষর মন্ত্রমাহ] তৎ (তস্য) দেবস্য (দীপ্তিক্রীড়াযুক্তস্য) সবিতুঃ (জগৎপ্রসবিতুঃ, পরমাত্মনঃ) [তং] বরেণ্যং (বরণীয়ং, জন্মমৃত্যুদুঃখাদিনাশায় ধ্যানেন উপাসনীয়ম্) ভর্গঃ (তেজঃ) ধীমহি (চিন্তয়ামঃ) যো ভর্গঃ (সর্ব্বপ্রাণিনাং হৃদি জীবরূপতয়া, আকাশে আদিত্যমধ্যে চ পুরুষরূপতয়া অন্তর্য্যামিরূপেণ চ বর্ত্তমানঃ যস্তেজোরূপঃ পরমাত্মা) নঃ (অস্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধীঃ) প্রচোদয়াৎ (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নিয়োজয়তি)। পরোরজসে (রজোগুণাতীতায় পরমাত্মনে) জাতবেদসে (অগ্নয়ে) সোমং (সোমলতাত্মকং হবিঃ) সুনবাম (জুহুমঃ), সঃ (অগ্নিঃ) অরাতীয়তঃ (অস্মাকং শত্রোঃ) বেদঃ (ধনং) নিদহাতি (ভস্মীকরোতু) [সোঽগ্নিঃ] নঃ (অস্মান্) বিশ্বা (সর্ব্বাণি) দুর্গাণি (ভোক্তুমশক্যানি দুঃখানি) নাবা (তরণ্যা) [কশ্চিৎ নাবিকঃ] সিন্ধুম্ (নদীম্) ইব, দুরিতানি (দুঃখহেতুপাপানি) অতিপর্ষৎ (অতিতারয়তু, অতিক্রম্য তারয়তু ইত্যর্থঃ)।

সুগন্ধিং (শোভনঃ গন্ধঃ যস্য তং, সুকীর্ত্তিং) পুষ্টিবর্দ্ধনং (উপচয়বর্দ্ধকং) ত্র্যম্বকং (ত্রিনয়নং শিবং) [বয়ং] যজামহে (পূজয়ামঃ)। [স ত্র্যম্বকঃ অস্মান্] বন্ধনাৎ (বৃন্তাৎ)

উর্ব্বারুকম্ ইব (কর্কটীফলমিব) মৃত্যোঃ (সংসারাৎ) মুক্ষীয় (মুক্তান্ করোতু) অমৃতাৎ (মোক্ষাখ্য পুরুষার্থাৎ) মা (ন মুক্ষীয়, মুক্তান্ করোতু) [কর্কটীফলং যথা বন্ধনাদ্বিমুক্তং পুনর্ন সংযুজ্যতে তথা বয়মপি সংসারাৎ মোচিতাঃ পুনঃ সংসারং ন প্রবিশামঃ ইত্যর্থঃ]। সাষ্টার্ণা শতাক্ষরী (অষ্টাক্ষরাধিক-শতাক্ষরযুক্তা) [বরেণ্যম্ ইত্যত্র বরেণিয়ং, ত্র্যম্বকম্ ইত্যত্রিয়ম্বকং এবংব্যস্ত অষ্টোত্তরশতসংখ্যা বোধ্যা] ত্রয়ীময়ী (বেদত্রয়সারভূতা) পরমা (শ্রেষ্ঠা) বিদ্যা (জ্ঞানরূপা) পরমেশ্বরী (পরমৈশ্বর্য্যযুক্তা) ত্রিপুরা (বিদ্যামন্ত্রাভিন্না শক্তিঃ)। আদ্যানি চত্বারি পদানি (চতুষ্পাদাত্মকতৎসবিতুরিত্যাদি-বিদ্যাত্মকমন্ত্রপদানি) পরব্রহ্মবিকাসীনি (পরব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশ-কানি) দ্বিতীয়ানি (জাতবেদসে ইত্যাদীনি) শক্ত্যাখ্যানি (ত্রিপুরাসুন্দরীশক্তিস্বরূপপ্রকাশকানি) তৃতীয়ানি (ত্র্যম্বক-মিত্যাদীনি) শৈবানি (শিবস্বরূপপ্রকাশকানি) তত্র (তেষু মন্ত্রবর্ণেষু) লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) বেদাঃ (ঋগাদয়ঃ) শাস্ত্রাণি (মীমাংসাদয়ঃ) পুরাণানি (ব্রহ্মাদয়ঃ) ধর্ম্মাণি (মন্বাদয়ঃ) চিকিৎসিতানি (বৈদ্যকানি) জ্যোতীংষি (গ্রহাদিসূচকমন্ত্রাণি) [অন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ] [অত্র হেতুমাহ] শিবশক্তিযোগাৎ (পরমাত্মমায়াসম্বন্ধব্যাখ্যানাত্মকত্বাৎ) ইত্যেবং (এবংরূপা) ঘটনা (বৃত্তান্তঃ ব্যাপঠ্যতে (বিশেষেণ উচ্যতে)

অনুবাদ। অনন্ত জগৎপ্রসবিতা পরমাত্মার

যেই ভর্গঃ অর্থাৎ তেজঃসকল প্রাণিগণের বুদ্ধিরূপ উপাধিতে জীবরূপে, সূর্য্যমণ্ডলে তদধিষ্ঠাতৃ-পুরুষরূপে ও অন্তর্যামিরূপে সকল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, আমরা সেই বরণীয় অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, দুঃখাদি নাশের নিমিত্ত উপাসনীয় তেজের উপাসনা করিতেছি, সেই পরমাত্মস্বরূপ তেজঃ আমাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থে নিয়োজিত করুন। সেই পরমাত্ম তেজঃ রজোগুণের অতীত। সেই অগ্নি আমাদের শত্রুদিগেরই ধন ভস্ম করুন। নাবিক নৌকাদ্বারা যেমন লোকদিগকে নদী পরপারে উত্তীর্ণ করে, সেইরূপ আমাদিগকে দুঃখ ও দুঃখজনক পাপ হইতে উত্তীর্ণ করুন। আমরা অগ্নিকে সোমের আহুতি দান করিয়া প্রীত করিতেছি। আমরা সুকীর্ত্তি পুষ্টিবর্দ্ধনকারী শিবের পূজা করিতেছি। কর্কটী ফল যেমন বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আর তাহাতে সংযুক্ত হয় না, সেইরূপ ত্র্যম্বক শিব আমাদিগকে মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মুক্ত করুন। অমৃতরূপ মোক্ষ হইতে যেন আমা-

দের কখনও বিয়োগ না হয়। বেদত্রয়ের সারভূতা অষ্টোত্তর শতাক্ষরী এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা পরমেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরীর স্বরূপ। ("বরেণ্যং" এইস্থলে "বরেণিয়ং" এবং "ত্র্যম্বকং" এইস্থলে "ত্রিয়ম্বকং" এইরূপ ধ্যান করিয়া ১০৮ সংখ্যা বুঝিতে হইবে) পূর্ব্বোক্ত অষ্টোত্তর শতাক্ষর মন্ত্রে চতুষ্পদাত্মক প্রথম মন্ত্র পরব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশক, দ্বিতীয় চতুষ্পদযুক্ত মন্ত্র শক্তিস্বরূপপ্রকাশক ও চতুর্থ মন্ত্র শিবস্বরূপবিবেক। তাহাতেই সকল লোক বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, বৈদ্যকশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র অন্তর্ভূত; যেহেতু ইহা শিব ও শক্তি তাদাত্ম্যবোধক, এই ঘটনা বিশেষরূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

অথৈতস্য পরং গহ্বরং ব্যাখ্যাস্যামো মহামনুসমুদ্ভবং তদিতি। ব্রহ্ম শাশ্বতম্। পরো ভগবান্নিলক্ষণো নিরঞ্জনো নিরুপাধিরাধিরহিতো দেবঃ। উন্মীলতে পশ্যতি বিকাসতে চৈতন্যভাবং কামযুক্ত ইতি। স একো দেবঃ শিবরূপী

দৃশ্যত্বেন বিকাসন্তে যতিষু যজ্ঞেষু যোগিষু কাময়তে। কামং জায়তে। স এষ নিরঞ্জনোঽকামত্বে-নোজ্জৃম্ভতে। অকচটতপয়শান্ সৃজতে। তস্মাদীশ্বরঃ কামোঽভিধীয়তে। তৎপরিভাষয়া কামঃ ককারং ব্যাপ্নোতি। কাম এবেদং তত্তদিতি ককারো গৃহ্যতে। তস্মাত্তৎপদার্থ ইতি য এবং বেদ।

ব্যাখ্যা অথ (অনন্তরং) এতস্য (পূর্ব্বোক্তমন্ত্রস্য) পরং গহ্বরং (গূঢ়ং রহস্যং) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যাখ্যয়া প্রকাশয়ামঃ) তৎ (পূর্ব্বোক্তমন্ত্রপাদং) মহামনুসমুদ্ভবং (শ্রীবিদ্যাত্মকমহামন্ত্র-যোনিঃ) [প্রথমপদার্থমাহ] ব্রহ্ম (পরমাত্মা) শাশ্বতং (নিত্যং) পরো ভগবান্ (পরমৈশ্বর্য্যশালী) নির্লক্ষণঃ (নির্ধর্ম্মকতয়া লক্ষণহীনঃ) নিরঞ্জনঃ (অবিদ্যাদিদোষশূন্যঃ) নিরুপাধিঃ (আরোপিতোপাধিসম্বন্ধশূন্যঃ) আধিরহিতঃ (সুখস্বরূপতয়া দুঃখহীনঃ) দেবঃ (দ্যোতনশীলঃ)। উন্মীলতে (স্বমায়য়া প্রপঞ্চরূপেণ বিকাশমাসাদয়ন্তি) পশ্যতি (সাক্ষিরূপেণ অব-লোকয়তি সৃষ্টবস্তুজাতং) বিকাসতে (বিবর্ত্তরূপেণ ভাসতে) চৈতন্যভাবং (নিজচেতনস্বরূপতাং) কাময়তে (ইচ্ছতি) ইতি। সঃ (পরমাত্মা) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) দেবঃ (দ্যোতনাত্মকঃ) শিবরূপী (মঙ্গলময়ঃ) দৃশ্যত্বেন (দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপেণ) বিকাশতে

(বিবর্ত্ততে)। যতিষু (সন্ন্যাসিষু) যজ্ঞেষু (যাগাদিকর্ম্মসু) যোগিষু (চিত্তনিরোধবৎসু) কাময়তে (আত্মদর্শনযোগ্যতা দানায় ইচ্ছতি) কামং (কাম্যতে কামঃ তং কামনাবিষয়ং প্রপঞ্চং) জায়তে (জনয়তি)। স এষঃ (সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষরূপঃ স পরমাত্মা) নিরঞ্জনঃ (রাগাদিরহিতঃ) অকামত্বেন (কামনারহিতস্বরূপেণ) উজ্জৃম্ভতে (প্রকাশতে)। অকচটতপযশান্ (স্বরকবর্গচবর্গটবর্গতবর্গপবর্গযবর্গশবর্গরূপান বর্ণান্) সৃজ্যতে (উৎপাদয়তি)। তস্মাৎ (কামনাপূর্ব্বকসৃষ্টিকরণাৎ) ঈশ্বরঃ (পরমাত্মা) কামঃ (কামনা) অভিধীয়তে (উচ্যতে)। তৎপরিভাষয়া (কামইতিসংজ্ঞয়া) কামঃ, ককারং (ক ইতিবর্ণঃ) ব্যাপ্নোতি (বিষয়ীকরোতু), ইদং তৎ তৎ (দৃশ্যমানং সর্ব্বংবস্তুজাতং) কামএব (পরমেশ্বরস্য মায়াবৃত্তিরূপ কামজন্যত্বাৎ কামশব্দবাচ্যম্) ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) ককারঃ (কবর্গঃ) গৃহ্যতে (উচ্যতে) তস্মাৎ (কামাভিধারকত্বাৎ) [ককারঃ] তৎপদার্থঃ (তৎসবিতুরিতিমন্ত্রঘটকতৎপদস্য অর্থঃ)। যঃ (য উপাসকঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপং) বেদ (জানাতি) [স স্বাভীষ্টং লভতে ইত্যর্থঃ] [এতেন "ক"কারঃ উদ্ধৃতঃ]

অনুবাদ। ইহার পর উক্ত মন্ত্রের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করিতেছি। তাহা হইতেই শ্রীবিদ্যামহামন্ত্রের সমুৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্ম নিত্য, তিনি

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরম ঐশ্বর্য্যশালী। তাহার কোনও ধর্ম্ম নাই, এইজন্য তাহার স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। ইনি অবিদ্যা ও কামাদিদোষ রহিত। ইনি কোনও উপাধির সহিত সংস্পৃষ্ট নহেন, কিন্তু উপাধি দ্বারাই লক্ষিত হইয়া থাকেন। ইনি সুখস্বরূপ, সুতরাং দুঃখসংস্পৃষ্ট নহেন এবং দ্যোতনশীল। তিনি স্বকীয় মায়া আশ্রয় করিয়া অনন্তপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশ-প্রাপ্ত হন এবং সাক্ষিরূপে সেই প্রপঞ্চের অবলোকন করেন, তিনিই সকল বস্তুর প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বত্র স্বীয় চৈতন্যস্বরূপের কামনা করেন। সেই পরমাত্মা অদ্বিতীয় দ্যুতিস্বরূপ ও সুখরূপ। তিনিই দৃশ্যরূপে বিকাশ পাইয়া থাকেন, সন্ন্যাসী কর্ম্মী ও যোগিগণের নিকট আত্মদর্শনযোগ্যতা কামনা করেন। তিনিই কামনাবিষয় এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই ইনিই নিরস্ত হন ও অকামরূপে প্রকাশ পান। তিনি অকারাদি স্বরবর্ণ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ ও শবর্গ-রূপ বর্ণসমূহের সৃষ্টি করেন। কামনাপূর্ব্বক

সকল সৃষ্টি করেন বলিয়া সেই ঈশ্বর "কাম" শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন। কাম এই সংজ্ঞা অনুসারে "কাম" শব্দ "ক"কারকে বিষয় করে। যেহেতু এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা যাহা দেখা যায়, সেই সকলই কাম অর্থাৎ পরমেশ্বরের কামনা হইতে উৎপন্ন। এইজন্যই কাম শব্দ দ্বারা "ক"কার গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং "ক"হইতেই সেই সেই পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। যে সাধক এই "ক"কারের তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি অভীষ্টলাভ করেন। ইহার দ্বারা "ক"কার বীজ উদ্ধৃত হইল।

সবিতুর্বরেণ্যমিতি ষূঙ্ প্রাণিপ্রসবে সবিতা প্রাণিনঃ সূতে প্রসূতে শক্তিম্। সূতে ত্রিপুরা শক্তিরাদ্যেয়ং ত্রিপুরা পরমেশ্বরী মহাকুণ্ডলিনী দেবী। জাতবেদসমণ্ডলং যোঽধীতে সর্বং ব্যাপ্যতে। ত্রিকোণশক্তিরেকারেণ মহাভাগেন প্রসূতে। তস্মাদেকার এব গৃহ্যতে বরেণ্যং শ্রেষ্ঠং ভজনীয়মক্ষরং নমস্কার্যাম্। তস্মাদ্বরেণ্যমেকারাক্ষরং গৃহ্যত ইতি ব এবং বেদ।

ব্যাখ্যা। [ইদানীং "এ"কারং উদ্ধরতি] তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যমিতি [ইতি মন্ত্রঃ ব্যাখ্যায়তে] ষূ ঞ্ প্রাণিপ্রসবে (ষূধাতোরর্থঃ প্রাণিপ্রসবঃ) সবিতা (জগৎপ্রসবিতা পরমাত্মা) প্রাণিনঃ (জীবান্) সূতে (উৎপাদয়তি, তৎতদুপাধ্যনুপ্রবেশেন জীবরূপেণ আত্মানং প্রকাশয়তি) শক্তিং (মায়ারূপিণীং ত্রিপুরাদেবীং) প্রসূতে (প্রকাশং নয়তি) আদ্যা (আদিভূতা) ইয়ং ত্রিপুরাশক্তিঃ (দৃশ্যরূপেণ পরিণমমানা ইয়ং ত্রিপুরাখ্যা মহামায়া) পরমেশ্বরী (পরমৈশ্বর্য্যশালিনী) দেবী (প্রকাশাত্মকপরমাত্মাধ্যাসাৎ দীপ্তিশালিনী) মহাকুণ্ডলিনী (মূলাধারস্থিতকুণ্ডলিনীরূপা) জাতবেদসমণ্ডলং (সূর্য্যমণ্ডলং) সূতে (প্রকাশয়তি জনয়তি বা) যোঽধীতে সর্ব্বং ব্যাপ্যতে (এতৎ য পঠতি তেন সর্ব্বঃ লভ্যতে) ত্রিকোণশক্তিঃ (ত্রিপুরাখ্যা মহামায়া) মহাভাগেন (পরমৈশ্বর্য্যযুক্তেন) একারেণ (বরেণ্যপদস্থেন-একারবীজেন) প্রসূতে (জগৎ জনয়তি)। তস্মাৎ (একারেণ জগতঃ উৎপাদকত্বাৎ) একারঃ ("এ" এতদাত্মকবীজমন্ত্রঃ) গৃহ্যতে। বরেণ্যং, [ইত্যস্য অর্থমাহ] শ্রেষ্ঠং, [তদেব স্পষ্টয়তি] ভজনীয়ং (সেবনীয়ং) অক্ষরং (বর্ণঃ, নিত্য আত্মা বা) নমস্কার্য্যং (পূজ্যং) তস্মাৎ (একারস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ পূজ্যত্বাচ্চ বরেণ্যমেকারাক্ষরং গৃহ্যতে (বরেণ্যমিতিপদেন "এ"কার ইতি বীজং গৃহ্যতে)॥

অনুবাদ। "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণ ব্যাখ্যাত হইতেছে। "ষূ ঞ্" ধাতুর অর্থ প্রাণিপ্রসব। জগৎপ্রসবিতা পরমাত্মা প্রাণিগণের প্রসব করেন, অর্থাৎ তৎতৎ বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্নরূপে সেই সেই বুদ্ধিতে স্বয়ং প্রবেশ করিয়া জীবনামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি মায়াশক্তিকেও প্রসব করেন অর্থাৎ আত্মসংযোগেই মহামায়া জগৎ প্রসবরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। এই আদ্যাশক্তি-রূপিণী পরমেশ্বরী মূলাধারস্থিত মহাকুণ্ডলিনী ত্রিপুরাদেবী সূর্য্যমণ্ডল প্রসব করেন। যিনি ইহা অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারেন। ত্রিকোণশক্তিরূপিণী ত্রিপুরাদেবী পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত "এ"কারদ্বারা জগৎ উৎপাদন করেন। এইজন্য "বরেণ্য"শব্দের "এ"কারই গৃহীত হইতেছে। বরেণ্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ভজনীয়, নমস্কার্য্য অক্ষর। এইজন্য বরেণ্য শব্দে "এ"কার অক্ষর গৃহীত হইল। যিনি ইহা জানেন, তিনি অভীষ্টফল লাভ করেন। ইহার দ্বারা "এ" এই বীজ উদ্ধৃত হইল।

ভর্গো দেবস্য ধীমহীত্যেবং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ধকারো ধারণা। ধিয়ৈব ধার্য্যতে ভগবান্ পরমেশ্বরঃ। ভর্গো দেবো মধ্যবর্ত্তি তুরীয়মক্ষরং সাক্ষাত্তুরীয়ং সর্ব্বং সর্ব্বান্তর্ভূতম্। তুরীয়াক্ষরমীকারং পদানাং মধ্যবর্ত্তীত্যেবং ব্যাখ্যাতং ভর্গোরূপং ব্যাচক্ষতে। তস্মাদ্ভর্গো দেবস্য ধীমহীত্যেবমীকারাক্ষরং গৃহ্যতে।

ব্যাখ্যা। ভর্গো দেবস্য ধীমহি ইত্যেবং (ভর্গ ইত্যাদি-মন্ত্রাংশং) ব্যাখ্যাস্যামঃ, ধকারঃ ধারণা (ধবর্ণস্য অর্থঃ ধারণা) ধিয়া এব (বুদ্ধ্যা এব) ভগবান্ (পরমৈশ্বর্য্যশক্তিযুক্তঃ) পরমেশ্বরঃ (পরমাত্মা) ধার্য্যতে (গৃহ্যতে, সাক্ষাৎ ক্রিয়তে)। ভর্গঃ দেবঃ (দ্যোতনাত্মকঃ পরমাত্মপ্রকাশঃ) মধ্যবর্ত্তি (সর্ব্বস্মিন্ অনুগতং) তুরীয়ং (বিশ্ববিরাটবস্থাতীতং নিরুপহিতস্বরূপং) অক্ষরং (নিত্যং), সাক্ষাৎ তুরীয়ং (প্রত্যক্ষাত্মকং নিরুপহিতচৈতন্যং) সর্ব্বং (সর্ব্বাধিষ্ঠানতয়া স্থিতং) [অতএব] সর্ব্বান্তর্ভূতং (সর্ব্বপ্রপঞ্চেষু অধিষ্ঠানতয়া অনুগতং) তুরীয়ং অক্ষরং (অকারাদিক্রমেণ চতুর্থং বর্ণং) ঈকারং ("ঈ" এতৎ স্বরূপং বীজং) পদানাং (বর্ণানাং) মধ্যবর্ত্তি (মধ্যগতং)। ইত্যেবং (অনেনরূপেণ) [নিরুপহিতচৈতন্যরূপ ভর্গাত্মক ব্রহ্মতেজসঃ ঈকারস্য চ তুরীয়ত্বাদিধর্ম্মসাম্যাৎ ভর্গঃশব্দেন

"ঈ"কারাত্মকং বীজং গৃহ্যতে ইত্যর্থঃ] ব্যাখ্যাতং (ব্যাকৃতং) ভর্গোরূপং (পরমাত্মতেজঃস্বরূপং) ব্যাচক্ষতে (ব্যাকুর্ব্বন্তি) তস্মাৎ (ভর্গস্য ঈকারাস্য চ তুরীয়ত্বাদিসাম্যাৎ) ভর্গোদেবস্য ধীমহি ইত্যেবং (ভর্গ ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ) ঈকারাক্ষরং ("ঈ" ইত্যেব্যং বীজং) গৃহ্যতে।

অনুবাদ। "ভর্গোদেবস্য ধীমহি" এই মন্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছি। "ধ" এই বর্ণের অর্থ ধারণাত্মিকা বুদ্ধি, ভগবান্ পরমেশ্বর ধারণাবুদ্ধির দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকেন, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারাই তাঁহাকে সাক্ষাৎ করা যায়। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এই ব্যষ্টি এবং বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, পরমেশ্বর এই সমষ্টিরূপ অবস্থাত্রয়ের অতীত সর্ব্বানুস্যূত নিরুপাধিক চৈতন্যই ভর্গোদেব শব্দে উক্ত হয়। এই তুরীয় চৈতন্য অবিনাশী। প্রত্যক্ষাত্মক এই চৈতন্যজ্যোতিঃ অধিষ্ঠানরূপে সর্ব্বানুস্যূত ও সর্ব্বানুগত। অকারাদিক্রমে চতুর্থবর্ণ ঈকার বর্ণগণের মধ্যবর্ত্তী, ইহা দ্বারাই ভর্গঃ স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইজন্যই "ভর্গঃ দেবস্য" এই শব্দের দ্বারা "ঈ"কার এই বীজ গৃহীত হইল।

মহীতাস্য ব্যাখ্যানং মহত্ত্বং জড়ত্বং কাঠিন্যং বিদ্যতে যস্মিন্নক্ষতেরেতন্মহি লকারঃ পরং ধাম। কাঠিন্যাঢ্যং সসাগরং সপর্বতং সসপ্তদ্বীপং সকাননমুজ্জ্বলদ্রূপং মণ্ডলমেবোক্তং লকারেণ। পৃথ্বী দেবী মহীত্যনেন ব্যাচক্ষতে। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। পরমাত্মা সদাশিব আদিভূতঃ পরঃ। স্থাণুভূতেন লকারেণ জ্যোতির্লিঙ্গমাত্মানং ধিয়ো বুদ্ধয়ঃ পরে বস্থানি ধ্যানেচ্ছারহিতে নির্বিকল্পকে প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েদিত্যুচ্চারণরহিতং চেতসৈব চিন্তয়িত্বা ভাবয়েদিতি। পরোরজসে সাবদোমিতি তদবসানে পরংজ্যোতিরমলং হৃদি দৈবতং চৈতন্যং চিল্লিঙ্গং হৃদয়াগারবাসিনী হৃল্লেখেত্যাদিনা স্পষ্টং বাগ্ভবকূটং পঞ্চাক্ষরং পঞ্চভূতজনকং পঞ্চকলাময়ং ব্যাপঠ্যত ইতি। য এবং বেদ।

ব্যাখ্যা। [লকারবীজং সংগৃহ্লাতি] মহীতাস্য (ধীমহীতি মহিভাগস্য) ব্যাখ্যানং (ব্যাকরণং) মহত্ত্বং (শ্রেষ্ঠত্বং) জড়ত্বং (অচেতনভাবঃ) কাঠিন্যং (কঠিনতা) [এতৎসর্ব্বং পৃথিবীলক্ষণং] বিদ্যতে (বর্ত্ততে) যস্মিন্, অক্ষতেঃ (অবিনাশাৎ) এতৎ মহি (তৎপৃথিবীরূপং মহিশব্দবাচ্যং) [হ্রস্বদীর্ঘোকারয়ো-

ক্তেদাদিয়ং ব্যাখ্যানং মন্তব্যম্] লকারঃ (লকাররূপং বীজম্) পরং ধাম (প্রকৃষ্টং জ্যোতিঃ)। কাঠিন্যাঢ্যং (কঠিনতাযুক্তং) সসাগরং (সমুদ্রযুক্তং) সপর্ব্বতং (অদ্রিসহিত সসপ্তদ্বীপং (জম্বুপ্লক্ষাদিদ্বীপান্বিতং) সকাননং (সবনং) উজ্জ্বলরূপং (উজ্জ্বলরূপযুক্তং) মণ্ডলং (ভূমণ্ডলং) এব, উক্তং (অভিহিতং) লকারেণ (লকাররূপপৃথ্বীবীজেন)। পৃথ্বীদেবী (পৃথিবী-দেবতা) মহীত্যনেন (মহীতিশব্দেন) ব্যাচক্ষতে (ব্যাখ্যায়তে)। ধিয়ো য়ো ন প্রচোদয়াৎ [ইত্যস্য অর্থমাহ] পরঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ, অবাধিতস্বরূপঃ) আদিভূতঃ (সর্ব্বাদৌ বিদ্যমানঃ, অনাদিঃ) সদাশিবঃ (নিত্যসুখরূপঃ) পরমাত্মা (ব্রহ্ম, ভর্গশব্দবাচ্যঃ) স্বানুভূতেন লকারেণ (কাঠিন্যগুণযুক্তেন লকারবাচ্যেন পৃথিবী-স্বরূপেণ) জ্যোতির্লিঙ্গম্ আত্মানং (চৈতন্যজ্যোতীরূপম্ জীবাত্মকং আভাসচৈতন্যং) [তদযুক্তা ইত্যর্থঃ] ধিয়ঃ [ইত্যস্য অর্থমাহ] বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধীরিত্যর্থঃ) [আভাসচৈতন্যোদ্ভাসিতাঃ বুদ্ধিবৃত্তীরিত্যর্থঃ] ধ্যানেচ্ছারহিতে (ভাবনোভিলাষাদিশূন্যে) নির্ব্বিকল্পকে (ধর্ম্মসংসর্গাদিরহিতে) পরে বস্তুনি (সর্ব্বোৎকৃষ্টে পরমাত্মনি) প্রচোদয়াৎ [ইত্যস্য অর্থমাহ] প্রেরয়েৎ (নিযো-জয়েৎ)। ইতি (এবংরূপং) উচ্চারণরহিতং (শব্দোচ্চারণ-শূন্যং) চেতসৈব (মনসতিচ) চিন্তয়িত্বা (আত্মাকারাং বৃত্তিধারাং কৃত্বা) বিভাবয়েৎ (ধ্যায়েৎ) ইতি। পরোরজসে সাবদোম্ ইতি [ইতি মন্ত্রাংশঃ ব্যাখ্যায়তে ইত্যর্থঃ] তদবসানে

(তস্থানস্থরং) অমলং (অবিদ্যাদ্যুপধিশূন্যং) পরংজ্যোতিঃ (প্রকৃষ্টপ্রকাশস্বরূপং) হৃদি (অন্তঃকরণে) দৈবতং (দ্যুতিশীলং) চৈতন্যং (জ্ঞানাত্মকং) [যৎ] চিল্লিঙ্গং (জ্ঞানস্বরূপং শিবরূপং) [তদভিন্না, তেন তাদাত্ম্যাপন্না ইত্যর্থঃ] হৃদয়াগারবাসিনী (অন্তঃকরণরূপগৃহাধিষ্ঠাত্রী) হৃল্লেখা ইত্যাদিনা (হৃল্লেখানাম্না হ্রীঁ ইত্যেবরূপেণ) স্পষ্টং (বিখ্যাতা), [এতেন] বাগ্ভবকূটং (ক এ ঈ ল হ্রীঁ ইতিমন্ত্রঃ) পঞ্চাক্ষরং (বর্ণপঞ্চাত্মকং) পঞ্চভূতজনকং (ক্ষিত্যাদিভূতপঞ্চকজনকং) পঞ্চকলাময়ং (অংশপঞ্চকযুক্তং) ব্যাপঠ্যতে (বিশেষেণ আম্নায়তে) ইতি। য এবং বেদ (ইতি পূর্ব্ববৎ)।

অনুবাদ। ধীমহি এই মন্ত্রাংশের "মহি" শব্দের ব্যাখ্যা কথিত হইতেছে। মহ শব্দের অর্থ মহত্ত্ব, জড়ত্ব, কঠিনতা এইসকল পৃথিবীর গুণ, এই সকল যাহাতে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, তাহাই মহি, এই মহিশব্দে পৃথিবীবীজ লকার বুঝায়। ইহা প্রকৃত স্থান (অথবা জ্যাতিঃ)। (হ্রস্বই ও দীর্ঘ ঈকারের অভেদ করিয়া এই ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে।) কাঠিন্যযুক্ত সসাগর পর্ব্বতমালাবিরাজিত জম্বুপ্রভৃতি সপ্তদ্বীপযুক্ত কাননরাজিশোভিত এই

উজ্জলরূপ ভূমণ্ডল "ল" এই শব্দদ্বারা কথিত হয়। পৃথিবীদেবীই মহী এই শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যাত হন। "ধিয়ো য়োন প্রচোদয়াৎ" এই অংশের ব্যাখ্যা কথিত হইতেছে। "যঃ" শব্দদ্বারা উল্লিখিত ভর্গোরূপ পরমাত্মা সর্ব্বদা সুখস্বরূপ, সকলে প্রপঞ্চের আদিতে বিদ্যমান ও সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। স্থাণু অর্থাৎ কঠিনরূপ "ল"কারাত্মক পৃথিবীর পরিণাম জড়বুদ্ধিতে প্রতি-বিম্বিত জ্যোতির্লিঙ্গরূপ আত্মার আভাস অর্থাৎ তাদাত্ম্যাধ্যান প্রাপ্ত হইয়া চেতায়মানা যে বুদ্ধি ও তাহার বৃত্তিসমূহকে ধ্যান ইচ্ছা প্রভৃতি শূন্য ধর্ম্ম সংসর্গাদিশূন্য নির্ব্বিকল্পক পরমাত্মাতে সেই ভর্গোদেব প্রেরণ করুন। শব্দোচ্চারণ না করিয়া কেবল অন্তঃকরণ দ্বারাই এইরূপ চিন্তা করিয়া পরমাত্মার ধ্যান করিবে। "পরোরজসে সাবদোম্" এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা বলা হইতেছে। তদনন্তর নির্ম্মল পরম চৈতন্যময় পরমজ্যোতিঃ হৃদয়ে দ্যুতিশীল পরমাত্মরূপে দীপ্তি পাইতেছে। এই চিন্ময়ীরূপে চৈতন্যাত্মক দেবতাই—হৃদয়গৃহবাসিনী হৃল্লেখা নামে খ্যাত হ্রীঁ-

কার। এইরূপে "ক এ ঈ ল হ্রীঁ" এই বাগ্ভবকূট পরিস্ফুট হইল। এই মন্ত্র পঞ্চাক্ষরবিশিষ্ট, ইহা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের জনক ও পঞ্চকলাময়, এইরূপ বিশেষরূপে পঠিত হইয়াছে। যিনি ইহা জানেন তিনি অভীষ্ট ফললাভ করেন॥

অথ তু পরং কামকলাভূতং কামকূটমাহুঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যমিত্যাদিদ্বাত্রিংশদক্ষরীং পঠিত্বা তদিতি পরমাত্মা সদাশিবোঽক্ষরং বিমলং নিরুপাধিতাদাত্ম্যপ্রতিপাদনেন হকারাক্ষরং শিবরূপং নিরক্ষরমক্ষরং ব্যালিখ্যেত ইতি। তৎপরাগব্যাবৃত্তিমাদায় শক্তিং দর্শয়তি। তৎসবিতুরিতি পূর্বেণাধ্বনা সূর্য্যাধশ্চন্দ্রিকাং ব্যালিখ্য মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রগং সাক্ষিরমদ্বিতীয়মাচক্ষত ইত্যাহ ভগবন্তং দেবং শিবশক্ত্যাত্মকমেবোদিতম্। শিবোঽয়ং পরমং দেবং শক্তিরেষা তু জীবজা। সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্য্যোগাদ্ধংসস্তৎপদমুচ্যতে॥

২। তস্মাদুজ্জৃম্ভতে কামঃ কামাৎ কামঃ পরঃ

শিবঃ। কার্যোঽয়ং কামদেবোঽয়ং বরেণ্যং ভর্গ উচ্যতে॥

৩। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবঃ ক্ষীরং সেচনীয়মক্ষরং সমধুম্নমক্ষরং পরমাত্মজীবাত্মনোর্যোগাত্তদিতি স্পষ্টমক্ষরং তৃতীয়ং হ ইতি তদেব সদাশিব এব নিষ্কল্মষ আদ্যো দেবোঽন্ত্যমক্ষরং ব্যাক্রিয়তে। পরমং পদং ধীতি ধারণং বিন্ততে জড়ত্বধারণং মহীতি লকারঃ শিবাধস্তাত্তু লকারার্থঃ স্পষ্টমন্ত্যমক্ষরং পরমং চৈতন্যং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ পরোরজসে সাবদোমিত্যেবং কূটং কামকলালয়ং ষড়ধ্বপরিবর্ত্তকো বৈষ্ণবং পরমং ধামেতি ভগবাংশ্চৈতস্মাদ্ব এবং বেদ।

ব্যাখ্যা। অথ (অনন্তরং) তু (পুনঃ) পরং (শ্রেষ্ঠং) কামকলাভূতং (কামাংশস্বরূপং) কামকূটং (তদাখ্যমন্ত্রং) আহুঃ (কথয়ন্তি) তৎ...দ্বাত্রিংশদক্ষরীং (দ্বাত্রিংশদক্ষরযুক্তাম্ ঋচং) পঠিত্বা (অধীত্য) ["তৎ"শব্দস্য অর্থমাহ] তদিতি (তৎ ইত্যস্য অর্থঃ) পরমাত্মা, [অন্ত্যেব অর্থমাহ] সদাশিবঃ (নিত্যসুখরূপঃ) অক্ষরং (বিনাশশূন্যং) বিমলং (অবিদ্যাদিদোষশূন্যং) নিরুপাধিতাদাত্ম্যপ্রতিপাদনেন (উপাধিসম্বন্ধশূন্য

তুরীয়চৈতন্যেন সহ অভেদজ্ঞানেন) হকারাক্ষরং ("হ"ইতি বীজং) শিবরূপং (সুখাত্মকপরমাত্মস্বরূপং) নিরক্ষরম্ (আকৃতিশূন্যম্) অক্ষরং (বর্ণঃ) ব্যালিখ্যতে (বিশেষেণ লিখ্যতে)। ইতি [অনেন "হ"কারবীজং সংগৃহীতম্] ["স"কার বীজং সংগৃহ্লাতি] তৎপরাগব্যাবৃত্তিম্ (তৎশব্দবাচ্যাৎ পরমাত্মনঃ হকারাৎ, পরাচঃ জীবস্য, তৎশক্তেরিত্যর্থঃ, অব্যাবৃত্তিম্ অভেদম্) আদায় (গৃহীত্বা) শক্তিং (সকারং) দর্শয়তি। তৎসবিতুরিতি (উক্তমন্ত্রাৎ) পূর্ব্বেণ অধ্বনা (উক্তরীত্যা) সূর্য্যাধঃ (হকারাৎ পরং) চন্দ্রিকাং (চন্দ্রবীজং "স"কারং) ব্যালিখ্য (বিশেষেণ লিখিত্বা) মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রগং (মূলাধারচক্রাৎ মস্তকস্থসহস্রদলরূপপরমাত্মস্থানগামি) সাক্ষরং ("স"বর্ণং) অদ্বিতীয়ং (স্বজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্য ব্রহ্মরূপম্) আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [মুনয়ঃ ইতি শেষঃ] ইত্যাহ (ইতি কথয়তি) [শ্রুতিঃ]। ভগবন্তঃ (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং) দেবং (দ্যুতিরূপং) শিবশক্ত্যাত্মকং (পরমাত্মনঃ মায়য়াশ্চ অভেদাত্মকং) [হকারসকারবীজদ্বয়ং] উদিতং [কথিতং)। অয়ং শিবঃ (হকারাত্মকঃ পরমাত্মা) [তং] পরমং (প্রকৃষ্টং) দেবং (দ্যোতনাত্মকং) [জানীয়াৎ] এষা শক্তিঃ (মায়ারূপ সকারঃ) জীবজাজীবাশ্রিতা। সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগাৎ (সূর্য্য-চন্দ্রাত্মকয়োঃ হকারসকারয়োর্মেলনাৎ) হংসঃ (অজপামন্ত্রঃ) তৎপদম্ (পরমাত্মস্বরূপম্) উচ্যতে (কথ্যতে)। [জীবানাং

প্রতিদিনং ষট্‌শতাধিকৈকবিংশতিসহস্রসংখ্যকঃ অজপামন্ত্রজপঃ ভবতি, তত্র বায়োর্বহির্গমনে শিবাত্মকহকারঃ, অন্তর্গমনে চ শক্ত্যাত্মকঃ সকার উচ্চার্য্যতে, অতঃ হকারসকারৌ শিবশক্ত্যাত্মকৌ সূর্য্যচন্দ্রাত্মকৌ চ উক্তৌ ইতি ভাবঃ] ১।
কারবীজং সংগৃহ্লাতি] তস্মাৎ (সকারাৎ পরং) কামঃ ("ক"কারঃ)। উজ্জৃম্ভতে (প্রকাশতে) ["হ'কারবীজং সংগৃহ্লাতি] কামাৎ (ককারাৎ) কামঃ (কামাত্মকঃ) পরঃ (প্রকৃষ্টঃ) শিব (সুখাত্মকঃ পরমাত্মা, হকার ইত্যর্থঃ] অয়ং কার্ণঃ (অয়ং 'ক"কারবর্ণঃ) কামদেবঃ (কামবাচকতয়া কামদেবেন অভিন্নঃ) [হকারেণ] বরেণ্যং ভর্গঃ (উপাস্যং পরমাত্মতেজঃ) উচ্যতে। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গঃ দেবঃ (তৎসবিতুরিত্যাদিমন্ত্রংলভ্যং) ক্ষীরং (অমৃতাত্মকং) সেবনীয়ং (সেবনযোগ্যং) অক্ষরং (বর্ণঃ) সমধুম্রম্ (মধুম্নেন বিষ্ণুনা পরমাত্মনা অভিধেয়েন তাদাত্ম্যেন বিদ্যমানম্) অক্ষরং (নিত্যং)। পরমাত্মজীবাত্মনোর্যোগাৎ (জীবেশ্বরয়োরভেদাৎ) তদিতি (তৎ ইতি মন্ত্রক্ষরাৎ) স্পষ্টতরম্ (স্ফুটতরম্) অক্ষরং (বর্ণঃ) তুরীয়ং (চতুর্থং) হ ইতি ("হ"কারঃ) তদেব (হকারাক্ষরমেব) সদাশিবঃ (নিত্যসুখাত্মকঃ পরমাত্মা) এব, নিষ্কল্মষঃ (অপাপঃ) আদ্যঃ দেবঃ (আদিভূতঃ পরমাত্মা) অস্থাং (অবিনাশি) অক্ষরং (অপরিণামি) ব্যাক্রিয়তে (ব্যাখ্যায়তে)। (এতেন 'হ'কারবীজং সংগৃহীতম্)।

[লকারবীজং সংগৃহ্লাতি] পরমং পদং (শ্রেষ্ঠপদং) ধীতি (ধীমহি ইতি) [তস্য অর্থমাহ] ধারণং (ধৃতিক্রিয়া) বিদ্যতে, জড়ত্বধারণং (জড়ত্বস্য অচৈতন্যস্য ধৃতিঃ) [অতঃ] মহীতি (ধীমহিশব্দেন) 'ল' কারঃ (ল ইতি বীজম্) [উচ্যতে]। শিবাধস্তাৎ (হকারাৎ পরং) লকারার্থ: (লকারঃ) স্পষ্টং। [অন্তং হ্রীঁ ইতি বীজং সংগৃহ্লাতি] অন্ত্যং (অবসানে বর্ত্তমানং) অক্ষরং (অবিনাশি) পরমং (শ্রেষ্ঠং) চৈতন্যং (জ্ঞানাত্মকঃ পরমাত্মা) ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ পরোরজসে সাবদোম্ (ইত্যনেন হ্রীঁ ইতি মায়াবীজং সংগৃহীতম্) এতেন "হ স ক হ ল হ্রীঁ" ইতি ষড়ক্ষরং কামকলাকূটং সংগৃহীতম্] ইত্যেবং (এবংরূপং) কূটং (মন্ত্রসমূহঃ) কামকলালয়ং (কামকলাখ্যায়া প্রসিদ্ধং) ষড়ধ্বপরিবর্ত্তকঃ (ষড়ক্ষরঃ) বৈষ্ণবং (বিষ্ণোঃ পরমাত্মনঃ সম্বন্ধি) পরমং ধাম (পরমং স্থানম্) এতি (প্রাপ্নোতি) ভগবান্ চ (ঐশ্বর্য্যশালী চ) [ভবতি] যঃ এবং বেদ (য উপাসক এবং জানাতি)।

অনুবাদ—ইহার পর পুনরায় কামকলাভূক্ত কামকূট কথিত হইয়াছে। "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি বত্রিশঅক্ষরযুক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া তৎশব্দবাচ্য পরমাত্মা সদাশিব, তিনি অক্ষয় অর্থাৎ অবিনাশী ও বিমল। উপাধিসম্পর্কশূন্য তুরীয় চৈতন্যের সহিত

জীব ও ঈশ্বরের অভেদ প্রতিপাদন করিবে। তাহাতে শিবরূপ হকার অক্ষর হইবে। এই অক্ষর শিবের স্বরূপ ও আকারহীন। এই অক্ষর লিখিবে। এই-রূপে হকার বীজ সংগৃহীত হইল। পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদ গ্রহণ করিয়া সকাররূপ শক্তিবীজ দেখাইবে। "তৎসবিতুঃ" এই মন্ত্র হইতে পূর্ব্বরীতিতে সূর্য্যাত্মক পরমাত্মার বীজ হকারের পরে শক্ত্যাত্মক চন্দ্রবীজ সকার লিখিবে। তাহাতে হংসরূপ অজপা মন্ত্র সম্পন্ন হইবে। এই বীজ মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ পরমাত্মপর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। এই স অক্ষর অদ্বিতীয় পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। ইহাকে ভগবান্ শিবের স্বরূপ জানিবে। এই শিব ও শক্ত্যাত্মক বীজমন্ত্র কথিত হইল। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে—জীব প্রতিদিন শ্বাস ও প্রশ্বাস দ্বারা ২১০০০ একুশ হাজার ছয় শত অজপা (হংস) মন্ত্র জপ করিয়া থাকে, বায়ুর বহির্গমনকালে উচ্চরিত হকার শিবস্বরূপ এবং বায়ুর অভ্যন্তরগমনকালে উচ্চারিত

সকার শক্তিস্বরূপ। এই হকার ও সকারাত্মক ধ্বনি মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ পরমাত্মার স্থানপর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। এই শিবাত্মক হকারকে পরম দ্যুতিশীল পরমাত্মা জানিবে। সকাররূপ শক্তিতে জীবাশ্রিতা মহামায়া শক্তি বলিয়া বুঝিবে। পরমাত্মরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রাত্মক শক্তির যোগে হংসাত্মক পরমাত্মার স্বরূপ কথিত হয়। এইরূপে "হ" ও "স" এই দুইটী বীজ সংগৃহীত হইল। এই হকারের পরে কামবীজ ককার প্রকাশ পায়। এই কাম ও পরমাত্মা শিব অভিন্ন। এক ককারই কামদেব এবং ইহাই বরেণ্য ভর্গঃ। সেই জগৎপ্রসবিতা পরমাত্মার বরেণ্য ভর্গঃ অমৃতাত্মক ও সেবনযোগ্য অক্ষর, ইহা মধুনামক অসুরের নাশক বিষ্ণুরূপী পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ও অবিনাশী। পরমাত্মা ও জীবাত্মার তাদাত্ম্যরূপ যোগবশতঃ তৎশব্দে স্পষ্ট চতুর্থ হকার অক্ষর স্ফুটভাবে কথিত হইয়াছে। ইহা সদাশিবের স্বরূপ, ইহা নিষ্পাপ, আদিভূত,

দ্যুতিশীল, অন্তে অবস্থানশীল ও অবিনাশী। এই-রূপে "হ"কার অক্ষর ব্যাখ্যাত হইল। ধী এইটী শ্রেষ্ঠপদ। ইহার অর্থ ধারণ, মহী অর্থাৎ পৃথিবীতে জড়ত্বের অর্থাৎ অচেতনত্বের ধারণ আছে, এইজন্য মহীশব্দে "ল"কার কথিত হয়। শিব অর্থাৎ হকারের পর এই "ল"কাররূপ অর্থ স্পষ্ট। ইহা অন্ত্য অক্ষর, ইহা পরমচৈতন্যস্বরূপ। "ধিয়ো-য়ো নঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা মায়াবীজ "হ্রীঁ" উক্ত হইয়াছে। এই মন্ত্র কামকলাকুট বলিয়া কথিত হয়। এই মন্ত্র ছয় অক্ষরবিশিষ্ট, যিনি ইহা জানেন, তিনি বিষ্ণুর পরমধাম ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। ইহা দ্বারা হ স ক হ ল হ্রীঁ এই ষড়ক্ষর কামকলাকুট উক্ত হইল।

অথৈতস্মাদপরং তৃতীয়ং শক্তিকূটং প্রতিপদ্যতে। দ্বাত্রিংশদক্ষর্য্যা গায়ত্র্যা তৎসবিতুর্বরেণ্যং তস্মাদাত্মন আকাশ আকাশাদ্বায়ুঃ স্ফুরতে তদধীনং বরেণ্যং সমুদীয়মানং সবিতুর্বা যোগ্যো জীবাত্মপরমাত্মসমুদ্ভ-বস্তং প্রকাশশক্তিরূপং জীবাক্ষরং স্পষ্টমাপদ্যতে।

ভর্গো দেবস্য ধীতানেনাধাররূপশিবাত্মাক্ষরং গণ্যতে। মহীত্যাদিনাশেষং কাম্যং রমণীয়ং দৃশ্যং কাম্যং রমণীয়ং শক্তিকূটং স্পষ্টীকৃতমিতি। এবং পঞ্চদশাক্ষরং ত্রৈপুরং যোহধীতে স সর্বান্‌কামানবাপ্নোতি। স সর্বান্ ভোগানবাপ্নোতি। স সর্বাংল্লোকাঞ্জয়তি। স সর্বা বাচো বিজৃম্ভয়তি। স রুদ্রত্বং প্রাপ্নোতি। স বৈষ্ণবং ধাম ভিত্বা পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। য এবং বেদ।

ব্যাখ্যা। অথ (প্রতিজ্ঞাসূচকমব্যয়ম্) এতস্মাৎ পরং (কামকূটমন্ত্রকথনাৎ পরং) তৃতীয়ং, শক্তিকূটং (শক্তিকূট-নামকমন্ত্রং) প্রতিপাদ্যতে (জ্ঞাপ্যতে)। দ্বাত্রিংশদক্ষর্য্যাঃ (দ্বাত্রিংশসংখ্যাবিশিষ্টায়াঃ) গায়ত্র্যাঃ [সাবদোম্ পর্যান্তায়াঃ] তৎসবিতুর্বরেণ্যং [ইতিমন্ত্রেণ আত্মা উচ্যতে] তস্মাৎ আত্মনঃ, আকাশঃ [সম্ভূতঃ] আকাশাৎ (আকাশরূপেণ অবস্থিতাৎ পরমাত্মনঃ) বায়ুঃ (পবনঃ) স্ফূরতে (সম্ভবতি) তদধীনং (আকাশাকারণপরমাত্মাধীনং) বরেণ্যং সমুদীয়মাম্ (উদয়শীলং পরমাত্মতেজঃ, ভর্গ ইতি যাবৎ) সবিতুঃ বা (জগৎপ্রসবিতুঃ পরমাত্মনো বা) যোগাঃ (অর্হঃ) জীবাত্মপরমাত্মসমুদ্ভবঃ (জীবাত্মনঃ পরমাত্মনঃ চ শক্তিঃ) তং (জীবাত্মপরমাত্মসমুদ্ভবং)

প্রকাশশক্তিরূপং (কার্য্যোন্মুখমহামায়াশক্তিস্বরূপং) জীবাক্ষরং (বীজবর্ণঃ সকারঃ) স্পষ্টম্ (স্ফুটম্) আপদ্যতে (ভবতি) [এতেন "সকারবীজং সংগৃহীতম্]। ভর্গোদেবস্য ধী ইত্যনেন। আধাররূপশিবাত্মাক্ষরং (কামনাপূর্ব্বকস্বপদাধিষ্ঠানভূতশিবাত্মকম্ অক্ষরং ককাররূপং) গণ্যতে (সংখ্যায়তে)। [এতেন "ক"কারবীজং সংগৃহীতম্] "মহী" ইত্যনেন [পৃথিবীবীজং "ল"কারঃ উচ্যতে। অশেষং (সকলং) কাম্যং (কামনীয়ং) রমণীয়ং (বিচিত্রতয়া মনোহরং) দৃশ্যং (প্রপঞ্চজাতং) [যতঃ মহামায়াজন্যং অতঃ পরোরজসে ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ মায়াবীজং হ্রীঁ ইতি মন্ত্রঃ সংগৃহীতঃ] [ততশ্চ) কাম্যং, রমণীয়ং শক্তিকুটং (স ক ল হ্রীঁ ইত্যেবংভূতং) স্পষ্টীকৃতং (পরিস্ফুটমুক্তম্) এবং (উক্তরূপেণ) পঞ্চদশাক্ষরং (ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ সকল হ্রীঁ ইত্যেবং পঞ্চদশাক্ষরযুক্তং) ত্রৈপুরং (ত্রিপুরাসুন্দর্য্যাভিধায়কং মন্ত্রং) [ইতঃপরং যঃ এবং বেদ ইত্যন্তং স্পষ্টম্]॥

অনুবাদ। ইহার পর তৃতীয় শক্তিকূট প্রতিপাদিত হইতেছে। পরোরজসেসাবদোম্‌-পর্য্যন্ত দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরবিশিষ্ট গায়ত্রী মন্ত্রের "তৎসবিতুর্বরেণ্যং" এই অংশ দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ অভিহিত হইয়াছে, এই পরমাত্মা হইতে আকাশ

ও আকাশ হইতে বায়ুর প্রকাশ হইয়াছে। সেই পরমাত্মার অধীন বরেণ্য ভর্গঃ, তাহা জগৎপ্রসবিতা পরমাত্মার তেজঃস্বরূপ ঐ পরমাত্মার শক্তি হইতেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভাগ হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রকাশশক্তিরূপ 'স'কার শক্তিবীজ স্পষ্ট হইয়াছে। "ভর্গোদেবস্য ধী" এই অংশ দ্বারা প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানরূপ কামনাপূর্ব্বক জগৎস্রষ্টা শিবাত্মক "ক"কার রূপ বীজ গণনীয় হইয়াছে। "মহি" এই অংশ দ্বারা পূর্ব্ব রীতিতে "ল"কার বীজ সংগৃহীত হইয়াছে। কামনার বিষয় রমণীয় দৃশ্য প্রপঞ্চ মহামায়ার পরিণাম, এই-জন্য প্রপঞ্চবাচক শেষ মন্ত্রাংশ হইতে হ্রীঁ এই মায়া-বীজ সংগৃহীত হইয়াছে। কমনীয় ও অতি মনো-হর—এই বীজ এইরূপে স্পষ্টীকৃত হইল। ইহার দ্বারা স ক ল হ্রীঁ এই শক্তিকূট সংগৃহীত হইল। ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ এই পঞ্চদশ অক্ষরযুক্ত ত্রিপুরাসুন্দরীমন্ত্র যিনি অধ্যয়ন করেন তিনি সকল অভিলষিত বস্তু লাভ করেন। তিনি সকল

ভোগপ্রাপ্ত হন। তিনি সকল লোক জয় করেন। সকল প্রকার বাক্যের প্রকাশ করেন। তিনি রুদ্রত্ব লাভ করেন, তিনি বৈষ্ণবধাম ভেদ করিয়া পরব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি ইহা জানেন তিনি পূর্ব্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহার নাম কামরাজবিদ্যা।

ইত্যাস্থাং বিদ্যামভিধার্যোতস্যাঃ শক্তিকূটং শক্তিশিবাদ্যং লোপামুদ্রেয়ম্। দ্বিতীয়ে ধামনি পূর্ব্বৈব মন্থনা বিন্দুহীনা শক্তিভূতহৃল্লেখা ক্রোধমুনিনাধিষ্ঠিতা। তৃতীয়ে ধামনি পূর্ব্বস্থা এব বিদ্যায়া যদ্বাগ্ভবকূটং তেনৈব মানবীং চান্দ্রীং কৌবেরীং বিদ্যামাচক্ষতে। মদনাধঃ শিবং বাগভবম্। তদূর্দ্ধং কামকলাময়ম্। শক্ত্যূর্দ্ধং শক্তিমিতি মানবী বিদ্যা। চতুর্থে ধামনি শিবশক্ত্যাখ্যং বাগভবম্। তদেবাধঃ শিবশক্ত্যাখ্যমন্ত্যতৃতীয়ং চেত্থং চান্দ্রী বিদ্যা। পঞ্চমে ধামনি ধ্যেয়েত্থং চান্দ্রী কামাধঃ শিবাদ্যকামা। সৈব কৌবেরী ষষ্ঠে ধামনি ব্যাচক্ষত ইতি। ষ এবং বেদ। হিম্বেকারং তুরীয়স্বরং

সর্বাদৌ সূর্য্যাচন্দ্রমস্কেন কামেশ্চর্যো বাগন্ত্যসংজ্ঞা। সপ্তমে ধামনি তৃতীয়মেতস্যা এব পূর্ব্বোক্তায়াঃ কামাদ্যং দ্বিধাধঃ কং মদনকলাদ্যং শক্তিবীজং বাগভবাদ্যং তয়োরধাবশিরস্কং কৃত্বা নন্দিবিদ্যেয়ম্। অষ্টমে ধামনি বাগ্‌ভবমাগন্ত্যং বাগর্থকলাময়ং কামকলাভিধং সকলাময়াশক্তিঃ প্রভাকরী বিদ্যেয়ম্। নবমে ধামনি পুনরাগন্ত্যং বাগ্‌ভবং শক্তিমন্মথশিবশক্তিমন্মথোবী· মায়াকামকলালয়ং চন্দ্রসূর্যানঙ্গধূর্জ্জটিমহিমালয়ং তৃতীয়ং ষন্মুখীয়ং বিদ্যা। দশমে ধামনি বিদ্যাপ্রকাশিতয়া ভূয় এবাগন্ত্যাবিদ্যাং পঠিত্বা ভূয় এবেনামন্ত্যানায়াং পরমশিববিদ্যেয়মেকাদশে ধামনি ভূয় এবাগন্ত্যং পঠিত্বা এতস্যা এব বাগ্‌ভবং ষদ্ধনজং কামকলালয়ং চ তৎসহজং কৃত্বা লোপামুদ্রায়াঃ শক্তিকূটরাজং পঠিত্বা বৈষ্ণবী বিদ্যা দ্বাদশে ধামনি ব্যাচক্ষত ইতি। য এবং বেদ।

ব্যাখ্যা। ইত্যান্তাং বিদ্যাং (পূর্ব্বোক্তরূপাং কামরাজবিদ্যাখ্যাং শ্রীবিদ্যাম্) অভিধায় (উক্ত্বা) এতস্যাঃ (ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক ল হ্রীঁ সকল হ্রীঁ ইত্যেবংরূপায়াঃ) শক্তিকূটং

(পূর্ব্বোক্তং। সকল হ্রীঁ ইত্যেবংরূপং) শক্তিশিবাদ্যঃ (শক্তিঃ সকারঃ, শিবঃ হকারঃ, সকারঃ অকারান্তং কৃত্বেত্যর্থঃ) [আদৌ ক এ বর্ণয়োঃ স্থানে সকারং হকারং চ দত্ত্বেত্যর্থঃ] [পঠিতে সতি] ইয়ং (এষা বিদ্যা) লোপামুদ্রা (লোপামুদ্রানাম্না খ্যাতা) [ভবতীতি শেষঃ] দ্বিতীয় ধামনি (দ্বিতীয়মন্ত্ররূপে) পূর্ব্বেণৈব-মনুনা (পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ) বিন্দুহীনা ইতি নাদাখ্যবিন্দুনা রহিতা) শক্তিভূতহৃল্লেখা (বিভক্ত 'হ রী' ইত্যেবংরূপা) [ক এ ঈ ল হ্রী হ স ক হ ল হ রী সকল হ্রী ইত্যেবংরূপা বিদ্যা] ক্রোধমুনিনা (দুর্ব্বাসসা) অধিষ্ঠিতা (আরাধিতা)। তৃতীয়ে ধামনি, পূর্ব্বস্যাএব বিদ্যায়াঃ, যদ্বাগ্‌ভবকূটং (ক এ ঈ ল হ্রীঁ ইত্যেবং রূপো মন্ত্রঃ) তেনৈব (বাগ্‌ভবকুটেনৈব) মানবীং (মনুনা আরাধিতাং) চান্দ্রীং (চন্দ্রেন সেবিতাং) কৌবেরীং (কুবেরেণ পুজিতাং) বিদ্যাম্ (মন্ত্রম্) আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [তদ্বিদঃ]। [ইদানীং মানব্যাদিবিদ্যাস্বরূপং কথ্যতে] মদনাধঃ (মদনঃকামঃ, ককারঃ ইতি যাবৎ তস্য অধঃ পশ্চাৎ) শিবং (হকারং) [ততঃ] বাগ্‌ভবং (পূর্ব্বোক্ত বাগ্‌ভবকূটং) [ততঃ] কামকলাময়ং (পূর্ব্বোক্তকামকলাকুটং) শক্ত্যূর্দ্ধং (শক্তিঃ সকারঃ, ততঃপরং) শক্তিং (শক্তিকূটং) [ভাগ্-ভাবাদিভাগত্রয়ে পূর্ব্বোক্তবিশেষিতবাগ ভকূটশেষংস্থাপয়ে-দিত্যর্থঃ। ততশ্চ ক হ এ ঈ ল হ্রীঁ হ ক এ ঈ ল হ্রীঁ স ক এ ঈ ল হ্রী ইত্যেবংরূপা) মানবী বিদ্যা (মনুনা উপাসিতা

ত্রৈপুরী বিদ্যা। চতুর্থধামনি, শিবশক্ত্যাখ্যং বাগ্ভবং (সকারহকরাদিকামরাজবিদ্যায়াঃ বাগ্ভবকূটং অস্যাঃ বাগ্ভবং) তদধঃ (বাগ্ভবকূটমেবশক্তিকূটং, অন্ত্যং তৃতীয়ং (পরং তৃতীয় স্থানং)। [তৎশ্চ স হ ক এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক হ এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক এ ঈ ল হ্রীঁ ইত্যেবংরূপা] চান্দ্রী (চন্দ্রেণ আরাধিতা) বিদ্যা (ত্রৈপুরীবিদ্যা)। পঞ্চমে ধামনি, ধ্যেয়া (চিন্তনীয়া) ইয়ং, চান্দ্রী (চন্দ্রবিদ্যা, সকারঃ) কামাধঃ (কামস্য ককারস্য পূর্ব্বং) শিবাদ্যকামা (শিবঃ হকারঃ আদ্যঃ, কামশ্চ ককারঃ পরং যস্যাঃ তাদৃশী) ['হ স ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক এ ঈ ল হ্রীঁ ইত্যেবংরূপা বিদ্যা] সা এব (পূর্ব্বোক্তরূপা বিদ্যা এব) কৌবেরী (কুবেরেণ উপাসিতা)। ষষ্ঠে ধামনি ব্যাচক্ষতে, য এবং বেদ (য উপাসকঃ বক্ষ্যমাণপ্রকারাং দ্বিতীয়লোপামুদ্রা-বিদ্যাং জানাতি) [স অভীষ্টফলং লভতে] তুরীয়স্বরং (চতুর্থস্বরং) ঈকারং (কামরাজকূটশক্তিকূটয়োঃ ঈকারং) হিত্বা (পরিত্যজ্য) সর্ব্বাদৌ (সর্ব্বয়োঃ, অনয়োঃস্বয়োঃ আদৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌক্ষেন (সূর্য্যঃ হকারঃ, চন্দ্রমাঃ সকারঃ, তাভ্যাং সংযুজ্য) [ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স হ স ক ল হ্রীঁ ইত্যেবংরূপা) কামেশ্বরী এব (কামপ্রদানকারিণী এব) বাক্ (বিদ্যা) অগস্ত্যসংজ্ঞা (অগস্ত্যেন আরাধিততয়া অগস্ত্যনাম্না প্রসিদ্ধা) [ইয়ং দ্বিতীয়লোপামুদ্রা বিদ্যা উচ্যতে]।

সপ্তমে ধামনি, তৃতীয়ং (শক্তিকূটস্থানং) পূর্বস্যাঃ এতস্যা এব (পূর্ব্বোক্তশক্তিকূটতুল্যমেব) কামাদ্যং হিত্বা (বাগ্‌ভবে কামবীজং ককারং পরিত্যজ্য) [চন্দ্রং দদ্যাৎ] [শক্তিকূটে] অধঃ কং [ককারাৎ পূর্ব্বং] মদনকলাদ্যং (ককারাদাদৌ) শক্তিবীজং (সকারং) বাগ্‌ভবাদ্যং (বাগ্‌ভবে আদৌ দত্তং সকারং সংস্থাপ্য) তয়োরাবশিবশ্বং কৃত্বা, [স এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ ইত্যেবংরূপা] ইয়ং [বিদ্যা] নন্দিবিদ্যা (নন্দিনা আরাধিতা) । অষ্টমে ধামনি, বাগ্‌ভবং (পূর্ব্বোক্তং বাগ্‌ভবকূটং) আগস্ত্যং (দ্বিতীয়লোপামুদ্রা) কামকলাভিধং (কামকলাকূটং) বাগর্থকলাময়ং (স হ ক ল হ্রীঁ ইত্যেবং বর্ণযুতং) [অন্তং শক্তিকূটং] সকল মায়াশক্তি (স হ ক স ক ল হ্রীঁ) [ক এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক ল হ্রীঁ ক্‌ ল হ্রীঁ ইত্যেবংরূপা বিদ্যা) প্রাভাকরী (প্রভাকরেণ সূর্য্যেণ উপাসিতা) নবমে ধামনি, পুনরাগস্ত্যং (দ্বিতীয়ালোপামুদ্রা) বাগ্‌ভবং (বাগ্‌ভবকূটং) শক্তিমন্মথশিবশক্তিমন্মথোর্ব্বীমায়া কামকলাময়ং (শক্তিঃ সকারঃ, মন্মথঃ ককারঃ, শিবঃ হকারঃ, শক্তিঃ সকারঃ, মন্মথ ককারঃ, উর্ব্বী লকারঃ, মায়া হ্রীঁ কাম-কলাময়ং (কামরাজকূটং) তৃতীয়ং (শক্তিকূটং (চন্দ্রসূর্য্যানঙ্গ-ধূর্জ্জটিমহিমাময়ং (চন্দ্রঃ সকারঃ, সূর্য্য হকারঃ, অনঙ্গঃ ককারঃ, ধূর্জ্জটিঃ হকারঃ) যন্মুখী (ষট্‌কূটা) । [ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স হ স ক ল হ্রীঁ স এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক হ

স হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ ইতি বিদ্যা] দশমে ধামনি,—অগস্ত্যবিদ্যাং (দ্বিতীয়লোপামুদ্রাং)—[ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স হ স ক ল হ্রীঁ ক এ ঈ ল হ স ক হ ল স হ স ক ল হ্রীঁ ইতি রূপা বিদ্যা] পরমশিববিদ্যা (শঙ্করেণ উপাসিতা) [উত্তরত্রাপি এবং বোদ্ধব্যম্—]

অনুবাদ। এইরূপে কামরাজ্যবিদ্যা-নাম্নী শ্রীবিদ্যা কথিত হইল। এই ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ কামরাজবিদ্যার শক্তিকূট অর্থাৎ স ক ল হ্রীঁ এই অংশের শক্তি ও শিব অর্থাৎ সকার ও হকার আদিতে "ক" ও "এ" স্থানে দিবে, তাহাতে হ স ক ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ এই ত্রিকূট বিদ্যা হইল। ইহাকে লোপামুদ্রাবিদ্যা বলে। অগস্ত্যঋষি এই বিদ্যার উপাসনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় স্থানে এই মন্ত্রের নাদ ও বিন্দু পরিত্যাগ করিয়া মায়াবীজ হ্রীঁকারকে পৃথক্ করিলে "ক এ ঈ ল হ রী হ স ক হ ল হ রী স ক ল হ রী এইরূপ মন্ত্র হইল, এই বিদ্যা দুর্ব্বাসা ঋষি কর্তৃক উপাসিতা। তৃতীয় স্থানে এই বাগ্ভব কূট যে মন্ত্র তাহাই প্রকার-

ভেদে মনু, চন্দ্র ও কুবের কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াছিল। ইহা মন্ত্রবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। এই সকল মন্ত্র পৃথক্‌রূপে কথিত হইতেছে। * "ক হ এ ঈ ল হ্রীঁ হ ক এ ঈ ল হ্রীঁ স ক এ ঈ ল হ্রীঁ এই বিদ্যা মনুকর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াছিল। এইজন্য এই বিদ্যাকে মানবী বিদ্যা বলে। চতুর্থস্থানে স হ ক এ ঈ ল হ্রীঁ স ত ক হ এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক এ ঈ ল হ্রীঁ এই বিদ্যা চন্দ্রকর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াছিল, এইজন্য ইহাকে চান্দ্রী বিদ্যা বলে। পঞ্চমস্থানে চিন্তনীয় "হ স ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক

---

* অনুবাদে এই সকল মন্ত্রের উদ্ধারপ্রণালী সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ হইবে বলিয়া দেওয়া হইল না। ব্যাখ্যা স্থলে কথঞ্চিৎ সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। সকল তন্ত্র আলোচনা করিয়া ইহার সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক ব্যাখ্যা অত্যন্ত দুরূহ, সেইরূপ স্থান, অবকাশ ও সময়ের অভাব। বহুস্থলে অধ্যাহার ও কষ্টকল্পনাব্যতিরেকে তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না, তথাপি যথাসম্ভব সংক্ষেপে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

এ ঈ ল হ্রীঁ এই বিদ্যা কুবেরকর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াছিল, এইজন্য ইহাকে কৌবেরী বিদ্যা বলে। যিনি এই সকল বিদ্যা জানেন, তিনি অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন। ষষ্ঠ স্থানে ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স হ স ক ল হ্রীঁ এই বিদ্যা কাম প্রদানকারিণী, এই বিদ্যা অগস্ত্য উপাসনা করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহাকে অগস্ত্যবিদ্যা বা দ্বিতীয় লোপামুদ্রা বিদ্যা বলে। সপ্তম স্থানে "স এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ" এই বিদ্যা, ইহা নন্দিকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছিল। অষ্টম স্থানে "ক এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক ল হ্রীঁ স হ ক স হ ল এই বিদ্যা প্রভাকরকর্ত্তৃক উপাসীতা। নবম স্থানে "ক ঐ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ হ্রীঁ স হ স ক ল হ্রীঁ স এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ এই ষন্মুখী বিদ্যা। দশমস্থানে :ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স হ স ক ল হ্রীঁ ক এ ঈ ল হ স ক হ ল স হ স ক ল হ্রীঁ এই বিদ্যা পরমশিববিদ্যা। একাদশ স্থানে পুনরায় অগস্ত্য বিদ্যা ও দ্বাদশ স্থানে

পূর্ব্বোক্ত ষন্মুখী বিদ্যা জানিবে, এই ষন্মুখী বিদ্যা বিষ্ণু-কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াছিল। যিনি এই বিদ্যা জানেন, তিনি অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন।

তান্ হোবাচ ভগবান্ সর্ব্বে যূয়ং শ্রুত্বা পূর্ব্বাং কামাখ্যাং তুরীয়রূপাং তুরীয়াতীতাং সর্ব্বোৎকটাং সর্ব্বমন্ত্রাসনগতাং পীঠোপপীঠদেবতাপরিবৃতাং সকল-কলাব্যাপিনীং দেবতাং সামোদাং সপরাগাং সহৃদয়াং সামৃতাং সকলাং সেন্দ্রিয়াং সদোদিতাং পরাং বিদ্যাং স্পষ্টীকৃত্বা হৃদয়ে নিধায় বিজ্ঞায়ানিলয়ং গময়িত্বা ত্রিকূটাং ত্রিপুরাং পরমাং মায়াং শ্রেষ্ঠাং পরাং বৈষ্ণবীং সংনিধায় হৃদয়কমলকর্ণিকায়াং পরাং ভগবতীং লক্ষ্মীং মায়াং সদোদিতাং মহাবশঙ্করীং মদনোন্মাদন-কারিণীং ধনুর্ব্বাণধারিণীং বাগ্বিজৃম্ভিণীং চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনীং চন্দ্রকলাং সপ্তদশীং মহানিত্যোপস্থিতাং পাশাঙ্কুশমনোজ্ঞপাণিপল্লবাং সমুদ্যদর্কনিভাং ত্রিনেত্রাং বিচিন্ত্য দেবীং মহালক্ষ্মীং সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীং সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্নাং হৃদয়ে চৈতন্যরূপিণীং নিরঞ্জনাং ত্রিকূটাখ্যাং স্মিতমুখীং সুন্দরীং মহামায়াং সর্ব্বসুভগাং মহাকুণ্ড-

লিনীং ত্রিপীঠমধ্যবর্ত্তিনীমকথাদিশ্রীপীঠে পরাং ভৈরবীং চিৎকলাং মহাত্রিপুরাং দেবীং ধ্যায়েন্মহাধ্যানযোগেনেয়মেবং বেদেতি মহোপনিষৎ॥

ইতি প্রথমোপনিষৎ।

ব্যাখ্যা। তুরীয়রূপাং (নিরুপাধিকচৈতন্যস্বরূপং) তুরীয়াতীতাং (অবস্থাচতুষ্টয়াতীতাং) সর্ব্বোৎকটাং (সর্ব্বেভ্যঃ উৎকৃষ্টাং) সর্ব্বমন্ত্রাসনগতাং (সর্ব্বৈঃ শ্রীবিদ্যাদিমন্ত্রৈঃ লভ্যাং) সামোদাং (সানন্দাং) সপরাগাং (পরাগযুক্তাং) সহৃদয়াং (সদয়াং) সামৃতাং (অমৃতেন মোক্ষেণ সহ বিদ্যমানাং, মোক্ষদাত্রীং) সকলাং (কলয়া শক্তিভিঃ সহবিদ্যমানাং) সদোদিতাং (নিত্যাং) পরাং (শ্রেষ্ঠাং) বিদ্যাং (জ্ঞানসাধনং মন্ত্রং) স্পষ্টীকৃত্বা (স্ফুটম্ অবধার্য্য) হৃদয়ে নিধায় (বুদ্ধৌ সংস্থাপ্য) বিজ্ঞায় (বিদিত্বা) অনিলয়ং (বিলয়াভাবং) গময়িত্বা (প্রাপয্য) ত্রিকূটাং (বাগ্‌ভবাদিকূটত্রয়যুক্তমন্ত্রোপাস্যাং) ত্রিপুরাং (সুন্দরীং) পরমাং মায়াং (মহামায়াং) বৈষ্ণবীং (বিষ্ণোঃ পরমাত্মনঃ শক্তিং) সন্নিধায় (সন্নিধিং প্রাপয্য) হৃদয়কমলকর্ণিকায়াং (হৃদয়স্থানাহতপদ্মকর্ণিকায়াং) পরাং (প্রকৃষ্টাং) ভগবতীং (পরমেশ্বরীং) লক্ষ্মীং (স্থিরাং) মায়াং (হ্রীঁকাররূপিণীং) মহাবশ্যকরী (বশতাসম্পাদনকারিণীং) মদনোন্মাদ-

কারিণীং (কামবিলাসিনীং) বাগ্‌বিজৃম্ভিনীং (বাক্‌শক্তেঃ প্রকাশকারিণীং) চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনীং (শিরস্থরহিতচন্দ্রমণ্ডল-মধ্যে ধ্যেয়াং) সপ্তদশীং (সপ্তদশবর্ণযুক্তমন্ত্রোপাস্তাং) [সপ্তদশক্ষরমন্ত্রো যথা হ স ক ল হ হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ হ্রীঁ] মত্তানিত্যোপস্থিতাং (সদা বিদ্যমানাং) পাশাঙ্কুশমনোজ্ঞপাণিপল্লবাং (দৈত্যনিসূদনপাশাঙ্কুশোভিত হস্তকিশলয়াং) সমুদ্যদর্কনিভাং (উদীয়মানসূর্য্যতুল্যাং) ত্রিনেত্রাং (নয়নত্রয়সংযুক্তাং) বিচিন্ত্য (বিশেষেণ চিন্তয়িত্বা) দেবীং (দ্যোতনশীলাং) সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীং (সকলসম্পদ্‌যুক্তাং) অকথাদি-শ্রীপীঠে (অককারাদিবর্ণযুক্তত্রিকোণযুক্তশ্রীচক্রাখ্যে যন্ত্রাসনে) [অন্যৎ সুগমম্]

অনুবাদ। ভগবান্ শঙ্কর দেবতাগণকে বলিলেন,—তোমাদিগকে ত্রিপুরাসুন্দরীর কাম-রূপাদিবিদ্যা উপদিষ্ট হইল, ইহা তোমরা শ্রবণপূর্ব্বক অবধারণ কর। এই দেবী সর্ব্বাদিভূতা কামাখ্যা-নামে প্রসিদ্ধা, ইনি তুরীয় চৈতন্যরূপা ও তুরীয় অব-স্থার অতীত। ইনি সর্ব্বোৎকটা, পূর্ব্বোক্তরূপ সকল মন্ত্ররূপ আসনে অবস্থিতা। পীঠ ও উপপীঠ দেবতাগণ এই দেবীকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করি-

তেছেন। ইনি মহামায়ার সকল কলাশক্তি ব্যাপিয়া অবস্থিতা। ইনি দ্যুতিময়ী, আনন্দরূপিণী, পরাগ-যুক্তা ও দয়াবতী। ইনি অমৃতের সহিত বিদ্যমানা অর্থাৎ ইনি উপাসকগণকে অমৃতরূপ মোক্ষ প্রদান করেন। ইনি মায়ার কলাশক্তিযুক্তা, ইন্দ্রিয়যুক্তা, নিত্যস্বরূপা, প্রকৃষ্টা, বিদ্যারূপণী। ইঁহাকে স্ফুট-রূপে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। এই বিদ্যা বিশেষ-ভাবে জানিয়া অবিলীনরূপে চিন্তা করিবে। এই বিদ্যারূপিণী দেবী বাগ্‌ভবাদিকূটত্রয়যুক্তা, ত্রিপুরা নামে বিখ্যাতা। ইনি পরমা মায়ারূপিণী শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বতারণরূপিনী। ইনি ব্যাপক পরমাত্মার শক্তি। হৃদয়স্থ অনাহতপদ্মের কর্ণিকাতে এই দেবীকে সন্নিহিতভাবে চিন্তা করিবে। ইনি প্রকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যশালিনী। লক্ষ্মী ও মায়াত্মক হ্রীঁকার-রূপিণী। ইনি সর্ব্বদা বিদ্যমানা। ইনি মহাবশ্য-করী, মদনোন্মাদকারিণী। ইঁহার হস্তে ধনুঃ ও বাণ শোভা পাইতেছে। ইনি বাক্‌শক্তির বিকাশ করেন। মস্তকে অবস্থিত চন্দ্রমণ্ডলে বিরাজমানা

ও চন্দ্রকলারূপিণী। ইনি সপ্তদশ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র-ধ্যেয়া। ইনি মহতী ও নিত্যউপস্থিতরূপা। ইহার মনোহর পাণিপল্লবে পাশ ও অঙ্কুশ শোভা পাইতেছে। ইনি উদীয়মান সূর্য্যসদৃশ প্রভাযুক্তা। এই দেবী নয়নত্রয়যুক্তা, এইরূপে দেবীকে চিন্তা করিবে। ইনি মহালক্ষ্মীরূপা ও সর্ব্বসম্পৎসম্পন্না ও সর্ব্বলক্ষণযুক্তা। ইনি হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সাধকের সাক্ষাৎকারদান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ইনি চৈতন্যরূপিণী, সর্ব্বপ্রকার দোষ-শূন্যা ও ত্রিকূটা নামে বিখ্যাতা। ইনি সর্ব্বদা সাধক-গণের অনুগ্রহের নিমিত্ত ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। ইনি সুন্দরী মহামায়া সর্ব্বসুভগা ও মহাকুণ্ডলিনী নামে খ্যাতা। ত্রিকোণযুক্ত পীঠমধ্যে অক প্রভৃতি বর্ণযুক্ত শ্রীচক্র নামক যন্ত্রে সন্নিহিতা। ইনি শ্রেষ্ঠ ভৈরবীরূপিণী, চৈতন্যাংশযুক্তা; এইরূপে মহা-ত্রিপুরাদেবীর ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যানযোগ-দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপা দেবীকে সাক্ষাৎরূপে জানিবে। ইহা অতিশয় রহস্যবিদ্যা।

প্রথমোপনিষদের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োপনিষৎ।

২। অথাতো জাতবেদসে সুনবাম সোমমিত্যাদি পঠিত্বা ত্রৈপুরী ব্যক্তির্লক্ষ্যতে। জাতবেদস ইত্যেকর্চৈ-সূক্তস্যাদ্যমধ্যাবসানেষু তত্র স্থানেষু বিলীনং বীজ-সাগররূপং ব্যাচক্ষেত্যৃষয় উচুঃ। তান্ হোবাচ ভগবান্ জাতবেদসে সুনবাম সোমং তদন্ত্যমবাণীং বিলোমেন পঠিত্বা প্রথমস্যাদ্যং তদেবং দীর্ঘং দ্বিতীয়-স্যাদ্যং সুনবাম সোমমিত্যনেন কৌলং বামং শ্রেষ্ঠং সোমং মহাসৌভাগ্যমাচক্ষতে। স সর্বসম্পত্তিভূতং প্রথমং নিবৃত্তিকারণং দ্বিতীয়ং স্থিতিকারণং তৃতীয়ং সর্গকারণমিত্যনেন করশুদ্ধিং কৃত্বা ত্রিপুরাবিদ্যাং স্পষ্টীকৃত্বা জাতবেদসে সুনবাম সোমমিত্যাদি পঠিত্বা মহাবিদ্যেশ্বরীবিদ্যামাচক্ষতে ত্রিপুরেশ্বরীং জাতবেদস ইতি। স্মাতে আদ্যক্ষরে মাতৃকায়াঃ শিরসি বৈন্দ-বমমৃতরূপিণীং কুণ্ডলিনীং ত্রিকোণরূপিণীং চেতি বাক্যার্থঃ। এবং প্রথমস্যাদ্যং বাগভবম্। দ্বিতীয়ং কামকলালয়ম্। জাত ইত্যনেন পরমাত্মনো জৃম্ভণম্। জাত ইত্যাদিনা পঞ্চাত্মা শিব উচ্যতে। জাতমাত্রেণ

কামী কাময়ন্তে কামমিত্যাদিনা পূর্ণং ব্যাচক্ষতে। তদেব স্থনবাম গোত্রারূঢ়ং মধ্যবর্ত্তিনামৃতমধ্যেনার্ণেন মন্ত্রার্ণান্ স্পষ্টীকৃত্বা। গোত্রেতি নামগোত্রায়মিত্যাদিনা স্পষ্টং কামকলালয়ং শেষং বামমিত্যাদিনা। পূর্ব্বেণাধ্বনা বিদ্যেয়ং সর্ব্বরক্ষাকরী ব্যাচক্ষতে। এবমেতেন বিদ্যাং ত্রিপুরেশীং স্পষ্টীকৃত্বা জাতবেদস ইত্যাদিনা জাতো দেব এক ঈশ্বরঃ পরমো জ্যোতির্ম্মন্ত্রতো বেতি তুরীয়ং বরং দত্বা বিন্দুপূর্ণজ্যোতিঃস্থানং কৃত্বা প্রথমস্থাদ্যং দ্বিতীয়ং চ তৃতীয়ং চ সর্ব্বরক্ষাকরীসম্বন্ধং কৃত্বা বিদ্যামাত্মাসনরূপিণীং স্পষ্টীকৃত্বা জাতবেদসে স্থনবাম সোমমিত্যাদি পঠিত্বা রক্ষাকরীং বিদ্যাং স্মৃত্বাদ্যান্তয়োর্ধ্বয়োঃ শক্তিশিবরূপিণীং বিনিয়োজ্য স ইতি শক্ত্যাত্মকং বর্ণং সোমমিতি শৈবাত্মকং ধাম জানীয়াৎ। যো জানীতে স সুভগো ভবতি। এবমেতাং চক্রোসমাগতাং ত্রিপুরবাসিনীং বিদ্যাং স্পষ্টীকৃত্বা জাতবেদসে স্থনবাম সোমমিতি পঠিত্বা ত্রিপুরেশ্বীবিদ্যাং সদোদিতাং শিবশক্ত্যাত্মিকামাবেদিতাং জাতবেদাঃ শিব ইতি সেতি শক্ত্যাত্মা-

ক্ষরমিতি শিবাদিশক্ত্যন্তরালভূতাং ত্রিকূটাদিচারিণীং সূর্য্যাচন্দ্রমস্কাং মন্ত্রাসনগতাং ত্রিপুরাং মহালক্ষ্মীং সদোদিতাং স্পষ্টীকৃত্বা জাতবেদসে সুনবাম সোমমিত্যাদি পঠিত্বা পূর্বাং সদাত্মাসনরূপাং বিদ্যাং স্মৃত্বা বেদ ইত্যাদিনা বিশ্বাঢ় সন্ততোদয়বৈন্দবমুপরি বিন্যস্য সিদ্ধাসনস্থাং ত্রিপুরাং মালিনীং বিদ্যাং স্পষ্টীকৃত্বা জাতবেদসে সুনবাম সোমমিত্যাদি পঠিত্বা ত্রিপুরাং সুন্দরীং শ্রিত্বা কলে অক্ষরে বিচিন্ত্য মূর্ত্তিভূতাং মূর্ত্তিরূপিণীং সর্ববিদ্যেশ্বরীং ত্রিপুরাং বিদ্যাং স্পষ্টীকৃত্বা জাতবেদস ইত্যাদি পঠিত্বা ত্রিপুরাং লক্ষ্মীং শ্রিত্বাগ্নিং নিদহাতি। সৈবেয়মগ্যানলে জ্বলতীতি বিচিন্ত্য ত্রিজ্যোতিষমীশ্বরীং ত্রিপুরামম্বাং বিদ্যাং স্পষ্টীকুর্য্যাৎ। এবমেতেন স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বেত্যাদিপরপ্রকাশিনী প্রতাগ্ভূতা কার্য্যা। বিদ্যেয়মাহ্বানকর্ম্মণি সর্বতো ধীরোক্ত ব্যাচক্ষতে। এবমেতদ্বিদ্যাষ্টকং মহামায়াদেব্যঙ্গভূতং ব্যাচক্ষতে। দেবা হ বৈ ভগবন্তমব্রুবন্মহাচক্রনায়কং নো ব্রূহীতি সার্বকামিকং সর্বারাধ্যং সর্বরূপং বিশ্বতোমুখং

মোক্ষদ্বারং যদ্‌যোগিন উপবিশ্য পরং ব্রহ্ম ভিত্ত্বা নির্ব্বাণমুপবিশন্তি। তান্ হোবাচ ভগবান্ শ্রীচক্রং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি। ত্রিকোণং ত্র্যশ্রং কৃত্বা তদন্তর্মধ্যবৃত্তিমানযষ্টিরেখামাকৃষ্য বিশালং নীত্বাগ্রতো যোনিং কৃত্বা পূর্ব্বযোন্যগ্ররূপিণীং মানযষ্টিং কৃত্বা তাং সর্ব্বোর্ধ্বাং নীত্বা যোনিং কৃত্বান্তং ত্রিকোণং চক্রং ভবতি। দ্বিতীয়মন্তরালং ভবতি। তৃতীয়মষ্টযোন্যঙ্কিতং ভবতি। অথাষ্টারচক্রান্তর্বিদিক্কোণাগ্রতো রেখাং নীত্বা সাধ্যাদ্যাকর্ষণবদ্ধরেখাং নীত্বেতোবমথোর্ধ্বসংপুটযোন্যঙ্কিতং কৃত্বা কক্ষাভা উর্ধ্বগরেখাচতুষ্টয়ং কৃত্বা যথাক্রমেণ মানযষ্টিদ্বয়েন দশযোন্যঙ্কিতং চক্রং ভবতি। অনেনৈব প্রকারেণ পুনর্দশারচক্রং ভবতি। মধ্যত্রিকোণাগ্রচতুষ্টয়াদ্রেখাচরাগ্রকোণেষু সংযোজ্য তদ্দশারাংশতো নীতাং মানযষ্টিরেখাং যোজয়িত্বা চতুর্দশারং চক্রং ভবতি। ততোঽষ্টপত্রসংবৃতং চক্রং ভবতি। ষোড়শপত্রসংবৃতং চক্রং ভবতি। পার্থিবং চক্রং চতুর্দ্বারং ভবতি। এবং সৃষ্টিযোগেন চক্রং ব্যাখ্যাতম্। নবাত্মকং চক্রং প্রাতিলোম্যেন

ষা বচ্মি। প্রথমং চক্রং ত্রৈলোক্যমোহনং ভবতি। সাণিমাদ্যষ্টকং ভবতি। সমাত্রষ্টকং ভবতি। সসর্ব-সংক্ষোভিণ্যাদিদশকং ভবতি। সপ্রকটং ভবতি। ত্রিপুরয়াধিষ্ঠিতং ভবতি। সসর্বসংক্ষোভিণীমুদ্রয়া জুষ্টং ভবতি। দ্বিতীয়ং সর্বাশাপরিপূরকং চক্রং ভবতি। সকামাদ্যাকর্ষিণীষোড়শকং ভবতি। সগুপ্তং ভবতি। ত্রিপুরেশ্বর্যাধিষ্ঠিতং ভবতি। সর্ববিদ্রাবিণী-মুদ্রয়া জুষ্টং ভবতি। তৃতীয়ং সর্বসংক্ষোভণং চক্রং ভবতি। সানঙ্গকুসুমাদ্যষ্টকং ভবতি। সগুপ্ততরং ভবতি। ত্রিপুরসুন্দর্যাধিষ্ঠিতং ভবতি। সর্বাকর্ষিণী মুদ্রয়া জুষ্টং ভবতি। তুরীয়ং সর্বসৌভাগ্যদায়কং চক্রং ভবতি। সসর্বসংক্ষোভিণ্যাদিদ্বিসপ্তকং ভবতি। সসংপ্রদায়ং ভবতি। ত্রিপুরবাসিন্যাধিষ্ঠিতং ভবতি। সসর্ববশংকরিণীমুদ্রয়া জুষ্টং ভবতি। তুরীয়াস্তং সর্বার্থসাধকং চক্রং ভবতি। সসর্বসিদ্ধিপ্রদাদিদশকং ভবতি। সকলকৌলং ভবতি। ত্রিপুরামহালক্ষ্ম্যা-ধিষ্ঠিতং ভবতি। মহোন্মাদিনীমুদ্রয়া জুষ্টং ভবতি। ষষ্ঠং সর্বরক্ষাকরং চক্রং ভবতি। সসর্বজ্ঞাদিদশকং

ভবতি। সনিগর্ভং ভবতি। ত্রিপুরমালিন্যাধিষ্ঠিতং ভবতি। মহাঙ্কুশমুদ্রয়া জুষ্টং ভবতি। সপ্তমং সর্বরোগহরং চক্রং ভবতি। সর্ববশিন্যাদ্যষ্টকং ভবতি। সরহস্যং ভবতি। ত্রিপুরসিদ্ধ্যাধিষ্ঠিতং ভবতি। খেচরীমুদ্রয়া জুষ্টং ভবতি। অষ্টমং সর্বসিদ্ধিপ্রদং চক্রং ভবতি। সায়ুধচতুষ্টয়ং ভবতি। সপরাপররহস্যং ভবতি। ত্রিপুরাম্বয়াধিষ্ঠিতং ভবতি। বীজমুদ্রয়াধিষ্ঠিতং ভবতি। নবমং চক্রনায়কং সর্বানন্দময়ং চক্রং ভবতি। সকামেশ্বর্যাদিত্রিকং ভবতি। সাতিরহস্যং ভবতি। মহাত্রিপুরসুন্দর্যাধিষ্ঠিতং ভবতি। যোনিমুদ্রয়া জুষ্টং ভবতি। সংক্রামন্তি বৈ সর্বাণি চ্ছন্দাংসি চকারাণি। তদেব চক্রং শ্রীচক্রম্। তস্য নাভ্যামগ্নিমণ্ডলে সূর্যাচন্দ্রমসৌ। তত্রোংকারপীঠং পূজয়িত্বা তত্রাক্ষরং বিন্দুরূপং তদন্তর্গতব্যোমরূপিণীং বিদ্যাং পরমাং স্মৃত্বা মহাত্রিপুরসুন্দরীমাবাহ্য। ক্ষীরেণ স্নাপিতে দেবি চন্দনেন বিলেপিতে। বিল্বপত্রার্চিতে দেবি দুর্গেঽহং শরণং গতঃ। ইত্যেকয়র্চা প্রার্থ্য মায়ালক্ষ্মীমন্ত্রেণ পূজয়েদিতি ভগবানব্রবীৎ। এতৈ-

মন্ত্রৈর্ভগবতীং যজেৎ। ততো দেবী প্রীতা ভবতি। স্বাত্মানং দর্শয়তি। তস্মাদ্য এতৈর্মন্ত্রৈর্যজতি স ব্রহ্ম পশ্যতি। স সর্বং পশ্যতি। সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি। য এবং বেদেতি মহোপনিষৎ॥

ইতি দ্বিতীয়োপনিষৎ॥

অনুবাদ। ইহার পর "জাতবেদসে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে ত্রিপুরাসুন্দরীবিদ্যার অভিব্যক্তি হয়। "জাতবেদসে" এই একটী ঋকসূক্তের আদি মধ্য ও অবসানে সেই সেই স্থানে বীজসাগর বিলীনভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন। ঋষিগণ ইহা বলিলে ভগবান্ বলিলেন, "জাতবেদসে সুনবাম" এই মন্ত্রের অন্ত"ম"বার্ণী বিপরীতক্রমে পাঠ করিয়া প্রথমের আদ্য তাহাই দীর্ঘ দ্বিতীয়ের আদ্য হইবে।

"সুনবাম সোমং" ইহা দ্বারা কৌল, বাম, শ্রেষ্ঠ সোম ও মহাসৌভাগ্যমন্ত্র কথিত হইতেছে। সেই মন্ত্র সকল সম্পত্তির কারণ। প্রথম মন্ত্র, নিবৃত্তি

অর্থাৎ সংহার হেতু, দ্বিতীয় মন্ত্র স্থিতিকারণ, তৃতীয় মন্ত্র সৃষ্টির হেতু। * এই মন্ত্রে করশুদ্ধি করিয়া ত্রিপুরা-বিদ্যার স্পষ্টীকরণপূর্ব্বক "জাতবেদসে সুনবাম সোমং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে, তাহা ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর মহাবিদ্যেশ্বরী বিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। জাত এই আদ্য অক্ষরদ্বয় দ্বারা মাতৃকা-বর্ণ গৃহীত হইয়াছে। তাহার মস্তকে বিন্দু নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে ত্রিকোণ কোণরূপিণী অমৃত-রূপা কুণ্ডলিনী বিদ্যা হইবে। ইহা বাক্যার্থ। এই-রূপে প্রথম মন্ত্রের আদ্য বাগ্‌ভবকূট। দ্বিতীয় কূট কামকলালয় অর্থাৎ কামরাজকূট। "জাত" এই শব্দের দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ হইয়াছে। অত-

---

* তন্ত্রসারে উক্ত হইয়াছে, ত্রিপুরা দেবীর হ স ক ল হ্রীঁ হ ল ক হ স হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ ইহা সৃষ্টিমন্ত্র, হ ল ক স হ্রীঁ ক স হ ল স হ্রীঁ ক হ স ল হ্রীঁ এই মন্ত্রের নাম স্থিতি, হ ল ক স হ্রীঁ হ স ক ল হ্রীঁ হ স ক ল হ্রীঁ ইহাকে সংহার মন্ত্র বলে। ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক ল হ্রীঁ হ ক হ ল হ্রীঁ ক হ স ল হ্রীঁ হ ক ল স হ্রীঁ এই বিদ্যা সৌভাগ্যপ্রদা।

এব জাত এই মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মা শিব কথিত হইয়াছেন। শিববীজ হকার। জাতমাত্রই জীবগণ কামবিশিষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং ইহাদ্বারা পূর্ণকামকলাকূট ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাই "সুনবাম" মন্ত্রে যুক্ত হইয়া মধ্যবর্ত্তী অমৃতমধ্যবর্ণ দ্বারা মন্ত্রবর্ণ সমূহকে স্পষ্ট করিবে। ইহাদ্বারা কামকলাকূট স্পষ্ট হইল। মন্ত্রের অবশিষ্ট অংশ "বাম" ইত্যাদি দ্বারা স্পষ্ট করিবে। পূর্ব্বরীতিতে এই মন্ত্র সর্ব্বরক্ষাকরী বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এইরূপে ইহাদ্বারা ত্রিপুরেশী বিদ্যা স্পষ্ট করিবে। একমাত্র দ্যুতিমান্ পরমেশ্বর নানারূপে জাত অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, জাতবেদসে ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে। মন্ত্রদ্বারা ইহার স্বরূপ লাভ হয়। তুরীয় বর দান করিয়া বিন্দুপূর্ণ জ্যোতিঃস্থান করিবে। প্রথম মন্ত্রের আদ্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র সর্ব্বরক্ষাকরীমন্ত্রের সহিত সম্বদ্ধ করিয়া আত্মমনোরূপিণী বিদ্যা স্পষ্ট করিবে। "জাতবেদসে সুনবাম

সোমং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া রক্ষাকরী বিদ্যা স্মরণ করিবে। ইহার আদ্য ও অন্তস্থানে শক্তি ও শিবরূপিণী বিদ্যা (শক্তি সকার, শিব হকার) সংযুক্ত করিবে। স এইটী শক্তিমন্ত্রবর্ণ। ইহাই সোমাত্মক ও শৈবাত্মক জানিবে। যিনি ইহা জানেন, তিনি সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকেন। এইরূপে চক্রাসনগত ত্রিপুরবাসিনী বিদ্যা স্পষ্ট করিয়া “জাতবেদসে সুনবাম সোমং” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব্বদা উদিতস্বরূপা শিবশক্ত্যাত্মিকা ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যা জানিবে। “জাতবেদ” শব্দে শিব এবং “স” এই অক্ষরে শক্তিস্বরূপ। সুতরাং শিব ও শক্তির অন্তরালভূতা ত্রিকূটচারিণী সূর্য্যচন্দ্রস্বরূপা মন্ত্ররূপ আসনে বিদ্যমানা সর্ব্বদা অভিব্যক্তরূপিণী মহালক্ষ্মী-ত্রিপুরাদেবীকে মন্ত্রদ্বারা অভিব্যক্ত করিবে। “জাতবেদসে সুনবাম সোমং” ইত্যাদি পাঠ করিয়া পূর্ব্ব সদাত্মাসমরূপিণী বিদ্যা স্মরণ করিয়া “বেদ” ইত্যাদি দ্বারা সিদ্ধাসনস্থ ত্রিপুরমালিনী-বিদ্যা স্পষ্ট করিবে। “জাতবেদসে সুনবাম” ইত্যাদি পাঠ করিয়া ত্রিপুরা-

সুন্দরীকে আশ্রয় করিবে। তৎপর "ক" ও "ল" এই অক্ষর দুইটী চিন্তা করিয়া মূর্ত্তিমতী মূর্ত্তিরূপিণী সর্ব্ববিদ্যেশ্বরী ত্রিপুরাবিদ্যা স্পষ্ট করিয়া "জাতবেদসে" ইত্যাদি পাঠ করিয়া ত্রিপুরালক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়া "নিদহাতি"মন্ত্রে তিনিই অগ্নিমুখে প্রজ্বলিত হইতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্যোতিঃত্রয়ের ঈশ্বরী মাতৃরূপিণী ত্রিপুরাবিদ্যা স্পষ্ট করিবে। এইরূপে ইহাদ্বারা "স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা" ইত্যাদি পরমাত্মপ্রকাশিনী বিদ্যাকে প্রত্যগ্‌ভূত করিবে। এই বিদ্যা আহ্বান-কার্য্যে সর্ব্বতো ধীরা বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। এই আটটী বিদ্যা মহামায়া দেবীর অঙ্গভূত বলিয়া কথিত হয়।

দেবগণ ভগবান্ মহেশ্বরকে বলিলেন, ভগবন্ আমাদিগকে মহাচক্রনায়কের উপদেশ করুন। যাহা হইতে সকলপ্রকার কামনার বিষয় লাভ হয়, যাহা সকলের আরাধ্য, যাহা সর্ব্বাত্মক, বিশ্বতোমুখ ও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ। যোগিগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পরব্রহ্মতত্ত্ব ভেদ করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া

থাকেন, আমরা সেই চক্রের বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ তাহাদিগকে বলিলেন, ঐ চক্র আমি তোমাদিগের নিকট ব্যাখ্যা করিব। ত্র্যস্র ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যবর্ত্তী মানযষ্টি রেখা আকর্ষণ করিয়া তাহাকে দীর্ঘভাবে বর্দ্ধিত করিবে। তাহার অগ্রভাগে যোনি অঙ্কিত করিবে। পুনর্ব্বার পূর্ব্বযোনির অগ্ররূপিণী মানযষ্টি করিয়া তাহাকে সকলের উচ্চ স্থানে লইবে। তৎপর যোনি অঙ্কিত করিলে ত্রিকোণ-চক্র হইবে। দ্বিতীয় অন্তরাল হইবে। তৃতীয় স্থানে অষ্টযোনি অঙ্কিত হইবে। ইহার পর অষ্টারচক্রের আদ্যন্ত বিদিক্‌কোণের অগ্রভাগ হইতে রেখা টানিয়া সাধ্যাস্থাকর্ষণ বদ্ধরেখা অঙ্কিত করিবে। এইরূপে উর্দ্ধসংপুটযোনি অঙ্কিত করিয়া কক্ষাসমূহ হইতে উর্দ্ধগামী রেখাচতুষ্টয় করিয়া যথাক্রমে মানযষ্টিদ্বয় দ্বারা দশটী যোনিযুক্ত চক্র হইবে। এই প্রকারেই আবার দশার চক্র হইবে। মধ্য-ত্রিকোণের অগ্র চতুষ্টয় হইতে রেখা চরাগ্রকোণসমূহে সংযুক্ত করিয়া

ঐ রেখা দশারাংশে নীচে, তৎপর মানযষ্টিরেখা যোগ করিলে চতুর্দ্দশ অরযুক্ত চক্র হইবে। তৎপর অষ্টপত্র সংযুক্ত চক্র হইবে। এইরূপ ষোড়শদলযুক্ত চক্র হইবে। উহার চারিটী দ্বার থাকিবে। তৎপর চতুর্দ্বার পার্থিব হইবে। এইরূপে সৃষ্টিযোগে চক্র ব্যাখ্যাত হইল। এই নবাত্মক চক্র বিপরীতক্রমে বলিতেছি। প্রথম চক্র ত্রৈলোক্যমোহন। ইহা অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যযুক্তা, ইহা অষ্টমাতৃকা-সংযুক্ত। ইহা সর্ব্বক্ষোভিনাপ্রভৃতি দশশক্তিযুক্ত। ইহা প্রকটরূপ হইবে। ইহা ত্রিপুরাদেবীকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও সর্ব্বাক্ষোভিনী প্রভৃতির সহিত বিদ্যমান, মুদ্রাসেবিত। সর্ব্বশাপূরকচক্র দ্বিতীয়। ইহা কামাস্থাকর্ষণীপ্রভৃত ষোড়শশক্তিযুক্ত, সুযুপ্ত, ত্রিপুরেশ্বরীকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও সর্ব্ববিদ্রাবিনীমুদ্রা-সেবিত। সর্ব্বসংক্ষোভণচক্র তৃতীয়। ইহা অনঙ্গ-কুসুমাদি অষ্টশক্তিযুক্ত, সুগুপ্ততর, ত্রিপুরাসুন্দরী কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও সর্ব্বাকার্ষণী মুদ্রা সেবিত। চতুর্থ সর্ব্বসৌ-ভাগ্যদায়ক চক্র। ইহা সর্বসংক্ষোভিনীপ্রভৃতি

চতুর্দ্দশশক্তিযুক্ত, সংপ্রদায়ের সহিত বিদ্যমান, ত্রিপুরবাসিনীকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও সর্ব্ববশংকারিণী-প্রভৃতি মুদ্রাসেবিত। পঞ্চম সর্ব্বার্থসাধক চক্র, ইহা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাপ্রভৃতি দশশক্তিযুক্ত, সকল কৌলানিপূজিত, ত্রিপুরা-মহালক্ষ্মীকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও মহোন্মাদিনীমুদ্রা সেবিত। ষষ্ঠ সর্ব্বরক্ষকের চক্র উহা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি দশশক্তিযুক্ত সনিগর্ভ, ত্রিপুরমলিনী-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও মহাঙ্কুশমুদ্রাসেবিত। সপ্তম সর্ব্বরোগহর চক্র, সর্ব্ববাশনাপ্রভৃতি অষ্টশক্তিযুক্ত, রহস্যের সহিত বিদ্যমান, ত্রিপুরাসিদ্ধিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও খেচরীমুদ্রা-সেবিত। অষ্টম সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ চক্র। ইহা আয়ুধচতুষ্টয়যুক্ত, পরস্পর রহস্যবিশিষ্ট, ত্রিপুরা-ম্বাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও বীজমুদ্রাকর্ত্তৃক সেবিত। নবম সর্ব্বচক্রের নায়ক সর্ব্বানন্দময় চক্র। ইহা কামেশ্বরীপ্রভৃতি শক্তিত্রয়শালিনী, অতিরহস্য, মহাত্রিপুরাসুন্দরীকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং যোনিমুদ্রা-সেবিত। সকলচ্ছন্দঃ চক্রসমূহে সংক্রমিত। সেই চক্রই শ্রীচক্র নামে বিখ্যাত। তাহার নাভিতে

অগ্নিমণ্ডলে সূর্য্য ও চন্দ্রমা অবস্থান করিতেছে। তথায় ওঁকার পীঠের পূজা করিয়া, বিন্দুরূপ অক্ষর ও তদন্তর্গত ব্যোমরূপিণী পরমবিদ্যা স্মরণ করিয়া মহাত্রিপুরাসুন্দরীর আবাহন করিবে। তৎপর "ক্ষীরেণ" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর প্রার্থনা করিবে। মন্ত্রের অর্থ, হে দেবি! আপনি ক্ষীরদ্বারা স্নাত, চন্দন দ্বারা বিলেপিত ও বিল্বপত্র দ্বারা অর্চ্চিত হইয়াছেন, হে দুর্গে দেবি! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, মায়া (হ্রীঁ) ও লক্ষ্মী (স্ত্রীঁ) মন্ত্রে পূজা করিবে। ভগবান্ বলিলেন,—এই সকল মন্ত্রদ্বারা ভগবতীর পূজা করিবে, তাহা হইলে দেবী প্রীতিলাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার প্রদান করিবেন। অতএব যিনি এই সকল মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চনা করেন তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কার লাভ করিতে পারেন। তিনি সর্ব্বদর্শন করেন ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি ইহা জানেন তিনি অভীষ্টফল লাভ করেন।

দ্বিতীয় উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োপনিষৎ।

৩। দেবা হ বৈ মুদ্রাঃ সৃজেয়মিতি ভগবন্তম-বব্রুন্। তান্ হোবাচ ভগবানবনিক্তজানুমণ্ডলং বিস্তীর্য্য পদ্মাসনং কৃত্বা মুদ্রাঃ সৃজতেতি। স সর্বা-নাকর্ষয়তি যো যোনিমুদ্রামধীতে। স সর্বং বেত্তি; স সর্বফলমশ্নুতে। স সর্বান্ ভক্ষয়তি। স বিদ্বেষিণং স্তম্ভয়তি। মধ্যমে অনামিকোপরি বিন্যস্য কনিষ্ঠি-কাঙ্গুষ্ঠতোঽধীতে মুক্তয়োস্তর্জন্যোর্দণ্ডবদধস্তাদেবং-বিধা প্রথমা সংপদ্যতে। সৈব মিলিতমধ্যমা দ্বিতীয়া। তৃতীয়াঙ্কুশাকৃতিরিতি। প্রাতিলোম্যেন পাণী সঙ্ঘর্ষয়িত্বাঙ্গুষ্ঠৌ সাগ্রিমৌ সমাধায় তুরীয়া। পরস্পরং কনীয়সেদং মধ্যমাবদ্ধে অনামিকে দণ্ডবৌ তর্জন্যা-বালিঙ্গ্যাবষ্টভ্য মধ্যমানথমিলিতাঙ্গুষ্ঠৌ পঞ্চমী। সৈবাগ্রেঽঙ্কুশাকৃতিঃ ষষ্ঠী। দক্ষিণশয়ে বামবাহুং কৃত্বান্যোন্যানামিকে কনীয়সীমধ্যগতে মধ্যমে তর্জন্যা-ক্রান্তে সরলাস্বঙ্গুষ্ঠৌ খেচরী সপ্তমী। সর্বোর্ধ্বে সর্ব-সংহৃতি স্বমধ্যমানামিকান্তরে কনীয়সি পার্শ্বয়োস্তর্জন্যা-বঙ্কুশাঢ্যে বুক্তা সাঙ্গুষ্ঠয়োগতোঽক্রোন্তং সমমঞ্জলিং

ক্ত্বাষ্টমী। পরস্পরমধ্যমাপৃষ্ঠবর্ত্তিন্যাবনামিকে তর্জ্জন্যা-ক্রান্তে সমে মধ্যমে আদায়াঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যবর্ত্তিনৌ নবমী প্রতিপদ্যত ইতি। সৈবেয়ং কনীয়সে সমে অন্তরিতে হঙ্গুষ্ঠৌ সমাবন্তরিতৌ কৃত্বা ত্রিখণ্ডাপদ্যত ইতি। পঞ্চ-বাণাঃ পঞ্চান্ত্যা মুদ্রাঃ স্পষ্টাঃ। ক্রোমঙ্কুশা। হসখ্ফ্রেং খেচরী। হস্রৌং বীজাষ্টমী বাগ্ভবাদ্যা নবমী দশমী চ সংপদ্যত ইতি। য এবং বেদ। অথাতঃ কাম-কলাভূতং চক্রং ব্যাখ্যাস্যামো হ্রীং ক্লীমৈং ব্লুঁ স্ত্রীমেতে পঞ্চ কামাঃ সর্বচক্রং ব্যাবর্ত্তন্তে। মধ্যমং কামং সর্বাবসানে সংপুটীকৃত্য ব্লুঙ্কারেণ সংপুটং ব্যাপ্তং কৃত্বা দ্বিরৈন্দ্বয়েন মধ্যবর্ত্তিনা সাধ্যং বদ্ধা ভূর্জপত্রে যজতি। তচ্চক্রং যো বেত্তি স সর্বং বেত্তি। স সকলাঁল্লোকানাকর্ষয়তি। স সর্বং স্তম্ভয়তি। নীলীযুক্তং চক্রং শত্রূন্মারয়তি। গতিং স্তম্ভয়ক্তি লাক্ষাযুক্তং কৃত্বা সকললোকং বশীকরোতি। নবলক্ষ-জপং কৃত্বা রুদ্রত্বং প্রাপ্নোতি। মাতৃকয়া বেষ্টিতং কৃত্বা বিজয়ী ভবতি। ভগাঙ্ককুণ্ডং কৃত্বাগ্নিমাধায় পুরুষো হবিষা হুত্বা যোষিতো বশীকরোতি। বর্ত্তুলে

হুত্বা শ্রিয়মতুলাং প্রাপ্নোতি। চতুরস্রে হুত্বা বৃষ্টির্ভবতি। ত্রিকোণে হুত্বা শত্রূন্মারয়তি। গতিং স্তম্ভয়তি। পুষ্পাণি হুত্বা বিজয়ী ভবতি। মহারসৈর্হুত্বা পরমানন্দনির্ভরো ভবতি। (মহারসাঃ ষড়্‌রসাঃ) গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্। জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্। ইত্যেবমাদ্যমক্ষরং তদন্ত্যবিন্দুপূর্ণমিত্যনেনাঙ্গং স্পৃশতি। গং গণেশায় নম ইতি গণেশং নমস্কুর্বীত। ওঁ নমো ভগবতে ভস্মাঙ্গরাগায়োগ্রতেজসে হনহন দহদহ পচপচ মথমথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় হলভঞ্জন শূলমূলে ব্যঞ্জনসিদ্ধিং কুরুকুরু সমুদ্রং পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিতং শোষয় শোষয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় পরমন্ত্রপরযন্ত্রপরতন্ত্রপরদূতপরকটকপরচ্ছেদনকর বিদারয় বিদারয় চ্ছিন্ধিচ্ছিন্ধি হ্রীং ফদ স্বাহা। অনেন অনেন ক্ষেত্রাধ্যক্ষং পূজয়েদিতি। কুলকুমারি বিদ্মহে মন্ত্রকোটিসুধীমহি। তন্নঃ কৌলিঃ প্রচোদয়াদিতি কুমার্য্যর্চনং কৃত্বা যো বৈ সাধকোঽভিলিখতি সোঽমৃতত্বং গচ্ছতি। স যশ আপ্নোতি। স পরমায়ুষ্যমথ

বা পরং ব্রহ্ম ভিত্ত্বা তিষ্ঠতি। য এবং বেদেতি মহোপনিষৎ।

ইতি তৃতীয়োপনিষৎ।

ব্যাখ্যা। অক্ষরার্থস্ত সুগমতয়া ন ব্যাখ্যাতম্।

অনুবাদ। দেবগণ মহেশ্বরকে বলিলেন, ভগবন্! আমরা মুদ্রা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ মহেশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ভূমিতে বিস্তৃত করিয়া জানুমণ্ডল স্থাপনপূর্ব্বক পদ্মাসন করিয়া উপবেশন করিয়া মুদ্রা রচনা কর। যিনি এইরূপ যোনিমুদ্রার অভ্যাস করে, তিনি সকল আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন, সকল বিনাশ করিতে পারেন ও শত্রুদিগকে স্তম্ভিত করিতে পারেন। দণ্ডবৎ যুক্ত তর্জ্জনীদ্বয়ের নিম্নে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে অনামিকাদ্বয়ের উপরে মধ্যমাদ্বয় স্থাপন করিবে, তাহা হইলে প্রথমপ্রকার যোনিমুদ্রা হইবে। ঐ মুদ্রাতেই মধ্যমাদ্বয় মিলিত হইলে দ্বিতীয় প্রকার হইবে। মধ্যমাদ্বয়কে

অঙ্কুশাকার করিলে তৃতীয় প্রকার, বিপরীতরূপে হস্তদ্বয় সংঘর্ষিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় কনিষ্ঠাদ্বয়ের সহিত মিলিত করিলে চতুর্থ প্রকার, পরস্পর কনিষ্ঠাদ্বয়ের দ্বারা এই মধ্যমাদ্বয়কে আবদ্ধ করিয়া অনামিকাদ্বয়কে দণ্ডবৎ করিবে। তর্জ্জনীদ্বয়কে পরস্পর বেষ্টিত করিয়া দৃঢ়ভাবে রাখিবে এবং মধ্যমাপথে অঙ্গুষ্ঠমিলিত করিবে ইহা পঞ্চমপ্রকার। সেই মুদ্রাতেই অগ্রভাগে অঙ্কুশাকার করিলে ষষ্ঠী যোনিমুদ্রা হয়। দক্ষিণ হস্তে বামবাহু স্থাপন করিয়া পরস্পরের অনামিকাদ্বয় কনিষ্ঠাদ্বয়ের মধ্যে রাখিবে। মধ্যমাদ্বয় তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা আক্রমণ করিয়া সকল অঙ্গুলিতে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় রক্ষা করিবে,তাহা হইলে খেচরী নামে সপ্তমী যোনি-মুদ্রা হইবে। সর্ব্বার্দ্ধে সকল অঙ্গুলি মিলিত হইবে। নিজ মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যে কনিষ্ঠা, পার্শ্বদ্বয়ে অঙ্কুশাকার তর্জ্জনীদ্বয় এবং অঙ্গুষ্ঠযোগে পরস্পর সমভাবে অঞ্জলিবন্ধন করিলে অষ্টমপ্রকার যোনি-মুদ্রা হইবে। পরস্পর মধ্যমাদ্বয়ের পৃষ্ঠে অনামিকাদ্বয় তর্জ্জনীদ্বারা আক্রমণ করিয়া মধ্যমাদ্বয় সমান করিয়া

অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের মধ্যভাগে স্থাপন করিলে নবমপ্রকার যোনিমুদ্রা হইবে। তাহাতেই কনিষ্ঠাদ্বয় সমানভাবে স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সমানান্তরালভাবে স্থাপন করিলে ত্রিখণ্ডামুদ্রা হইবে। পঞ্চবাণাত্মক প্রথম পাঁচটী মুদ্রা স্পষ্ট। "ক্রোঁ" এই মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রা, "হসক্ষ্ফ্রেঁ" এই মন্ত্রে খেচরীমুদ্রা, "হস্ত্রৌঁ" এই বীজে অষ্টমী মুদ্রা, বাগ্‌ভবাদিমন্ত্রে নবমী ও দশমী মুদ্রার অনুষ্ঠান করিবে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারেন। ইহার পর কাম-কলার মূল চক্র ব্যাখ্যা করিতেছি। "হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ ব্লুং স্ত্রীঁ" এই পাঁচটী মন্ত্র পঞ্চবাণ। ইহার পঞ্চকামমন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ইহারা সকল চক্রে ব্যবস্থিত হয়। মধ্যমকামমন্ত্র সর্ব্বাবসানে সংপুটিত করিয়া "ব্লুঁ" এই মন্ত্রে সম্পুটিত ও ব্যাপ্ত করিয়া দুইবার ঐন্দ্রবমন্ত্রে (ঠঁ) মধ্যে বন্ধন করিয়া ভূর্জ্জপত্রে পূজা করিবে। সেই চক্র যিনি জানেন, তিনি সকল জানেন, তিনি সকল লোক আকর্ষণ করেন। তিনি সকলকে স্তম্ভিত করেন। নীলরসযুক্ত চক্র শত্রু বধ করে।

শত্রুর গতি স্তম্ভিত করে, লাক্ষারসযুক্ত চক্র সকল লোক বশীভূত করে। নবলক্ষ জপ করিয়া রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। অকারাদি পঞ্চাশৎ মাতৃকা অক্ষর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। ভগচিহ্নিত কুণ্ড করিয়া তাহাতে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক ঘৃতাহুতি দান করিয়া পুরুষ স্ত্রীগণকে বশীভূত করে। গোলাকার কুণ্ডে আহুতি দান করিলে অতুল সম্পত্তি লাভ করে। চতুষ্কোণ কুণ্ডে হোম করিলে বৃষ্টি হয়। ত্রিকোণ কুণ্ডে হোম করিলে শত্রু বধ ও শত্রুর গতি স্তম্ভিত করা যায়, পুষ্পের দ্বারা আহুতি প্রদান করিলে বিজয় লাভ হয় মহারস দ্বারা আহুতি প্রদান করিলে পরমানন্দ পূর্ণতা লাভ করে। "গণানাং ত্বা" ইত্যাদি মূলোক্তমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আদ্য অক্ষর "গ"কারে বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার সংযুক্ত করিয়া "গং" এই মন্ত্রে অঙ্গস্পর্শ অর্থাৎ অঙ্গন্যাস করিবে। গং গণেশায় নম এইমন্ত্রে গণেশকে প্রণাম করিবে, ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মূলোক্তমন্ত্রে ক্ষেত্রাধ্যক্ষের পূজা করিবে। "কুলকুমারি" ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারী অর্চনা করিয়া

যে ব্যক্তি যন্ত্র অঙ্কিত করেন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন, যশঃ প্রাপ্ত হন, তিনি দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন, যিনি ইহা জানেন, তিনি অভিলষিত ফললাভ করেন। ইহাই মহোপনিষৎ।

তৃতীয় উপনিষদের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোপনিষৎ।

৪। দেবা হ বৈ ভগবন্তমব্রুবন্দেব গায়ত্রং হৃদয়ং নো ব্যাখ্যাতং ত্রৈপুরং সর্বোত্তমম্। জাতবেদসস্যৃক্তেনাখ্যাতং নস্ত্রৈপুরাষ্টকম্। যদিষ্ট্বা মুচ্যতে যোগী জন্মসংসারবন্ধনাৎ। অথ মৃত্যুঞ্জয়ং নো ব্রূহীত্যেবং ব্রুবতাং সর্বেষাং দেবানাং শ্রুত্বেদং বাক্যমথাতস্ত্র্যম্বকেনানুষ্টুভেন মৃত্যুঞ্জয়ং দর্শয়তি। কস্মাত্ত্র্যম্বকমিতি। ত্রয়াণাং পুরাণামম্বকং স্বামিনং তস্মাদুচ্যতে ত্র্যম্বকমিতি। অথ কস্মাদুচ্যতে যজামহ ইতি। যজামহে সেবামহে বস্ত মহেত্যক্ষরদ্বয়েন

কুটত্বেনাক্ষরৈরেকেণ মৃত্যুঞ্জয়মিত্যুচ্যতে। তস্মাদুচ্যতে যজামহ ইতি। অথ কস্মাদুচ্যতে সুগন্ধিমিতি। সর্বতো যশ আপ্নোতি। তস্মাদুচ্যতে সুগন্ধিমিতি। অথ কস্মাদুচ্যতে পুষ্টিবর্দ্ধনমিতি। যৎ সর্বাংল্লোকান্ সৃজতি যৎ সর্বাংল্লোকাংস্তারয়তি যৎ সর্বাংল্লোকান্ ব্যাপ্নোতি তস্মাদুচ্যতে পুষ্টিবর্দ্ধনমিতি। অথ কস্মাদুচ্যতে উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয়েতি। সংলগ্নত্বা-দুর্বারুকমিব মৃত্যোঃ সংসারবন্ধনাৎ সংলগ্নত্বাদ্বদ্ধত্বান্মো-ক্ষীভবতি মুক্তো ভবতি। অথ কস্মাদুচ্যতে মামৃতা-দিতি। অমৃতত্বং প্রাপ্নোত্যক্ষরং প্রাপ্নোতি স্বয়ং রুদ্রো ভবতি। দেবা হ বৈ ভগবন্তমূচুঃ সর্বং নো ব্যাখ্যাতম্। অথ কৈর্ম্মন্ত্রৈঃ স্তুতা ভগবতী স্বাত্মানং দর্শয়তি তান্ সর্বাংচ্ছৈবান্বৈষ্ণবান্ সৌরান্ গাণেশান্নো ব্রূহীতি। স হোবাচ ভগবাংস্ত্র্যম্বকেনানুষ্টুভেন মৃত্যুঞ্জয়মুপাসয়েৎ। পূর্ব্বেণাধ্বনা ব্যাপ্তমেকাক্ষরমিতি স্মৃতম্। ওঁ নমঃ শিবায়েতি যাজুষমন্ত্রোপাসকো রুদ্রত্বং প্রাপ্নোতি। কল্যাণং প্রাপ্নোতি। য এবং বেদ। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পরং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

দিবীব চক্ষুরাততম্। বিষ্ণোঃ সর্বতোমুখস্য স্নেহো যথা পললপিণ্ডমোতপ্রোতমনুব্যাপ্তং ব্যতিরিক্তং ব্যাপ্নুত ইতি ব্যাপ্নুবতো বিষ্ণোস্তৎপরমং পদং পরং ব্যোমেতি পরমং পদং পশ্যন্তি বীক্ষন্তে। সূরয়ো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস ইতি সদা হৃদয় আদধতে। তস্মা-দ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বসতি তিষ্ঠতি ভূতেষ্বিতি বাসুদেব ইতি। ওঁ নম ইতি ত্রীণ্যক্ষরাণি ; ভগবন্ত ইতি চত্বারি। বাসুদেবায়েতি পঞ্চাক্ষরাণি। এতদ্বৈ বাসুদেবস্য দ্বাদশার্ণমভোতি। সোপপ্লবং তরতি। স সর্বমায়ুরেবৈতি। বিন্দতে প্রাজাপত্যং রায়স্পোষং গৌপত্যং চ সমশ্নুতে প্রত্যগানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপমকার উকারো মকার ইতি। তাননেকধা সংভবতি তদোমিতি। হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ। হংস ইত্যেতন্মনো• রক্ষরদ্বিতীয়েন প্রভাপুঞ্জেন সৌরেণ ধৃতমব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং সত্যা-প্রভা-পুঞ্জি ন্যুষা সংধ্যা-প্রজ্ঞাভিঃ শক্তিভিঃ পূর্বং সৌরমধীয়ানঃ সর্বং

ফলমশ্নুতে। স ব্যোম্নি পরমে ধামনি সৌরে নিবসন্তে পণানাং স্বেতি ত্রৈষ্টুভেন পূর্বোধ্বনা মনুনৈকার্ণেন গণাধিপমভ্যর্চ্য গণেশত্বং প্রাপ্নোতি। অথ গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বত্যজপা মাতৃকা প্রোক্তা তথা সর্বমিদং ব্যাপ্তম্। ঐ বাগীশ্বরি বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বরি ধীমহি সৌস্তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াদিতি গায়ত্রী প্রাতঃ। সাবিত্রী মধ্যন্দিনে সরস্বতী সায়মিতি। নিরন্তরমজপা হংস ইত্যেব মাতৃকা। পঞ্চাশদ্বর্ণবিগ্রহেণাকারাদিক্ষকারান্তেন ব্যাপ্তানি ভুবনানি শাস্ত্রাণি চ্ছন্দাংসীত্যেবং ভগবতী সর্বং ব্যাপ্নোতীত্যেব। তস্যৈ বৈ নমোনম ইতি। তান্ ভগবানব্রবীদেতৈর্মন্ত্রৈর্নিত্যং দেবীং স্তৌতি স সর্বং পশ্যতি। সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি। য এবং বেদেত্যুপনিষৎ॥ ইতি তুরীয়োপনিষৎ॥

ব্যাখ্যা। দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ শিষ্যভূতাঃ) হ বৈ (ঐতিহ্যসূচকং অব্যয়দ্বয়ং)-[ইদং প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ] ভগবন্তং (ঐশ্বর্যশালিশিষং পরমাত্মানমিতি যাবৎ) অব্রুবন্ (পৃষ্টবন্তঃ), দেব (হে পরমদ্যুতিরূপিন্) ত্রৈপুরং (ত্রিপুরদেবতাকং সর্বোত্তমং (সর্বোৎকৃষ্টং) গায়ত্রং (গায়ত্র্যাঃ সমুদ্ভূতং) হৃদয়ং (রহস্যতত্ত্বং) নঃ (অস্মভ্যং)

ব্যাখ্যাতং (বিশেষরূপেণ স্ফুটং কথিতং)। [কিঞ্চ] জাতবেদসসূক্তেন (জাতবেদসে ইত্যাদিনা ঋগ্‌মন্ত্রেন) নঃ (অস্মভ্যং) ত্রৈপুরাষ্টকং (ত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ অষ্টবিধ মন্ত্রং) আখ্যাতম (উপদিষ্টম্)। যদিষ্ট্বা (যৎমন্ত্রস্বরূপং দেবতাভেদেন পূজয়িত্বা) যোগী (নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তিঃ যতী) জন্মসংসারবন্ধনাৎ (দেহগ্রহণরূপসংসারদুঃখবন্ধনাৎ) মুচ্যতে (মুক্তো ভবতি)। অথ (অতঃপরং) মৃত্যুঞ্জয়ং (মরণত্রাণোপায়ভূতংমন্ত্রং) নঃ ব্রূহি, ইত্যেবং ব্রুবতাং (ইত্থং পৃচ্ছতাং) সর্ব্বেষাং দেবানাং, ইদং বাক্যং শ্রুত্বা অথাতঃ (দেবানাং প্রশ্নানন্তরং) [ভগবান্] ত্র্যম্বকেন (শৈবেন) আনুষ্টুভেন (অনুষ্টুব্‌মন্ত্রেণ) মৃত্যুঞ্জয়ং (তদাখ্যং মন্ত্রং) দর্শয়তি (সাক্ষাৎ উপদিশতি) [প্রশ্নপূর্ব্বক মন্ত্রং ব্যাখ্যাতি] কস্মাৎ ত্র্যম্বকমিতি (কথং ত্র্যম্বকম্ উচ্যতে) (ইতি প্রশ্নঃ) [উত্তরমাহ] [যস্মাৎ] ত্রয়াণাং (ত্রিসংখ্যাকানাং পুরাণাং (স্বর্গাদিলোকানাং) অম্বকং, [অস্য অর্থমাহ] স্বামিনং প্রভুং) তস্মাৎ (ত্র্যম্বকশব্দবাচ্যলোকত্রয়স্য স্বামিত্বাৎ) ত্র্যম্বকম্ ইতি (ত্র্যম্বকনাম্না) উচ্যতে (কথ্যতে). [পদান্তর-ব্যাখ্যামর্থমপরং প্রশ্নমাহ] কস্মাদুচ্যতে যজামহ ইতি, [উত্তরমাহ] যজামহে, [অস্য ব্যাখ্যানং] সেবামহে (পূজয়ামঃ) [অস্য অক্ষরব্যাখ্যানমাহ] কূটস্থেন (অপরিণামি-ত্বয়া) অক্ষরৈকেণ (অবিকারিণী একরূপেণ) [স্থিতং] মৃত্যুঞ্জয়ং (মরণরূপবন্ধতারকং) বস্তু ইতি (পরমার্থভূত-

ব্রহ্মচৈতন্যমিতি) মাহ ইত্যক্ষরদ্বয়েন, উচ্যতে। তস্মাৎ (যজামহে শব্দস্য মৃত্যুঞ্জয়বাচকত্বাৎ) যজামহে ইত্যুচ্যতে। [পুনঃ প্রশ্নমাহ] কস্মাদুচ্যতে সুগন্ধিমিতি, [অস্যোত্তরমাহ] সর্ব্বতঃ (সর্ব্বস্থানে) যশঃ আপ্নোতি (কীর্ত্তিং লভতে) তস্মাৎ (সুগন্ধিশব্দস্য যশঃপ্রাপ্তিবাচকত্বাৎ) উচ্যতে সুগন্ধিমিতি। [অপরং প্রশ্নমাহ] কস্মাৎ উচ্যতে পুষ্টিবর্দ্ধনমিতি, [অস্য উত্তরমাহ] যৎ (যস্মাৎ] সর্ব্বান্ লোকান্ ভূরাদিচতুর্দ্দশ-ভুবনানি) সৃজতি (উৎপাদয়তি) [ন কেবলম্ উৎপাদয়তি] সর্ব্বান্ লোকান্, তারয়তি (বন্ধনাৎ মোচনেন রক্ষতি) যৎ (যস্মাৎ) সর্ব্বান্ লোকান্, ব্যাপ্নোতি (অশ্নুতে) তস্মাৎ (সর্ব্বলোকান্ সৃষ্ট্বা পালয়িত্বা চ পোষণাৎ) পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ইতি উচ্যতে, [প্রশ্নমাহ] অথ কস্মাদুচ্যতে উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয় ইতি; সংলগ্নত্বাৎ (সংযুক্তত্বাৎ) উর্ব্বারুকমিব (কর্কটীনামকফলমিব) বন্ধনাৎ মৃত্যোঃ (দুঃখরূপাৎ মৃত্যুস্বরূপ-সংসারবন্ধনাৎ) সংলগ্নত্বাৎ (অবিদ্যাকামাদিযুক্তত্বাৎ) (বদ্ধত্বাৎ (ততএব বন্ধনগ্রহণপ্রত্বাৎ) মোক্ষীভবতি (মন্ত্রেণানেন মোক্ষং লভতে) [অস্যৈব অর্থঃ] মুক্তো ভবতি। [প্রশ্নমাহ] অথ কস্মাদুচ্যতে মামৃতাৎ ইতি। [উত্তরমাহ] অমৃতত্বং প্রাপ্নোতি, [অস্যৈব অর্থঃ) অক্ষরং প্রাপ্নোতি (কূটস্থনিত্য-ব্রহ্মস্বরূপং লভতে। [অস্যৈব অর্থঃ] স্বয়ং রুদ্রঃ ভবতি (অবিদ্যানিবৃত্ত্যা রুদ্রাত্মকব্রহ্মরূপেণ অবতিষ্ঠতে)। [দেবা বাং

পুনঃ প্রশ্নমাহ] দেবাহেত্তি, [ভগবতঃ উত্তরমাহ] স হোবাচ ইত্যাদি। পূর্ব্বেণ অধ্বনা (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) ব্যাপ্তম্ একাক্ষরং (ব্যাপকম্ অবিকারি অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম) ইতি মৃত্যুং (মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রেণ লক্ষিতম্) শৈবং মন্ত্রমাহ ওঁ নমঃ শিবায় ইত্যাদি, [বৈষ্ণবং মন্ত্রমাহ] তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি। [অস্যৈব ব্যাখ্যান মাহ] বিষ্ণোঃ, [অন্যৈব অর্থঃ] সর্ব্বতোমুখস্য (সর্ব্বব্যাপকস্য), [অত্র দৃষ্টান্তমাহ] স্নেহঃ (তৈলাদিকং) যথা (যদ্বৎ) পলল-পিণ্ডং (মাংসপিণ্ডং) ওতপ্রোতং (আতানবিতানভাবেন সর্ব্বতঃ অনুপ্রবিষ্টঃ) [অস্যৈব অর্থঃ] অনুব্যাপ্তং (সর্ব্বতঃ ব্যাপ্য অবতিষ্ঠতে) ব্যতিরিক্তঃ (স্বয়ং প্রপঞ্চাৎ অতিরিচ্যমানঃ স্বস্মিন্ আরোপিতাৎ প্রপঞ্চাৎ অতিরিক্ততয়া অবস্থিতঃ) ব্যাপ্নুতে (অধিষ্ঠানতয়া অশ্নুতে)। ব্যাপ্নুবতঃ (ব্যাপকস্য পরমাত্মনঃ বিষ্ণোঃ) পরমং (উৎকৃষ্টং) পদং (স্বরূপং) পরং ব্যোমেতি (নির্ম্মলাকাশরূপব্রহ্মস্বরূপং) পরমং পদং (শ্রেষ্ঠং স্বরূপং) পশ্যন্তি (সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি) [অস্যৈব অর্থঃ] বীক্ষন্তে। সূরয়ঃ [অস্য অর্থঃ] ব্রহ্মাদয়ঃ দেবাসঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ দেবাঃ), [অস্যার্থমাহ] সদা হৃদয়ে আদধতে (বুদ্ধ্যা ধ্যায়ন্তি) [বাসুদেব মন্ত্রার্থমাহ] তস্মাৎ [অধিষ্ঠান-রূপেণ বিষ্ণোঃ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ] ভূতেষু (সর্ব্বেষু প্রাণিষু) বিষ্ণোঃ (পরমাত্মনঃ) স্বরূপং (আত্মরূপং) বসতি, [অস্যৈব অর্থঃ] তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠানরূপেণ বিরাজতে) ইতি [অস্মাৎ

হেতোঃ] বাসুদেব ইতি উচ্যতে]। [দ্বাদশাক্ষর-বাসুদেব-মন্ত্রমাহ] ওমিত্যাদি। [অস্যা উপাসনায়াঃ ফলমাহ] সোপপ্লবমিত্যাদি। রায়স্পোষং (ধনাদিভিঃ পোষয়িত্বা) গৌপত্যং (গবামাধিপত্যং) স্বার্থং প্রণবমাহ] প্রত্যগানন্দং (সুখাত্মকব্রহ্মস্বরূপং), তান্ (অকারোকারমকারান্) একম্ (চৈতন্যাত্মকব্রহ্মরূপেণ) সম্ভবতি (সম্যক্ ব্যাপ্নোতি) [সৌরং মন্ত্রমাহ] হংসঃ (পরমাত্মা) শুচিষৎ (শুচৌ বুদ্ধৌ সীদতীতি বুদ্ধ্যভিব্যক্তরূপঃ) বসুঃ (হংস এব বসুদেবঃ (অন্তরিক্ষসৎ (অন্তরীক্ষে সীদতি ইতি, অন্তরক্ষাশ্রিতঃ) হেতো। (অধিকারিজীবরূপেণ যাগকর্ত্তা) বেদিষৎ (বেদ্যাংসীদতি ইতি বেদিষৎ, যজমানরূপঃ) অতিথিঃ (অতিথি দেবতারূপঃ) দুরোণসৎ (দুরোণে গৃহে সীদতি ইতি, গৃহে আসীনঃ) নৃষৎ (নৃষু জীবেষু সীদতীতি, জীরূপেণ বিদ্যমানঃ) বরসৎ (বরে শ্রেষ্ঠ-স্থানে সীদতীতি, বিশুদ্ধে চিত্তাদৌ উপলভ্যমানঃ) ঋতসৎ (ঋতেন সত্যেন সীদতীতি, সত্যরূপেণ স্থিতঃ) ব্যোমসৎ (ব্যোম্নি হৃদয়াকাশে উপলভ্যতয়া সীদতি ইতি বুদ্ধৌ প্রকাশ্যতয়া বিদ্যমানঃ) অব্জাঃ (অপ্সু ক্ষীরোদার্ণবাদৌ উপাস্যতয়া জাতঃ) গোজাঃ (গোষু বাক্ষু উপাস্যতয়া প্রতিপাদ্যত্বেন জাতঃ) ঋতজাঃ (সত্যে উপাস্যতয়া জাতঃ) অদ্রিজাঃ (অদ্রৌ মেঘে জাতঃ) ঋতং (সত্যস্বরূপং) বৃহৎ (পরমমহান্, সর্ব্বব্যাপকঃ)। [শ্রুতিঃ স্বয়মেব মন্ত্রমেনং ব্যাখ্যাতি] অতঃপরং সুগমং ।

অনুবাদ। ইন্দ্রাদি দেবগণ ভগবান্ শিবরূপী পরমাত্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, গায়ত্রী মন্ত্র হইতে সমুদ্ভুত মন্ত্ররহস্য আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই মন্ত্রের ত্রিপুরাসুন্দরী দেবতা, ইহা সর্ব্বোত্তম। এতদ্‌ব্যতিরিক্ত "জাতবেদসে" এই ঋগ্ মন্ত্রদ্বারা ত্রিপুরাদেবীর মন্ত্রাষ্টকও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যে মন্ত্র দেবতার সহিত অভিন্নরূপে উপাসনা করিয়া যোগিগণ জন্মরূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। এখন আমাদের নিকট মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের উপদেশ করুন। দেবতাগণ ইহা বলিলে তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রশ্নের আলোচনাপূর্ব্বক অনুষ্টুপ্ ছন্দপ্রথিত ত্র্যম্বকমন্ত্রদ্বারা মৃত্যুঞ্জয় স্বরূপ দর্শন করাইলেন। দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কি হেতু ত্র্যম্বক বলিয়া কথিত হন? ভগবান্ উত্তর করিলেন,—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে অবস্থিত পুরত্রয়ের স্বামী বলিয়া মহেশ্বর ত্র্যম্বক বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। দেবগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

ভগবন্! কিজন্য 'যজামহে' বলা হইল? ভগবান্ উত্তর করিলেন, 'যজামহে' শব্দের অর্থ—আমরা সেবা করিতেছি। "মহে" এই অক্ষরদ্বয়দ্বারা কূটস্থ অবিকারী নিত্য অদ্বিতীয় পরমাত্মার সহিত অভিন্ন মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র কথিত হয়, এইজন্যই যজামহে বলা হইয়াছে। দেবগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুগন্ধিং" বলা হইল কেন? ভগবান্ বলিলেন, যেহেতু পরমাত্মার কীর্ত্তিরূপ স্বরূপ সর্ব্বব্যাপ্ত এইজন্য "সুগন্ধিং" বলা হইয়াছে। দেবগণ আবার প্রশ্ন করিলেন "পুষ্টিবর্দ্ধনং" বলা হইল কেন? ভগবান্ মহেশ্বর বলিলেন, যেহেতু ইনি সকল লোক সৃষ্টি করেন এবং তাহা রক্ষা করেন বা বন্ধন হইতে মুক্ত করেন ও সকল লোক ব্যাপিয়া অবস্থিত থাকিয়া উহাদিগকে পরিপুষ্ট করেন, এইজন্য পুষ্টিবর্দ্ধনং বলা হইয়াছে। দেবগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "উর্ব্বারুকমিব মৃত্যোমুক্ষীয় বন্ধনাৎ" বলা হইল কেন? ভগবান্ উত্তর করিলেন, কর্কটী ফল-যেমন অপক্কাবস্থায় দৃঢ় সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু পক্কতা প্রাপ্ত করিয়া বিদীর্ণ হইয়া উন্মুক্ত হইলে যেমন আর

বদ্ধ হয় না, সেইরূপ জীবগণ স্বীয় স্বীয় অবিদ্যা কর্ম্মাদিবশতঃ বদ্ধ হইয়া থাকে, পরে পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা রসাদিগলের পক্কতা প্রাপ্ত হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, পরমাত্মা মহেশ্বরের অনুগ্রহে আর মোক্ষস্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হয় না, এইজন্য ইনি "উর্ব্বারুকমিব মৃত্যো র্মুক্ষীয় বন্ধনাৎ" উক্ত হইয়াছেন। দেবগণ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামৃতাৎ" কেন কথিত হইল? ভগবান্ উত্তর করিলেন, জীবগণ মহেশ্বরের উপাসনা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে, নিত্যব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, সাক্ষাৎ রুদ্রস্বরূপ হইয়া থাকে, সেই স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হয় না, এইজন্য "মামৃতাৎ" বলা হইয়াছে। পুনরায় দেবগণ ভগবান্ মহেশ্বরকে বলিলেন, ভগবন্! আমাদের অভিপ্রেত সকলই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এখন আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, ভগবতী মহামায়ারূপিণী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী কোন্ কোন্ মন্ত্রদ্বারা স্তুত হইয়া স্বীয় উপাসকদিগের নিকট আত্মা স্বরূপ প্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎকার প্রদান করেন? সেই সকল শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য মন্ত্র আমাদের নিকট

প্রকাশ করুন। সেই ভগবান্ মহেশ্বর বলিলেন, অনুষ্টুপ ছন্দোগ্রথিত মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র দ্বারা মৃত্যুঞ্জয় পরমাত্মার উপাসনা করিবে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে এই মন্ত্রদ্বারা এক অদ্বিতীয় অবিকারী ব্রহ্ম ব্যাপ্ত। অর্থাৎ বাচ্যবাচকভাবে মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন বলিয়া মন্ত্রদ্বারা পরমাত্মা ব্যাপ্ত। ইহা শাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে। 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রের উপাসক রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। যিনি ইহা জানেন, তিনি সকল প্রকার শুভ ফল প্রাপ্ত হন। সেই বিষ্ণুরূপী ব্যাপক পরমাত্মার উৎকৃষ্ট স্বরূপ ব্রহ্মাদি দেবগণ সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া থাকেন। এই পরমাত্মস্বরূপ নির্ম্মল আকাশে প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। এই "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি বৈষ্ণব মন্ত্র। ইহার অর্থ কথিত হইতেছে। বিষ্ণু অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। তৈলাদি স্নেহ পদার্থ যেমন মাংসাদি পিণ্ডে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে আরোপিত সকল প্রপঞ্চে বিষ্ণু অধিষ্ঠানরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। আরোপিত

প্রপঞ্চ হইতে অতিরিক্ত নিত্যশুদ্ধ স্বস্বরূপেও তিনি বিদ্যমান আছেন। এই আকাশরূপ পরম পদ ব্রহ্মাদি দেবগণ অবলোকন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই বিষ্ণুর পরম পদ হৃদয়ে ধারণ করেন। এজন্যই বিষ্ণুর পরম পদ সর্ব্বত্র অধিষ্ঠানরূপে বাস করে, অতএব তিনি বাসুদেব বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। "ওঁ নমঃ" এই তিনটী অক্ষর, "ভগবতে" এই চারিটি অক্ষর এবং "বাসুদেবায়" এই পাঁচটি অক্ষর। এই-রূপে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই: দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র পাওয়া গেল। যিনি ইহার উপাসনা করেন, তিনি সকল প্রকার উপপ্লব অর্থাৎ বিপদ্ হইতে ত্রাণ ও সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণের আধি-পত্য লাভ করেন। তিনি ধনাদি দ্বারা সকলের পোষণ করিয়া গবাদি পশুর স্বামিত্ব লাভ করেন। প্রণবের স্বরূপ অকার, উকার ও মকার প্রত্যানন্দ ব্রহ্মপুরুষের স্বরূপ। ওঁ এই এক অক্ষর অনেকাত্মক অকার, উকার ও মকারকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। এই সকল বৈষ্ণব মন্ত্র কথিত হইল। এখন সৌরমন্ত্র

কথিত হইতেছে। হংসাত্মক পরমাত্মা সূর্য্যস্বরূপ। এই হংসরূপী পরমাত্মা শুচি বুদ্ধিতে অবস্থান করেন, তিনি বসুনামক দেবতার স্বরূপ। তিনি নির্ম্মল আকাশাত্মক ও কর্ম্মাধিকারিগণের যাগাদি কর্ম্মে হোতৃ-স্বরূপ। তিনি যজ্ঞাদির বেদিতে অবস্থান করেন অর্থাৎ যজমানরূপী। তিনিই অতিথি ও গৃহস্থ। তিনি সকল মনুষ্যে জীবরূপে অবস্থিত ও বিশুদ্ধ স্থানে বাস করেন বা অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। তিনি আকাশে অবস্থিত। তিনি ক্ষীরোদার্ণবজলে উপাস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি গো অর্থাৎ বাক্যে উপাস্যরূপে বিদ্যমান; এইরূপ সত্য, অদ্রি অর্থাৎ মেঘে উপাস্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি সত্যস্বরূপ ও পরম-মহৎ। হংস এই মন্ত্রে হংস এই অক্ষরদ্বয়ের দ্বারা এই প্রপঞ্চ বিধৃত হইয়াছে। ইহা প্রভাপুঞ্জ-স্বরূপ, ইহার দেবতা সূর্য্য। ইহা অব্জা, গোজা, ঋতজা, অদ্রিজা, ঋত, সত্যা, প্রভা, পুঞ্জিনী, উষা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, এই সকল শক্তি দ্বারা পূর্ণ। যিনি সূর্য্য দেবতাক এই মন্ত্রের অধ্যয়ন অর্থাৎ

উপাসনা করেন, তিনি সকল প্রকার অভিলষিত ফল লাভ করেন। তিনি সূর্য্যের পরম ধাম আকাশে বাস করেন। "গণানাং ত্বা" এই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে গ্রথিত মন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বরীতিতে "গং" এই এক বর্ণাত্মক মন্ত্রে গণাধিপতির অর্চ্চনা করিয়া গণেশের স্বরূপতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গাণপত্যমন্ত্র কথিত হইল। ইহার পর গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী, অজপা ও মাতৃকামন্ত্র প্রোক্ত হইয়াছে। তাহা দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে। ঐঁ ইত্যাদি গায়ত্রী, ইহার অর্থ হে ঐঁ মন্ত্রাভিন্নে বাগীশ্বরি দেবি! আমি আপনাকে উপাসনা করি, হে ক্লীঁ মন্ত্রাভিন্নে কামেশ্বরি দেবি! আমি আপনাকে চিন্তা করিতেছি, সৌ এই মন্ত্রের সহিত অভিন্ন-শক্তি আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে নিয়োজিত করুন। প্রাতঃকালে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, সায়াহ্নে সরস্বতী ও সকল সময়ে অজপা উপাসনীয়। হংস ইহাই মাতৃকাস্বরূপ। অকারাদি ক্ষকারান্ত ৫০ পঞ্চাশৎ বর্ণাত্মক মূর্ত্তিদ্বারা সকল ভুবন, সর্ব্ব শাস্ত্র, সমুদয় ছন্দঃ ব্যাপ্ত হইয়াছে,

এইরূপে ভগবতী সকল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই ভগবতীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ভগবান্ মহেশ্বর দেবতাদিগকে বলিলেন, যিনি এই সকল মন্ত্র দ্বারা প্রতিদিন দেবীর স্তব করেন, তিনি সকল দেখিতে পারেন। (যিনি এইরূপ জানেন) তিনি অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। ইহাই রহস্য বিদ্যা। চতুর্থোপনিষদের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোপনিষৎ।

১। দেবা হ বৈ ভগবন্তমব্রুবন্ স্বামিন্নঃ কথিতং স্ফুটং ক্রিয়াকাণ্ডং সবিষয়ং ত্রৈপুরমিতি। অথ পরমনির্বিশেষং কথয়স্বেতি। তান্ হোবাচ ভগবাংস্তুরীয়য়া মায়য়াস্ত্যয়া নির্দিষ্টং পরমং ব্রহ্মেতি। পরমপুরুষং চিদ্রূপং পরমাত্মেতি। শ্রোতা মন্তা দ্রষ্টা দেষ্টা স্প্রষ্টা ঘোষ্টা বিজ্ঞাতা প্রজ্ঞাতা সর্বেষাং পুরুষাণংমন্তঃ পুরুষঃ স আত্মা স বিজ্ঞেয় ইতি। ন তত্র লোকা অলোকা ন তত্র দেবা অদেবাঃ

পশবোঽপশবস্তাপসো ন তাপসঃ পৌল্কসো ন পৌল্কসো বিপ্রা ন বিপ্রাঃ। স ইত্যেকমেব পরং ব্রহ্ম বিভ্রাজতে নির্বাণম্। ন তত্র দেবা ঋষয়ঃ পিতর ঈশতে প্রতিবুদ্ধঃ সর্ববিদ্যেতি। তত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি। অতো নির্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা। যতো নির্বিষয়ো নাম মনসো মুক্তিরিষ্যতে॥

২। *মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধমেব চ
অশুদ্ধং কামসংকল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্॥

৩। মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধনং বিষয়াসক্তির্মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং মনঃ॥

৪। নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সংনিরুধ্য মনো হৃদি।
যদা যাত্যমনীভাবস্তদা তৎ পরমং পদম্॥

৫। তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ধৃদিগতং ক্ষয়ম্।
এতজ্‌জ্ঞানং চ ধ্যানং চ শেষোঽন্যো গ্রন্থবিস্তরঃ

৬। নৈব চিন্ত্যং ন চাচিন্ত্যং ন চিন্ত্যং চিন্ত্যমেব চ।
পক্ষপাতবিনির্মুক্তং ব্রহ্ম সংপদ্যতে ধ্রুবম্॥

৭। স্বরেণ সল্লয়েদ্‌যোগী স্বরং সংভাবয়েৎ পরম্।
অস্বরেণ তু ভাবেন ন ভাবো ভাব ইষ্যতে॥

৮। তদেব নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম সংপদ্যতে ক্রমাৎ॥

৯। নির্বিকল্পমনন্তং চ হেতুদৃষ্টান্তবর্জিতম্।
অপ্রমেয়মনাদ্যং চ যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ॥

১০। ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

১১। এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রত্স্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়ব্যতীতস্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

১২। এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥

১৩। ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটো নীয়েত নাকাশং তথা জীবো নভোপমঃ॥

১৪। ঘটবদ্বিবিধাকারং ভিদ্যমানং পুনঃ পুনঃ।
তদ্ভেদে চ ন জানাতি স জানাতি চ নিত্যশঃ॥

১৫। শব্দমায়াবৃতো যাবত্তাবত্তিষ্ঠতি পুষ্করে।
ভিন্নে তমসি চৈকত্বমেক এবানুপশ্যতি॥

১৬। শব্দার্ণমপরং ব্রহ্ম তস্মিন্ ক্ষীণে যদক্ষরম্।
তদ্বিদ্বানক্ষরং ধ্যায়েদ্যদীচ্ছেচ্ছান্তিমাত্মনঃ॥

১৭। দ্বে ব্রহ্মণী হি মন্তব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

১৮। গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ॥

১৯। গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরস্যাপ্যেক বর্ণতা।
ক্ষীরবৎ পশ্যতি জ্ঞানী লিঙ্গিনস্তু গবাং যথা॥

২০। জ্ঞাননেত্রং সমাধায় স মহৎ পরমং পদম্।
নিষ্কলং নিশ্চলং শান্তং ব্রহ্মাহমিতি সংস্মরেৎ॥

২১। ইত্যেকং পরব্রহ্মরূপং সর্বভূতাধিবাসং তুরীয়ং জানীতে সোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্যধিবসতি। য এতাং বিদ্যাং তুরীয়াং ব্রহ্মযোনিস্বরূপাং তামিহায়ুষে শরণমহং প্রপদ্যে। আকাশাদ্যনুক্রমেণ সর্বেষাং বা এতদ্ভূতা-নামাকাশঃ পরায়ণম্। সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যা-কাশাদেব জায়ন্তে। আকাশ এব লীয়ন্তে। তস্মাদেব জাতানি জীবন্তি। তস্মাদাকাশজং বীজং বিন্দ্যাৎ। তদেবাকাশপীঠং স্পার্শনং পীঠং তেজঃপীঠমমৃতপীঠং রত্নপীঠং জানীয়াৎ। যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি। তস্মাদেতাং তুরীয়াং শ্রীকামরাজীয়ামেকা-

দশধা ভিন্নামেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি যো জানীতে স তুরীয়ং পদং প্রাপ্নোতি। য এবং বেদেতি মহোপনিষৎ॥

ইতি পঞ্চমোপনিষৎ॥

শ্রীত্রিপুরাতাপিন্যুপনিষৎ সমাপ্তা॥

ব্যাখ্যা। দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) হ বৈ (নিশ্চিতঃ) ভগবন্তং (শিবং পরমাত্মানং) অব্রুবন্ (পৃষ্টবন্তঃ), স্বামিন্ (প্রভো) নঃ (অস্মভ্যম্) সবিষয়ং (উপাস্যবিষয়সহিতং ত্রৈপুরং (ত্রিপুরাসুন্দরীদেবতাকং) ক্রিয়াকাণ্ডং (পূজনাদিক্রিয়াতত্ত্বং) স্ফুটং (বিশদং) কথিতং (উক্তং) [ভগবতা ইতি শেষঃ] অথ (অতঃপরং) পরমনির্ব্বিশেষং (অশেষোপাধিনির্ম্মুক্তং তুরীয়চৈতন্যস্বরূপং) কথয়স্ব (ব্রূহি, উপদিশ ইতি যাবৎ)। তান্ (দেবান্) তুরীয়য়া (জাগ্রদাদ্যতীতাত্মস্বরূপজ্ঞাপিকয়া) মায়য়া (জগদুপাদানভূতয়া আদিপ্রকৃত্যা) অন্ত্যয়া (মূলাজ্ঞাননাসিকয়া চরময়াবৃত্ত্যা) পরমং ব্রহ্ম (নিরুপহিতং তুরীয়চৈতন্যং) নির্দ্দিষ্টম্ (জ্ঞাপিতম্) [অজ্ঞানাবরণনাশেন প্রকাশিতম্] পরমপুরুষং (ব্রহ্ম) চিদ্রূপং (চৈতন্যস্বরূপং) পরমাত্মা (সর্ব্বেষাম্ আত্মভূতঃ) [জীবপরমাত্মনোরভেদং প্রতিপাদয়তি] শ্রোতা (শ্রবণকর্ত্তা, বেদান্তবাক্যানাং শ্রবণপূর্ব্বকং তাৎপর্য্যমবধারকঃ ইত্যর্থঃ) মন্তা (মননকর্ত্তা

শ্রুতবেদান্তবাক্যানাং যুক্ত্যা অদ্বৈতবিরোধিশাস্ত্রতর্কাদিবিরোধস্ত পরিহারক:) দ্রষ্টা (সাক্ষাৎকর্ত্তা) দ্বেষ্টা (দ্বেষকর্ত্তা) স্পৃষ্টা (স্পর্শনকর্ত্তা) দ্যোষ্টা (শব্দকারী) বিজ্ঞাতা (সামান্যজ্ঞানাশ্রয়:] [এতৈর্বিশেষণৈ: সকলেন্দ্রিয়জ্ঞানোপলক্ষিতজীবাত্মস্বরূপম্ উক্তম্] সর্ব্বেষাং পুরুষাণাং (জীবরূপেণ ভেদেন প্রতীয়মানানাং) [স্বরূপ:] অন্ত:পুরুষ: (অন্তর্যামী পরমাত্মা), স: (জীবাভিন্ন পরমাত্মা) বিজ্ঞেয়: (সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য:) ইতি। [পরমাত্মনি অবিদ্যাকৃতভেদং নিষেধতি] তত্র (পরমাত্মনি) ন লোকা: (ভূরাদিভুবনভেদ: নাস্তি) ন অলোকা: (লোকব্যতিরিক্তা: অপি ন) [এবং দেবাদিরূপতা তদতাবরূপতাপি নেতিউত্তরগ্রন্থৈ: বোদ্ধব্যম্] স: (পরমাত্মা) ইতি (ইত্থং) একমেব পরং ব্রহ্ম (অদ্বিতীয়ব্রহ্মচৈতন্যরূপং) বিভ্রাজতে (স্বয়ং দীপ্যতে) নির্ব্বাণং (মোক্ষরূপং)। তত্র (তস্মিন্ পরমাত্মস্বরূপে) দেবা: (ইন্দ্রাদয়:), ঋষয়: (মন্ত্রদর্শিন:, বশিষ্ঠাদয়:), পিতর: (অগ্নিষ্বাত্তাদয়:), ন ঈশতে (প্রভব: ন ভবন্তি) [অপ্রতিহতং সর্ব্বাধিকমৈশ্বর্য্যং পরমাত্মন: ইতি ভাব:] [স: পরমাত্মা] প্রতিবুদ্ধ: (অপ্রহিতজ্ঞানরূপ:) সর্ব্ববিদ্য ইতি (সর্ব্বেষাং জ্ঞানাত্মক:) অত্র এতে শ্লোকা ভবন্তি। অত: (মনস: বিষয়াসঙ্গাদেব বন্ধযোগাৎ] নিত্যং (সদা) মন: (অন্ত:করণং) নির্ব্বিষয়ং (বাহ্যবিষয়াকারবৃত্তিশূন্যং) কার্য্যং (কর্ত্তব্যম্), [মুমুক্ষুণা (মোক্ষকামেন) যত: (যস্মাৎ) মনস:, নির্ব্বিষয়:

(বিষয়াকারত্বাভাবঃ চৈতন্যস্বরূপেণাবস্থানমিত্যর্থঃ) মুক্তিঃ (মোক্ষঃ) ইষ্যতে (অভিপ্রেয়তে) নাম (প্রসিদ্ধঃ) [যোগশাস্ত্রাদৌ]। হি (যস্মাৎ) মনঃ (অন্তঃকরণং) দ্বিবিধং প্রোক্তং, শুদ্ধম্ অশুদ্ধম্ এব চ, [অশুদ্ধং মনঃ আহ] কামসংকল্পং (বিষয়াকারবৃত্তিবিশিষ্টং) শুদ্ধং (নির্ম্মলং) কামবিবর্জ্জিতং (বিষয়াকারবৃত্তিশূন্যম্) ॥ ২ ॥ [অতঃ পঞ্চমশ্লোকং যাবৎ সুগমম্] [ব্রহ্ম] ।ন এব চিন্ত্যং (ন চিন্তনীয়ম্ [আত্মনঃ স্বয়ংপ্রকাশজ্ঞানরূপত্বাৎ আত্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিজন্যপ্রকাশরূপফলাশ্রয়ত্বাভাবেন নাস্য চিন্তাবিষয়ত্বমিতি ভাবঃ] ন চ অচিন্ত্যং (অচিন্তনীয়ং ন) [অন্তঃকরণবৃত্ত্যা আত্মনঃ অবিদ্যাবরণনাশ্যং কথঞ্চিৎ চিন্তাবিষয়ত্বমপীত্যর্থঃ] [অতঃ ফলমাহ] ন চিন্ত্যং চিন্ত্যমেব চ (প্রকাশরূপফলাভাবেন অচিন্ত্যম্ অবিদ্যানাশেন চিন্ত্যঞ্চেত্যর্থঃ) পক্ষপাতবিনির্ম্মুক্তং (বিষয়সম্বন্ধশূন্যং) ধ্রুবং (নিত্যং) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) সম্পদ্যতে (ভবতি) [নিরবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপেণ অবতিষ্ঠতে ইতি ভাবঃ] যোগী (চিত্তনিরোধবান্ স্বরেণ (প্রণবধ্বনিনা) সৎ (সতি ব্রহ্মণি) লয়েৎ (জীবাত্মানং বিলাপয়েৎ) পুনঃ (লয়ানন্তরং) স্বরং সম্ভাবয়েৎ) প্রণবং অভ্যস্যেৎ) অস্বরেণ ভাবেন) প্রণবধ্বনিরহিতস্বরূপেণ) ভাবঃ (আত্মানুভবঃ) ন ভাব ইষ্যতে (অসত্তয়া জায়তে) ॥ ৭ ॥ [ইতঃপরং সুগমম্]

অনুবাদ। ইন্দ্রাদি দেবগণ ভগবান্ মহে-

শ্বরকে পুনরায় বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি ত্রিপুরা-দেবীর উপাসনার সাধনক্রিয়াসমূহ তৎতৎ মন্ত্রের উপাস্যভেদাদি বিষয় সহিত পরিস্ফুটরূপে বলিয়াছেন, এখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ উপদেশ করুন। ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহাদিগকে বলিলেন,—নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম মায়া দ্বারাই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়-বিশিষ্ট হইয়া থাকেন, আত্মাকার চরম বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা যখন মূলভূত অনাদি অবিদ্যারূপ মহামায়ায় অবসান ঘটে, তখনই মায়ায় অন্ত্যপরিণামরূপ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়। চৈতন্যাত্মক পরমপুরুষই পরমাত্মা। জীব শ্রবণ-ইন্দ্রিয় দ্বারা বেদান্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার অদ্বৈতে তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া শ্রোতা, অন্তঃকরণ দ্বারা শ্রুতবেদান্তবাক্যের অদ্বৈতবিরোধি যুক্তি ও আগমের পরিহার করিয়া মন্তা, দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় অনুভব করিয়া দ্রষ্টা, এইরূপ তৎতৎ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানদ্বারা দ্রেষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রোষ্টা, বিজ্ঞাতা ও প্রজ্ঞাতৃরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ফলতঃ জ্ঞানরূপ আত্মার সম্বন্ধব্যতিরেকে

ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হইতে পারে না, জ্ঞানরূপ আত্মাই ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে সন্নিহিত হইয়া বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে, সুতরাং সকলের অন্তঃকরণে অবস্থিত অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মধারা উপলক্ষিত হয়, যেহেতু জীব ও পরমাত্মা অভিন্ন। এই পরমাত্মাকেই জানিতে হইবে। জীব যেমন ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, পরমাত্মাতে তাদৃশ ভেদ নাই। ভূঃপ্রভৃতি লোক পরমাত্মাতে বিদ্যমান নাই, লোক ব্যতিরিক্ত কোনও বস্তু ও বস্তুতঃ তাঁহাতে বিদ্যমান নাই, এইরূপ দেব অদেব, পশু, অপশু, তাপস, অতাপস, পৌল্কস (অন্ত্যজজাতিবিশেষ) অপৌল্কস, বিপ্র বা অবিপ্র ইত্যাদি কোনও ভেদ তাঁহাতে নাই। সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম নিত্যমুক্তরূপে দীপ্তি পান। তাঁহার ঐশ্বর্য্য অনন্ত, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ তাঁহার নিকটে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশে সমর্থ নহেন। তিনি অপ্রতিহত অবাধিত জ্ঞানস্বরূপ। তিনি সকলের জ্ঞানে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এজন্য তিনি সর্ব্ববিদ্যাত্মক। এই বিষয়ে

বক্ষ্যমাণ শ্লোক আছে। মনঃ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি দ্বারা বিষয়ের আকার ধারণ করিয়া ঐ বিষয়াকার আত্মাতে সমর্পণ করে, অর্থাৎ আত্মা মনের সহিত তাদাত্ম্যধ্যান বশতঃ তদভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া বিষয়াকারে প্রতীয়মান হন। আত্মার বাস্তব বন্ধ না থাকিলেও তাদৃশমনঃসম্পর্কেই আত্মা বদ্ধের ন্যায় প্রতীত হয়। অতএব মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ মনের বৃত্তি নিরোধ করিয়া তাহাকে বিষয়সম্পর্কশূন্য করিবে, যেহেতু মনের বিষয়-সম্পর্কশূন্যতাহেতু আত্মার স্বীয় চৈতন্যস্বরূপে অবস্থানের নামই মোক্ষ, ইহা শ্রুতি ও যোগাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মনঃ শুদ্ধ ও অশুদ্ধভেদে দুই প্রকার; বিষয়াভিলাষ ও সংকল্পরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট মনঃ অশুদ্ধ এবং কামনা ও বিষয়সম্পর্কশূন্য মনঃ বিশুদ্ধ। মানবগণের মনই বন্ধ ও মোক্ষের হেতু, বিষয়ে আসক্ত মনঃ বন্ধের কারণ এবং নির্ব্বিষয় মন মোক্ষজনক। সাধকগণ মনকে বিষয়াকার বৃত্তিরহিত করিয়া হৃদয়ে লীন করিবে, এইরূপে যখন অমনীভাব সম্পন্ন হইবে,

তখনই মোক্ষরূপ পরমপদ স্বয়ং প্রতিভাত হইবে। যতকালে মনঃ হৃদয়ে লীন হইবে, ততকাল চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে। ইহাই জ্ঞান ও ধ্যান-পদবাচ্য, এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য বিষয়ের উপদেশ গ্রন্থ-বাহুল্যমাত্র। সেই ব্রহ্মপদ চিন্তার বিষয় নহে, যেহেতু যাহা অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাই চিন্তার বিষয়, ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ, এই জন্য অখণ্ডব্রহ্মাকারে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং ব্রহ্ম চিন্তারূপবুদ্ধিবৃত্তির বিষয় বা চিন্তানীয় নহে, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা আত্মার আবরক অজ্ঞানের নাশ হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ চিন্তনীয়ও বটে, অতএব অচিন্ত্যও নহে। উক্তরূপে ব্রহ্ম চিন্তনীয় ও অচিন্তনীয় উভয়বিধ। চিত্তের বিষয়ে পক্ষপাত দূর হইলে নিত্য ব্রহ্ম স্বরূপতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। প্রণবধ্বনি দ্বার চিত্তকে সদ্রূপ ব্রহ্মে লীন করিবে, তৎপর পুনরায় প্রণবধ্বনির আবৃত্তি করিবে, প্রণবধ্বনিব্যতিরেকে ভাবরূপ আত্মা কখনও স্বরূপতঃ প্রতিভাত হয় না। সেই

ব্রহ্ম নিষ্কল অর্থাৎ অবয়বাদিবিভাগশূন্য, তিনি নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ ধর্ম্মাদিকল্পনারহিত। ইহার অবিদ্যাদিদোষরূপ অঞ্জন নাই। আমি সেই ব্রহ্ম এইরূপ জানিয়া সাধক ক্রমে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ যে ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া মুক্তিলাভ করেন, তাহা বিকল্প ও অন্তশূন্য; ইঁহার কোনও কারণ বা অনুরূপ দৃষ্টান্ত নাই। ইনি অপ্রমেয় ও আদ্যন্তরহিত। পরমার্থতঃ আত্মার উৎপত্তি বা নাশ নাই, আত্মা বদ্ধ নহেন, সুতরাং মুক্তির নিমিত্ত তিনি সাধকও নহেন, তিনি মুমুক্ষু বা মুক্ত নহেন, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সকল অবস্থায়ই আত্মা একরূপ, এই অবস্থাত্রয়ের অতীতরূপে যিনি আত্মস্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহার আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না অর্থাৎ তিনি মুক্তিলাভ করেন। পরমার্থতঃ এক আত্মাই সকল প্রাণীতে অবস্থান করেন, যেমন একমাত্র চন্দ্রই নানাপাত্রস্থ জলে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, সেইরূপ এক আত্মাই নানারূপে দৃষ্ট

হইয়া থাকেন। সর্ব্বব্যাপী আকাশের গতি না থাকিলেও ঘট দেশান্তরে নীত হইলে, ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ দেশান্তরে নীত হইয়াছে,—যেমন লোকে এইরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ জীব সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির গত্যাগতি বশতঃ আকাশের ন্যায় জীবের গতি-প্রতীতি হয়। ঘটাদি উপাধি দ্বারা ভিদ্যমান আকাশের ন্যায় স্থূলসূক্ষ্ম দেহাদিরূপ উপাধিভেদে আত্মা নানারূপে প্রতীয়মান হন, সেই সকল উপাধি নষ্ট হইলে আর ভেদের প্রতীতি হয় না, আত্মা কেবল জ্ঞানরূপেই অবস্থিত হন। শব্দাদিগুণবিশিষ্ট সূক্ষ্মভূতনির্ম্মিত সূক্ষ্মদেহও অজ্ঞান রূপ মায়া দ্বারা আত্মা যতকাল আবৃত থাকেন, ততকালই দেহে অবস্থান করেন, দেহাদি উপাধির নাশ হইলে একরূপে অবস্থিত আত্মা নিজের একত্বের অনুভব করেন। অপর ব্রহ্ম অক্ষররূপ শব্দবাচ্য, সেই বাচ্যবাচকভাব বিনষ্ট হইলে শব্দাদির অনভিধেয় যে অপরিণামি ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন, নিজের মোক্ষরূপ শান্তি-অভিলাষী ব্যক্তি সেই অক্ষর ব্রহ্মের ধ্যান

করিবেন। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম দ্বিবিধ জানিবে। যাঁহারা শব্দব্রহ্মতৎপরতা লাভ করেন, তাঁহারাই পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারেন। শব্দজন্য আত্মজ্ঞানের নাম জ্ঞান, সাক্ষাৎকারাত্মক শব্দাতীত ব্রহ্মজ্ঞানের নাম বিজ্ঞান, এই উভয়বিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞানতৎপর ব্যক্তি আত্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ধান্যার্থব্যক্তির তুষ ও খড় পরিত্যাগের ন্যায় সকল গ্রন্থ পরিত্যাগ করিবে। যেমন নানাবিধবর্ণবিশিষ্ট গোসমূহের দুগ্ধ একরূপ, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদিউপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মা নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মাকে একরূপেই অবলোকন করেন। জ্ঞানরূপ চক্ষুঃ সমাহিত করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সেই সেই শ্রেষ্ঠ পরম আত্মপদ আমি ব্রহ্ম এইরূপে স্মরণ করেন। সেই পরমপদ নিষ্কল, নিশ্চল ও শান্ত। এই এক ব্রহ্মতত্ত্ব সকল প্রাণিতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন। যিনি এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের অতীত তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ জানেন, তিনি অক্ষয়

ব্রহ্মস্বরূপ পরম আকাশরূপ আত্মাতে অবস্থান করেন। এই যে তুরীয় ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা ব্রহ্মের যোনি অর্থাৎ প্রকাশক, আমি এই বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আকাশাদিক্রমে সকল ভূতের পরম কারণ আত্মাকাশ পরম আশ্রয়, যেহেতু কার্য্যসমূহ কারণেই আশ্রিত হইয়া থাকে। এই আকাশাদি সকল ভূতসমূহ আত্মাকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়। এই আকাশ হইতেই তজ্জাত সকল পদার্থ জীবন ধারণ করে অর্থাৎ স্থিত হয়। কার্য্যসমূহ স্বীয় উপাদান কারণেই স্থিত ও লীন হইয়া থাকে। পরমাত্মরূপ আকাশ হইতে জগতের বীজ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা জানিবে। ইহাই আকাশপীঠ, ইহা স্পর্শপীঠ, তেজঃপীঠ, অমৃতপীঠ ও রত্নপীঠ জানিবে। অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এই আত্মাকাশই শ্রেষ্ঠ আসনরূপ অধিষ্ঠান কারণ। ইহা যিনি জানেন, তিনি অমৃতস্বরূপ মোক্ষলাভ করেন। অতএব এই তুরীয় ব্রহ্ম-প্রকাশক একাদশ ভেদে ভিন্ন কামরাজবিদ্যা এক

অদ্বিতীয় অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা যিনি জানেন, তিনি জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের অতীত তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন। যিনি ইহা জানেন, তিনি মোক্ষরূপ অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়েন। ইহা শ্রেষ্ঠ উপনিষদ্‌বিদ্যা।

পঞ্চম উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীত্রিপুরাতাপিনী উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিশিখিব্রাহ্মণোপনিষৎ।

ওঁ পূর্ণমদ ইতি শান্তিঃ।

ওঁ ত্রিশিখী ব্রাহ্মণ আদিত্যলোকং জগাম তং গত্বোবাচ। ভগবন্ কিংদেহঃ কিংপ্রাণঃ কিংকারণং কিমাত্মা সহোবাচ সর্বমিদং শিব এব বিজানীহি। কিন্তু নিত্যঃ শুদ্ধো নিরঞ্জনো বিভুরদ্বয়ঃ শিবঃ স্বেন ভাসেদং সর্বং সৃষ্ট্বা তপ্তায়ঃপিণ্ডবদেকং ভিন্নবদবভাসতে। তদ্ভাসকং কিমিতি চেদুচ্যতে। সচ্ছব্দবাচ্যমবিদ্যাশবলং ব্রহ্ম। ব্রহ্মণোঽব্যক্তম্। অব্যক্তান্মহৎ। মহতোঽহঙ্কারঃ। অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি। পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চ মহাভূতানি। পঞ্চমহাভূতেভ্যোঽখিলং জগৎ।

ব্যাখ্যা। ত্রিশিখী (শিখাত্রয়বান্) ব্রাহ্মণঃ, আদিত্যলোকং জগাম। তম্ (আদিত্যলোকং) গত্বা উবাচ (কথয়ামাস) ভগবন্ (আদিত্য!) কিংদেহঃ (দেহঃ শরীরং?) কিং প্রাণঃ? কিংকারণং (কস্মাৎ কারণাৎ এতৎ সর্বং সমুৎপন্নম্

ইত্যর্থঃ) কিম্ আত্মা? (আত্মা কঃ?) সঃ (আদিত্যঃ) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ, ইদং সর্ব্বং শিবঃ এব বিজানীহি। [শিব-স্বরূপম্ আহ] কিন্তু শিবঃ একঃ [এব সন্] নিত্যঃ (উৎপত্তি-বিনাশ-রহিতঃ) শুদ্ধঃ (বাসনাদি-দোষ-রহিতঃ) নিরঞ্জনঃ (নির্লিপ্তঃ) বিভুঃ (ব্যাপকঃ) অদ্বয়ঃ (ভেদরহিতঃ) স্বেন (স্বকীয়েন) ভাসা (দীপ্ত্যা) ইদং (পরিদৃশ্যমানং) সর্ব্বং সৃষ্টং তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ একং (অগ্নিসংযোগাৎ যথা লোহম্ অগ্নিবদেব ভবতি তদ্বদভেদম্) [সদপি] ভিন্নবৎ (পৃথগিব) অবভাসতে (প্রকাশতে)। তদ্ভাসকং কিং (কিং তৎ ভাসকম্ প্রকাশকম্) ইতি চেৎ (যদি) উচ্যতে (জিজ্ঞাস্যতে) [তস্য উত্তরং শৃণু ইতি শেষঃ] সচ্ছব্দবাচ্যং (সৎ ইতি শব্দপ্রতিপাদ্যম্) অবিদ্যাশবলম্ (অবিদ্যোপাধিকং) ব্রহ্ম [তৎ]। ব্রহ্মণঃ অব্যক্তং (প্রধানম্) [সমুৎপন্নমিত্যধ্যাহৃতপদস্য যথাযথং বিভক্তি-বিপরিণামেন সর্ব্বত্র অন্বয়ঃ], অব্যক্তাৎ মহৎ (মহত্তত্ত্বং বুদ্ধিরিত্যর্থঃ) মহতঃ (মহত্তত্ত্বাৎ) অহঙ্কারঃ (অভিমানাপরপর্য্যায়ঃ), অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাখ্যানি), পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চমহাভূতানি (ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমাখ্যানি) পঞ্চমহাভূতেভ্যঃ অখিলং (সমগ্রং) জগৎ।

অনুবাদ। শিখাত্রয়বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ আদিত্যলোকে গমন করিয়াছিলেন; তথায় যাইয়া বলিলেন,

ভগবন্ আদিত্য ! দেহ, প্রাণ ও তাহাদের কারণ কি ? অর্থাৎ কোন্ কারণ হইতে এই সকল উৎপন্ন হয় ? এবং আত্মাই বা কি ? তাহা আমাকে দয়া করিয়া বলুন। তখন আদিত্যদেব বলিয়াছিলেন, এই পরিদৃশ্যমান সকল পদার্থকেই একমাত্র শিব বলিয়া জানিবে। [তাঁহার স্বরূপ এই] তিনি কিন্তু এক নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশরহিত, শুদ্ধ, নিরঞ্জন, বিভু (ব্যাপক), স্বজাতীয় বিজাতীয়ভেদরহিত—অদ্বয়, তাঁহার নিজের তেজঃপ্রভাবে দৃষ্ট পদার্থ মাত্র সৃষ্টি করিয়া উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় এক হইয়াও অর্থাৎ লৌহ যেরূপ অগ্নি সংযোগে অগ্নিময় হয়, সেইরূপ অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হন। তাহার প্রকাশক কে ? যদি এইকথা জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তর বলিতেছি শ্রবণ কর। সৎশব্দবাচ্য অবিদ্যোপাধিক ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম হইতে অব্যক্ত বা প্রধানের সৃষ্টি হইয়াছে, অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র

হইতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত এবং পঞ্চমহাভূত হইতে অখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

২। তদখিলং কিমিতি। ভূতবিকারবিভাগাদিরিতি। একস্মিন্ পিণ্ডে কথং ভূতবিকারবিভাগ ইতি। তত্তৎকার্যকারণভেদরূপেণাংশতত্ত্ববাচকবাচ্যস্থানভেদবিষয়দেবতাকোশভেদবিভাগা ভবন্তি।

ব্যাখ্যা। [অখিলং জগৎ ইত্যুক্তং তত্র পৃচ্ছতি] তদ্ অখিলং কিম্ ইতি? [উত্তরম্ আহ] ভূতবিকার-বিভাগাদিঃ (পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতানাং যে বিকারাঃ তেষাং বিভাগাদিঃ) ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ] একস্মিন্ পিণ্ডে (ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডে) কথং ভূতবিকারবিভাগ ইতি? [সমাধানম্ আহ] তৎতৎকার্য্যকারণভেদরূপেণ (তৎতদ্ভূতস্বরূপং যৎ কার্য্যং তস্য চ যৎ কারণং তস্য ভেদরূপেণ) অংশ-তত্ত্ব-বাচক-বাচ্য-স্থান ভেদ-বিষয়-দেবতা-কোশ-ভেদবিভাগাঃ [এতেষাং বিশেষা অনন্তরং প্রকটীভবিষ্যতি] ভবন্তি।

অনুবাদ। [প্রশ্ন] 'অখিল জগৎ' বলিলে 'অখিল' বলিতে কি বুঝিতে হইবে? [উত্তর] পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতের বিকার এবং তাহাদের বিভাগ ইত্যাদি। [প্রশ্ন] একমাত্র ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডে কিরূপে

সেই পঞ্চমহাভূতের বিকার ও বিভাগ সম্ভব হইতে পারে? [উত্তর] সেই সেই ভূতস্বরূপ কার্য্য, তাহার কারণ ও তাহাদের ভেদস্বরূপে অংশ, তত্ত্ব, বাচক, বাচ্য, স্থানভেদ, বিষয়, দেবতা, কোশ এবং তাহাদের ভেদবিভাগ সংসাধিত হয়।

৩। অথাকাশোঽন্তঃকরণমনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারাঃ। বায়ুঃ সমানোদানব্যানাপানপ্রাণাঃ। বহ্নিঃ শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি। আপঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ। পৃথিবী বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাঃ।

ব্যাখ্যা। অথ আকাশঃ (আকাশপরিণামঃ অন্তঃকরণ-মনোবুদ্ধি-চিত্তাহঙ্কারাঃ (বৃত্তিভেদাৎ অন্তঃকরণমনোবুদ্ধি চিত্তাহঙ্কারস্বরূপাঃ) বায়ুঃ (বায়ুপরিণামঃ) সমানোদান-ব্যানাপানপ্রাণাঃ, বহ্নিঃ (বহ্নিপরিণামঃ) শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষুজিহ্বা-ঘ্রাণানি (জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি), আপঃ (অপ্ পরিণামঃ) শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঃ, পৃথিবী (পৃথিবীপরিণামঃ) বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থাঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি) [ইতি ভূতবিকারবিভাগঃ]।

অনুবাদ। প্রথমতঃ আকাশের পরিণাম অন্তঃকরণ, এই অন্তঃকরণই বৃত্তিভেদে মনঃ, বুদ্ধি,

অহঙ্কার ও চিত্তনামে অভিহিত হয়। বায়ুর পরিণাম যথাক্রমে সমান, উদান, ব্যান, অপান ও প্রাণ [এই পঞ্চ আন্তর বায়ু]। বহ্নির পরিণাম শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ [এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়]। জলের পরিণাম—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। পৃথিবীর পরিণাম বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ [এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়]।

৪। জ্ঞানসঙ্কল্পনিশ্চয়ানুসন্ধানাভিমানা আকাশকার্য্যান্তঃকরণবিষয়াঃ। সমীকরণোন্নয়নগ্রহণশ্রবণোচ্ছ্বাসা বায়ুকার্য্যপ্রাণাদিবিষয়াঃ। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা অগ্নিকার্যজ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয়া অবাশ্রিতাঃ। বচনাদানগমনবিসর্গানন্দাঃ পৃথিবীকার্যকর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়াঃ। কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয়েষু প্রাণতন্মাত্রবিষয়া অন্তর্ভূতাঃ। মনোবুদ্ধ্যোশ্চিত্তাহঙ্কারৌ চান্তর্ভূতৌ। অবকাশবিধূতদর্শনপিণ্ডীকরণধারণাঃ সূক্ষ্মতমা জৈবতন্মাত্রবিষয়াঃ।

ব্যাখ্যা। [কস্য কিং কার্য্যং কঃ বা বিষয়ঃ ইত্যাহ] জ্ঞানসঙ্কল্প-নিশ্চয়ানুসন্ধানাভিমানাঃ আকাশকার্য্যান্তঃকরণবিষয়াঃ (আকাশকার্য্যং যৎ অন্তঃকরণং তস্য বিষয়াঃ যথা অন্তঃকরণস

জ্ঞানং বিষয়ঃ, মনসঃ বিষয়ঃ সঙ্কল্পঃ, বুদ্ধেঃ বিষয়ঃ নিশ্চয়ঃ, চিত্তস্য বিষয়ঃ অনুসন্ধানম্, অহঙ্কারস্য বিষয়ঃ অভিমানঃ) সমীকরণোন্নয়নগ্রহণশ্রপণোচ্ছ্বাসাঃ বায়ুকার্য্যপ্রাণাদিবিষয়াঃ (বায়ুকার্য্যাণি প্রাণাদিবিষয়াশ্চ যথা সমানস্য বায়োঃ শরীর-মধ্যগতাশিতপীতান্নাদি সমীকরণং,পরিপাককরণমিত্যর্থঃ। উদানস্য বায়োঃ উন্নয়নম্। ব্যানস্য বায়োঃ গ্রহণম্। অপানস্য বায়োঃ শ্রপণং নিঃসরণম্। প্রাণস্য বায়োঃ উচ্ছ্বাসঃ), শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঃ অগ্নিকার্য্যজ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয়াঃ (যথা শ্রোত্রস্য শব্দঃ, ত্বচঃ স্পর্শঃ, তেজসঃ রূপং, জলস্য রসঃ, পৃথিব্যাঃ গন্ধঃ ইতি) অবাশ্রিতাঃ (জলাশ্রিতাঃ জলমাশ্রিত্য উৎপন্নাঃ ইত্যর্থঃ) বচনাদানগমনবিসর্গানন্দাঃ পৃথিবীকার্য্যকর্ম্মেন্দ্রিয়-বিষয়াঃ (পৃথিব্যাঃ কার্য্যাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ বিষয়াঃ)। কর্ম্ম-জ্ঞানেন্দ্রিয়-বিষয়েষু প্রাণ-তন্মাত্রবিষয়াঃ (প্রাণবিষয়াঃ তন্মাত্র-বিষয়াশ্চ) অন্তর্ভূতাঃ (অন্তর্নিবিষ্টাঃ) মনোবুদ্ধ্যোঃ (এতয়োঃ মধ্যে ইত্যর্থঃ) চিত্তাহঙ্কারৌ চ অন্তর্ভূতৌ। অবকাশ-বিধূত-দর্শন পিণ্ডীকরণ-ধারণাঃ [এতে] সূক্ষ্মতমাঃ জৈবতন্মাত্রবিষয়াঃ (জীবোপাধিভূত তন্মাত্রবিষয়াঃ ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। উহাদের কার্য্য ও বিষয় ক্রমশঃ বলা যাইতেছে। আকাশের কার্য্য অন্তঃ-করণ, তাহার বিষয় জ্ঞান, সঙ্কল্প, নিশ্চয়, অনুসন্ধান

ও অভিমান। যথা বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণের বিষয় জ্ঞান, মনের বিষয় সঙ্কল্প, বুদ্ধির বিষয় নিশ্চয়,চিত্তের বিষয় অনুসন্ধান এবং অহঙ্কারের বিষয় অভিমান। সমীকরণ, উন্নয়ন, গ্রহণ, শ্রবণ ও উচ্ছ্বাস ইহা বায়ুর কার্য্য এবং প্রাণাদির বিষয়। যথা—সমান বায়ুর কার্য্য শরীরের মধ্যগত অশিত ও পীত অন্নাদির সমীকরণ অর্থাৎ পরিপাককরণ ; উদান বায়ুর উন্নয়ন, ব্যান বায়ুর গ্রহণ, অপান বায়ুর শ্রপণ বা নিঃসারণ ও প্রাণ বায়ুর উচ্ছ্বাস। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা অগ্নি বা তেজের কার্য্য এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। যথা—শ্রোত্রের শব্দ ; ত্বকের স্পর্শ ; তেজের রূপ ; জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ ; ইহারা জলকে আশ্রয় করিয়া সমুৎপন্ন হয়। বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ ইহারা পৃথিবীর কার্য্য এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়, যথা—বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় বচন ; পাণি বা হস্তের আদান বা গ্রহণ ; পাদের গমন ; পায়ুর বিসর্গ বা মলত্যাগ এবং উপস্থের আনন্দ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রাণের বিষয়

ও তন্মাত্রের বিষয় অন্তর্ভূত। মনঃ ও বুদ্ধিতে চিত্ত ও অহঙ্কার অন্তর্ভূত। জীবের উপাধিভূত সূক্ষ্মতম তন্মাত্রের বিষয় অবকাশ, বিধূনন, দর্শন, পিণ্ডীকরণ ও ধারণ। যথা শব্দতন্মাত্রের বিষয় অবকাশ, স্পর্শতন্মাত্রের বিধূনন বা কম্পন, রূপতন্মাত্রের দর্শন, রসতন্মাত্রের পিণ্ডীকরণ ও গন্ধতন্মাত্রের ধারণ।

৫। এবং দ্বাদশাঙ্গানি আধ্যাত্মিকান্যাধিভৌতিকান্যাধিদৈবিকানি। অত্র নিশাকরচতুর্ম্মুখদিগ্বাতার্কবরুণাশ্ব্যগ্নীন্দ্রোপেন্দ্রপ্রজাপতিযমা ইত্যক্ষাধিদেবতারূপৈর্দ্বাদশনাড্যন্তঃপ্রবৃত্তাঃ প্রাণা এবাঙ্গানি অঙ্গজ্ঞানং তদেব জ্ঞাতেতি।

ব্যাখ্যা। এবং দ্বাদশাঙ্গানি(পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিঃ মনশ্চেতি) [এতান্যেব] আধ্যাত্মিকানি আধিভৌতিকানি আধিদৈবিকানি [চ]। অত্র (অঙ্গেষু) নিশাকর-চতুর্ম্মুখ-দিগ্-বাতার্ক বরুণা-শ্ব্যগ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-প্রজাপতি-যমাঃ (নিশাকরঃ, চতুর্ম্মুখ, দিক্, বাতঃ, অর্কঃ, বরুণঃ, অশ্বিঃ, অগ্নিঃ, ইন্দ্রঃ, উপেন্দ্রঃ, প্রজাপতিঃ যমশ্চ) ইতি অক্ষাধিদেবতারূপৈঃ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতারূপৈঃ) [উপলক্ষিতাঃ] দ্বাদশনাড্যন্তঃ-

প্রবৃত্তাঃ (দ্বাদশনাড়ীনাম্ অভ্যন্তরে প্রচলিতাঃ) প্রাণাঃ এব অঙ্গানি, তদ্ এব অঙ্গজ্ঞানং [যস্য ভবেৎ সঃ] জ্ঞাতা ইতি।

অনুবাদ। এবং দ্বাদশ অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় (যথা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধি ও মনঃ), ইহারা আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক-ভেদে ত্রিবিধ। নিশাকর, চতুর্ম্মুখ, দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বি, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, প্রজাপতি ও যম ইহারা এই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্টাতৃদেবতারূপে দ্বাদশ নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রচলিত প্রাণস্বরূপ অঙ্গ. যাঁহার এই সকল অঙ্গের জ্ঞান হয়, তিনিই জ্ঞাতা।

৬। অথ ব্যোমানিলানলজলান্নানাং পঞ্চীকরণ-মিতি। জ্ঞাতৃত্বং সমানযোগেন শ্রোত্রদ্বারা শব্দগুণো বাগধিষ্টিত আকাশে তিষ্ঠতি আকাশস্তিষ্ঠতি। মনোব্যানযোগেন ত্বগ্দ্বারা স্পর্শগুণঃ পাণ্যষ্টিধিতো বায়ৌ তিষ্ঠতি বায়ুস্তিষ্ঠতি। বুদ্ধিরুদানযোগেন চক্ষুর্দ্বারা রূপগুণঃ পাদাধিষ্টিতোহগ্নৌ তিষ্ঠত্যগ্নিস্তিষ্ঠতি চিত্তমপানযোগেন জিহ্বাদ্বারা রসগুণ উপস্থাধিষ্টিতো-ঽপ্সু তিষ্ঠত্যাপস্তিষ্ঠন্তি। অহঙ্কারঃ প্রাণযোগেন

ঘ্রাণদ্বারা গন্ধগুণো গুদাধিষ্ঠিতঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি পৃথিবী তিষ্ঠতি য এবং বেদ।

ব্যাখ্যা। অথ (অনন্তরং) ব্যোমানিলানলজলান্নানাং (আকাশবায়ুতেজোজলপৃথিবীনাং) পঞ্চীকরণম্ ইতি [কথয়িষ্যতে]। জ্ঞাতৃত্বং [হি] সমানযোগেন (সমানেন বায়ুনা যোগেন মেলনেন) শ্রোত্রদ্বারা (শ্রোত্রকরণেন) শব্দগুণঃ (শব্দঃ গুণঃ যস্য সঃ) বাগধিষ্ঠিতঃ (বাচা অধিষ্ঠিতঃ যঃ [তস্মিন্] আকাশে তিষ্ঠতি, আকাশঃ (চ তস্মিন্ শব্দে) তিষ্ঠতি [শব্দতন্মাত্রোপাদানকত্বাৎ ইতি ভাবঃ]। মনঃ ব্যানযোগেন (ব্যানেন বায়ুনা যোগেন) ত্বগ্‌দ্বারা স্পর্শগুণঃ (স্পর্শঃ গুণঃ যস্য সঃ) পাণ্যধিষ্ঠিতঃ (পাণৌ অধিষ্ঠিতঃ যঃ আকাশঃ) বায়ুঃ) [তস্মিন্] বায়ৌ তিষ্ঠতি, বায়ুঃ (চ তস্মিন্ স্পর্শে) তিষ্ঠতি [স্পর্শতন্মাত্রোপাদনকত্বাদ্ বায়োঃ]। বুদ্ধিঃ উদানযোগেন (উদানবায়ুযোগেন) চক্ষুর্দ্বারা রূপগুণঃ (রূপংগুণঃ যস্য সঃ) পাদাধিষ্ঠিতঃ (পাদে অধিষ্ঠিতঃ যঃ অগ্নিঃ [তস্মিন্] অগ্নৌ তিষ্ঠতি, অগ্নিঃ (তস্মিন্ রূপে) তিষ্ঠতি [রূপতন্মাত্রোপাদানকত্বাৎ অগ্নেঃ]। চিত্তম্ অপান-যোগেন (অপানবায়ুযোগেন) জিহ্বাদ্বারা রসগুণঃ (রসঃ গুণঃ যস্য সঃ) উপস্থাধিষ্ঠিতঃ (উপস্থে অধিষ্ঠিতঃ (উপস্থে অধিষ্ঠিতাঃ যা আপঃ) [তাসু] অপ্‌সু (জলে) তিষ্ঠতি, আপঃ

(জলং তস্মিন্ রসে) তিষ্ঠন্তি [রস-তন্মাত্রোপাদানকত্বাদ্ অপাম্]। অহঙ্কারঃ প্রাণযোগেন [(প্রাণ-বায়ুনা সহ) ঘ্রাণদ্বারা গন্ধগুণঃ (গন্ধঃ গুণঃ যস্য সঃ) গুদাধিষ্ঠিতঃ (গুহ্যে অধিষ্ঠিতা যা পৃথিবী) [তস্যাং] (পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি, পৃথিবী (তস্মিন্ গন্ধে) তিষ্ঠতি [গন্ধতন্মাত্রোপাদানকত্বাৎ পৃথিব্যাঃ]। যঃ (বিদ্বান্ সঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং পঞ্চীকরণং) বেদ (জানাতি) [নান্য ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ। ইহার পর আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর পঞ্চীকরণের কথা বলা হইবে। জ্ঞান, সঙ্কল্প, নিশ্চয়, অনুসন্ধান ও অভিমান ইহারা আকাশের কার্য্য এবং অন্তঃকরণের বিষয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখন তাহাদের অবস্থিতির প্রকার বলা যাইতেছে। জ্ঞাতৃত্ব বা জ্ঞান সমান বায়ুর যোগে শ্রোত্র দ্বারা শব্দগুণবিশিষ্ট বাগধিষ্ঠিত আকাশে অবস্থান করে এবং আকাশ ও শব্দাবলম্বনেই অবস্থিত; কারণ শব্দতন্মাত্রই তাহার উপাদান। মনঃ ব্যানবায়ুযোগে ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শগুণবিশিষ্ট পাণিতে অধিষ্ঠিত বায়ুতে অবস্থান করে এবং বায়ু

ও স্পর্শাবলম্বনেই অবস্থিত, কারণ স্পর্শতন্মাত্রই বায়ুর উপাদান। বুদ্ধি উদান বায়ু যোগে চক্ষুর্দ্বারা রূপ গুণবিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত তেজে অবস্থান করে,এবং তেজঃ ও রূপাবলম্বনেই অবস্থিত; কারণ রূপতন্মাত্র তাহার উপাদান। চিত্ত অপানবায়ু যোগে জিহ্বাদ্বারা রসগুণবিশিষ্ট উপস্থে অধিষ্ঠিত জলে অবস্থান করে এবং জল ও রসাবলম্বনেই অবস্থিত, কারণ রস-তন্মাত্রই জলের উপাদান। অহঙ্কার প্রাণবায়ুযোগে নাসিকাদ্বারা গন্ধগুণবিশিষ্ট গুহ্যদেশে অধিষ্ঠিত পৃথিবীতে অবস্থান করে। পৃথিবীও আবার গন্ধা-বলম্বনেই অবস্থিত, কারণ গন্ধতন্মাত্রই পৃথিবীর উপাদান। বিদ্বদ্ব্যক্তি এইরূপ পঞ্চীকরণপ্রকার অবগত আছেন।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।

১। পৃথগ্ভূতে ষোড়শ কলাঃ স্বার্থভাগান্ পরান্ ক্রমাৎ
অন্তঃকরণব্যানাক্ষিরসপায়ূনভঃ ক্রমাৎ॥

২। মুখ্যাৎ পূর্ব্বোক্তৈর্ভাগৈর্ভূতে ভূতে চতুশ্চতুঃ।
পূর্ব্বমাকাশমাশ্রিত্য পৃথিব্যাদিষু সংস্থিতাঃ॥

৩। মুখ্যাদূর্ধ্বং পরা জ্ঞেয়া ন পরানুত্তরান্ বিদুঃ।
এবমংশো হ্যভূত্তস্য তেভ্যশ্চাংশো হ্যভূত্তথা ॥
৪। তস্মাদন্যোন্যমাশ্রিত্য হ্যোতং প্রোতমনুক্রমাৎ ॥

ব্যাখ্যা। অত্র (অস্মিন্ পঞ্চীকরণবিষয়ে) এতে (বক্ষ্যমাণাঃ) শ্লোকাঃ ভবন্তি (বিদ্যন্তে)। ষোড়শকলাঃ (সমগ্রাণি পঞ্চভূতানি) পৃথগ্ভূতে (পৃথগ্ভূতানি ইতি বিভক্তিবিপরিণামেনান্বয়ঃ প্রত্যেকং দ্বিধা ভূতানি বিয়দাদীনি ইত্যর্থঃ) অন্তঃকরণব্যানাক্ষিরসপায়ুনভঃ ক্রমাৎ (ব্যোমানিলানলজলান্নক্রমেণ) মুখ্যাৎ (মুখ্যং প্রধানং ভাগম্ আশ্রিত্য) ভূতে ভূতে (প্রতিভূতে) পূর্বোত্তরৈঃ ভাগৈঃ ক্রমাৎ চতুঃ চতুঃ পরান্ স্বার্থভাগান্ (স্বকীয়ান্ অংশান্) [যোজয়েদিতি শেষঃ, তত্র ক্রমমাহ] পূর্বং (প্রথমতঃ) আকাশম্ (আকাশার্দ্ধভাগম্) আশ্রিত্য পৃথিব্যাদিষু (ভূতেষু) সংস্থিতাঃ (অবস্থিতাঃ) পরাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ ভাগাঃ) মুখ্যাৎ (ভাগাৎ স্বকীয়াৎ) ঊর্দ্ধে জ্ঞেয়াঃ। উত্তরান্ (ভাগান্) ন পরান্ (শ্রেষ্ঠান্ ভাগান্) বিদুঃ (জানীয়ুঃ) [সর্বত্র স্বীয়ভাগস্য শ্রেষ্ঠত্বং যথা আকাশস্য স্বকীয়স্য অর্দ্ধাংশম্ অপরেষাং চতুর্ণাম্ প্রত্যেকেষাম্ অর্দ্ধাংশস্য চতুর্থভাগং বিজানীয়ুরিতি ভাবঃ] এবং (পূর্বোক্তপ্রকারেণ) অংশঃ [দ্বিধা] অভূৎ, তস্মাৎ (নিয়মাৎ) তেভ্যঃ (চতুর্ভ্যঃ) চ তথা হি অংশঃ অভূৎ। তস্মাৎ (কারণাৎ)

অন্যোহন্যং (পরস্পরম্) আশ্রিত্য (অবলম্ব্য) অনুক্রমাৎ (যথাক্রমেণ) ওতং প্রোতং [চ] [আতানবিতানভাবেন পরস্পরং সম্বদ্ধমিতি ভাবঃ]।

অনুবাদ। পঞ্চীকরণবিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ষোড়শকলা-বিশিষ্ট অর্থাৎ সমগ্র ভূতবর্গ পৃথক্ পৃথক্ রূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া আকাশ, বায়ু, অনল, জল ও পৃথিবী ক্রমে স্বীয় প্রধানভাগ আশ্রয়পূর্ব্বক প্রত্যেক ভূতে পূর্ব্বোত্তর ভাগদ্বারা ক্রমে চতুর্ভাগে বিভক্ত অপর স্বকীয় ভাগে যোজিত হয়। [তাহার প্রকার বলা যাইতেছে] প্রথমতঃ আকাশের অর্দ্ধভাগ আশ্রয় করিয়া পৃথিব্যাদি ভূতে অবস্থিত পরভাগ স্বীয় মুখ্য ভাগের ঊর্দ্ধভাগ জানিবে, অপর ভাগকে কখনই শ্রেষ্ঠভাগ বলিয়া মনে করিবে না। অর্থাৎ সর্ব্বত্র স্বীয় ভাগই শ্রেষ্ঠ, যেমন আকাশে স্বীয় ভাগ অর্দ্ধ এবং বায়ু, অনল, জল ও পৃথিবী মিলিয়া অর্দ্ধ। এই প্রকারে প্রথমতঃ অংশ দুইপ্রকার হইয়াছে এবং সেই নিয়মে অপর চারিভাগ হইতেও অংশের উদয়

হইয়াছে। এই হেতু পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে।

পঞ্চভূতময়ী ভূমিঃ সা চেতনসমন্বিতা।
৫। তত ঔষধয়োঽন্নং চ ততঃ পিণ্ডাশ্চতুর্বিধাঃ।
রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ॥
৬। কেচিত্তদ্‌যোগতঃ পিণ্ডা ভূতেভ্যঃ সংভবাঃ ক্বচিৎ।
তস্মিন্নন্নময়ঃ পিণ্ডো নাভিমণ্ডলসংস্থিতঃ॥
৭। অস্য মধ্যেঽস্তি হৃদয়ং সনালং পদ্মকোশবৎ।
সত্ত্বান্তর্বর্ত্তিনো দেবাঃ কর্ত্রহঙ্কারচেতনাঃ॥

ব্যাখ্যা। [ততঃ] পঞ্চভূতময়ী (পঞ্চভূতাত্মিকা) ভূমিঃ (ভূমিকা জগদ্রচণাস্থানমিত্যর্থঃ) [অজায়ত], সা (ভূমিঃ) চেতনসমন্বিতা (চেতনযুক্তা) [ভবতি]। ততঃ ওষধয়ঃ (ফলপাকান্তাঃবৃক্ষাঃ) অন্নং (ভক্ষণীয়দ্রব্যং) চ, ততঃ চতুর্ব্বিধাঃ (জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাঃ) পিণ্ডাঃ (শরীরাণি) [অজায়ন্ত], [তস্মিন্] রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ [বর্ত্তন্তে] কেচিৎ পিণ্ডাঃ তদ্‌যোগতঃ (তেষাং ধাতূনাং যোগতঃ) ক্বচিৎ (কুত্রচিৎ) ভূতেভ্যঃ সম্ভবাঃ [ভবন্তি] তস্মিন্ (ভূতসমূহে) নাভিমণ্ডলসংস্থিতঃ (নাভিমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী) অন্নময়ঃ (অন্নবিকারভূতঃ) পিণ্ডঃ [সমজনি], অস্য (নাভিমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তিনঃ

অন্নময়-পিণ্ডস্য) মধ্যে সনালং (নালসহিতং) পদ্মকোশবৎ (পদ্মকোশতুল্যং) হৃদয়ম্ অস্তি। [তস্মিন্ হৃদয়ে) সত্ত্বান্তর্বর্ত্তিনঃ (সত্ত্বগুণমধ্যপাতিনঃ) কর্ত্তৃহঙ্কারচেতনাঃ (কর্ত্তৃত্বাহঙ্কারচৈতন্যবিশিষ্টাঃ) দেবাঃ (দ্যোতনশীলাঃ) [বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। তাহার পরে পঞ্চভূতময়ী ভূমি অর্থাৎ জগৎ নির্ম্মাণের উপায় উদ্ভব হইয়াছে, সেই ভূমি চৈতন্যযুক্ত। তাহা হইতে ওষধি, অন্ন এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ পিণ্ড বা শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাতে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু বর্ত্তমান আছে। এই সপ্তধাতুর যোগে কোন কোন পিণ্ড বা শরীর কোন কোন স্থলে ভূত হইতে সমুৎপন্ন হয়। সেই ভূতসমূহে নাভিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী অন্নময় পিণ্ড বিদ্যমান আছে। ইহার মধ্যে নালযুক্ত পদ্মকোশের ন্যায় হৃদয় অবস্থিত। সেই হৃদয়ে সত্ত্বগুণসমন্বিত কর্ত্তৃত্ব অহঙ্কার ও চৈতন্যবিশিষ্ট দ্যোতনশীল দেব বিরাজমান আছেন।

৮। অস্য বীজং তমঃপিণ্ডং মোহরূপং জড়ং ঘনম্।
বর্ত্ততে কণ্ঠমাশ্রিত্য মিশ্রীভূতমিদং জগৎ॥
৯। প্রত্যগানন্দরূপাত্মা মূর্দ্ধ্নি স্থানে পরে পদে।
অনন্তশক্তিসংযুক্তো জগদ্রূপেণ ভাসতে॥
১০। সর্ব্বত্র বর্ত্ততে জাগ্রৎস্বপ্নং জাগ্রতি বর্ত্ততে।
সুষুপ্তং চ তুরীয়ং চ নান্যাবস্থাসু কুত্রচিৎ॥

ব্যাখ্যা। অস্য (জগতঃ) বীজং (কারণং) মোহরূপং তমঃ পিণ্ডং (তমঃ প্রধানং গুণত্রয়মিত্যর্থঃ) [তৎ] ঘনং (সান্দ্রং) জড়ম্। ইদং (তৎ) মিশ্রীভূতং (ত্রিগুণাত্মকং) জগৎ কণ্ঠম্ আশ্রিত্য বর্ত্ততে। পরে (শ্রেষ্ঠে) পদে (স্থানে) [কিন্তুতে তদাহ] মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) স্থানে অনন্ত-শক্তি-সংযুক্তঃ (অসীমশক্তিসম্পন্নঃ) প্রত্যগানন্দরূপাত্মা (প্রত্যক্ চৈতন্যস্বরূপঃ আত্মা) জগদ্রূপেণ (জগৎ স্বরূপেণ) ভাসতে (প্রকাশতে)। [গচ্ছতি ইতি জগৎ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চেতনরূপেণ প্রকাশতেনঃ ভবতি ইত্যর্থঃ]। সর্ব্বত্র (সর্ব্বাসু অপি অবস্থাসু) জাগ্রৎ (জাগ্রদবস্থা) বর্ত্ততে স্বপ্নং সুষুপ্তং তুরীয়ং চ জাগ্রতি (জাগ্রদবস্থায়াং) বর্ত্ততে কুত্রচিৎ অন্যাবস্থাসু চ ন [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। এই জগতের মূল কারণ মোহরূপ তমঃ পিণ্ড বা তমঃ প্রধান গুণত্রয়, উহা ঘনীভূত

জড়পদার্থ। এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ কণ্ঠদেশ বা প্রাণ স্থান আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে। আর শ্রেষ্ঠস্থান মস্তকে অসীমশক্তিসম্পন্ন প্রত্যেক চৈতন্য-স্বরূপ জীব জগৎরূপে প্রকাশমান হইতেছেন। অর্থাৎ গমনশীল চেতনরূপে প্রতীত হইতেছেন। সকল অবস্থার মধ্যেই জাগ্রদবস্থা বর্ত্তমান আছে; স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয় এই তিন অবস্থাই জাগ্রদবস্থায় বিদ্যমান, অন্য কোন অবস্থায় নহে।

১১। সর্ব্বদেশেষ্বনুস্যূতশ্চতূরূপঃ শিবাত্মকঃ।
যথা মহাফলে সর্বে রসাঃ সর্বপ্রবর্ত্তকাঃ॥
১২। তথৈবান্নময়ে কোশে কোশাস্তিষ্ঠান্ত চান্তরে।
যথা কোশস্তথা জীবো যথা জীবস্তথা শিবঃ॥
১৩। সবিকারস্তথা জীবো নির্বিকারস্তথা শিবঃ।
কোশাস্তস্য বিকারাস্তে হ্যবস্থাসু প্রবর্ত্তকাঃ॥

ব্যাখ্যা। সর্ব্বদেশেষু (সর্ব্বেষু দেশেষু) অনুস্যূতঃ (অনুগতঃ) চতুরূপঃ (জাগ্রদাদ্যবস্থাচতুষ্টয়রূপঃ) শিবাত্মকঃ (শিবস্বরূপঃ) যথা মহাফলে সর্ব্বে রসাঃ সর্ব্বপ্রবর্ত্তকাঃ (সর্ব্বেষাং প্রবর্ত্তকাঃ)

তথা অন্নময়ে কোশে এব চ অন্তরে (ইতরে প্রাণ-মনোময়াদয়ঃ) কোশাঃ তিষ্ঠন্তি। যথা কোশ। (অন্নময়াদিঃ) তথা জীবঃ, যথা জীবঃ তথা শিবঃ [এতেষাং সর্ব্বেষাং তুল্যত্ব-মিতি ভাবঃ] এবং পরং বিশেষঃ জীবঃ সবিকারঃ (বিকারেণ সহ বর্ত্তমানঃ) তথা শিবঃ নির্ব্বিকারঃ (বিকারহীনঃ)। তস্য (জীবস্য) বিকারাঃ কোশাঃ, তে হি কোশাঃ অবস্থাসু প্রবর্ত্তকাঃ (পরিচালকাঃ)।

অনুবাদ। সর্ব্বত্র জাগ্রদাদি অবস্থাচতুষ্টয় অনুস্যূত হইয়া আছে, উহাই শিবস্বরূপ। যেরূপ মহাফলে সমগ্র রস পরিব্যাপ্ত, সেইরূপ অন্নময় কোশে প্রাণমনোময়াদি কোশসমূহ বিদ্যমান আছে। কোশ ও জীবে কোনই পার্থক্য নাই, সেইরূপ জীব ও শিব অভিন্ন, তবে বিশেষ এই যে জীব সবিকার, শিব নির্ব্বিকার। জীবের বিকার কোশ, সেই কোশই সকল অবস্থার প্রবর্ত্তক।

১৪। যথা রসাশয়ে ফেনং মথনাদেব জায়তে।
মনোনির্ম্মথনাদেব বিকল্পা বহবস্তথা॥

১৫। কর্ম্মণা বর্ত্ততে কর্মী তত্ত্যাগাচ্ছান্তিমাপ্নুয়াৎ।
অয়নে দক্ষিণে প্রাপ্তে প্রপঞ্চাভিমুখং গতঃ॥

১৬। অহঙ্কারাভিমানেন জীবং স্যাদ্ধি সদাশিবঃ।
স চাবিবেকপ্রকৃতিসঙ্গত্যা তত্র মুহ্যতে ॥

ব্যাখ্যা। যথা মথনাৎ (আলোড়নাৎ) এব রসাশয়ে (রসাধারে) ফেনং জায়তে (উৎপদ্যতে) তথা মনোনির্মথনাৎ (চিন্তনাদিত্যর্থঃ) বহবঃ বিকল্পাঃ (বিবিধাঃ কল্পাঃ কল্পনানি) [জায়ন্তে ইতি শেষঃ]। [তেন চ হেতুনা কর্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ জায়তে তেনৈব] কর্ম্মণা কর্ম্মী বর্ত্ততে (ভবতি ইত্যর্থঃ)। তত্ত্যাগাৎ (কর্ম্মণঃ ত্যাগাৎ) শান্তিম্ আপ্নুয়াৎ) [জন ইতি শেষঃ] দক্ষিণে অয়নে প্রাপ্তে [সতি] প্রপঞ্চাভিমুখং গতঃ (জগৎ প্রপঞ্চে প্রবৃত্তঃ জগৎ সৃস্ক্ষুরিত্যর্থঃ) সদাশিবঃ (পরব্রহ্ম) অহঙ্কারাভিমানেন (অহং কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদ্যভি-মানেন) হি (নিশ্চয়ে) জীবঃ স্যাৎ। [স ঐক্ষতে বহুস্যাং প্রজয়েয়েত্যাদি শ্রুতেঃ) স চ (জীবঃ) অবিবেক-প্রকৃতি-সঙ্গত্যা (অবিবেকেন ত্রিগুণাত্মিকয়া প্রকৃত্যা চ সংসর্গেণ) তত্র (সৃষ্টে বিষয়ে) মুহ্যতে (মুগ্ধো ভবতি)।

অনুবাদ। যেরূপ মন্থন বা আলোড়নের ফলে রস-সরোবরে ফেনের উদ্গম হয় সেইরূপ মনের মন্থন বা অত্যন্ত আলোচনার ফলে নানাপ্রকার বিকল্পের উদয় হয় এবং তাহাতেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি

হইয়া থাকে। সেই কর্ম্ম দ্বারাই লোক কর্ম্মী বলিয়া কথিত হয় এবং তাহার পরিত্যাগেই শান্তি লাভ করে। দক্ষিণায়ন উপস্থিত হইলে এই জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টিতে অভিলাষী সদাশিব আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এইরূপ অভিমানবশে জীবরূপে পরিণত হন। এবং সেই জীব অবিবেক ও ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সংসর্গে স্বীয় সৃষ্টবিষয় দর্শনে মোহ প্রাপ্ত হন।

১৭। নানাযোনিশতং গত্বা শেতেহসৌ বাসনাবশাৎ।
বিমোক্ষাৎ সঞ্চরত্যেব মৎস্যঃ কূলদ্বয়ং যথা॥
১৮। ততঃ কালবশাদেব হ্যাত্মজ্ঞানবিবেকতঃ।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা স্থানাৎ স্থানান্তরং ক্রমাৎ॥
১৯। মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণান্যোগাভ্যাসং স্থিতশ্চরন্।
যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্‌যোগঃ প্রবর্ত্ততে॥
২০। যোগজ্ঞানপরো নিত্যং স যোগী ন প্রণশ্যতি।
বিকারস্থং শিবং পশ্যেদ্বিকারশ্চ শিবে ন তু॥

ব্যাখ্যা। বাসনাবশাৎ (অভিলাষানুসারেণ) নানাযোনিশতং (নানাবিধানাং যোনীনাং শতং) গত্বা (লব্ধ্বা) অসৌ (জীবঃ) শেতে (বদ্ধো ভবতি)। যথা মৎস্যঃ [বিমোক্ষার্থং

কুলদ্বয়ং সঞ্চরতি তথা] এব বিমোক্ষাৎ (বিমোক্ষার্থং) কুলদ্বয়ম্ (ইহলোকং পরলোকঞ্চ) সঞ্চরতি (পরিভ্রাম্যতি)। ততঃ (তদনন্তরং) কালবশাৎ এব (কালক্রমেণ এব) হি (নিশ্চয়ে) আত্মজ্ঞানবিবেকতঃ (আত্মনঃ বিবেকজ্ঞানবলেন) উত্তরাভিমুখঃ ভূত্বা [অর্চ্চিরাদিমার্গেণ] স্থানাৎ স্থানান্তরং ক্রমাৎ (যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহঃ, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্ ইত্যাদিশ্রুত্যুক্ত ক্রমাৎ) [ব্রহ্মস্বরূপমুপলভতে ইতি শেষঃ। [কেনোপায়েন তৎক্রমলাভঃ? তত্রাহমূর্দ্ধীতি] মূর্দ্ধ্নি (ভ্রুবোর্ম্মধ্যে) আত্মনঃ প্রাণান্ আধায় (স্থাপয়িত্বা) যোগাভ্যাসং চরন্ (অভ্যস্যন্ (স্থিতঃ [ভবেৎ]যোগাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে,জ্ঞানাৎ [পুনঃ] যোগঃ প্রবর্ত্ততে। [যোগমন্তরা জ্ঞানং ন স্যাৎ জ্ঞানাভাবাৎ চ যোগপ্রবৃত্তিঃ ন জায়তে, অতএব যঃ] যোগজ্ঞানপরঃ (যোগপরঃ জ্ঞানপরশ্চ) সঃ যোগী ন প্রণশ্যতি (প্রণষ্টো ন ভবতি ইত্যর্থঃ)। শিবং বিকারস্থং পশ্যেৎ [সর্ব্বমেব বিকারজাতং শিবময়ং পশ্যেৎ ইত্যর্থঃ] তু (কিন্তু) শিবে বিকারঃ ন [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]

অনুবাদ। বাসনাবশে নানাপ্রকার শত শত যোনি পরিভ্রমণ করিয়া জীব বদ্ধ হন। মৎস্য যেরূপ নিজের মুক্তির জন্য নদীর উভয় কূলে বিচরণ

করে, সেইরূপ জীব স্বীয় মুক্তির জন্য ইহলোক ও পরলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাহার পরে কালক্রমে আত্ম-বিবেকজ্ঞানবলে উত্তরাভিমুখ হইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ক্রমে গমন করেন অর্থাৎ অর্চ্চিরাদিমার্গে অর্চ্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিতক্রমে সূর্য্য-মণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। [এই ক্রম-গমনের উপায় বলিতেছেন] ভ্রূযুগলের অভ্যন্তরে স্বীয় প্রাণবায়ুর ধারণ করিয়া যোগাভ্যাস হইতেই জ্ঞানের উদয় হয় এবং জ্ঞান হইতেই আবার যোগের প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব যিনি যোগ ও জ্ঞান এই উভয়ের অভ্যাস করেন, সেই যোগী কখনও বিনষ্ট হন না। তিনি শিবকে বিকারাবস্থিতরূপে অবলোকন করিবেন অর্থাৎ সমগ্র বিকারজাত শিবময় দেখিবেন, কিন্তু তাই বলিয়া যেন শিবে বিকার উপলব্ধি না করেন বস্তুতঃ শিবে কোনরূপ বিকারের সম্ভাবনা নাই।

২১। যোগপ্রকাশকং যোগৈর্ধ্যায়েচ্চানন্যভাবনঃ।
যোগজ্ঞানে ন বিদ্যেতে তস্য ভাবো ন সিধ্যতি॥

২২। তস্মাদভ্যাসযোগেন মনঃ প্রাণান্নিরোধয়েৎ।
যোগী নিশিতধারেণ ক্ষুরেণৈব নিকৃন্তয়েৎ ॥

ব্যাখ্যা। অনন্যভাবনঃ (ন বিদ্যতে অন্যত্র ভাবনা যস্য সঃ) প্রকাশকং যোগৈঃ ধ্যায়েৎ (চিন্তয়েৎ) [যস্য] যোগজ্ঞানে (যোগশ্চ জ্ঞানঞ্চ) ন বিদ্যতে তস্য ভাবঃ ন সিদ্ধ্যতি। তস্মাৎ (হেতোঃ) অভ্যাসযোগেন (অভ্যাস এব যোগঃ তেন পুনঃ পুনরভ্যাসনেন ইত্যর্থঃ) মনঃপ্রাণান্ নিরোধয়েৎ [যতঃ চিত্তবৃত্তিরোধ এব যোগঃ]। যোগী নিশিতধারেণ (তীক্ষ্ণধারেণ) ক্ষুরেণ [ইব অভ্যাসযোগেন] এব [চিত্ত-বিক্ষোভং] নিকৃন্তয়েৎ (ছেদয়েৎ)।

অনুবাদ। একাগ্রচিত্তে সেই যোগ-প্রকাশককে যোগ দ্বারাই ধ্যান করিবে। যাহার যোগবল ও জ্ঞানবল নাই, তাহার কোন ভাবই সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই হেতু অভ্যাস-যোগবলে মনঃ ও প্রাণের নিরোধ করিবে। [কারণ চিত্ত-বৃত্তির নিরোধই যোগ] সুতরাং যোগী ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার অভ্যাসযোগদ্বারা চিত্তনিরোধের প্রতি-বন্ধক সকল ছেদন করিবেন।

২৩। শিখা জ্ঞানময়ী বৃত্তির্যমাদ্যষ্টাঙ্গসাধনৈঃ।
জ্ঞানযোগঃ কর্ম্মযোগ ইতি যোগো দ্বিধা মতঃ॥
২৪। ক্রিয়াযোগমথেদানীং শৃণু ব্রাহ্মণসত্তম।

ব্যাখ্যা। [যস্য যোগিনঃ] শিখা জ্ঞানময়ী (জ্ঞানস্বরূপা ইত্যর্থঃ) যমাদ্যষ্টাঙ্গসাধনৈঃ (যমনিয়মাসনপ্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিভিঃ যোগসাধনৈঃ) বৃত্তিঃ (চিত্ত-বৃত্তিঃ) [নিরুদ্ধা স এব যোগী ভবতীতি শেষঃ]। জ্ঞানযোগঃ কর্ম্মযোগঃ ইতি যোগঃ দ্বিধা মতঃ (সম্মতঃ) [ইতি জ্ঞান-কর্ম্মযোগৌ অভিহিতৌ তত্র] অথ ইদানীং (সাম্প্রতম্) ব্রাহ্মণসত্তম! (হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ!) ক্রিয়াযোগং (ক্রিয়াযোগ-স্বরূপম্ অভিধীয়মানং) শৃণু।

অনুবাদ। যাঁহার জ্ঞানস্বরূপ শিখা বিদ্যমান; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ যোগানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ, তিনিই প্রকৃত যোগী। যোগ দুইপ্রকার, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। তন্মধ্যে অধুনা কর্ম্ম-যোগের স্বরূপ বলিতেছি; হে ব্রাহ্মণোত্তম! তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

অব্যাকুলস্য চিত্তস্য বন্ধনং বিষয়ে ক্বচিৎ ॥

২৫। যৎসংযোগো দ্বিজশ্রেষ্ঠ স চ দ্বৈবিধ্যমশ্নুতে।
কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যেবংবিহিতেষ্বেব কর্ম্মসু ॥

২৬। বন্ধনং মনসো নিত্যং কর্মযোগঃ স উচ্যতে।
যত্তু চিত্তস্য সততমর্থে শ্রেয়সি বন্ধনম্ ॥

২৭। জ্ঞানযোগঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বসিদ্ধিকরঃ শিবঃ।
যস্যোক্তলক্ষণে যোগে দ্বিবিধেঽপ্যব্যয়ং মনঃ ॥

২৮। স যাতি পরমং শ্রেয়ো মোক্ষলক্ষণমঞ্জসা।

ব্যাখ্যা। অব্যাকুলস্য (অচঞ্চলস্য স্থিরস্য ইত্যর্থঃ) চিত্তস্য ক্বচিৎ (কুত্রচিৎ) বিষয়ে (আলম্বনে) বন্ধনং (নিরোধঃ) যৎ [স এব] সংযোগঃ (সম্যক্তয়া যোগঃ) [অভিধীয়তে] [হে] দ্বিজশ্রেষ্ঠ! স চ (যোগঃ) দ্বৈবিধ্যং (দ্বিপ্রকারম্) অশ্নুতে (ভজতে ইত্যর্থঃ)। কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্ ইত্যেব (ইত্যেবং প্রকারেণ) বিহিতেষু (শাস্ত্রে কর্ত্তব্যতয়া নির্দ্দিষ্টেষু) এব কর্ম্মসু মনসঃ [যৎ] নিত্যং (সততং) বন্ধনং (তেষু এব কর্ম্মসু যৎচিত্তস্য নিরোধঃ) স কর্ম্মযোগঃ উচ্যতে (কথ্যতে যোগতত্ত্বজ্ঞৈরিতি শেষঃ) শ্রেয়সি অর্থে (শ্রেয়স্করে ব্রহ্মণি বিষয়ে) চিত্তস্য যৎ তু সততং বন্ধনং স জ্ঞানযোগঃ বিজ্ঞেয়ঃ (যোগতত্ত্বার্থিভিরিতি শেষঃ) [অয়মেব যোগঃ] সর্ব্বসিদ্ধি-করঃ (সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদঃ) শিবঃ (মঙ্গলজনকঃ মুক্তিদ ইত্যর্থঃ)

যস্তু (জনস্তু) উক্তলক্ষণে (পূর্ব্বোক্তপ্রকারে) দ্বিবিধে (দ্বিপ্রকারে কর্ম্মযোগে জ্ঞানযোগে চ) মনঃ অব্যয়ং (সদৈকরূপং তন্ময়ম্ ইত্যর্থঃ), সঃ অঞ্জসা (তত্ত্বতঃ) মোক্ষলক্ষণং (মোক্ষসংজ্ঞকং পরমং শ্রেয়ঃ (মুক্তিমিত্যর্থঃ) যাতি (প্রাপ্নোতি)।

অনুবাদ। চিত্ত নিশ্চল করিয়া কোনও এক বিষয়ে নিরুদ্ধ করার নাম যোগ। হে দ্বিজোত্তম! সেই যোগ দুইপ্রকার। 'কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, এইরূপ বুদ্ধিতে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে মনের নিয়ত নিরোধের নাম কর্ম্মযোগ।' আর শ্রেয়স্কর পরব্রহ্মে মনের নিয়ত নিরোধের নাম 'জ্ঞানযোগ'। এই জ্ঞানযোগই সর্ব্ববিধসিদ্ধিদায়ক ও মঙ্গলজনক অর্থাৎ মুক্তি-দায়ক।

দেহেন্দ্রিয়েষু বৈরাগ্যং যম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
২৯। অনুরক্তিঃ পরে তত্ত্বে সততং নিয়মঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্ববস্তুন্যুদাসীনভাবমাসনমুত্তমম্ ॥
৩০। জগৎ সর্ব্বমিদং মিথ্যাপ্রতীতিঃ প্রাণসংযমঃ।
চিত্তস্যান্তর্মুখীভাবঃ প্রত্যাহারস্তু সত্তম।

৩১। চিত্তস্য নিশ্চলীভাবো ধারণা ধারণং বিদুঃ ॥
সোঽহং চিন্মাত্রমেবেতি চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে ॥
৩২। ধ্যানস্য বিস্মৃতিঃ সম্যক্ সমাধিরভিধীয়তে।

ব্যাখ্যা। দেহেন্দ্রিয়েষু [বিষয়েষু মনসঃ] বৈরাগ্যম্ (অনাসক্তিঃ) বুধৈঃ (পণ্ডিতৈঃ) 'যমঃ' ইতি উচ্যতে (কথ্যতে)। পরে তত্ত্বে (ব্রহ্মণি) সততং (সর্ব্বদা) অনুরক্তিঃ (অনুরাগঃ) 'নিয়মঃ' স্মৃতঃ (কথিতঃ বুধৈরিতি শেষঃ)। সর্ব্ববস্তুনি (পদার্থ-নিচয়ে) উদাসীনভাবং (নিঃস্পৃহত্বম্) উত্তমম্ (শ্রেষ্ঠম্) 'আসনম্'। ইদং সর্ব্বং জগৎ মিথ্যা ত্রৈকালিকসত্তাভাববৎ) [ইতি] প্রতীতিঃ (জ্ঞানং) প্রাণসংযমঃ (প্রাণায়ামঃ)। সত্তম ! (হে সাধুত্তম) চিত্তস্য অন্তর্মুখীভাবঃ (বহির্ম্মুখ-চিত্তবৃত্তেঃ অন্তর্ম্মুখীকরণং) তু 'প্রত্যাহারঃ' [উচ্যতে]। চিত্তস্য [নির্ব্বাত-দীপশিখাবৎ] নিশ্চলীভাবঃ (স্থিরীভবনং) 'ধারণা' [তামেব] ধারণং বিদুঃ (জানন্তি) [যোগিনঃ ইতি শেষঃ] চিন্মাত্রং (চৈতন্য-স্বরূপম) সঃ (আত্মা) এব অহম্ ইতি চিন্তনং 'ধ্যানম্' উচ্যতে ধ্যানস্য সম্যক্ বিস্মৃতিঃ (সর্ব্বতোভাবেন বিস্মরণং ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য কেবলং ধ্যেয়াভিন্নত্বং) সমাধিঃ অভিধীয়তে।

অনুবাদ। দেহ-ইন্দ্রিয়প্রভৃতিতে মনের

বৈরাগ্যের নাম 'যম'। পরব্রহ্মে সর্ব্বদা অনুরাগের নাম 'নিয়ম'। সর্ব্বপদার্থে ঔদাসীন্যই শ্রেষ্ঠ 'আসন'। 'পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ মিথ্যা'—এইরূপ জ্ঞানই 'প্রাণায়াম'। হে সত্তম! বহির্ম্মুখ চিত্ত-বৃত্তির অন্তর্ম্মুখী হওয়ার নাম 'প্রত্যাহার'। নির্ব্বাত-দীপশিখার ন্যায় চিত্তের নিশ্চলীভাব 'ধারণা', ইহারই নাম ধারণ। চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই আমি এইরূপ চিন্তার নাম 'ধ্যান' এবং ধ্যানের সম্যক্ বিস্মরণ অর্থাৎ ধ্যাতা ও ধ্যান পরিত্যাগপূর্ব্বক এক-মাত্র ধ্যেয়ের সহিত অভিন্ন জ্ঞানই 'সমাধি'।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জবম্॥
৩৩। ক্ষমা ধৃতিমিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ।
তপঃসন্তুষ্টিরাস্তিক্যং দানমারাধনং হরেঃ॥
৩৪। বেদান্তশ্রবণং চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো ব্রতম্। ইতি

ব্যাখ্যা। [যমাদীনাং প্রকারান্তরং তদ্ভেদাংশ্চ আহ অহিংসেতি] অহিংসা (সর্ব্ববিধহিংসাত্যাগঃ), সত্যং (বাঙ্মনসয়োঃ যাথার্থ্যম্), অস্তেয়ং (পরদ্রব্য-লোভত্যাগঃ), ব্রহ্মচর্য্যং (বীর্য্যধারণং), দয়া (পরোপকারপ্রবৃত্তিঃ) আর্জ্জবম্

(ঋজুতা সরলতা ইত্যর্থঃ), ক্ষমা (সত্যপি প্রতিকারসামর্থ্যে পরাপকার-সহনং), ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং), মিতাহারঃ (পরিমিত-ভোজনং) শৌচং (বাহ্যমলত্যাগঃ) চ ইতি দশ [প্রকারাঃ] যমাঃ [ভবন্তি ইতি শেষঃ]। [নিয়মান্ আহ তপ ইতি] তপঃ (ক্লেশসহনং), সন্তুষ্টিঃ (প্রার্থিতস্যালাভেঽপি বিষাদা-ভাবঃ), আস্তিক্যম্ (অস্তি পরলোকঃ ইতি মতির্যস্য সঃ আস্তিকঃ তস্য ভাবঃ), দানং (ধনবিতরণং), হরেঃ (পরমেশ্বরস্য) আরাধনম্ (উপাসনা), বেদান্তশ্রবণং [শ্রবণমিতি মননাদ্যুপলক্ষণম্] হ্রীঃ (অসৎকার্য্যানুষ্ঠানে লজ্জা) মতিঃ (সদ্বুদ্ধিঃ), জপঃ (নাম্না ঈশ্বরচিন্তনম্) [এতানি] ব্রতং (শাস্ত্রবিহিতনিয়মঃ)। ইতি

অনুবাদ। [প্রকারান্তরে যমাদির স্বরূপ ও তাহাদের ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন] অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (পরদ্রব্যে লোভত্যাগ), ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, পরিমিত ভোজন ও শৌচ এই দশ প্রকার যম। তপস্যা, সন্তুষ্টি, আস্তিক্য-বুদ্ধি (যাঁহারা বেদ ও পরলোক স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে আস্তিক বলে), দান, শ্রীহরির আরাধনা, বেদান্তবাক্যশ্রবণ, অসৎকার্য্যানুষ্ঠানে লজ্জা,

লদ্বুদ্ধি এবং ভগবন্নামজপ, ইহাই ব্রত বা শাস্ত্রবিহিত নিয়মনামে অভিহিত।

আসনানি তদঙ্গানি স্বস্তিকাদীনি বৈ দ্বিজ ॥

৩৫। বর্ণ্যন্তে স্বস্তিকং পাদতলয়োরুভয়োরপি।
পূর্বোত্তরে জানুনী দ্বে কৃত্বাসনমুদীরিতম্ ॥

৩৬। সব্যে দক্ষিণগুল্ফং তু পৃষ্ঠপার্শ্বে নিয়োজয়েৎ।
দক্ষিণেঽপি তথা সব্যং গোমুখং গোমুখং যথা ॥

৩৭। একং চরণমন্যস্মিন্নূরাবারোপ্য নিশ্চলঃ।
আস্তে যদিদমেনোঘ্নং বীরাসনমুদীরিতম্ ॥

ব্যাখ্যা। দ্বিজ! আসনানি তদঙ্গানি (তৎপ্রকারাণি) স্বস্তিকাদীনি বৈ বর্ণ্যন্তে [ময়েতি শেষঃ]। উভয়োঃ অপি পাদতলয়োঃ পূর্বোত্তরে (উপরি অধোভাগে চ) দ্বে জানুনী কৃত্বা (সংস্থাপ্য) [যৎ] আসনং [তৎ] স্বস্তিকম্ উদীরিতম্ (কথিতম্)। সব্যে (বামভাগে) পৃষ্ঠ-পার্শ্বে দক্ষিণগুল্ফং (দক্ষিপাদাধঃ পশ্চাদ্ভাগং) নিয়োজয়েৎ (ন্যসেৎ) দক্ষিণে (দক্ষিণভাগে) অপি গোমুখং যথা তথা সব্যং [গুল্ফং নিয়োজয়েদিতি পূর্বেণ অন্বয়ঃ] [এতৎ] গোমুখং [নাম আসনম্]। একং চরণম্ অন্যস্মিন্ ঊরৌ (ঊরুদেশে) আরোপ্য (সংস্থাপ্য)

নিশ্চল: [সন্] যৎ আস্তে (অবস্থানম্ কুরুতে) ইদম্ এনোঘ্নং (পাপাপহং) বীরাসনম্ উদীরিতং (কথিতম্)।

অনুবাদ। হে দ্বিজ! আসন ও তাহার স্বস্তিকাদি প্রকার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। উভয় পদতলের উপরি ও অধোভাগে জানুদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থানের নাম 'স্বস্তিক' আসন। বামপৃষ্ঠপার্শ্বে দক্ষিণপাদ গুল্ফ এবং দক্ষিণ পার্শ্বে বামপাদগুল্ফ গোমুখের ন্যায় স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থানের নাম 'গোমুখ'-আসন। এক চরণ অন্য ঊরুদেশে স্থাপন করিয়া নিশ্চলভাবে যে অবস্থান করা হয়, ইহা সর্ব্ববিধ পাপ প্রবৃত্তি নিবারণ করে, ইহারই নাম বীরাসন।

৩৮। গুদং নিয়ম্য গুল্ফাভ্যাং ব্যুৎক্রমেণ সমাহিতঃ।
যোগাসনং ভবেদেতদিতি যোগবিদো বিদুঃ ॥

ব্যাখ্যা। গুল্ফাভ্যাং ব্যুৎক্রমেণ(দক্ষিণগুল্ফেন বামভাগং বামগুল্ফেন চ দক্ষভাগং) গুদং নিযম্য (নিরুধ্য) সমাহিতঃ (সংযতঃ সন্) [যৎ আসনং কৃতং ভবেৎ] এতৎ 'যোগাসনং' ভবেৎ, ইতি যোগবিদঃ (যোগতত্ত্বজ্ঞাঃ) বিদুঃ (জানন্তি)।

অনুবাদ। দক্ষিণ পদের গুল্ফদ্বারা গুহ্য-

দেশের বামভাগ এবং বামপদের গুল্‌ফদ্বারা দক্ষিণ ভাগ নিরোধ করিয়া সমাহিতচিত্তে অবস্থানের নাম 'যোগাসন'; যোগতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা অবগত আছেন।

৩৯। ঊর্বোরুপরি বৈ ধত্তে যদা পাদতলে উভে।
পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিষাপহম্॥

ব্যাখ্যা। ঊর্ব্বোঃ (জানুদ্বয়য়োঃ) উপরি যদা উভে বৈ পাদতলে ধত্তে [তদা] এতৎ সর্ব্বব্যাধিবিষাপহং (সর্ব্ববিধ রোগ-বিষঘ্নং) 'পদ্মাসনং' ভবেৎ।

অনুবাদ। জানুদ্বয়ের উপরে যখন উভয় পদতল সংস্থাপিত করা হয়, তখন পদ্মাসন হয়। এই পদ্মাসন সর্ব্ববিধ ব্যাধি ও বিষ বিনাশ করে।

৪০। পদ্মাসনং সুসংস্থাপ্য তদঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং পুনঃ।
ব্যুৎক্রমেণৈব হস্তাভ্যাং বদ্ধপদ্মাসনং ভবেৎ॥

ব্যাখ্যা। পদ্মাসনং সুসংস্থাপ্য পুনঃ তদঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং ব্যুৎক্রমেণ এব হস্তাভ্যাং (বামহস্তেন দক্ষাঙ্গুষ্ঠং দক্ষহস্তেন চ বামাঙ্গুষ্ঠং) [ধৃতং চেৎ] 'বদ্ধপদ্মাসনং' ভবেৎ।

অনুবাদ। পদ্মাসন সম্যক্‌রূপে স্থাপন

ক্ষরিয়া যদি বামহস্তদ্বারা দক্ষিণপদাঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা বামপদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করা যায় তবেই 'বদ্ধ-পদ্মাসন' হয়।

৪১। পদ্মাসনং সুসংস্থাপ্য জানূর্বোরন্তরে করৌ।
নিবেশ্য ভূমাবাতিষ্ঠেদ্ব্যোমস্থঃ কুক্কুটাসনঃ॥

ব্যাখ্যা। পদ্মাসনং সুসংস্থাপ্য জানূর্ব্বোঃ (জানুনোঃ উর্ব্বোশ্চ) অন্তরে (অভ্যন্তরে) করৌ নিবেশ্য (প্রবেশ্য) ব্যোমস্থঃ (আকাশস্থঃ সন্) কুক্কুটাসনঃ (কুক্কুট ইব আসনং যস্য সঃ) ভূমৌ আতিষ্ঠেৎ। [আসনস্য কুক্কুটরূপত্বাৎ কুক্কুটাসনম্ অস্য নাম ইতি গম্যতে]।

অনুবাদ। পদ্মাসন স্থাপনপূর্ব্বক জানু ও উরুর অভ্যন্তরে করদ্বয় প্রবেশ করাইয়া তাহাতে ভর করিয়া আকাশস্থ হইয়া ভূমিতে অবস্থান করিবে। এইরূপ অবস্থানে কুক্কুটের ন্যায় আসন হয় বলিয়া ইহার নাম কুক্কুটাসন।

৪২। কুক্কুটাসনবন্ধস্থো দোর্ভ্যাং সংবধ্য কন্ধরম্।
শেতে কূর্ম্মবদুত্তান এতদুত্তানকূর্ম্মকম্॥

ব্যাখ্যা। কুক্কুটাসনবদ্ধস্থঃ (কুক্কুটাসনম্ আস্থায়) দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) কন্ধরং (সংধৃত্য) কূর্ম্মবৎ উত্তানঃ (উর্দ্ধমুখঃ সন্) শেতে; এতৎ উত্তানকূর্ম্মকম্ [আসনম্ ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। কুক্কুটাসন অবলম্বনপূর্ব্বক বাহু-যুগলে স্কন্ধদেশ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া কূর্ম্মের ন্যায় উর্দ্ধমুখে (চিত হইয়া) শয়ন করার নাম উত্তান-কূর্ম্মাসন।

৪৩। পাদাঙ্গুষ্ঠৌ তু পাণিভ্যাং গৃহীত্বা শ্রবণাবধি।
ধনুরাকর্ষকাকৃষ্টং ধনুরাসনমীরিতম্॥

ব্যাখ্যা। পাদাঙ্গুষ্ঠৌ (উভয়োঃ পাদয়োঃ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং) পাণিভ্যাং (হস্তাভ্যাং) শ্রবণাবধি (কর্ণ-পর্য্যন্তং) গৃহীত্বা আকর্ষকাকৃষ্টং (আকর্ষণেন আকৃষ্টং) ধনুঃ [ইব যৎ আসনম্] এতৎ 'ধনুরাসনম্' ঈরিতম্ (কথিতম্)।

অনুবাদ। উভয় পদের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উভয় হস্তদ্বারা আকৃষ্ট ধনুর ন্যায় কর্ণপর্য্যন্ত গ্রহণ করিলে যে আসন হয়, তাহার নাম 'ধনুরাসন'।

৪৪। সীবনীং গুল্‌ফদেশাভ্যাং নিপীড্য ব্যুৎক্রমেণ তু।
প্রসার্য্য জানুনোর্হস্তাবাসনং সিংহরূপকম্ ॥

ব্যাখ্যা। গুল্‌ফদেশাভ্যাম্ (উভয় পদতল পার্শ্ব-দেশাভ্যাং) সীবনীং (শিশ্নং) নিপীড্য (আক্রম্য) জানুনোঃ (জানুদ্বয়য়োঃ মধ্যে) হস্তৌ ব্যুৎক্রমেণ (বৈপরীত্যেন) প্রসার্য্য [যৎ] আসনং [ভবেৎ তৎ] সিংহরূপকম্ (আসনম্)।

অনুবাদ। পদের গুল্‌ফস্থান দ্বারা শিশ্ন-দেশ আক্রমণ করিয়া জানুদ্বয়ের মধ্যে হস্তদ্বয় বিপরীতভাবে প্রসারণ করিলে যে আসন হয়,তাহারই নাম সিংহরূপক আসন।

৪৫। গুল্‌ফৌ চ বৃষণস্যাধঃ সীবিন্যুভয়পার্শ্বয়োঃ
নিবেশ্য পাদৌ হস্তাভ্যাং বধ্বা ভদ্রাসনং ভবেৎ ॥

ব্যাখ্যা। বৃষণস্য (অণ্ডস্য) অধঃ (নিম্নভাগে) সীবিন্যু-ভয়পার্শ্বয়োঃ (সীবিন্যাঃ উভয়পার্শ্বে) গুল্‌ফৌ চ নিবেশ্য পাদৌ হস্তাভ্যাং বদ্ধা [যৎ আসনং ক্রিয়তে তৎ] 'ভদ্রাসনং' ভবেৎ।

অনুবাদ। অণ্ডের অধোদেশে শিশ্নের উভয় পার্শ্বে গুল্‌ফদ্বয় সংস্থাপনপূর্ব্বক পদদ্বয় উভয়

হস্তদ্বারা দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিলে যে আসন হয়, তাহার নাম 'ভদ্রাসন'।

৪৬। সীবনীপার্শ্বমুভয়ং গুল্‌ফাভ্যাং ব্যুৎক্রমেণ তু।
নিপীড্যাসনমেতচ্চ মুক্তাসনমুদীরিতম্‌ ॥

ব্যাখ্যা। উভয়ং সীবনীপার্শ্বং গুল্‌ফাভ্যাং ব্যুৎক্রমেণ (বৈপরীত্যেন) তু নিপীড্য (আক্রম্য) [যৎ আসনং ভবেৎ] এতৎ চ আসনং 'মুক্তাসনম্‌' উদীরিতম্‌ (কথিতম্‌)।

অনুবাদ। শিশ্নের উভয়পার্শ্ব পদদ্বয়ের গুল্‌ফদ্বারা বিপরীতভাবে অর্থাৎ বামভাগ দক্ষপদ-গুল্‌ফ ও দক্ষভাগ বামপদগুল্‌ফদ্বারা নিপীড়ন করিলে যে আসন হয়, তাহার নাম 'মুক্তাসন'।

৪৭। অবষ্টভ্য ধরাং সম্যক্তলাভ্যাং হস্তয়োর্দ্বয়োঃ।
কূর্পরৌ নাভিপার্শ্বে তু স্থাপয়িত্বা ময়ূরবৎ ॥
৪৮। সমুন্নতশিরঃপাদং ময়ূরাসনমিষ্যতে।

ব্যাখ্যা। দ্বয়োঃ হস্তয়োঃ তলাভ্যাং ধরাং (পৃথিবীং) সম্যক্‌ অবষ্টভ্য (আক্রম্য) নাভিপার্শ্বে কূর্পরৌ (কফোণী কুনীতি যস্য খ্যাতিঃ) স্থাপয়িত্বা ময়ূরবৎ সমুন্নতশিরঃপাদম্‌ (উর্দ্ধাবস্থিম্‌ তং শিরঃ পাদং চ যত্র তৎ) ময়ূরাসনম্‌ ইষ্যতে।

অনুবাদ। উভয় হস্ততলদ্বারা সম্যক্‌রূপে পৃথিবী ভর করিয়া নাভিপার্শ্বে কনুই দুইটী স্থাপন পূর্ব্বক ময়ূরের ন্যায় মাথা ও পদদ্বয় উর্দ্ধে উন্নত করিলে যে আসন হয়, তাহার নাম ময়ূরাসন।

বামোরুমূলে দক্ষাঙ্ঘ্রিং জান্বোর্বেষ্টিতপাণিনা ॥
৪৯। বামেন বামাঙ্গুষ্ঠং তু গৃহীতং মৎস্যপীঠকম্।

ব্যাখ্যা। বামোরুমূলে দক্ষাঙ্ঘ্রিং (দক্ষিণপাদং) [সংস্থাপ্য] জান্বোঃ বেষ্টিত পাণিনা বামেন (বামেন পাণিনা জানুদ্বয়স্য বেষ্টনং বিধায়) বামাঙ্গুষ্ঠং তু গৃহীতং [চেৎ] মৎস্যপীঠকম্ [আসনং ভবেৎ ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। বাম উরুর মূলদেশে দক্ষিণপদ সংস্থাপন করিয়া বামহস্তদ্বারা জানুদ্বয় বেষ্টন পূর্ব্বক বামাঙ্গুষ্ঠ গৃহীত হইলে যে আসন হয়, তাহার নাম মৎস্যপীঠক আসন।

যোনিং বামেন সংপীড্য মেঢ্রাদুপরি দক্ষিণম্ ॥
৫০। ঋজুকায়ঃ সমাসীনঃ সিদ্ধাসনমুদীরিতম্।

ব্যাখ্যা। বামেন [গুল্‌ফেন] যোনিং (মেঢ্রং) সংপীড্য

(আক্রম্য) মেঢ্রাৎ (শিশ্নাৎ) উপরি দক্ষিণং [গুল্ফং বিন্যস্য] ঋজুকায়ঃ (দণ্ডবৎ সরলশরীরঃ সন্) সমাসীনঃ (সম্যগুপবিষ্টঃ ভবেৎ চেৎ) 'সিদ্ধাসনম্' উদীরিতম্ (কথিতং ভবেৎ) ।

অনুবাদ। বাম গুল্ফের দ্বারা যোনিদেশ আক্রমণপূর্বক শিশ্নের উপরিভাগে দক্ষিণ পদগুল্ফ বিন্যাস করিয়া সরল (সোজা) ভাবে উপবেশন করিলে যে আসন হয়, তাহার নাম 'সিদ্ধাসন'।

প্রসার্য ভুবি পাদৌ তু দোর্ভ্যামঙ্গুষ্ঠমাদরাৎ ॥
৫১। জানূপরি ললাটং তু পশ্চিমং তানমুচ্যতে।

ব্যাখ্যা। ভুবি তু পাদৌ প্রসার্য দোর্ভ্যাং (হস্তাভ্যাম্) আদরাৎ (যত্নেন) অঙ্গুষ্ঠম্ [আদায়] জানূপরি (জানুদ্বয়স্য উপরি) ললাটং [বিন্যসেৎ চেৎ] 'পশ্চিমং তানম্' উচ্যতে [আসনস্যাস্য পশ্চিমতানসংজ্ঞা স্যাৎ ইত্যর্থঃ] ।

অনুবাদ। মৃত্তিকায় পাদদ্বয় প্রসারণপূর্বক যত্নের সহিত হস্তদ্বয় দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া জানুদ্বয়ের উপরে ললাট সংস্থাপন করিলে যে আসন হয়, তাহার নাম 'পশ্চিমতান' আসন।

যেন কেন প্রকারেণ সুখং ধার্য্যং চ জায়তে ॥

৫২। তৎ সুখাসনমিত্যুক্তমশক্তস্তৎসমাচরেৎ।
আসনং বিজিতং যেন জিতং তেন জগত্রয়ম্ ॥

ব্যাখ্যা। যেন কেন প্রকারেণ সুখং ধার্য্যং (ধারণীয় ধারণেত্যর্থঃ) জায়তে (উৎপদ্যতে) [যস্মিন্ আসনে কৃতে সুখং স্যাৎ—আসনজনিতক্লেশো ন ভবেৎ, ঈশ্বরপ্রণিধানঞ্চ জায়তে] তৎ 'সুখাসনম্' ইতি [নাম্না] উচ্যতে [যোগবিদ্ভিরিতি শেষঃ]। তৎ (আসনম্) অশক্তঃ (আসনাভ্যাসে অসমর্থঃ) সমাচরেৎ (অভ্যস্যেৎ) [স্থিরসুখমাসনম্ ইতি মহর্ষি পতঞ্জলয়ুক্তেঃ]। যেন (যোগিনা) আসনং বিজিতম্ (আসনজয়ঃ কৃতঃ, আসনপরিগ্রহাৎ উদ্বেগঃ নানুভূতঃ ইতি ভাবঃ), তেন (যোগিনা) জগত্রয়ং (স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাখ্যং) জিতং (পরাভূতং, সর্ব্বত্র তস্য যথেচ্ছম্ অধিকারাদিতি ভাবঃ)।

অনুবাদ। যে কোন উপায়ে সুখে উপবেশন ও নিরুদ্বেগে ঈশ্বরে প্রণিধান করা যায়, সেইরূপ এক আসন অভ্যাস করিবেন। যাঁহারা আসনাভ্যাসে অসমর্থ, কেবলমাত্র তাঁহারাই এই যথেচ্ছ আসন গ্রহণ করিতে পারে। বস্তুতঃ যিনি আসন জয় করিয়াছেন, তিনি ত্রিজগৎই জয় করিয়া-

ছেন অর্থাৎ জিতাসন যোগীর ত্রিজগতে কিছুই দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য নাই।

৫৩। যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব আসনৈশ্চ সুসংযতঃ।
নাড়ীশুদ্ধিং চ কৃত্বাদৌ প্রণায়ামং সমাচরেৎ ॥

ব্যাখ্যা। আদৌ (প্রথমতঃ) সুসংযতঃ (সমাহিতচিত্তঃ সন্) যমৈঃ (অহিংসাদিভিঃ অহিংসাসত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহাঃ যমাঃ ইতি পাতঞ্জলসূত্রাৎ), নিয়মৈঃ (শৌচ-সন্তোষাদিভিঃ শৌচ-সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রাণিধানানি নিয়মা ইতি যোগসূত্রাৎ) আসনৈঃ (চিত্তস্থিরত্ব সাধনোপবেশন-প্রকারৈঃ) চ নাড়ীশুদ্ধিং চ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।

অনুবাদ। প্রথমত সংযতচিত্তে যম, নিয়ম ও আসন অভ্যাসদ্বারা নাড়ীশুদ্ধি সম্পাদন-পূর্ব্বক যোগী প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন।

৫৪। দেহমানং স্বাঙ্গুলীভিঃ ষণ্ণবত্যঙ্গুলায়তম্।
প্রাণঃ শরীরাদধিকো দ্বাদশাঙ্গুলমানতঃ ॥

ব্যাখ্যা। স্বাঙ্গুলীভিঃ (স্বকীয়াভিঃ অঙ্গুলীভিঃ) ষণ্ণবত্যঙ্গু-লায়তং (ষড়ধিকনবত্যঙ্গুলপরিমিতং) দেহমানং (দেহপরি-

মানং ভবতি ইতি শেষঃ) প্রাণঃ (প্রাণবায়ুঃ) দ্বাদশাঙ্গুল-মানতঃ (দ্বাদশাঙ্গুলপরিমাণেন) শরীরাৎ অধিকঃ (নাসারন্ধ্রাৎ দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিতস্থানাতিক্রমাদিতি ভাবঃ)।

অনুবাদ। প্রত্যেকের নিজ নিজ অঙ্গুলী-দ্বারা পরিমাণ করিলে দেহ ৯৬ ছিয়ানব্বই অঙ্গুলী-পরিমিত হয়। প্রাণবায়ু শরীর অপেক্ষাও দ্বাদশ অঙ্গুলী অধিক। অর্থাৎ নাসিকাপথে বহির্দ্দেশে দ্বাদশ অঙ্গুলী পরিমিত স্থানে প্রাণবায়ুর গতি হইয়া থাকে।

৫৫। দেহস্থমনিলং দেহসমুদ্ভূতেন বহ্নিনা।
ন্যূনং সমং বা যোগেন কুর্ব্বন্ ব্রহ্মবিদিষ্যতে॥

ব্যাখ্যা। দেহ-সমুদ্ভূতেন (দেহস্থিতেন) বহ্নিনা দেহস্থং (শরীরস্থিতম্) অনিলং (বায়ুং) ন্যূনম্ (অল্পতরং) সমং বা যোগেন কুর্ব্বন্ [যোগী] ব্রহ্মবিদ্ (ব্রহ্মজ্ঞঃ) ইষ্যতে (অভিমন্যতে)।

অনুবাদ। যে যোগী দেহসমুদ্ভূত বহ্নি-দ্বারা দেহস্থ বায়ুকে যোগবলে অল্প অথবা সমান করিতে পারেন, তাঁহাকে সকলে 'ব্রহ্মবিদ্' বলেন।

৫৬। দেহমধ্যে শিখিস্থানং তপ্তজাম্বূনদপ্রভম্।
ত্রিকোণং দ্বিপদামন্যচ্চতুরস্রং চতুষ্পদম্ ॥
৫৭। বৃত্তং বিহঙ্গমানাং তু ষড়স্রং সর্পজন্মনাম্ ॥
অষ্টাস্রং স্বেদজানাং তু তস্মিন্দীপবদুজ্জ্বলম্ ॥

ব্যাখ্যা। দেহমধ্যে (শরীরাভ্যন্তরে) তপ্তজাম্বূনদপ্রভং (উত্তপ্ত সুবর্ণবৎ প্রভাবিশিষ্টং) ত্রিকোণং (ত্রিকোণাকারং) দ্বিপদাং (দ্বিপদবিশিষ্টানাং মনুষ্যাণামিত্যর্থঃ) শিখিস্থানং (জীবস্থানং) [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]। চতুষ্পদং (ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা, চতুষ্পদানামিত্যর্থঃ) অন্যৎ (অন্যবিধং) চতুরস্রং (চতুষ্কোণং) [শিখিস্থানমিতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ]। বিহঙ্গমানাং (পক্ষিণাং) তু বৃত্তং (বর্ত্তুলাকারম্)। সর্পজন্মনাং (সর্পজাতীনাং) ষড়স্রং (ষট্‌কোণং)। স্বেদজানাং (মশক-মৎকুণাদীনাং) অষ্টাস্রম (অষ্টকোণং) তস্মিন্ [স্থানে] দীপবদ্ উজ্জ্বলং [শিখিস্থানমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ]।

অনুবাদ। শরীরমধ্যে উত্তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ত্রিকোণাকার মনুষ্যগণের জীব-স্থান। চতুষ্পদ প্রাণীর অন্যপ্রকার—চতুষ্কোণ। পক্ষিনিবহের গোলাকার, সর্পজাতির ষট্‌কোণ; স্বেদজ অর্থাৎ মশক-উকুণপ্রভৃতির অষ্টকোণ।

সেই স্থানে দীপের ন্যায় উজ্জ্বল জীবস্থান বর্ত্তমান আছে।

কন্দস্থানং মনুষ্যাণাং দেহমধ্যং নবাঙ্গুলম্।
চতুরঙ্গুলমুৎসেধং চতুরঙ্গুলমায়তন্॥
৫৮। অণ্ডাকৃতি তিরশ্চাং চ দ্বিজানাং চ চতুষ্পদাম্।
তুন্দমধ্যং তদিষ্টং বৈ তন্মধ্যং নাভিরিষ্যতে॥
৫৯। তত্র চক্রং দ্বাদশারং তেষু বিষ্ণ্বাদিমূর্ত্তয়ঃ।
অহং তত্র স্থিতশ্চক্রং ভ্রাময়ামি স্বমায়য়া॥

ব্যাখ্যা। মনুষ্যাণাং কন্দস্থানং (হৃদয়-পুণ্ডরীকস্য মূলদেশবিশেষঃ) দেহমধ্যম্ [অধিষ্ঠায়] নবাঙ্গুলং [ব্যাপ্য বিস্তৃতমিতি শেষঃ]। চতুরঙ্গুলম্ উৎসেধম্ (উচ্ছ্রয়ঃ উন্নত্য-মিত্যর্থঃ) চতুরঙ্গুলম্ আয়তং (ব্যাপকম্)। তিরশ্চাং (তির্য্যগ্‌গামিনাং) দ্বিজানাং (পক্ষিণাং) চ চতুষ্পদাং (পশূনাং) চ [কন্দস্থানং] অণ্ডাকৃতি (অণ্ডতুল্যং) তৎ ইষ্টং (অভিলষিতং ধ্যানযোগ্যমিত্যর্থঃ) [কন্দস্থানং] তুন্দমধ্যম্ (উদরমধ্যে) [বর্ত্ততে]; তন্মধ্যং (তন্মধ্যে) নাভিঃ ইষ্যতে; তত্র (নাভৌ) চক্রং দ্বাদশারং (দ্বাদশচ্ছিদ্র-সমন্বিতং), তেষু (ছিদ্রেষু) বিষ্ণ্বাদিমূর্ত্তয়ঃ [বর্ত্তন্তে]।

অহং (ঈশ্বরঃ) তত্র স্থিতঃ [সন্] স্বমায়য়া (স্বশক্তিরূপয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়স্যা) চক্রং ভ্রাময়ামি।

অনুবাদ। মানুষের কন্দস্থান অর্থাৎ হৃদয়পুণ্ডরীকের মূলস্থান দেহমধ্যে অবস্থিত; উহার বিস্তৃতি নবাঙ্গুল, ঔন্নত্য চারি অঙ্গুল। তির্য্যগ্‌যোনি পশু-পক্ষিগণের সেই কন্দস্থান অণ্ডাকৃতি। উহা অত্যন্ত অভিলষিত অর্থাৎ ধ্যানের যোগ্য; ইহা উদরের অভ্যন্তরে অবস্থিত, উহার অভ্যন্তরে নাভি-স্থান বর্ত্তমান। সেই নাভিতে দ্বাদশচ্ছিদ্রবিশিষ্ট একটি চক্র আছে, সেই চক্রের ছিদ্রে বিষ্ণ্বাদি মূর্ত্তি সকল বিরাজমান। আমি মায়াময়রূপে তাহাতে বিদ্যমান থাকিয়া সেই চক্রকে ভ্রমণ করাইতেছি।

৬০। অরেষু ভ্রমতে জীবঃ ক্রমেণ দ্বিজসত্তম।
তন্তুপঞ্জরমধ্যস্থা যথা ভ্রমতি লূতিকা॥
৬১। প্রাণাধিরূঢ়শ্চরতি জীবস্তেন বিনা ন হি।

ব্যাখ্যা। তন্তুপঞ্জরমধ্যস্থা (তন্তুজালস্থিতা) লূতিকা (ঊর্ণনাভঃ) যথা ভ্রমতি [তথা] দ্বিজসত্তম! (দ্বিজশ্রেষ্ঠ!) জীবঃ অরেষু (চক্ররন্ধ্রেষু) ক্রমেণ ভ্রমতে (ভ্রামতি)। [সঃ]

জীবঃ প্রাণাধিরূঢ় (প্রাণসংযুক্তঃ সন্) চরতি, তেন (প্রাণেন) বিনা হি (নিশ্চিতং) ন [চরতি ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! লূতাতন্তুজাল-স্থিত ঊর্ণনাভ যেরূপ ঐ জালেই ভ্রমণ করে, সেইরূপ সেই চক্ররন্ধ্রে জীব ভ্রমণ করিয়া থাকেন। জীব প্রাণাধিষ্ঠিত হইয়াই বিচরণ করেন, তদ্ভিন্ন বিচরণ করিতে পারেন না।

তস্যোর্ধ্বে কুণ্ডলীস্থানং নাভেস্তির্য্যগথোর্ধ্বতঃ।
৬২। অষ্টপ্রকৃতিরূপা সা চাষ্টধা কুণ্ডলীকৃতা।
যথাবদ্বায়ুসারং চ জ্বলনাদি চ নিত্যশঃ॥
৬৩। পরিতঃ কন্দপার্শ্বে তু নিরুধ্যৈব সদা স্থিতা।
মুখেনৈব সমাবেষ্ট্য ব্রহ্মরন্ধ্রমুখং তথা॥
৬৪। যোগকালেন মরুতা সাগ্নিনা বোধিতা সতী।
স্ফুরিতা হৃদয়াকাশে নাগরূপা মহোজ্জ্বলা॥

ব্যাখ্যা। তস্য (চক্রস্য) ঊর্দ্ধে অথ নাভেঃ তির্য্যক্ (বক্রভাবেন) ঊর্দ্ধতঃ কুণ্ডলীস্থানং (কুণ্ডল্যাঃ কুলকুণ্ডলিন্যাঃ স্থানং), অষ্টপ্রকৃতিরূপা (ভূম্যাদ্যষ্টপ্রকৃতিস্বরূপা "ভূমি রাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং

মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।" ইতি ভগবদ্গীতাস্মরণাৎ) সা (কুণ্ডলী) অষ্টধা (পূর্ব্বোক্তাষ্টপ্রকারেণ) কুণ্ডলীকৃতা [তিষ্ঠতি] যথাবৎ (যথাযথং) বায়ুসারং (বায়ুবলং) জ্বলনাদি চ (তেজশ্চ) নিত্যশঃ (সততং) পরিতঃ (উভয়তঃ) কন্দপার্শ্বে নিরুধ্য (আক্রম্য) এব সদা স্থিতা সতী] তথা (পূর্ব্বোক্তনিরোধবৎ) ব্রহ্মরন্ধ্রমুখং (ব্রহ্মরন্ধ্রস্য সম্মুখভাগং) মুখেন (স্বীয়মুখেন) এব সমাবেষ্ট্য (সম্যগাবর্ত্তনং কৃত্বা) যোগকালেন (যোগচর্চ্চাসময়ে) সাগ্নিনা (জঠরাগ্নিনা সহ বর্ত্তমানেন) বায়ুনা বোধিতা (জাগরিতা সতী) হৃদয়াকাশে মহোজ্জ্বলা (স্বভাবোজ্জ্বলপ্রকৃতিকা কুণ্ডলী) নাগরূপা (সর্পরূপা সতী) স্ফুরিতা [ভবতি]।

অনুবাদ। সেই চক্রের ঊর্দ্ধে বক্রভাবে নাভির ঊর্দ্ধভাগে কুণ্ডলীস্থান অবস্থিত। সেই কুলকুণ্ডলিনীশক্তি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতিরূপে অষ্টভাবে কুণ্ডলী করিয়া অবস্থিতা। তিনি যথাযথরূপে বায়ু ও তেজকে কন্দের উভয় পার্শ্বে নিরোধ করিয়া অবস্থিত আছেন এবং ব্রহ্মরন্ধ্রের মুখ স্বীয় মুখ দ্বারা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু যোগচর্চ্চাকালে

জঠরানলের দ্বারা পরিচালিত বায়ুকর্তৃক প্রবুদ্ধ হন এবং এইরূপে অত্যুজ্জ্বলা কুলকুণ্ডলিনীশক্তি সর্পাকারে হৃদয়াকাশে স্ফুরিতা হন।

৬৫। অপানাদ্ দ্ব্যঙ্গুলাদূর্ধ্বমধো মেঢ্রস্য তাবতা।
দেহমধ্যং মনুষ্যাণাং হৃন্মধ্যং তু চতুষ্পদাম্॥
৬৬। ইতরেষাং তুন্দমধ্যে নানানাড়ীসমাবৃতম্।
চতুষ্প্রকারসংযুতে দেহমধ্যে সুষুম্নয়া॥
৬৭। কন্দমধ্যে স্থিতা নাড়ী সুষুম্না সুপ্রতিষ্ঠিতা।
পদ্মসূত্রপ্রতীকাশা ঋজুরূর্ধ্বপ্রবর্ত্তিনী॥
৬৮। ব্রহ্মণো বিবরং যাবদ্বিদ্যুদাভাসনালকম্।
বৈষ্ণবী ব্রহ্মনাড়ী চ নির্বাণপ্রাপ্তিপদ্ধতিঃ॥

ব্যাখ্যা। অপানাৎ (অপানবায়ুস্থানাৎ গুহ্যদেশাদিত্যর্থঃ) দ্ব্যঙ্গুলাৎ উর্দ্ধং মেঢ্রস্য তাবতা (দ্ব্যঙ্গুলম্) অধঃ (নিম্নদেশে) মনুষ্যাণাং দেহমধ্যং (দেহমধ্যভাগঃ), চতুষ্পদাং (প্রাণিনাং) তু হৃন্মধ্যম্ [এব দেহমধ্যম্]। ইতরেষাং (তির্য্যগ্জাতীনাং প্রাণিনাং) তুন্দমধ্যে (উদরাভ্যন্তরে) নানানাড়ীসমাবৃতং [দেহমধ্যং বর্ত্ততে]। [তাসু নাড়ীষু মধ্যে] সুষুম্নয়া চতুষ্প্রকার স্বায়ুক্তে (দ্বিশব্দস্য

বহুত্বজ্ঞাপনাৎ অযুত-শব্দস্থাপি অসংখ্যত্ববোধনাৎ জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাত্মক-চতুর্ব্বিধাসংখ্যাতে) দেহমধ্যে কন্দমধ্যে (যঃ কন্দঃ বর্ত্ততে তস্য মধ্যে) সুপ্রতিষ্ঠিতা (সুপ্রসিদ্ধা) সুষুম্নানাড়ী স্থিতা। পদ্মসূত্রপ্রতীকাশা (মৃণালসূত্রবৎ প্রকাশমানা) ঋজুঃ (সরলা) বিদ্যুদাভাসনালকং (বিদ্যুদ্বদ্ দীপ্তিমচ্চূর্ণকুণ্ডলযুক্তং) ব্রহ্মণঃ বিবরং (ব্রহ্মরন্ধ্রং) যাবৎ ঊর্দ্ধপ্রবর্ত্তিনী (ঊর্দ্ধগামিনী) নির্ব্বাণপ্রাপ্তিপদ্ধতিঃ (মোক্ষপ্রাপ্তি-সাধিনী) বৈষ্ণবী (ব্যাপনশীলা) ব্রহ্মনাড়ী [সুষুম্না স্থিতেতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ]।

অনুবাদ। অপানবায়ুস্থানের অর্থাৎ গুহ্যদেশের অঙ্গুলীদ্বয় ঊর্দ্ধে এবং মেঢ্রের অঙ্গুলীদ্বয় নিম্নে মনুষ্যের দেহমধ্য, চতুষ্পদ প্রাণিগণের হৃদয়-মধ্যই দেহমধ্য এবং পক্ষি-প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণিগণের উদরমধ্যে নানানাড়ীসমাযুক্ত দেহমধ্য অবস্থিত। সেই সকল নাড়ীর মধ্যে সুষুম্নানাড়ীযুক্ত জরায়ুজ অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ অসংখ্য অসংখ্য প্রাণিগণের দেহমধ্যে যে কন্দ অবস্থিত, সেই কন্দের অভ্যন্তরে সুষুম্নানাড়ী সুপ্রতিষ্ঠভাবে বিদ্যমানা। মৃণালসূত্রের ন্যায় প্রকাশমানা সুষুম্না, বিদ্যুতের

স্থায় শোভমান চূর্ণ কুণ্ডলযুক্ত ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সরল-ভাবে ঊর্দ্ধগামিনী হইয়াছে। এই সুষুম্নাই ব্রহ্ম প্রাপ্তির সোপান, ইহাই বৈষ্ণবী (ব্যাপনশীলা) নাড়ী এবং ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধিকা বলিয়া ব্রহ্মনাড়ী।

৬৯। ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব তস্যাঃ সব্যেতরে স্থিতে।
ইড়া সমুত্থিতা কন্দাদ্বামনাসাপুটাবধি॥

৭০। পিঙ্গলা চোত্থিতা তস্মাদ্দক্ষনাসাপুটাবধি।
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ দ্বে চান্যে নাড়িকে স্থিতে॥

৭১। পুরতঃ পৃষ্ঠতস্তস্য বামেতরদৃশৌ প্রতি।

ব্যাখ্যা। তস্যাঃ (সুষুম্নায়াঃ) সব্যেতরে (দক্ষভাগে বাম ভাগে চ) ইড়া চ পিঙ্গলা চ (এতন্নাম্নিকে দ্বে নাড্যৌ) এব স্থিতে। ইড়া কন্দাৎ (কন্দস্থানাৎ) বামনাসাপুটাবধি (বামনাসাপুটপর্য্যন্তং) সমুত্থিতা। পিঙ্গলা চ তস্মাৎ (কন্দাৎ) দক্ষনাসাপুটাবধি (উত্থিতা)। গান্ধারী হস্তি-জিহ্বা চ [ইতি] অন্যে দ্বে চ নাড়িকে স্থিতে। তস্য (কন্দস্য) পুরতঃ (অগ্রভাগতঃ) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাদ্ভাগতঃ) বামেতরদৃশৌ (বাম-দৃশং দক্ষদৃশং চ) প্রতি [গতে ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। সেই সুষুম্নার দক্ষিণ ও বামভাগে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটী নাড়ী আছে। ইড়া কন্দস্থান হইতে বামনাসাপুটপর্য্যন্ত এবং পিঙ্গলা সেই স্থান হইতে দক্ষিণনাসাপুটপর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে। গান্ধারী ও হস্তিজিহ্বানামে আরও দুইটী নাড়ী আছে। গান্ধারীকন্দের অগ্রভাগ হইতে বামচক্ষুঃ এবং হস্তিজিহ্বা কন্দের পশ্চাদ্ভাগ হইতে দক্ষিণচক্ষুঃপর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে।

পূষাযশস্বিনীনাড্যৌ তস্মাদেব সমুত্থিতে ॥
৭২। সব্যেতরশ্রুত্যবধি পায়ুমূলাদলম্বুসা।
অধোগতা শুভা নাড়ী মেঢ্রান্তাবধিরায়তা ॥
৭৩। পাদাঙ্গুষ্ঠাবধিঃ কন্দাদধোযাতা চ কৌশিকী।
দশপ্রকারভূতাস্তাঃ কথিতাঃ কন্দসম্ভবাঃ ॥

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ (কন্দাৎ) এব পূষা-যশস্বিনীনাড্যৌ-সব্যেতরশ্রুত্যবধি (বামকর্ণপর্য্যন্তং দক্ষিণকর্ণপর্য্যন্তঞ্চ) সমুত্থিতে। অলম্বুসা (নাড়ী) পায়ুমূলাৎ (গুদস্থানাৎ) অধোগতা। শুভা [নাম] নাড়ী মেঢ্রান্তাবধিঃ (শিশ্নমূলপর্য্যন্তম্) আয়তা (বিস্তৃতা)। কৌশিকী (নাম নাড়ী) কন্দাৎ (পাদা-

ঙ্গুষ্ঠবধিঃ (পাদাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্তম্। অধোযাতা (অধঃ প্রদেশং প্রাপ্তা) তাঃ (এতা নাড্যঃ) দশপ্রকারভূতাঃ কন্দসম্ভবাঃ (কন্দসমুৎপন্নাঃ নাড্যঃ) কথিতাঃ [নাড়ীতত্ত্বজ্ঞৈরিতি শেষঃ]।

অনুবাদ। সেই কন্দস্থান হইতে পূষা ও যশস্বিনীনামক দুইটী নাড়ী নির্গত হইয়াছে ; তন্মধ্যে পূষা বামকর্ণপর্য্যন্ত এবং যশস্বিনী দক্ষিণকর্ণপর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে। অলম্বুসানাম্নী অপর নাড়ী পায়ুমূল হইতে অধোগামিনী হইয়াছে। শুভানাম্নী নাড়ী শিশ্নমূলপর্য্যন্ত বিস্তৃতা। কৌশিকী কন্দস্থান হইতে পাদাঙ্গুষ্ঠপর্য্যন্ত অধোগামিনী। এই সকল নাড়ী দশ প্রকারে কন্দ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

৭৪। তন্মূলা বহবো নাড্যঃ স্থূলসূক্ষ্মাশ্চ নাড়িকাঃ।
দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ নাড়য়ঃ ॥

৭৫। সংখ্যাতুং নৈব শক্যন্তে স্থূলমূলাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥
যথাশ্বত্থদলে সূক্ষ্মাঃ স্থূলাশ্চ বিততাস্তথা ॥

ব্যাখ্যা। তন্মূলাঃ (কন্দমূলাঃ) বহবঃ (বহ্বঃ ইত্যর্থঃ) নাড্যঃ [ইত্থং] স্থূলসূক্ষ্মাঃ চ (স্থূলাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ) নাড়িকাঃ দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি [বিদ্যন্তে] স্থূলাঃ। সূক্ষ্মাশ্চ নাড়য়ঃ (নাড্যঃ

সংখ্যাতুং) সংখ্যাং কর্ত্তুং) ন শক্যন্তে এব (অসংখ্যাতাঃ নাড্য ইত্যর্থঃ)। যথা অশ্বথদলে (অশ্বথ-পত্রে) সূক্ষ্মাঃ স্থূলাশ্চ [বহ্ব্যঃ নাড্যঃ] বিততাঃ (বিস্তৃতাঃ) তথা স্থূল-মূলাঃ পৃথগ্‌বিধাঃ [বিভিন্নাঃ বহ্বঃ নাড্যঃ বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। কন্দকে মূল করিয়া বহু নাড়ী স্থূল সূক্ষ্মভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, উহাদের সংখ্যা বাহাত্তর হাজার। বস্তুতঃ সূক্ষ্মভাবে ঐ স্থূল, সূক্ষ্ম নাড়ী সকলের সংখ্যা করা যায় না। যেরূপ অশ্বথ পত্রে স্থূল ও সূক্ষ্ম নাড়ীসকল ইতস্ততঃ বিস্তৃত আছে, সেইরূপ স্থূল কন্দমূল হইতে ইতস্ততঃ নাড়ীসমূহ বিস্তৃত হইয়াছে।

৭৬। প্রাণাপানৌ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ।
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥
৭৭। চরন্তি দশনাড়ীষু দশ প্রাণাদিবায়বঃ।
প্রাণাদিপঞ্চকং তেষু প্রধানং তত্র চ দ্বয়ম্॥
৭৮। প্রাণ এবাথবা জ্যেষ্ঠো জীবাত্মানং বিভর্ত্তি যঃ

ব্যাখ্যা। প্রাণাপানৌ (প্রাণঃ অপানশ্চ) সমানঃ চ উদানঃ ব্যান এব চ নাগঃ কূর্ম্মঃ কৃকরঃ দেবদত্তঃ ধনঞ্জয়ঃ চ [এতে]

দশ প্রাণাদিবায়বঃ দশ নাড়ীষু চরন্তি (বিচরন্তি)। তেষু (বায়ুষু মধ্যে) প্রাণাদিপঞ্চকং (প্রাণাপান-সমানোদান-ব্যানাঃ) প্রধানং (জ্যায়ঃ)। তত্র (প্রাণাদিপঞ্চকে) দ্বয়ং (প্রাণঃ অপানশ্চ) অথবা প্রাণ এব জ্যেষ্ঠঃ, যঃ (প্রাণঃ) জীবাত্মানং বিভর্ত্তি (পোষয়তি)।

অনুবাদ। 'প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়' এই প্রাণাদি দশটী বায়ু দশ নাড়ীতে বিচরণ করে। এই সকল বায়ুর মধ্যে প্রাণাদি পাঁচটী বায়ুই প্রধান। তন্মধ্যে আবার প্রাণ ও অপান এই দুইটীই শ্রেষ্ঠ। অথবা যে প্রাণবায়ু জীবাত্মাকেও পোষণ করিতেছে, সেই প্রাণই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ।

আস্যনাসিকয়োর্মধ্যং হৃদয়ং নাভিমণ্ডলম্॥
৭৯। পাদাঙ্গুষ্ঠমিতি প্রাণস্থানানি দ্বিজসত্তম।
অপানশ্চরতি ব্রহ্মন্ গুদমেঢ্রোরুজানুষু॥
৮০। সমানঃ সর্বগাত্রেষু সর্বব্যাপী ব্যবস্থিতঃ।
উদানঃ সর্বসন্ধিস্থঃ পাদয়োর্হস্তয়োরপি॥
৮১। ব্যানঃ শ্রোত্রোরুকট্যাং চ গুল্ফস্কন্ধগলেষু চ।
নাগাদিবায়বঃ পঞ্চ ত্বগস্থ্যাদিষু সংস্থিতাঃ॥

ব্যাখ্যা। দ্বিজসত্তম! (দ্বিজশ্রেষ্ঠ!) আস্যনাসিকয়োঃ মধ্যং হৃদয়ং নাভিমণ্ডলং পাদাঙ্গুষ্ঠম্ ইতি (এতানি) প্রাণস্থানানি (এতানি স্থানানি অধিকৃত্য প্রাণঃ বিচরতি ইত্যর্থঃ)। ব্রহ্মণ্! অপানঃ গুদ-মেঢ়্রোরু জানুষু চরতি। সমানঃ সর্ব্বগাত্রেষু সর্ব্বব্যাপী [সন্] ব্যবস্থিতঃ (অবস্থিতঃ বর্ত্ততে)। উদানঃ পাদয়োঃ হস্তয়োঃ অপি সর্ব্বসন্ধিস্থঃ [তিষ্ঠতি]। ব্যানঃ শ্রোত্রোরুকট্যাং চ গুল্ফ-স্কন্ধ-গলেষু চ [বর্ত্ততে]। পঞ্চ নাগাদি-বায়বঃ (নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত-ধনঞ্জয়াঃ) ত্বগস্থ্যাদিষু সংস্থিতাঃ (অবস্থিতাঃ সন্তি)।

অনুবাদ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রাণের বিচরণ-স্থান মুখ ও নাসিকার মধ্য, হৃদয়, নাভিমণ্ডল ও পাদাঙ্গুষ্ঠ। হে ব্রহ্মন্! অপানবায়ু গুহ্যদেশ, মেঢ্র, উরু ও জানুতে বিচরণ করে। সমান বায়ু সর্ব্ব-গাত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত। উদানবায়ু পাদ ও হস্ত-প্রভৃতির সকল সন্ধিতে অবস্থান করে। ব্যানবায়ু শ্রোত্র, উরু, কটী, পদগুল্ফ, স্কন্ধ এবং গলদেশে বিদ্যমান আছে। নাগ, কূর্ম্মপ্রভৃতি পঞ্চবায়ু ত্বক্-অস্থিপ্রভৃতি স্থানে অবস্থিত।

৮২। তুন্দস্থজলমন্নং চ রসাদীনি সমীকৃতম্।
তুন্দমধ্যগতঃ প্রাণস্তানি কুর্য্যাৎ পৃথক্‌পৃথক্॥

৮৩। ইত্যাদিচেষ্টনং প্রাণঃ করোতি চ পৃথক্ স্থিতম্।
অপানবায়ুর্মূত্রাদেঃ করোতি চ বিসর্জনম্॥

৮৪। প্রাণাপানাদিচেষ্টাদি ক্রিয়তে ব্যানবায়ুনা।
উজ্জীর্য্যতে শরীরস্থমুদানেন নভস্বতা॥

৮৫। পোষণাদিশরীরস্য সমানঃ কুরুতে সদা।

ব্যাখ্যা। তুন্দমধ্যগতঃ (উদরাভ্যন্তরবর্ত্তী) প্রাণঃ তুন্দস্থজলম্ (উদরস্থজলম্) অন্নং রসাদীনি চ তানি পৃথক্ পৃথক্ কুর্য্যাৎ। [ততঃ] পৃথক্‌স্থিতং [তৎসর্ব্বং তেনৈব] সমীকৃতং (সমানতামাপাদিতামিত্যর্থঃ), ইত্যাদি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) চেষ্টনং (চেষ্টাং) প্রাণঃ করোতি। অপানবায়ুঃ মূত্রাদেঃ বিসর্জ্জনং চ করোতি। ব্যানবায়ুনা প্রাণাপানাদিচেষ্টাদি (প্রাণস্য চেষ্টা অপানস্য চ চেষ্টা) ক্রিয়তে (জন্যতে)। উদানেন নভস্বতা (বায়ুনা) শরীরস্থম্ (অশিত-পীতাদিকম্) উজ্জীর্য্যতে (জীর্ণং ক্রিয়তে)। শরীরস্য পোষণাদি সদা সমানঃ কুরুতে।

অনুবাদ। উদরমধ্যবর্ত্তী প্রাণবায়ু উদরস্থ জল, অন্ন ও রসাদি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া থাকে,

এবং পৃথক্‌স্থিত ঐ সকল পদার্থকে সমানভাবে পরিণত করে এইরূপ চেষ্টা প্রাণের কার্য্য। অপান-বায়ু মূত্রাদির ত্যাগ করায়। ব্যানবায়ু প্রাণ ও অপানাদির চেষ্টা উৎপাদন করে। উদান বায়ু শরীরস্থ ভুক্ত, পীত দ্রব্যাদি জীর্ণ করিয়া থাকে আর সমান বায়ু সর্ব্বদা শরীরের পোষণকার্য্য সম্পাদন করে

উদ্‌গারাদিক্রিয়ো নাগঃ কূর্ম্মোঽক্ষ্যাদিনিমীলনঃ॥
৮৬ কৃকরঃ ক্ষুতয়োঃ কর্ত্তা দত্তো নিদ্রাদিকর্ম্মকৃৎ।
মৃতগাত্রস্য শোভাদের্ধনঞ্জয় উদাহৃতঃ॥

ব্যাখ্যা। নাগঃ উদ্‌গারাদিক্রিয়ঃ (উদ্‌গারাদয়ঃ ক্রিয়াঃ যস্য সঃ), কূর্ম্মঃ অক্ষ্যাদি-নিমীলনঃ (চক্ষুরাদীনাং নিমীলকঃ), কৃকরঃ ক্ষুতয়োঃ (ক্ষুৎপিপাসয়োঃ) কর্ত্তা (কারকঃ), দত্তঃ (দেবদত্তঃ নিদ্রাদিকর্ম্মকৃৎ (নিদ্রাদিজনকঃ), মৃতগাত্রস্য (মৃতশরীরস্য জড়স্য ইত্যর্থঃ) শোভাদেঃ (সৌন্দর্য্যাদেশ্চ) [কর্ত্তা] ধনঞ্জয়ঃ উদাহৃতঃ (কথিত ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। নাগবায়ু উদ্‌গারাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। কূর্ম্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের

নিমীলক। কৃকর ক্ষুধা ও পিপাসার কর্ত্তা। দেবদত্ত নিদ্রাদিকর্ম্ম সম্পাদক। ধনঞ্জয় জড়দেহের শোভাদির বিধায়ক বলিয়া কথিত।

৮৭। নাড়ীভেদং মরুদ্ভেদং মরুতাং স্থানমেব চ।
চেষ্টাশ্চ বিবিধাস্তেষাং জ্ঞাত্বৈব দ্বিজসত্তম ॥

৮৮। শুদ্ধৌ যতেত নাড়ীনাং পূর্ব্বোক্তজ্ঞানসংযুতঃ।
বিবিক্তদেশমাসাদ্য সর্ব্বসম্বন্ধবর্জিতঃ ॥

ব্যাখ্যা। নাড়ীভেদং (নাড়ীনাং ভেদঃ প্রকারঃ তং) মরুদ্ভেদং (মরুতাং বায়ূনাং ভেদঃ তং) মরুতাং স্থানম্ এব চ, তেষাং (মরুতাং) বিবিধাঃ (নানাপ্রকারাঃ) চেষ্টাঃ চ জ্ঞাত্বা এব দ্বিজসত্তম ! (হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ !) বিবিক্তদেশং (বিজনস্থানম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) সর্ব-সম্বন্ধবর্জ্জিতঃ (ত্যক্তবন্ধহেতুভূতসম্বন্ধঃ) পূর্ব্বোক্ত-জ্ঞানসংযুক্তঃ (পূর্ব্বকথিতজ্ঞানসম্পন্নঃ সন্) নাড়ীনাং শুদ্ধৌ যতেত (যত্নং কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! নাড়ীর ভেদ, বায়ুর ভেদ, বায়ুর স্থান এবং তাহাদের বিবিধ চেষ্টা বা ক্রিয়া অবগত হইয়া বিজন স্থান আশ্রয় ও সকল পদার্থের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া নাড়ী সকলের শুদ্ধিতে যত্নপরায়ণ হইবেন।

৮৯। যোগাঙ্গদ্রব্যসম্পূর্ণং তত্র দারুময়ে শুভে।
আসনে কল্পিতে দর্ভকুশকৃষ্ণাজিনাদিভিঃ॥
৯০। যাবদাসনমুৎসেধে তাবদ্দ্বয়সমায়তে।
উপবিশ্যাসনং সম্যক্ স্বস্তিকাদি যথারুচি॥

ব্যাখ্যা। যোগাঙ্গদ্রব্যসম্পূর্ণং (যোগসাধনদ্রব্যপরিপূর্ণং([দেশম্ আসাদ্য] তত্র দর্ভকুশকৃষ্ণাজিনাদিভিঃ কল্পিতে (নির্ম্মিতে) দারুময়ে (কাষ্ঠময়ে) শুভে (মনোহরে) আসনে [আসন পরিমাণমাহ যাবদিতি] আসনং যাবৎ (যৎ পরিমাণম্) উৎসেধে (উন্নত্যৌ) [ভবতি] তাবদ্দ্বয়সমায়তে (তদ্দ্বিগুণ-বিস্তৃতে) [আসনে] উপবিশ্য যথারুচি (স্বীয় প্রবৃত্ত্যনুরূপং) স্বস্তিকাদি [যৎকিঞ্চদৈহিকং] আসনং সম্যক্ [পরিকল্প্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ইতি পরেণান্বয়ঃ]।

অনুবাদ। যে স্থানে যোগোপযোগী দ্রব্য লাভ হয়, সেই দেশে দর্ভকুশকৃষ্ণাজিনপ্রভৃতি দ্বারা কাষ্ঠময় মনোহর আসন নির্ম্মাণ করিবে। আসনটি যে পরিমাণ উচ্চ হইবে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ বিস্তৃত করিতে হইবে। তাদৃশ আসনে স্বস্তিক পদ্মপ্রভৃতি কায়িক আসন রচনা করিয়া পরবর্ত্তী নিয়মে প্রাণা-য়ামাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

৯১। বধ্বা প্রাগাসনং বিপ্রো ঋজুকায়ঃ সমাহিতঃ।
নাসাগ্রন্যস্তনয়নো দন্তৈর্দন্তানসংস্পৃশন্ ॥

৯২। রসনাং তালুনি ন্যস্য স্বস্থচিত্তো নিরাময়ঃ।
আকুঞ্চিতশিরঃ কিঞ্চিন্নিবধ্নন্ যোগমুদ্রয়া ॥

৯৩। হস্তৌ যথোক্তবিধিনা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।

ব্যাখ্যা। বিপ্রঃ (ব্রাহ্মণঃ) প্রাক্ (প্রথমতঃ) আসনং (স্বস্তিকাদিকং) বদ্ধা (বিরচয্য) ঋজুকায়ঃ (সরল দেহঃ) নাসাগ্র-ন্যস্তনয়নঃ (নাসাগ্রদত্তদৃষ্টিঃ) [অতএব] সমাহিতঃ (কৃতসমাধিঃ সন্) দন্তৈঃ দন্তান্ অসংস্পৃশন্ (মুখং কিঞ্চিদ্ ব্যাদায় ইত্যর্থঃ) রসনাং (জিহ্বাং) [পরাবৃত্য] তালুনি ন্যস্য (সংস্থাপ্য) স্বস্থচিত্তঃ (স্থিরচিত্তঃ) [অতএব] নিরাময়ঃ (নির্ব্যাধিঃ নির্ব্বাধ ইতি ভাবঃ) কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত শিরঃ (আকুঞ্চিতং শিরঃ কৃত্বা) যোগমুদ্রয়া (যোগপ্রণালীবিশেষেণ) হস্তৌ নিবধ্নন্ (ধারয়ন্) যথোক্তবিধিনা (নিয়মানুসারেণ) প্রাণায়ামং সমাচরেৎ (কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ স্বস্তিকাদি আসন পরিগ্রহ করিয়া সরল (সোজা) ভাবে উপবেশন ও নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক সমাহিত-চিত্ত হইবেন। তখন দন্তের সহিত দন্তের সংযোগ

না করিয়া অর্থাৎ কিঞ্চিৎ মুখব্যাদান করিয়া জিহ্বা তালুতে সংস্থাপনপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে স্বচ্ছন্দতা-সহকারে মস্তক নিম্নদিকে কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিয়া যোগপ্রণালী অনুসারে হস্তদ্বয় বিধারণপূর্ব্বক যোগের বিধান অনুসারে প্রাণায়াম করিবেন।

রেচনং পূরণং বায়োঃ শোধনং রেচনং তথা ॥
৯৪। চতুর্ভিঃ ক্লেশনং বায়োঃ প্রাণায়াম উদীর্য্যতে।
হস্তেন দক্ষিণেনৈব পীড়য়েন্নাসিকাপুটম্॥
৯৫। শনৈঃ শনৈরথ বহিঃ প্রক্ষিপেৎ পিঙ্গলানিলম্।

ব্যাখ্যা। রেচনং (পরিত্যাগঃ) [কোষ্ঠস্য বায়োরিতি শেষঃ] পূরণং বায়োঃ (বহির্ব্বায়োরিত্যর্থঃ) শোধনং (কুম্ভন-মিত্যর্থঃ) তথা রেচনং (কুম্ভয়িত্বা তদ্বায়োঃ ত্যাগঃ) [ইতি] চতুর্ভিঃ [প্রকারৈঃ] বায়োঃ ক্লেশনং (স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসাদীনাং ব্যতিক্রমঃ) প্রাণায়ামঃ উদীর্য্যতে (কথ্যতে)। দক্ষিণেন হস্তেন এব নাসিকাপুটং পীড়য়েৎ (দৃঢ়ং ধারয়েৎ) অথ (অনন্তরং) শনৈঃ শনৈঃ (ক্রমশঃ) পিঙ্গলানিলং (পিঙ্গলয়া নাড্যা অনিলং বায়ুং) বহিঃ (কোষবিতি শেষঃ) প্রক্ষিপেৎ (পরিত্যজেৎ)।

অনুবাদ। প্রথমতঃ কোষ্ঠবায়ুর পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরে বায়ুর পূরণ, কুম্ভ ও রেচন করিতে হয়। এইরূপে চারি উপায়ে বায়ুর স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসাদির ব্যতিক্রমের নাম প্রাণায়াম। দক্ষিণহস্তদ্বারা নাসিকাপুট দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবে এবং পরে পিঙ্গলা নাড়ীদ্বারা কোষ্ঠস্থ বায়ুর পরিত্যাগ করিবে।

ইড়য়া বায়ুমাপূর্য্য ব্রহ্মন্ ষোড়শমাত্রয়া ॥
৯৬। পূরিতং কুম্ভয়েৎ পশ্চাচ্চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া সম্যগ্রেচয়েৎ পিঙ্গলানিলম্ ॥
৯৭। এবং পুনঃ পুনঃ কার্য্যং ব্যুৎক্রমানুক্রমেণ তু।
সম্পূর্ণকুম্ভবদ্দেহং কুম্ভয়েন্মাতরিশ্বনা ॥

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মন্! ষোড়শমাত্রয়া (ষোড়শবার প্রণবোচ্চারণকালেন) ইড়য়া (নাড্যা) বায়ুম্ আপূর্য্য (পূরয়িত্বা) পূরিতং [বায়ুং] পশ্চাৎ চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া কুম্ভয়েৎ, [ততঃ] দ্বাত্রিংশন্ মাত্রয়া পিঙ্গলানিলং (পিঙ্গলয়া অনিলং) সম্যক্ রেচয়েৎ (পরিত্যজেৎ)। এবং (পূর্ব্বোক্তরীত্যা) পুনঃপুনঃ ব্যুৎক্রমানুক্রমেণ (ব্যুৎক্রমেণ বৈপরীত্যেন অনুক্রমেণ প্রকৃত

রীত্যা চ) কার্য্যম্। সম্পূর্ণ কুম্ভবৎ (জলপূর্ণ ঘটবৎ) দেহং (শরীরং) মাতরিশ্বনা (বায়ুনা) কুম্ভয়েৎ (পরিপূরয়েৎ ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। হে ব্রহ্মণ্! ষোড়শ মাত্রা অর্থাৎ ষোড়শবার প্রণব-উচ্চারণকালব্যাপী ইড়া নাড়ী দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে এবং সেই পূরিত বায়ু চতুঃষষ্টিমাত্রাকাল কুম্ভন বা পূরণ করিয়া রাখিবে; পরে দ্বাত্রিংশৎ মাত্রাকালে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা ঐ বায়ু পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ব্যুৎক্রমে ও অনুক্রমে অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ পিঙ্গলা-দ্বারা পূরণ ও ইড়াদ্বারা পরিত্যাগ এবং ইড়াদ্বারা পূরণ ও পিঙ্গলাদ্বারা পরিত্যাগ করিবে।

৯৮। পূরণান্নাড়য়ঃ সর্বাঃ পূর্য্যন্তে মাতরিশ্বনা।
এবং কৃতে সতি ব্রহ্মংশ্চরন্তি দশ বায়বঃ॥

৯৯। হৃদয়াম্ভোরুহং চাপি ব্যাকোচং ভবতি স্ফুটম্।
তত্র পশ্যেৎ পরাত্মানং বাসুদেবমকল্মষম্॥

ব্যাখ্যা। [ইত্থং] পূরণাৎ সর্ব্বাঃ নাড়য়ঃ (নাড্যঃ) মাতরিশ্বনা (বায়ুনা) পূর্য্যন্তে। ব্রাহ্মণ্! এবং কৃতে সতি দশ বায়বঃ চরন্তি [তেন] হৃদয়াম্ভোরুহং (হৃৎপদ্মম্) অপি

স্ফুটং ব্যাকোচং (বিকশিতং) ভবতি। তত্র (হৃৎপদ্মে) অকল্মষং (নিষ্পাপং) পরাত্মানং বাসুদেবং পশ্যেৎ।

অনুবাদ। এইরূপ পূরণের ফলে সকল নাড়ীই বায়ু পরিপূর্ণ হইবে। হে ব্রহ্মণ্! এইরূপ করিলে দশ প্রকার বায়ুই বিচরণ করিবে এবং তাহা দ্বারা হৃৎপদ্ম পরিস্ফুটরূপে বিকশিত হইবে। সেই পদ্মে পাপলেশশূন্য পরমাত্মা বাসুদেবকে দেখিতে পাইবে।

১০০। প্রাতর্মধ্যন্দিনে সায়মর্ধরাত্রে চ কুম্ভকান্।
শনৈরশীতিপর্যান্তং চতুর্বারং সমভ্যসেৎ॥
১০১। একাহমাত্রং কুর্বাণঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
সম্বৎসরত্রয়াদূর্ধ্বং প্রাণায়ামপরো নরঃ॥
১০২। যোগসিদ্ধো ভবেৎ যোগী বায়ুজিদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অল্পাশী স্বল্পনিদ্রশ্চ তেজস্বী বলবান্ ভবেৎ॥
১০৩। অপমৃত্যুমতিক্রম্য দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।

ব্যাখ্যা। প্রাতঃ মধ্যন্দিনে (মধ্যাহ্নে) সায়ং (সায়ংকালে) অর্দ্ধরাত্রে চ চতুর্বারং শনৈঃ (ক্রমেণ) অশীতি-পর্যান্তম্ (অশীতিসংখ্যক প্রণবজপকালং ব্যাপ্য) কুম্ভকান্ সমভ্যসেৎ

(কুম্ভকানাং অভ্যাসং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)। একাহমাত্রং কুর্ব্বাণঃ (অনুতিষ্ঠন্) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। নরঃ সম্বৎসরত্রয়াৎ উৰ্দ্ধং প্রাণায়ামপরঃ [চেৎ তদা সঃ] যোগী বায়ুজিৎ (বশীকৃত-বায়ুঃ) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ী সন্) যোগসিদ্ধঃ ভবেৎ। অল্পাশী (স্বল্পভুক্) স্বল্পনিদ্রঃ (জিতনিদ্রঃ) তেজস্বী বলবান্ ভবেৎ। অপমৃত্যুম্ (অকালমরণম্) অতিক্রম্য দীর্ঘং (দীর্ঘ-কালং ব্যাপ্য) আয়ুঃ (জীবিতকালম্) অবাপ্নুয়াৎ।

অনুবাদ। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে ও অর্দ্ধরাত্রিতে এই চারিবারে ক্রমশঃ অশীতিসংখ্যক প্রণবজপকালব্যাপী কুম্ভক অভ্যাস করিবে। এক-দিনমাত্র এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে যোগী সকল পাপ বিনির্ম্মুক্ত হন। যে ব্যক্তি তিন বৎসরের ঊর্দ্ধকাল এইরূপ প্রাণায়ামপর হয়েন, তিনিই প্রকৃত যোগী হইতে পারেন, তিনি বায়ু ও ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিতে পারেন এবং যোগ সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি অল্পাহারী, অল্পনিদ্র, তেজস্বী ও বলবান্ হন এবং অপমৃত্যু অতিক্রম করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করেন।

প্রস্বেদজননং যস্ত প্রাণায়ামস্ত সোহধমঃ ॥

১০৪। কম্পনং বপুষো যস্য প্রাণায়ামেষু মধ্যমঃ।
উত্থানং বপুষো যস্য স উত্তম উদাহৃতঃ॥

১০৫। অধমে ব্যাধিপাপানাং নাশঃ স্যান্মধ্যমে পুনঃ।
পাপরোগমহাব্যাধিনাশঃ স্যাদুত্তমে পুনঃ॥

১০৬। অল্পমূত্রোঽল্পবিষ্ঠশ্চ লঘুদেহো মিতাশনঃ।
পটিন্দ্রিয়ঃ পটুমতিঃ কালত্রয়বিদাত্মবান্॥

ব্যাখ্যা। যস্য (প্রাণায়ামমভ্যস্যতঃ জনস্য) প্রস্বেদজননং (প্রস্বেদস্য জননং জন্ম) [ভবেৎ তস্য] স প্রাণায়ামঃ তু অধমঃ (নিকৃষ্টঃ)। যস্য (প্রাণায়ামরতস্য) বপুষঃ (শরীরস্য) কম্পনং [ভবেৎ অসৌ] প্রাণায়ামেষু মধ্যমঃ (প্রশস্ততরঃ প্রাণায়ামঃ)। যস্য (প্রাণায়ামবতঃ) বপুষঃ উত্থানম্ (ঊর্দ্ধো-ন্নয়নং) [ভবেৎ] সঃ (প্রাণায়ামঃ) উত্তমঃ (প্রশস্ততমঃ) উদাহৃতঃ (কথিতঃ)। অধমে (প্রাণায়ামে অনুষ্ঠিতে) ব্যাধিপাপানাং (ব্যাধীনাং পাপপ্রবৃত্তীনাং চ) নাশঃ স্যাৎ। মধ্যমে (প্রাণায়ামে অনুষ্ঠিতে) পুনঃ পাপরোগ-মহাব্যাধিনাশঃ (পাপজরোগানাং মহাব্যাধীনাং নাশঃ) স্যাৎ। উত্তমে পুনঃ [প্রাণায়ামে অনুষ্ঠিতে যোগী] অল্পমূত্রঃ অল্পবিষ্ঠঃ চ লঘুদেহঃ [নতু স্থূলদেহঃ] মিতাশনঃ (পরিমিতাহারঃ) পটিন্দ্রিয়ঃ (পটূনি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) পটুমতিঃ (প্রাজ্ঞঃ) কাল-ত্রয়বিৎ (ত্রিকালজ্ঞঃ) আত্মবান্ (আত্মজ্ঞঃ) [ভবতীতি শেষঃ]।

অনুবাদ। প্রাণায়ামকালে শরীরে ঘর্ম্মের উদয় হইলে সেই প্রাণায়ামকে নিকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। যাহার প্রাণায়ামকালে শরীরে কম্পন উপস্থিত হয়, তাদৃশ প্রাণায়াম মধ্যম এবং যাহার প্রাণায়ামকালে শরীর উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাদৃশ প্রাণায়মকে উত্তম বলিয়া জানিবে। অধম বা নিকৃষ্ট প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হইলেও ব্যাধি,পাপ-প্রবৃত্তি-প্রভৃতি তিরোহিত হয়। মধ্যম প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হইলে পাপজ রোগ মহাব্যাধির বিনাশ হয়। উত্তম প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হইলে যোগীর মূত্র ও বিষ্ঠার পরিমাণ অল্প হয়। দেহ লঘু, ভোজনের পরিমাণ হ্রস্ব, ইন্দ্রিয়সকল পটু ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়। তিনি ত্রিকালজ্ঞ ও আত্মদর্শী হন।

১০৭। রেচকং পূরকং মুক্ত্বা কুম্ভীকরণমেব যঃ।
করোতি ত্রিষু কালেষু নৈব তস্যাস্তি দুর্ল্লভম্॥

ব্যাখ্যা। রেচকং পূরকং মুক্ত্বা (ত্যক্ত্বা) কুম্ভীকরণং (কুম্ভকম) এব ত্রিষু কালেষু (প্রাতর্ম্মধ্যন্দিনসায়ংকালেষু) যঃ

করোতি তস্য (কুম্ভকনিরতস্য) দুর্লভম্ (অপ্রাপ্যং) ন এব অস্তি।

অনুবাদ। রেচক ও পূরক পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে কেবল-মাত্র কুম্ভকের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পক্ষে দুর্লভ বা অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না।

১০৮। নাভিকন্দে চ নাসাগ্রে পাদাঙ্গুষ্ঠে চ যত্নবান্।
ধারয়েন্মনসা প্রাণান্ সন্ধ্যাকালেষু বা সদা॥

১০৯। সর্বরোগৈর্বিনির্মুক্তো জীবেৎ যোগী গতক্লমঃ।
কুক্ষিরোগবিনাশঃ স্যান্নাভিকন্দেষু ধারণাৎ॥

১১০। নাসাগ্রে ধারণাদ্দীর্ঘমায়ুঃ স্যাদ্দেহলাঘবম্।

ব্যাখ্যা। নাভিকন্দে (নাভিমূলে) নাসাগ্রে চ পাদাঙ্গুষ্ঠে চ যত্নবান্ [সন্ যঃ যোগী] সদা সন্ধ্যাকালেষু (সন্ধ্যাত্রয়েষু) বা মনসা প্রাণান ধারয়েৎ [সঃ] যোগী সর্ব্বরোগৈঃ বিনির্ম্মুক্তঃ [অতএব] গতক্লমঃ (ক্লান্তিরহিতঃ সন্) জীবেৎ। নাভিকন্দেষু [প্রাণস্য] ধারণাৎ কুক্ষিরোগবিনাশঃ (উদর ব্যাধিবিনাশঃ) স্যাৎ। নাসাগ্রে ধারণাৎ দীর্ঘম্ আয়ুঃ দেহলাঘবং (শরীরস্য লঘুতা) স্যাৎ।

অনুবাদ। যে যোগী সর্ব্বদা অথবা কেবল ত্রিসন্ধ্যায় যত্নসহকারে নাভিকন্দে, নাসাগ্রে এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে মনোযোগের সহিত প্রাণবায়ুর ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্ত হইয়া অক্লান্তদেহে জীবিত থাকেন। নাভিকন্দে প্রাণের ধারণায় উদর-ব্যাধি বিনষ্ট হয় এবং নাসাগ্রে ধারণায় দীর্ঘ আয়ুলাভ ও দেহভার লাঘব হয়।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সম্প্রাপ্তে বায়ুমাকৃষ্য জিহ্বয়া ॥

১১১। পিবতস্ত্রিষু মাসেষু বাক্‌সিদ্ধির্মহতী ভবেৎ।
অভ্যাসতশ্চ ষণ্মাসান্মহারোগবিনাশনম্ ॥

১১২। যত্রযত্র ধৃতো বায়ুরঙ্গে রোগাদিদূষিতে।
ধারণাদেব মরুতস্তত্তদারোগ্যমশ্নুতে ॥

ব্যাখ্যা। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে (উদয় প্রাক্ চতুর্ঘটিকাভ্যন্তরে) সম্প্রাপ্তে (সমুপস্থিতে সতি) জিহ্বয়া বায়ুম্ আকৃষ্য পিবতঃ [যোগিনঃ] ত্রিষু মাসেষু [মধ্যে] মহতী বাক্‌সিদ্ধিঃ ভবতি। [এবম্] অভ্যাসতঃ (অভ্যাসাৎ) ষন্মাসাৎ মহারোগবিনাশনঃ (মহারোগস্য বিনাশনং) [ভবতি ইতি শেষঃ]। রোগাদি দূষিতে যত্র যত্র অঙ্গে বায়ুঃ ধৃতঃ [স্যাৎ] মরুতঃ (বায়োঃ)

ধারণাৎ এব তৎ তৎ (অঙ্গং) আরোগ্যম্ অশ্নুতে (ভজতে ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সমুপস্থিত হইলে অর্থাৎ রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে যে যোগী জিহ্বাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া পান করেন, তাঁহার তিন মাসের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে বাক্‌সিদ্ধি হয়। এইরূপ অভ্যাসের বলে ছয় মাসের মধ্যে মহারোগ নিবৃত্ত হয়। এমন কি, রোগাদিদ্বারা দূষিত যে যে অঙ্গে বায়ু ধৃত হয়, কেবলমাত্র সেই ধারণের বলেই সেই সেই অঙ্গ-রোগ-মুক্ত হইয়া থাকে।

১১৩। মনসো ধারণাদেব পবনো ধারিতো ভবেৎ।
মনসঃ স্থাপনে হেতুরুচ্যতে দ্বিজপুঙ্গব ॥
১১৪। করণানি সমাহৃত্য বিষয়েভ্যঃ সমাহিতঃ।
অপানমূর্ধ্বমাকৃষ্যোদরোপরি ধারয়েৎ ॥

ব্যাখ্যা। মনসঃ ধারণাৎ এব পবনঃ ধারিতঃ ভবেৎ। দ্বিজপুঙ্গব! (হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ!) মনসঃ স্থাপনে হেতুঃ (উপায়ঃ) উচ্যতে (কথ্যতে)। সমাহিতঃ (সমাধিযুক্তঃ সন্) করণানি (ইন্দ্রিয়ানি) বিষয়েভ্যঃ (ঘটপটাদিভ্যঃ) সমাহৃত্য (প্রতি-

নিবর্ত্ত্য) অপানং (বায়ুম্) ঊর্দ্ধম্ আকৃষ্যেৎ [আকৃষ্য চ] উদরোপরি ধারয়েৎ।

অনুবাদ। মনের ধারণ করিতে পারিলেই বায়ু স্বয়ংই ধারিত হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনঃ-স্থাপনের উপায় বলা যাইতেছে। সমাহিত চিত্তে ইন্দ্রিয়সমূহ ঘটপটাদি বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিবে এবং উদরে ধারণ করিবে।

১১৫। বধ্নন্ করাভ্যাং শ্রোত্রাদিকরণানি যথাতথম্।
যুঞ্জানস্য যথোক্তেন বর্ত্মনা স্ববশং মনঃ॥
১১৬। মনোবশাৎ প্রাণবায়ুঃ স্ববশে স্থাপ্যতে সদা।
নাসিকাপুটয়োঃ প্রাণঃ পর্য্যায়েণ প্রবর্ত্ততে॥

ব্যাখ্যা। শ্রোত্রাদিকরণানি (শ্রোত্রচক্ষুর্ঘ্রাণমুখানি) করাভ্যাং (হস্তাভ্যাম্ অঙ্গুলীভিরিত্যর্থঃ) যথাতথং (যেন তেন প্রকারেণ) বধ্নন্ (বধ্নতঃ দৃঢ়ং ধারয়তঃ ইতি বিভক্তি-বিপরিণামঃ কার্য্যঃ) যথোক্তেন বর্ত্মনা (প্রাণায়ামানুসারিণা মার্গেণ) মনঃ স্ববশং [স্বায়াধীনং যথা স্যাৎ তথা] যুঞ্জানস্য (প্রযোক্তুঃ) মনোবশাৎ (মনো নিবেশাৎ) প্রাণবায়ুঃ স্ববশে (স্বকীয়াধীনে)

সদা স্থাপ্যতে (স্থাপিতো ভবতি)। [তদানীং] নাসিকা-পুটয়োঃ [মধ্যে] প্রাণঃ (প্রাণবায়ুঃ) পর্য্যায়েণ (ক্রমশঃ) প্রবর্ত্ততে (প্রচলিতো ভবতি)।

অনুবাদ। শ্রোত্র, চক্ষুঃ, নাসিকা ও মুখ উভয় হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা যেরূপে আবদ্ধ হয়, সেই ভাবে ধারণ পূর্ব্বক প্রাণায়াম কালে যে যে পথে বায়ুর পরিচালনা করা কর্ত্তব্য, সেই সেই পথে মনকে স্বীয় বশে নিয়োগে যত্ন করিবে; এইরূপ মনোনিবেশের ফলে প্রাণবায়ু স্বকীয় অধীনে সংস্থাপিত হয়। তখন নাসাপুটের মধ্যে প্রাণবায়ু পর্য্যায়ক্রমে পরিচালিত হইতে থাকে।

১১৭। তিস্রশ্চ নাড়িকাস্তাসু স যাবন্তং চরত্যয়ম্।
শঙ্খিনীবিবরে যাম্যে প্রাণঃ প্রাণভৃতাং সত ম্॥
১১৮। তাবন্তং চ পুনঃ কালং সৌম্যে চরতি সন্তত্ম্।
ইত্থং ক্রমেণ চরতা বায়ুনা বায়ুজিন্নরঃ॥

ব্যাখ্যা। তিস্রঃ চ নাড়িকা (ইড়া পিঙ্গলা-সুষুম্নাখ্যাঃ) তাসু (নাড়িকাসু) সঃ অয়ং সতাং (বর্ত্তমানানাং) প্রাণভৃতাং (প্রাণিনাং) প্রাণঃ যাবন্তং [কালং ব্যাপ্য] শঙ্খিনী [ইব] যাম্যে

(দক্ষিণে) বিবরে (গর্ত্তে) চরতি তাবন্তং চ কালং [ব্যাপ্য] পুনঃ সৌম্যে (বামে) সন্ততং (সর্ব্বদা) চরতি। ইত্থম্ (এবং প্রকারেণ) ক্রমেণ চরতা (বিচরণশীলেন) বায়ুনা [উপলক্ষিতঃ] নরঃ বায়ুজিৎ (বায়ুজয়ী) [ভবেৎ]।

অনুবাদ। ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না নামে তিনটী নাড়ী আছে, সেই সকল নাড়ীতে জীবিত প্রাণিসমূহের সেই প্রসিদ্ধ প্রাণবায়ু যাবৎকাল-ব্যাপী শঙ্খিনী সর্পের ন্যায় দক্ষিণবিবরে বিচরণ করে, তাবৎকালব্যাপী পুনর্ব্বার বামবিবরে সতত বিচরণ করিয়া থাকে। এই প্রকারে ক্রমে বিচরণ-শালী বায়ুযুক্ত নর বায়ুজয়ী হইয়া থাকেন।

১১৯। অহশ্চ রাত্রিং পক্ষং চ মাসমৃত্বয়নাদিকম্।
অন্তর্মুখো বিজানীয়াৎ কালভেদং সমাহিতঃ॥

ব্যাখ্যা। অহঃ (দিবা) রাত্রিং চ পক্ষং (শুক্লকৃষ্ণভেদেন পক্ষদ্বয়ং) চ মাসম্ ঋত্বয়নাদিকম্ (ষড় ঋতূন্ মাসদ্বয়দ্বয়-সাধ্যানি অয়নানি চ) [ইতি] কালভেদং সমাহিতঃ [সন্ যঃ] অন্তর্মুখঃ (পরাবৃত্তেন্দ্রিয়ঃ) [সঃ] বিজানীয়াৎ।

অনুবাদ। যিনি সমাহিত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়-

বৃত্তিগুলিকে অন্তর্ম্মুখী করিতে পারিয়াছেন, তিনিই দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু ও অয়ন প্রভৃতি কালের ভেদ জানিতে পারেন।

১২০। অঙ্গুষ্ঠাদিস্বাবয়বস্ফুরণাদশনেরপি।
অরিষ্টৈর্জীবিতস্যাপি জানীয়াৎ ক্ষয়মাত্মনঃ॥
১২১। জ্ঞাত্বা যতেত কৈবল্যপ্রাপ্তয়ে যোগবিত্তমঃ।

ব্যাখ্যা। অঙ্গুষ্ঠাদি-স্বাবয়ব-স্ফুরণাৎ (অঙ্গুষ্ঠপ্রভৃতিস্বকীয়-শরীরাবয়ব-কম্পনাৎ) [স্ফুরণাদিত্যুপলক্ষণমু অস্ফুরণাদিত্যপি-বোদ্ধব্যম্] অশনেঃ (বজ্রস্য) [স্ফুরণাৎ] অপি অরিষ্টৈঃ (উপদ্রবৈঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) জীবিতস্য (জীবনস্য) অপি ক্ষয়ং (বিনাশং) জানীয়াৎ। যোগবিত্তমঃ (যোগতত্ত্বজ্ঞঃ) [এতৎ] জ্ঞাত্বা কৈবল্যপ্রাপ্তয়ে (মোক্ষার্থং) যতেত (যত্নং কুর্য্যাৎ)।

অনুবাদ। অঙ্গুষ্ঠাদি স্বকীয় শরীরাবয়বের কম্পন বা অকম্পন এবং বজ্রের স্ফুরণ প্রভৃতি হইতে অরিষ্ট বা উৎপাত অনুভূত হয় এবং তাহাদ্বারা নিজের জীবনেরও ক্ষয় জানিতে পারা যায়। যোগতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করিবেন।

পাদাঙ্গুষ্ঠে করাঙ্গুষ্ঠে স্ফুরণং যস্য ন শ্রুতিঃ ॥

১২২। তস্য সংবৎসরাদূর্দ্ধ্বং জীবিতস্য ক্ষয়ো ভবেৎ।
মণিবন্ধে তথা গুল্‌ফে স্ফুরণং যস্য নশ্যতি ॥

১২৩। ষণ্মাসাবধিরেতস্য জীবিতস্য স্থিতির্ভবেৎ।
কূর্পরে স্ফুরণং যস্য তস্য ত্রৈমাসিকী স্থিতিঃ।

ব্যাখ্যা। যস্য (জনস্য) পাদাঙ্গুষ্ঠে করাঙ্গুষ্ঠে স্ফুরণং (কম্পনং) [ভবতি, কিন্তু] শ্রুতিঃ (শ্রবণং) ন [অস্তি। শ্রবণেন্দ্রিয়ং বিকলমিত্যর্থঃ] তস্য সম্বৎসরাৎ উর্দ্ধং জীবিতস্য (জীবনস্য) ক্ষয়ঃ (নাশঃ) ভবেৎ। যস্য মণিবন্ধে (প্রকোষ্ঠ-পাণ্যোঃ সন্ধিস্থানে) তথা গুল্‌ফে (পাদগ্রন্থিস্থানে) স্ফুরণং যস্য নশ্যতি [যস্য স্ফুরণং ন ভবেদিত্যর্থঃ] এতস্য (জনস্য) ষণ্মাসাবধিঃ (ষণ্মাসপর্য্যন্তং) জীবিতস্য (জীবনস্য) স্থিতিঃ ভবেৎ। কূর্পরে (কফণৌ) স্ফুরণং যস্য তস্য ত্রৈমাসিকী (মাসত্রয়ব্যাপিনী) স্থিতিঃ (জীবিতকালঃ ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। যাহার পদের অঙ্গুষ্ঠে এবং করের অঙ্গুষ্ঠে বা বৃদ্ধাঙ্গুলীতে কম্পন অনুভূত হয়, অথচ শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল, তাঁহার সম্বৎসরের উর্দ্ধে জীবন নষ্ট হয়। যাহার মণিবন্ধে এবং গুল্‌ফদেশে

স্ফুরণ অনুভূত হয় না, তাহার ছয়মাস পর্য্যন্ত জীবনের স্থিতি বুঝিতে হইবে। যাহার কূর্পরে (কনুইতে) স্ফুরণ অনুভূত হয়, তাহার স্থিতিকাল মাসত্রয়ব্যাপী।

১২৪। কৌক্ষিমেহনপার্শ্বে চ স্ফুরণানুপলম্ভনে।
মাসাবধির্জীবিতস্য তদর্দ্ধস্য তু দর্শনে ॥
১২৫। আশ্রিতে জঠরদ্বারে দিনানি দশ জীবিতম্।
জ্যোতিঃ খদ্যোতবদ্যস্য তদর্দ্ধং তস্য জীবিতম্ ॥

ব্যাখ্যা। কৌক্ষিমেহনপার্শ্বে (উদরেশিশ্নপার্শ্বে চ) স্ফুরণানুপলম্ভনে (কম্পনানুভবে) জীবিতস্য (প্রাণস্য) মাসাবধিঃ (মাসব্যাপিস্থায়িত্বং) [তথা] দর্শনে (ঈক্ষণে নেত্রে ইত্যর্থঃ) [স্ফুরণানুপলম্ভনে] তদর্দ্ধস্য (মাসার্দ্ধস্য কালস্য) [জীবিত-কালত্বং জানীয়াৎ ইতি শেষঃ]। জঠরদ্বারে (উদর-দ্বারে) [স্ফুরণে] আশ্রিতে দশদিনানি জীবিতং (জীবনকালং) যস্য (জনস্য সকাশে) জ্যোতিঃ খদ্যোতবৎ [ভাতি] তস্য তদর্দ্ধং (পঞ্চদিনানি) জীবিতং (জীবনকালং) [বিজানীয়াৎ ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। উদর ও শিশ্ন পার্শ্বে যাহার কম্পন অনুভূত না হয়, তাহার জীবনকাল মাত্র

একমাস ব্যাপী এবং অক্ষিতে যাহার স্ফুরণ অনুভব না হয়, তাহার জীবন তদর্দ্ধকাল (পনর দিন) ব্যাপী জানিবে। কিন্তু জঠরদ্বারে স্ফুরণ অনুভূত হইলে দশদিন মাত্র সে জীবিত থাকে। যাহার নিকটে প্রবল জ্যোতিও খদ্যোতের (জোনাকীর) ন্যায় প্রতিভাত হয়, তাহার জীবনকাল মাত্র পাঁচ দিন জানিবে।

১২৬। জিহ্বাগ্রাদর্শনে ত্রীণি দিনানি স্থিতিরাত্মনঃ।
জ্বালায়া দর্শনে মৃত্যুর্দ্বিদিনে ভবতি ধ্রুবম্॥
১২৭। এবমাদীন্যরিষ্টানি দৃষ্টায়ুঃক্ষয়কারণম্।
নিঃশ্রেয়সায় যুঞ্জীত জপধ্যানপরায়ণঃ॥

ব্যাখ্যা। জিহ্বাগ্রাদর্শনে (জিহ্বাগ্রস্য অদর্শনে) ত্রিণি দিনানি আত্মনঃ স্থিতিঃ [ভবেৎ]। জ্বালায়াঃ (শিখায়াঃ) দর্শনে দ্বিদিনে (দিনদ্বয়ে) ধ্রুবং (নিশ্চিতং) মৃত্যুঃ ভবতি। এবমাদীনি (এবম্বিধানি) অরিষ্টানি দৃষ্টায়ুঃক্ষয়কারণং (দৃষ্টস্য জনস্য আয়ুঃক্ষয়কারণং) [ভবন্তি অতঃ] জপধ্যানপরায়ণঃ [সন্ আত্মনঃ] নিঃশ্রেয়সায় (মোক্ষয়ে) যুঞ্জীত (আত্মানং প্রেরয়েৎ)।

অনুবাদ। জিহ্বাগ্র অদর্শনে তিন দিন মাত্র নিজের স্থিতি জানিবে। শিখা দর্শন করিলে দুই দিনের মধ্যে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হয়। এইরূপ অরিষ্ট দর্শন করিলে উহা আয়ুক্ষয়ের কারণ বুঝিতে হইবে। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া সর্ব্বদা জপধ্যানপরায়ণ হইয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত নিজকে নিযুক্ত করিবে।

১২৮। মনসা পরমাত্মানং ধ্যাত্বা তদ্রূপতামিয়াৎ।
যদ্যষ্টাদশভেদেষু মর্ম স্থানেষু ধারণম্ ॥

১২৯। স্থানাৎ স্থানং সমাকৃষ্য প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে।

ব্যাখ্যা। মনসা পরমাত্মানং ধ্যাত্বা তদ্রূপতাং (পরমাত্মস্বরূপতাম্) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ)। যদি অষ্টাদশভেদেষু (অষ্টাদশপ্রকারেষু) মর্ম্মস্থানেষু স্থানাৎ স্থানং সমাকৃষ্য (প্রতিস্থানে] ধারণং [কুর্য্যাৎ তদা] সঃ প্রত্যাহারঃ উচ্যতে (কথ্যতে)।

অনুবাদ। মনে মনে পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে তৎসারূপ্য লাভ করিবে। যদি অষ্টাদশ মর্ম্মস্থানের মধ্যে প্রত্যেক স্থানে ধারণা করিতে পারে, তবে তাহাকে প্রত্যাহার বলে।

পাদাঙ্গুষ্ঠং তথা গুল্ফং জঙ্ঘামধ্যং তথৈব চ ॥
১৩০। মধ্যমূর্বোশ্চ মূলং চ পায়ুর্হৃদয়মেব চ।
মেহনং দেহমধ্যং চ নাভিং চ গলকূর্পরম্।
১৩১। তালুমূলং চ মূলং চ ঘ্রাণস্যাক্ষ্ণোশ্চ মণ্ডলম্।
ভ্রুবোর্মধ্যং ললাটং চ মূলমূর্ধ্বং চ জানুনী ॥
১৩২। মূলং চ করয়োর্মূলং মহান্ত্যেতানি বৈ দ্বিজ।

ব্যাখ্যা। [অষ্টাদশ-মর্ম্মস্থানানি আহ পাদাঙ্গুষ্ঠম্ ইত্যাদিনা। ব্যাখ্যানন্তু সুগমম্]।

অনুবাদ। পাদাঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ, জঙ্ঘামধ্য, উরুমধ্য ও মূল, পায়ু, হৃদয়, শিশ্ন বা দেহমধ্য, নাভি, গলদেশ, কনুই, তালুমূল, ঘ্রাণমূল, অক্ষিগোলক, ভ্রূমধ্য, ললাট, ঊর্দ্ধমূল, জানুদ্বয় ও করমূল; হে দ্বিজ! এইগুলি মহৎ অঙ্গ বা মর্ম্মস্থান নামে অভিহিত।

পঞ্চভূতময়ে দেহে ভূতেষ্বেতেষু পঞ্চসু ॥
১৩৩। মনসো ধারণং যত্তদ্যুক্তস্য চ যমাদিভিঃ।
ধারণা সা চ সংসারসাগরোত্তারকারণম্ ॥

ব্যাখ্যা। পঞ্চভূতময়ে (ক্ষিত্যাদি-পঞ্চভূতাত্মকে) দেহে (শরীরে) এতেষু পঞ্চসু ভূতেষু চ যমাদিভিঃ (যোগাঙ্গৈঃ) যুক্তস্য মনসঃ যৎ ধারণং তৎ ধারণা। সা চ (ধারণা) সংসার-সাগরোত্তারকারণং (সংসারসমুদ্রোত্তীর্ণতোপায়ঃ) [ভবতীতি শেষঃ]।

অনুবাদ। ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতময় দেহ এবং ঐ সকল পঞ্চভূতে যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গযুক্ত মনের ধারণের নাম ধারণা। সেই ধারণাই সংসার-সমুদ্র উত্তরণের একমাত্র উপায়।

১৩৪। আজানুপাদপর্যান্তং পৃথিবীস্থানমিষ্যতে।
পিত্তলা চতুরস্রা চ বসুধা বজ্রলাঞ্ছিতা ॥
১৩৫। স্মর্ত্তব্যা পঞ্চঘটিকাস্তত্রারোপ্য প্রভঞ্জনম্।
আজানুকটিপর্যান্তমপাং স্থানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
১৩৬। অর্ধচন্দ্রসমাকারং শ্বেতমর্জুনলাঞ্ছিতম্।
স্মর্ত্তব্যমম্ভঃ শ্বসনমারোপ্য দশনাড়িকাঃ ॥

ব্যাখ্যা। পঞ্চভূতময়দেহস্য কস্মিন্ ভাগে কস্য ভূতস্যাধিক্যেন সমাবেশঃ [তত্র ধ্যানপ্রকারমাহ।] আজানুপাদপর্যান্তং (জানুভাগাৎ পাদপর্যান্তং) পৃথিবীস্থানম্ ইষ্যতে। [তত্র]

পিত্তলা (পিত্তলবর্ণা) চতুরস্রা (চতুষ্কোণা) বজ্রলাঞ্ছিতা (বজ্র-চিহ্নিতা) বসুধা (পৃথিবী) তত্র পঞ্চঘটিকাঃ [ব্যাপ্য] প্রভঞ্জনং (বায়ুং) সমারোপ্য (কুম্ভকেন স্থাপয়িত্বা) [সা বসুধা] স্মর্ত্তব্যা [যোগবিত্তমৈরিতি শেষঃ]। আজানুকটিপর্যান্তং (জান্বারভ্যকটিদেশং যাবৎ) অপাং স্থানং প্রকীর্ত্তিতম্। অর্দ্ধচন্দ্রসমাকারম্ (অর্দ্ধচন্দ্রবদাকারবিশিষ্টং) শ্বেতং (শুভ্রম্) অর্জ্জুনলাঞ্ছিতং (শুভ্রবর্ণেন চিহ্নিতং) শ্বসনং (বায়ুম্) আরোপ্য (কুম্ভয়িত্বা ইত্যর্থঃ) দশনাড়িকাঃ (দশদণ্ডান্) [ব্যাপ্য] অম্ভঃ (কারণভূতং জলং) স্মর্ত্তব্যং (চিন্তনীয়ম্)।

অনুবাদ। পঞ্চভূতময় দেহের কোন্ ভাগে কাহার সমবেশ এবং তাহার উপাসনা প্রকার কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। জানু অবধি পাদ পর্যান্ত পৃথিবী-স্থান। পৃথিবী পিত্তলবর্ণা, চতুষ্কোণবিশিষ্টা ও বজ্রচিহ্নতা; কুম্ভকদ্বারা ঐ পৃথিবী-স্থানে বায়ুর আরোপ করিয়া পাঁচদণ্ড ব্যাপী তাহার চিন্তা করিবে। জানু অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত জলের স্থান। উহার আকার অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, বর্ণ শুভ্র ও শুভ্রবর্ণ চিহ্ন-বিশিষ্ট ; ঐ স্থানে বায়ুর আরোপ করিয়া দশদণ্ডকাল ঐ কারণ-বারির চিন্তা করিবে।

১৩৭। আদেহমধ্যকট্যন্তমগ্নিস্থানমুদাহৃতম্।
তত্র সিন্দূরবর্ণোঽগ্নির্জ্বলনং দশপঞ্চ চ॥
১৩৮। স্মর্ত্তব্যো নাড়িকাঃ প্রাণং কৃত্বা কুম্ভে তথেরিতম্
নাভেরুপরি নাসান্তং বায়ুস্থানং তু তত্র বৈ॥
১৩৯। বেদিকাকারবদ্ধূম্রো বলবান্ ভূতমারুতঃ।
স্মর্ত্তব্যঃ কুম্ভকেনৈব প্রাণমারোপ্য মারুতম্॥
১৪০। ঘটিকাবিংশতিস্তস্মাদ্ ঘ্রাণাদ্ ব্রহ্মবিলাবধি।
ব্যোমস্থানং নভস্তত্র ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভম্॥
১৪১। ব্যোম্নি মারুতমারোপ্য কুম্ভকেনৈব যত্নবান্।

ব্যাখ্যা। আদেহমধ্যকট্যন্তং (দেহমধ্যভাগাদারভ্য কটিপর্য্যন্তম্) অগ্নিস্থানম্ উদাহৃতং (কথিতং)। তত্র (অগ্নিস্থানে) সিন্দূরবর্ণঃ জ্বলনম্ অগ্নিঃ দশপঞ্চ চ (পঞ্চদশ) নাড়িকাঃ [ব্যাপ্য] কুম্ভে (কুম্ভকে) তথা ইরিতং (পূর্ব্বংকথিতং) প্রাণং (বায়ুং) কৃত্বা (আরোপ্য) স্মর্ত্তব্যঃ। নাভেঃ উপরি-নাসান্তং বায়ুস্থানং তত্র (বায়ুস্থানে) বেদিকাকারবৎ (বেদিকায়া আকার ইব) ধূম্রঃ (ধূম্রবর্ণঃ) বলবান ভূতমারুতঃ [তত্র] বিংশতিঃ (বিংশতিং) ঘটিকাঃ [ব্যাপ্য] কুম্ভকেন এব প্রাণং মারুতং (বায়ুম্) আরোপ্য স্মর্ত্তব্যঃ। তস্মাৎ ঘ্রাণাৎ (নাসিকাতঃ) ব্রহ্মবিলাবধি (ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্তং) ব্যোমস্থানং, তত্র ব্যোম্নি (নভঃ-

স্থলে) যত্নবান্ [সন্] কুম্ভকেন এব মারুতং (বায়ুম্) অরোপ্য ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভং (গাঢ়নীলমিত্যর্থঃ) নভঃ (আকাশং) [স্মরেৎ]।

অনুবাদ। দেহের মধ্যভাগ হইতে কটি-দেশ পর্য্যন্ত অগ্নির স্থান বলিয়া কথিত। এই স্থানে পঞ্চদশ দণ্ডব্যাপী কুম্ভকের দ্বারা পূর্ব্বকথিত প্রাণ-বায়ুকে আরোপন করিয়া সিন্দূরবর্ণ উজ্জ্বল অগ্নির চিন্তা করিবে। নাভির উপরে নাসা পর্য্যন্ত বায়ুর স্থান ; এই স্থানে বিংশতি দণ্ড পর্য্যন্ত কুম্ভক দ্বারা প্রাণবায়ুর নিরোধ করিয়া বেদিকার আকারবিশিষ্ট ধূম্রবর্ণ বলবান্ ভূতমারুতের ভাবনা করিবে। সেই নাসিকা স্থান হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ব্যোমস্থান, এই স্থানে যত্ন সহকারে কুম্ভক দ্বারা বায়ুর আরোপ করিয়া গভীর নীলবর্ণবিশিষ্ট আকাশের চিন্তা করিবে।

পৃথিব্যংশে তু দেহস্য চতুর্বাহুং কিরীটিনম্ ॥
১৪২। অনিরুদ্ধং হরিং যোগী যতেত ভবমুক্তয়ে।
অবংশে পূরয়েৎ যোগী নারায়ণমুদগ্রধীঃ ॥

১৪৩। প্রদ্যুম্নমগ্নৌ বায়ুংশে সংকর্ষণমতঃ পরম্।
বোমাংশে পরমাত্মানং বাসুদেবং সদা স্মরেৎ।
১৪৪। অচিরাদেব তৎপ্রাপ্তির্যুঞ্জানস্য ন সংশয়ঃ।

ব্যাখ্যা। দেহস্থ পৃথিব্যংশে (আজানুপাদ-পর্য্যন্তং) চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনং (কিরীট-ধারিণম্) অনিরুদ্ধং হরিং ভবমুক্তয়ে (জন্মোচ্ছেদায়) যোগী যতেত (ভাবনাং কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ]। উদগ্রধীঃ (উন্নতবুদ্ধিঃ) যোগী অবংশে (অপাম্ অংশে আজানু-কটিপর্য্যন্তং) নারায়ণং পূরয়েৎ (ভাবয়েৎ)। অগ্নৌ (তেজো-ঽংশে আদেহমধ্যকণ্ঠান্তে) প্রদ্যুম্নম্ অতঃপরং বায়্বংশে (নাভেরু-পরি নাসান্তে) সঙ্কর্ষণং, ব্যোমাংশে (ঘ্রাণাদ্ ব্রহ্মবিলাবধি) পরমা-ত্মানং বাসুদেবং সদা স্মরেৎ। অচিরাৎ এব (শীঘ্রমেব) যুঞ্জানস্য (যোগিনঃ) তৎপ্রাপ্তিঃ (পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারঃ) [ভবতি অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। দেহের পৃথিবী-অংশে অর্থাৎ জানু অবধি পদ পর্যন্ত অংশে ভব-বন্ধন বিমুক্তির জন্য যোগী চতুর্বাহু, কিরীটধারী, অনিরুদ্ধ হরির ভাবনা করিবেন। মার্জ্জিতবুদ্ধি যোগী শরীরের জলাংশে অর্থাৎ জানু হইতে কটি পর্য্যন্ত অংশে নারায়ণের ভাবনা করিবেন। অগ্নি অংশে

অর্থাৎ দেহের মধ্য ভাগ হইতে কটি পর্য্যন্ত অংশে প্রদ্যুম্নের, বায়ু-অংশে—নাভির উপরে নাসা পর্য্যন্ত অংশে সঙ্কর্ষণের এবং ব্যোম-অংশে অর্থাৎ নাসা অবধি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত স্থানে পরমাত্মা বাসুদেবের সর্ব্বদা ভাবনা করিবেন। যে যোগী এইরূপ ভাবনা করেন, তাঁহার অতি শীঘ্রই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়, ইহাতে কোনই সংশয় নাই।

বধ্বা যোগাসনং পূর্ব্বং হৃদ্দেশে হৃদয়াঞ্জলিঃ ॥

১৪৫। নাসাগ্রন্যস্তনয়নো জিহ্বাং কৃত্বা চ তালুনি।
দন্তৈর্দন্তানসংস্পৃশ্য ঊর্ধ্বকায়ঃ সমাহিতঃ ॥

১৪৬। সংযমেচ্চেন্দ্রিয়গ্রামমাত্মবুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বং (প্রথমতঃ) যোগাসনং (যোগনিমিত্তম্ আসনং) বদ্ধা হৃদ্দেশে (বক্ষঃস্থলে) হৃদয়াঞ্জলিঃ (হৃদয়ে অঞ্জলিঃ যস্য অসৌ) নাসাগ্রন্যস্তনয়নঃ (নাসাগ্রে দত্তদৃষ্টিঃ) তালুনি জিহ্বাং কৃত্বা দন্তৈঃ দন্তান্ অসংস্পৃশ্য (অপরামৃশ্য) ঊর্দ্ধকায়ঃ (ঋজুকায়ঃ) সমাহিতঃ (সমাধিযুক্তঃ সন্) বিশুদ্ধয়া (কেবলয়া) আত্মবুদ্ধ্যা (আত্মজ্ঞানেন) ইন্দ্রিয়গ্রামম্ (ইন্দ্রিয়সমূহং) সংযমেৎ চ।

অনুবাদ। প্রথমতঃ যোগাসন অবলম্বন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করতঃ তালুদেশে জিহ্বা উত্তোলন পূর্ব্বক দন্তদ্বারা দন্ত সংস্পর্শ না করিয়া সরলভাবে উপবেশনে সমাহিত চিত্তে কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত করিবে।

চিন্তনং বাসুদেবস্য-পরস্য পরমাত্মনঃ ॥
১৪৭। স্বরূপব্যাপ্তরূপস্য ধ্যানং কৈবল্যসিদ্ধিদম্।
যামমাত্রং বাসুদেবং চিন্তয়েৎ কুম্ভকেন যঃ ॥
১৪৮। সপ্তজন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য নশ্যতি যোগিনঃ।

ব্যাখ্যা। পরস্য (সর্ব্বোৎকৃষ্টস্য) পরমাত্মনঃ (পরমেশ্বরস্য) বাসুদেবস্য (বিষ্ণোঃ) চিন্তনং (ভাবনং) [তস্য] স্বরূপব্যাপ্তরূপস্য (তৎস্বরূপেন ব্যাপ্তং সর্ব্বেষাং রূপং যেন তস্য পরমাত্মনঃ) ধ্যানং কৈবল্যসিদ্ধিদং (কৈবল্যস্য মোক্ষস্য সিদ্ধিদায়কং) [ভবতি ইতি শেষঃ]। যঃ (জনঃ) যামমাত্রং (প্রহরমাত্রং) কুম্ভকেন (দেহমধ্যে বায়ুপূরণেন) বাসুদেবং চিন্তয়েৎ, তস্য যোগিনঃ সপ্তজন্মার্জ্জিতং পাপং নশ্যতি।

অনুবাদ। সেই পরাৎপর পরমাত্মা

পরমেশ্বর বাসুদেবের চিন্তা এবং যাঁহার স্বরূপ দ্বারা সমগ্র জগৎ রূপবান্, সেই বাসুদেবের ধ্যানই একমাত্র মোক্ষের সাধন। যিনি একপ্রহর মাত্র কুম্ভক দ্বারা বাসুদেবের চিন্তা করেন, তাঁহার সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়।

নাভিকন্দাৎ সমারভ্য যাবদ্ হৃদয়গোচরম্।
১৪৯। জাগ্রদ্‌বৃত্তিং বিজানীয়াৎ কণ্ঠস্থং স্বপ্নবর্ত্তনম্।
সুষুপ্তং তালুমধ্যস্থং তুর্য্যং ভ্রূমধ্যসংস্থিতম্ ॥
১৫০। তুর্য্যাতীতং পরংব্রহ্ম ব্রহ্মরন্ধ্রে তু লক্ষয়েৎ।

ব্যাখ্যা। নাভিকন্দাৎ সমারভ্য হৃদয়গোচরং যাবৎ জাগ্রদ্‌বৃত্তিং (জাগরে ব্রহ্মোপলব্ধিস্থানং) বিজানীয়াৎ কণ্ঠস্থং স্বপ্নবর্ত্তনং (স্বপ্নবৃত্তিং) তালুমধ্যস্থং সুষুপ্তং, ভ্রূমধ্যসংস্থিতং তুর্য্যং (তুরীয়ং) [বিজানীয়াদিতি সর্ব্বত্র অন্বেতি] তুরীয়াতীতং পরংব্রহ্ম তু ব্রহ্মরন্ধ্রে (মুর্দ্ধিস্থ-বিলে) লক্ষয়েৎ।

অনুবাদ। নাভিকন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয় পর্য্যন্ত স্থানে ব্রহ্মোপলব্ধিকে জাগ্রদ্‌বৃত্তি বলে। কণ্ঠস্থ স্বপ্নবৃত্তি, তালুমধ্যস্থ সুষুপ্ত, ভ্রূমধ্যস্থ তুর্য্য এবং তুরীয়াতীত পরব্রহ্মকে ভ্রূমধ্যে লক্ষ্য করিবে।

জাগ্রদ্‌বৃত্তিং সমারভ্য যাবদ্‌ ব্রহ্মবিলান্তরম্‌ ॥

১৫১। তত্রাত্মায়ং তুরীয়স্য তুর্য্যান্তে বিষ্ণুরুচ্যতে।
ধ্যানেনৈব সমাযুক্তো ব্যোম্নি চাত্যন্তনির্ম্মলে ॥

১৫২। সূর্য্যকোটিদ্যুতিরয়ং নিত্যোদিতমধোক্ষজম্‌।
হৃদয়াম্বুরুহাসীনং ধ্যায়েদ্বা বিশ্বরূপিণম্‌ ॥

ব্যাখ্যা। জাগ্রদ্বৃত্তিং (নাভিকন্দাৎ হৃদয়ং যাবৎ) সমারভ্য ব্রহ্মবিলান্তরং (ব্রহ্মরন্ধ্রং) যাবৎ তত্র তুরীয়স্য অয়ম্‌ আত্মা (স্বরূপং) [প্রকাশতে]। তুর্য্যান্তে (তুরীয়স্য অন্তে অবসানে তুরীয়াতীতঃ) বিষ্ণুঃ উচ্যতে। ধ্যানেন এব সমাযুক্তঃ [সন্‌] অত্যন্ত নির্ম্মলে (মেঘবিনির্ম্মুক্তে) ব্যোম্নি (আকাশে) সূর্য্য-কোটিদ্যুতিঃ (কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ) অয়ং (বিষ্ণুঃ) [তং] নিত্যোদিতং (নিত্য প্রকাশমানং) অধোক্ষজং (বিষ্ণুং) হৃদয়াম্বুরুহাসীনং (হৃৎপদ্মোপবিষ্টং) বিশ্বরূপিনং (জগদাকারং জগন্মূর্ত্তিমিত্যর্থঃ) বা ধ্যায়েৎ।

অনুবাদ। জাগ্রদ্বৃত্তি বা নাভিকন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত তুরীয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয়, বিষ্ণু তুরীয়েরও অতীত। মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশে কোটি সূর্য্য সমুদিত হইলে যেরূপ প্রভা প্রকাশিত হয়, ধ্যানসমাযুক্ত হইলে বিষ্ণুও

তাদৃশ প্রভা-সম্পন্ন হইয়া প্রকাশ পান। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, অধোক্ষজ বা বিষ্ণুরূপে প্রাণিসমূহের হৃদয়পদ্মে উপবিষ্ট, তিনি বিশ্বরূপী বা জগন্মূর্ত্তি; এইভাবে তাঁহার ধ্যান করিবে।

১৫৩। অনেকাকারখচিতমনেকবদনান্বিতম্।
অনেকভুজসংযুক্তমনেকায়ুধমণ্ডিতম্॥

১৫৪। নানাবর্ণধরং দেবং শান্তমুগ্রমুদায়ুধম্।
অনেকনয়নাকীর্ণং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্॥

১৫৫। ধ্যায়তো যোগিনঃ সর্ব্বমনোবৃত্তির্বিনশ্যতি।

ব্যাখ্যা। [ধ্যানপ্রকারমাহ] অনেকাকারখচিতম্ (বহুরূপেণ প্রকটিতম্) অনেকবদনান্বিতং (বিশ্বতোমুখং) অনেক ভুজসংযুক্তং (বিশ্বতোবাহুম্) অনেকায়ুধমণ্ডিতং (নানা প্রহরণধারিণং) নানাবর্ণধরং (বিচিত্রং) দেবং (দ্যোতনশীলং প্রকাশমানমিত্যর্থঃ) শান্তম্ [অথ চ] উগ্রং (প্রভাবসম্পন্নম্) উদায়ুধম্ (উদ্যতাস্ত্রং সর্ব্বশাস্তারমিত্যর্থঃ) অনেক নয়নাকীর্ণং (বিশ্বতশ্চক্ষুষং) সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ (অতীবতেজসঃ কৃতম্, ইত্যর্থঃ) [এবং] ধ্যায়তঃ যোগিনঃ সর্ব্ব মনোবৃত্তিঃ বিনশ্যতি।

অনুবাদ। তিনি অনেক আকারে

প্রকটিত হন, অনেক বদন, অনেক বাহু, অনেক আয়ুধভূষিত, নানাবর্ণধর অর্থাৎ বিচিত্ররূপে প্রকাশ পান। তিনি স্বয়ং প্রকাশমান, শান্ত অথচ উগ্র বা প্রভাবসম্পন্ন। তিনি উদাতাস্ত্র বা সকলের শান্তি-বিধাতা, বিশ্বময় তাঁহার চক্ষুঃ অর্থাৎ তাঁহার অপরিজ্ঞাত স্থান নাই, তিনি কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন, যে যোগী এইরূপে ধ্যান করেন, তাঁহার সকল মনোবৃত্তি বিনষ্ট হয়।

হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থং চৈতন্যজ্যোতিরব্যয়ম্॥
১৫৬। কদম্বগোলকাকারং তুর্য্যাতীতং পরাৎপরম্।
অনন্তমানন্দময়ং চিন্ময়ং ভাস্করং বিভুম্॥
১৫৭। নিবাতদীপসদৃশমকৃত্রিমমণিপ্রভম্।
ধ্যায়তো যোগিনস্তস্য মুক্তিঃ করতলে স্থিতা॥

ব্যাখ্যা। হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থং (হৃৎপদ্মস্থিতং) অব্যয়ং। (সদৈকরূপং) কদম্বগোলকাকারং (কদম্বগোলকবৎ সর্ব্বদিক্ষু সমবিস্তৃতং) চৈতন্যজ্যোতিঃ (জ্যোতিস্বচ্চৈতন্যং) তুর্য্যাতীতং (তুরীয়াতীতং) পরাৎপরং অনন্তম্ (অসীমং সর্ব্বব্যাপকমিত্যর্থঃ) আনন্দময়ং [ব্রহ্ম] চিন্ময়ং (চৈতন্য-স্বরূপং) ভাস্করং (প্রভা-

সম্পন্নং) নিবাতদীপ-সদৃশং (নিষ্কম্পম্ ইত্যর্থঃ) অকৃত্রিম মণি-প্রভং (নিত্য-জ্যোতিষ্মন্তং) বিভুং ধ্যায়তঃ (চিন্তয়তঃ) তস্য যোগিনঃ মুক্তিঃ করতলস্থিতা (হস্তগতৈব ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। হৃৎপদ্মে অবস্থিত, সর্ব্বদা একরূপ, কদম্বপুষ্পের ন্যায় সর্ব্বদিকে সমভাবে প্রসৃত চৈতন্য জ্যোতিই তুরীয়াতীত পরাৎপর সর্ব্বব্যাপক আনন্দময় ব্রহ্ম। এই চিন্ময় প্রভাসম্পন্ন নির্ব্বাত দীপের ন্যায় অকৃত্রিম মণিপ্রভাবিশিষ্ট বা নিত্য জ্যোতিষ্মান্ বিভুকে যে যোগী ধ্যান করেন, মুক্তি তাঁহার করায়ত্ত।

১৫৮। বিশ্বরূপস্য দেবস্য রূপং যৎকিঞ্চিদেব হি।
স্থবীয়ঃ সূক্ষ্মমন্যদ্বা পশ্যন্ হৃদয়পঙ্কজে॥

১৫৯। ধ্যায়তো যোগিনো যস্তু সাক্ষাদেব প্রকাশতে।
অণিমাদিফলং চৈব সুখেনৈবোপজায়তে॥

ব্যাখ্যা। বিশ্বরূপস্য (বিশ্বং রূপং যস্য তস্য) দেবস্য যৎ-কিঞ্চিৎ এব হি রূপং স্থবীয়ঃ (স্থূলং) সূক্ষ্মম্ অন্যৎ বা হৃদয়-পঙ্কজে (হৃৎপদ্মে) পশ্যন্ (পশ্যতঃ) ধ্যায়তঃ যোগিনঃ যঃ তু

সাক্ষাৎ প্রকাশতে [স আত্মা তাদৃশস্য যোগিনঃ] অণিমাদি ফলং সুখেন এব উপজায়তে (উপপদ্যতে)।

অনুবাদ। বিশ্বই যাঁহার স্বরূপ, সেই দেবের যে কোন প্রকার রূপ—উহা স্থূল, সূক্ষ্ম অথবা অন্য যে কোন রূপই হউক, হৃদয়পদ্মে অবলোকন পূর্ব্বক তাহার ধ্যান করিতে পারিলে, যোগীর নিকটে যিনি সাক্ষাৎ প্রকাশিত হন, তিনিই আত্মা। তাদৃশ যোগীর অণিমাদি ফল সুখেই সমুপস্থিত হয়।

১৬০। জীবাত্মনঃ পরস্যাপি যদ্যেবমুভয়োরপি।
অহমেব পরংব্রহ্ম ব্রহ্মাহমিতি সংস্থিতিঃ॥

১৬১। সমাধিঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ববৃত্তিবিবর্জিতঃ।
ব্রহ্ম সম্পদ্যতে যোগী ন ভূয়ঃ সংসৃতিং ব্রজেৎ॥

ব্যাখ্যা। জীবাত্মনঃ পরস্য অপি (ব্রহ্মণঃ)এবম্ উভয়োঃ (জীবপরমাত্মনোঃ) অপি [মধ্যে] অহং ব্রহ্ম (জীবঃ) পরং-ব্রহ্ম অহম্ এব, ইতি যদি সংস্থিতিঃ [সংজ্ঞানং ভবেৎ তদা] সর্ববৃত্তিবিবর্জিতঃ (সর্বেন্দ্রিয়-বৃত্তিরহিতঃ) সমাধিঃ (চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপঃ) বিজ্ঞেয়ঃ। [তাদৃশঃ] যোগী ব্রহ্ম সম্পদ্যতে

(ব্রহ্মত্বং লভতে) [সঃ] ভূয়ঃ (পুনরপি) সংসৃতিং (সংসারং জন্মেত্যর্থঃ) ন ব্রজেৎ (ন গচ্ছেৎ)।

অনুবাদ। জীবাত্মার ও পরমাত্মার মধ্যে অথবা জীব-পরমাত্মা উভয়ের মধ্যে আমিই জীব এবং আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, ইহারই নাম সমাধি। এইরূপ সমাধিসম্পন্ন যোগী ব্রহ্মত্ব লাভ করেন, তাঁহার আর পুনর্ব্বার সংসার বা জন্ম হয় না।

১৬২। এবং বিশোধ্য তত্ত্বানি যোগী নিঃস্পৃহচেতসা।
যথা নিরিন্ধনো বহ্নিঃ স্বয়মেব প্রশাম্যতি॥

১৬৩। গ্রাহ্যাভাবে মনঃপ্রাণো নিশ্চয়জ্ঞানসংযুতঃ।
শুদ্ধসত্ত্বে পরে লীনো জীবঃ সৈন্ধবপিণ্ডবৎ॥

১৬৪। মোহজালকসঙ্ঘাতো বিশ্বং পশ্যতি স্বপ্নবৎ।

ব্যাখ্যা। যোগী নিস্পৃহচেতসা (নিঃস্পৃহেন চিত্তেন) এবং [প্রকারেণ] তত্ত্বানি বিশোধ্য যথা নিরিন্ধনঃ (কাষ্ঠরহিতঃ) বহ্নিঃ স্বয়ম্ এব প্রশাম্যতি (নির্ব্বাণং যাতি) [তথা] গ্রাহ্যাভাবে (মনসঃ পরে তত্ত্বে নিশ্চলত্বাৎ অন্যস্মিন্ গ্রাহ্যে পদার্থে অভিনিবেশাভাবে) নিশ্চয়-জ্ঞানসংযুক্তঃ (আত্মৈব কেবলং স্থিরঃ

তদিতরেষাং বিনাশিত্বমিতি জ্ঞানযুক্তঃ সন্) মনঃ প্রাণঃ [চ] পরে (সর্ব্বোৎকৃষ্টে) শুদ্ধসত্ত্বে লীনঃ [ভবতি] মোহজালক-সংঘাতঃ (মোহজালসমাবৃতঃ) সৈন্ধব পিণ্ডবৎ [সৈন্ধবপিণ্ডঃ যথা জলে বিলীনঃ ভবতি তথা পরে ব্রহ্মণি লীনঃ সন্] জীবঃ স্বপ্নবৎ [স্বপ্নঃ ইব] বিশ্বং পশ্যতি (স্বপ্নবৎ কল্পিতং বিশ্বম্ অনুভবতীত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। যোগী স্পৃহাশূন্য হৃদয়ে এইরূপে তত্ত্ব শোধন করিতে পারিলে, অগ্নি যেমন দাহ্য কাষ্ঠের অভাবে স্বয়ংই প্রশমিত হয়, সেইরূপ তাঁহার মনঃ প্রাণ ও অন্য গ্রাহ্যপদার্থের অভাবে একমাত্র আত্মাই নিত্য স্থির—এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হয়। সৈন্ধব পিণ্ড যেরূপ জলে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ মোহ-জালসমাবৃত জীবও তখন পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া স্বপ্নের ন্যায় এই বিশ্ব অবলোকন করেন।

সুষুপ্তিবদ্ যশ্চরতি স্বভাবপরিনিশ্চলঃ ॥
নির্বাণপাদমাশ্রিত্য যোগী কৈবল্যমশ্নুত ইত্যুপনিষৎ ॥

ইতি ত্রিশিখিব্রাহ্মণোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ব্যাখ্যা। যঃ যোগী স্বভাবপরিনিশ্চলঃ (স্বভাবেন স্বস্বরূপেণ অবিচ্যুতঃ সন্) নির্ব্বাণপাদং (মোক্ষস্য চরণং মোক্ষপথম্ ইত্যর্থঃ) আশ্রিত্য (অবলম্ব্য) সুষুপ্তিবৎ (সুষুপ্তবৎ কেবলং সুখ-স্বরূপম্ অনুভবন্) চরতি (বিচরতি) [সঃ] কৈবল্যং (মোক্ষম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)।

অনুবাদ। যে যোগী স্বস্বরূপে অবিচলিত থাকিয়া মোক্ষের চরণ আশ্রয় অর্থাৎ মুক্তিপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় কেবল মাত্র সুখস্বরূপ অনুভব করিয়া বিচরণ করেন, একমাত্র তিনিই কৈবল্যলাভে সমর্থ হন।

ত্রিশিখিব্রাহ্মণ উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিশিখিব্রাহ্মণোপনিষৎ সমাপ্ত।

যোগচূড়ামণ্যুপনিষৎ।

আপ্যায়ন্তিতি শান্তিঃ।

১। ওঁ যোগচূড়ামণিং বক্ষ্যে যোগিনাং হিতকাম্যয়া।
কৈবল্য-সিদ্ধিদং গূঢ়ং সেবিতং যোগবিত্তমৈঃ॥

ব্যাখ্যা। যোগবিত্তমৈঃ (যোগতত্ত্বজ্ঞৈঃ) সেবিতম্ (অনুষ্ঠিতং) গূঢ়ং (গোপনীয়ং) কৈবল্য-সিদ্ধিদং (মোক্ষরূপ-সিদ্ধিপ্রদং) যোগচূড়ামণিং [নাম উপনিষদং] যোগিনাং হিতকাম্যয়া (মঙ্গলেচ্ছয়া) [অহং] বক্ষ্যে (কথয়িষ্যামি)।

অনুবাদ। যোগতত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, যাহা অত্যন্ত গোপনীয় এবং মুক্তিফলপ্রদ, যোগিগণের হিতকামনায় সেই যোগচূড়ামণি নামক উপনিষৎ আমি বলিব।

২। আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি ভবন্তি ষট্॥

ব্যাখ্যা। আসনং (স্বস্তিকাদিকং), প্রাণসংরোধঃ (প্রাণায়ামঃ), প্রত্যাহারঃ (চিত্তনিরোধেন ইন্দ্রিয়ানাং নিরোধ-

করণং), ধারণা (নাভিচক্র-হৃদয়পুণ্ডরীকাদি-দেশবিশেষে চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধঃ), ধ্যানং (তস্মিন্ দেশবিশেষে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্য সদৃশঃ প্রবাহঃ), সমাধিঃ চ (ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি তদা সমাধিঃ ইত্যুচ্যতে) এতানি ষট্ (ষট্‌সংখ্যাকানি) যোগাঙ্গানি (যোগসাধনানি) বদন্তি।

অনুবাদ। স্বস্তিকাদি আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার (চিত্তের নিরোধদ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের নিরোধকরণ), ধারণা (নাভিচক্র, হৃৎপদ্ম প্রভৃতি স্থানে চিত্তের বৃত্তি নিরোধ). ধ্যান (সেই সকল স্থানে একমাত্র ধ্যেয় বস্তু অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞান-ধারাপ্রবাহ) ও সমাধি অর্থাৎ সেই ধ্যানই যখন ধ্যেয়াকারে প্রকাশিত হইয়া স্বরূপ শূন্যের ন্যায় প্রতীত হয়, কেবল মাত্র জ্ঞানস্বরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সমাধি বলে। এই ছয়টি যোগাঙ্গ নামে অভিহিত হয়।

৩। একং সিদ্ধাসনং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কমলাসনম্।
ষট্‌চক্রং ষোড়শাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকম্॥
৪। স্বদেহে যো ন জানাতি তস্য সিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ।

ব্যাখ্যা। [আদৌ আসনপ্রকারঃ সংক্ষেপতঃ নিরূপ্যতে একমিতি] একং সিদ্ধাসনং, দ্বিতীয়ং কমলাসনং প্রোক্তম্। ষট্‌চক্রং (মূলাধার-স্বাধিষ্ঠানঃ-মণিপূরকানাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্যং) ষোড়শাধারং (ষোড়শারং), ত্রিলক্ষ্যং (তিসৃভিঃ অবস্থাভিঃ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপাভিঃ লক্ষ্যতে, বিভিন্নাসু অবস্থাসু তুরীয়মপি যৎ একরূপেণ অনুস্যূতমিত্যর্থঃ তৎ) ব্যোমপঞ্চকং (পঞ্চানাং সংখ্যানাং পূরণঃ পঞ্চকঃ, ব্যোমঃ পঞ্চকঃ পঞ্চমঃ যস্য সূক্ষ্মভূতরূপস্য তৎ) [এতৎ সর্ব্বং] স্বদেহে (স্বশরীরে) যঃ ন জানাতি তস্য কথং সিদ্ধিঃ ভবেৎ?

অনুবাদ। প্রথমতঃ সিদ্ধাসন, দ্বিতীয় কমলাসন। ষোড়শাধার বা ষোড়শার ষট্‌চক্র, ত্রিলক্ষ্য অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই বিভিন্নরূপ অবস্থাত্রয়েও যিনি সর্ব্বদা একরূপে অনুস্যূত এবং সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক, ইহারা সর্ব্বদা স্বদেহে বিদ্যমান থাকিলেও যিনি তাহা জানিতে না পারেন, তাঁহার সিদ্ধি কিরূপে হইবে?

চতুর্দ্দলং স্যাদাধারং স্বাধিষ্ঠানঞ্চ ষট্‌দলম্॥
৫। নাভৌ দশদলং পদ্মং হৃদয়ে দ্বাদশারকম্।
ষোড়শারং বিশুদ্ধাখ্যং ভ্রূমধ্যে দ্বিদলং তথা॥
৬। সহস্রদলসংখ্যাতং ব্রহ্মরন্ধ্রে মহাপথি।

ব্যাখ্যা। আধারং (মূলাধারপদ্মং) চতুর্দ্দলং (চতুষ্পত্রং) স্যাৎ। স্বাধিষ্ঠানং চ ষট্‌দলম্। নাভৌ [মণিপূরকনামকং] দশদলং পদ্মং [বর্ত্ততে] হৃদয়ে দ্বাদশারকং (দ্বাদশদলম্) [অনাহতনামকং পদ্মং], বিশুদ্ধাখ্যং (বিশুদ্ধনামকং পদ্মং) ষোড়শারং (ষোড়শদলং). তথা ভ্রূমধ্যে [আজ্ঞানামকং] দ্বিদলং [পদ্মং], মহাপথি (জীবনির্গমনমার্গে) ব্রহ্মরন্ধ্রে (মূর্দ্ধিস্থে) সহস্রদলসংখ্যাতং (সহস্রদলসংজ্ঞকং) [পদ্মং বর্ত্তত ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। মূলাধার পদ্ম চতুর্দ্দল, স্বাধিষ্ঠান পদ্ম ষট্‌দল, নাভিতে (মণিপূরকনামক) দশদল পদ্ম বিদ্যমান, হৃদয়ে (অনাহত নামক) দ্বাদশদল পদ্ম আছে, বিশুদ্ধ নামক পদ্ম ষোড়শদল, ভ্রূমধ্যে (আজ্ঞানামক) দ্বিদলপদ্ম এবং জীব নির্গমন মার্গরূপ মস্তকস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদলপদ্ম অবস্থিত।

আধারং প্রথমং চক্রং স্বাধিষ্ঠানং দ্বিতীয়কম্॥
৭। যোনিস্থানং দ্বয়োর্ম্মধ্যে কামরূপং নিগদ্যতে।
কামাখ্যং তু গুদস্থানে পঙ্কজং তু চতুর্দ্দলম্॥
৮। তন্মধ্যে প্রোচ্যতে যোনিঃ কামাখ্যা সিদ্ধবন্দিতা।
তস্য মধ্যে মহালিঙ্গং পশ্চিমাভিমুখং স্থিতম্॥

ব্যাখ্যা [নাম্নাচক্রাণি নির্দ্দিশতি আধারমিতি] প্রথমম্ আধারং (মূলাধারং) চক্রং, স্বাধিষ্ঠানং (তন্নামকং চক্রং) দ্বিতীয়কং (দ্বিতীয়মিত্যর্থঃ)। দ্বয়োঃ (চক্রয়োঃ) মধ্যে যোনিস্থানং [তদেব] কামরূপং নিগদ্যতে (কথ্যতে)। গুদস্থানে তু কামাখ্যং (কামনামকং) চতুর্দ্দলং পঙ্কজং (পদ্মং) [বর্ত্ততে] তন্মধ্যে (তৎপদ্মমধ্যে) কামাখ্যা যোনিঃ সিদ্ধবন্দিতা (সিদ্ধানাং পূজ্যা) প্রোচ্যতে [কথ্যতে সিদ্ধযোগিভিরিতি শেষঃ]। তস্য মধ্যে পশ্চিমাভিমুখং স্থিতং মহালিঙ্গং [বিদ্যতে ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। প্রথম চক্রের নাম মূলাধার, দ্বিতীয় চক্র স্বাধিষ্ঠান। এই উভয় চক্রের মধ্যে যোনিস্থান, তাহাই কামরূপ নামে কথিত। গুদস্থানে কামাখ্য বা কাম নামক চতুর্দ্দল পদ্ম আছে, তন্মধ্যে কামাখ্যা যোনি অবস্থিতা, উহা সিদ্ধগণেরও বন্দিতা বলিয়া কথিত। তাহার মধ্যে পশ্চিমাভিমুখে মহালিঙ্গ অবস্থিত।

৯। নাভৌ তু মণিবদ্বিম্বং যো জানাতি স যোগবিৎ।
তপ্ত চামীকরাভাসং তড়িল্লেখেব বিস্ফুরৎ॥

১০। ত্রিকোণং তৎপুরং বহ্নেরধোমেঢ্রাৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
সমাধৌ পরমং জ্যোতিরনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥
১১। তস্মিন্ দৃষ্টে মহাযোগে যাতায়াতো ন বিদ্যতে।

ব্যাখ্যা। নাভৌ (নাভিদেশে) তপ্তচামীকরাভাসং (তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং) তড়িল্লেখা (বিদ্যুল্লেখা) ইব বিস্ফুরৎ (দীপ্তিমৎ) মণিবদ্বিম্বং (মণিবদ্দৃশ্যং) যঃ (যোগী) জানাতি (যোগবলেন পশ্যতি) স যোগবিৎ (যোগরহস্যজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ)। মেঢ্রাৎ (যোনিস্থানাৎ) অধঃ [প্রদেশে] বহ্নেঃ ত্রিকোণং তৎপুরং প্রতিষ্ঠিতম্। অনন্তং বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বতোব্যাপকং), [তৎ] পরমং জ্যোতিঃ সমাধৌ (সমাধিকালে) [যোগী পশ্যতি ইতি শেষঃ] মহাযোগে (সমাধৌ) তস্মিন্ (জ্যোতিষি) দৃষ্টে [সতি সমাধিমতঃ] যাতায়াতঃ (সংসারেঽস্মিন্ গমনাগমনং জন্মমৃত্যুপরম্পরা ইত্যর্থঃ) ন বিদ্যতে [ন স পুনরাবর্ত্ততে ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ। নাভিদেশে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিদ্যুৎলেখার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মণির ন্যায় বিম্ব যে যোগী যোগবলে অবলোকন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগরহস্যজ্ঞ। মেঢ্রের নিম্নপ্রদেশে ত্রিকোণ বহ্নির পুর বা অব-

স্থিতির স্থান প্রতিষ্ঠিত, ঐ স্থানে অনন্ত সর্ব্বতোমুখ পরমজ্যোতিঃ যোগিগণ সমাধিকালে অবলোকন করিয়া থাকেন ; মহাযোগে ঐ জ্যোতিঃদৃষ্ট হইলে যোগীর আর ইহসংসারে যাতায়াতের ভয় থাকে না অর্থাৎ তাঁহাকে আর জন্মমৃত্যুপরম্পরা ভোগ করিতে হয় না।

স্বশব্দেন ভবেৎ প্রাণঃ স্বাধিষ্ঠানং তদাশ্রয়ঃ ॥
১২। স্বাধিষ্ঠানাশ্রয়াদস্মান্ মেঢ্রমেবাভিধীয়তে।
তন্তুনা মণিবৎপ্রোতো যোঽত্র কন্দঃ সুষুম্নয়া ॥
১৩। তন্নাভিমণ্ডলে চক্রং প্রোচ্যতে মণিপূরকম্।

ব্যাখ্যা। [স্বাধিষ্ঠান শব্দান্তর্ভূতেন] স্ব-শব্দেন প্রাণঃ [অভিধীয়তে] তদাশ্রয়ঃ (তস্য :প্রাণস্য আশ্রয়ঃ) স্বাধিষ্ঠানং (স্বাধিষ্ঠানেতি শব্দবাচ্যং) ভবেৎ। অস্মাৎ স্বাধিষ্ঠানাশ্রয়াৎ মেঢ্রং (মেঢ্রমূলপদ্মম্) এব [স্বাধিষ্ঠানমিতি] অভিধীয়তে (কথ্যতে ষট্চক্রতত্ত্ববিদ্ভিরিতি শেষঃ)। তন্তুনা (সূত্রেণ) মণিবৎ (মণিরিব) সুষুম্নয়া (নাড্যা) প্রোতঃ (গ্রথিতঃ) যঃ কন্দঃ অত্র (নাভিমণ্ডলে) [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ] তন্নাভিমণ্ডলে [যৎ] চক্রং [স্থিতং তৎ] মণিপূরকম্ [ইতি] প্রোচ্যতে।

অনুবাদ। স্বাধিষ্ঠান শব্দের অন্তর্ভূক্ত স্ব-শব্দের অর্থ প্রাণ, অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ আশ্রয় সুতরাং স্বাধিষ্ঠান শব্দের অর্থ প্রাণের আশ্রয়স্থল, মেঢ্রমূলপদ্ম উহার আশ্রয়স্থল বলিয়া ইহাই স্বাধিষ্ঠান নামে অভিহিত হয়। সূত্র দ্বারা যেরূপ মণি গ্রথিত হয়, সেইরূপ সুষুম্না নাড়ীদ্বারা গ্রথিত যে কন্দ নাভিমূলে বিদ্যমান আছে, সেই নাভিমণ্ডলস্থ চক্র মণিপূরক নামে অভিহিত।

দ্বাদশারে মহাচক্রে পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতে ॥
১৪। তাবজ্জীবো ভ্রমত্যেবং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।

ব্যাখ্যা। পুণ্য-পাপবিবর্জ্জিতঃ (পুণ্য-পাপলেশরহিতে নির্ব্বিকারজনকে ইত্যর্থঃ) দ্বাদশারে (দ্বাদশদলে) মহাচক্রে (অনাহতনামকে) যাবৎ (যৎকালং ব্যাপ্য) তত্ত্বম্ (আত্মতত্ত্বং) ন বিন্দতি (ন লভতে) তাবৎ [কালং ব্যাপ্য] জীবঃ এবং [ক্রমেণ] ভ্রমতি।

অনুবাদ। জীব যে পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব অধিগত না হন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত পুণ্যপাপরহিত অর্থাৎ নির্ব্বিকারত্বের উৎপাদক দ্বাদশদল অনাহত নামক মহাচক্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

ঊর্দ্ধং মেঢ্রাদধো নাভেঃ কন্দে যোনিঃ খগাণ্ডবৎ ॥
১৫। তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ।
তেষু নাড়ীসহস্রেষু দ্বিসপ্ততিরুদাহৃতা ॥
১৬। প্রধানাঃ প্রাণবাহিন্যো ভূয়স্তাসু দশস্মৃতাঃ।

ব্যাখ্যা। মেঢ্রাৎ ঊর্দ্ধং নাভেঃ অধঃ কন্দে খগাণ্ডবৎ (পক্ষিণ অণ্ডমিব) যোনিঃ (নাড়ীনামুৎপত্তিকারণং) [বর্ত্ততে] তত্র (যোনৌ) সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ (দ্বিসপ্ততি সহস্রাণি) নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ। তেষু নাড়ী সহস্রেষু প্রধানাঃ প্রাণবাহিন্যঃ (প্রাণবায়ুবহনকারিণ্যঃ) দ্বিসপ্ততিঃ উদাহৃতাঃ (কথিতাঃ)। তাসু (নাড়ীষু) ভূয়ঃ (পুনরপি) দশ (নাড্যঃ) [প্রধানতয়া] স্মৃতাঃ (কথিতাঃ)।

অনুবাদ। মেঢ্রের ঊর্দ্ধে এবং নাভির অধঃস্থিত কন্দে পক্ষীর অণ্ডের ন্যায় যোনি বা নাড়ীর উৎপত্তিকারণ অবস্থিত। সেই যোনিতে বাহাত্তর হাজার নাড়ী সমুৎপন্ন হইয়াছে। সেই সহস্র সহস্র নাড়ীর মধ্যে প্রাণবাহিনী বাহাত্তরটি প্রধান নাড়ী কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আবার দশটি নাড়ী বিশেষরূপে প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। [তাহাদের নাম ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।]

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়গা ॥
১৭। গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী।
অলম্বুসা কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী দশমীস্মৃতা ॥
১৮। এতন্নাড়ী মহাচক্রং জ্ঞাতব্যং যোগিভিঃ সদা।

ব্যাখ্যা। তত্র দশনাড়িকাঃ কাঃ ইত্যত আহ ইড়া চেতি। ব্যাখ্যানন্তু সুগমম্।

অনুবাদ। ইড়া, পিঙ্গলা, তৃতীয়া সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তি-জিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুসা, কুহূ এবং দশমীসঙ্খিনী; এই সকল নাড়ীদ্বারা নির্ম্মিত মহাচক্র সর্ব্বদা যোগিগণের জ্ঞাতব্য।

ইড়া বামে স্থিতা ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাস্থিতা ॥
১৯। সুষুম্নামধ্যদেশে তু গান্ধারী বাম চক্ষুষি।
দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পূষা কর্ণে চ দক্ষিণে ॥
২০। যশস্বিনী বামকর্ণে চাননে চাপ্যলম্বুসা।
কুহূশ্চ লিঙ্গদেশে তু মূলস্থানে তু শঙ্খিনী ॥
২১। এবং দ্বারং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তে নাড়য়ঃ ক্রমাৎ।

ব্যাখ্যা। কুত্র কা নাম নাড়ীস্থিতা, তদেব আহ ইড়া বামে স্থিতেত্যাদিনা। শ্লোকাস্তু বিশদার্থাঃ।

অনুবাদ। ইড়া নাড়ী বামভাগে, পিঙ্গলা দক্ষিণে, মধ্যদেশে সুষুম্না, বাম চক্ষুতে গান্ধারী, দক্ষিণ চক্ষুতে হস্তি-জিহ্বা, দক্ষিণ কর্ণে পূষা, বাম কর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুসা, লিঙ্গদেশে কুহূ এবং মূল-স্থানে শঙ্খিনী নাড়ী অবস্থিতা। এই সকল স্থান আশ্রয় করিয়া নাড়ীসমূহ ক্রমশঃ বিদ্যমান আছে।

ইড়াপিঙ্গলাসৌষুম্নাঃ প্রাণমার্গে চ সংস্থিতাঃ ॥
২২। সততং প্রাণবাহিন্যঃ সোম-সূর্য্যাগ্নিদেবতাঃ।

ব্যাখ্যা। প্রাণমার্গে (প্রাণাদিবায়ুনাং গমনাগমন পথে) ইড়া-পিঙ্গলাসৌষুম্নাঃ [নাম তিস্রঃ নাড্যঃ] সংস্থিতাঃ (সম্যক্ স্থিতিমত্যঃ), [এতাঃ নাড্যঃ] সততং প্রাণবাহিন্যঃ (প্রাণাদি-বায়ুন্ বহন্তি), [এতাঃ] সোম-সূর্য্যাগ্নি-দেবতাঃ (এতাসাম্ অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাঃ চন্দ্রসূর্য্যাগ্নয়ঃ ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। প্রাণাদি বায়ুর গমনাগমন-পথে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নানাম্নী তিনটি নাড়ী অবস্থিত। এই সকল নাড়ী প্রাণাদি বায়ুর বহন করিয়া থাকে এবং ইহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ক্রমশঃ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি।

প্রাণাপানসমানাখ্যা ব্যানোদানৌ চ বায়বঃ ॥
২৩। নাগঃ কূর্ম্মোঽথকৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।

ব্যাখ্যা। [কে তাবৎ প্রাণাদি বায়ব ইতি তদেবাহ প্রাণেতি] প্রাণাপানসমানাখ্যাঃ (প্রাণাপান-সমান-নামকাঃ ত্রয়ঃ) ব্যানোদানৌ চ (ব্যাননামক উদান নামকশ্চ দ্বৌ) [মিলিত্বা পঞ্চপ্রধানাঃ] বায়বঃ। [অন্যে চ অপ্রধানাঃ পঞ্চ ইত্যতঃ আহ নাগ ইতি সুগমম্]।

অনুবাদ। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান এই পাঁচটি প্রধান বায়ু এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে পাঁচটি বায়ুরও উল্লেখ আছে। [ইহাদের কার্য্যকারিতা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।]

হৃদি প্রাণঃ স্থিতো নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে ॥
২৪। সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ।
ব্যানঃ সর্ব্বশরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ ॥

ব্যাখ্যা। [প্রাণাদি-বায়ূনাং কুত্রাবস্থানং তদ্দর্শয়তি হৃদীতি। স্পষ্টার্থাঃ শ্লোকাঃ]।

অনুবাদ। প্রাণবায়ু সর্ব্বদা হৃদয়ে

অবস্থান করে। অপান বায়ু গুদমণ্ডলে, সমান বায়ু নাভিদেশে, উদানবায়ু কণ্ঠমধ্যগামী এবং ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত। এই পাঁচটি প্রধান বায়ু।

২৫। উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে তথা।
কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে॥
২৬। ন জহাতি মৃতং বাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ।

ব্যাখ্যা। অন্যেষামপি বায়ূনাং নামানি কার্য্যাণি চ পৃথগ্‌-রূপেণ নির্দ্দিশতি উদ্গার ইতি। ব্যাখ্যানং সুগমম্।

অনুবাদ। উদ্গারে নাগবায়ু কথিত, অর্থাৎ নাগবায়ুই উদ্গারের উৎপাদক। সেইরূপ চক্ষুর উন্মীলনে কূর্ম্মবায়ু, হাঁচিতে কৃকর বায়ু, বিজৃ-ম্ভনে বা হাই তোলায় দেবদত্ত নামক বায়ু অভিহিত। সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয় বায়ু মৃতব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করে না।

এতে নাড়ীষু সর্ব্বাষু ভ্রমন্তে জীবজন্তবঃ॥
২৭। আক্ষিপ্তো ভুজদণ্ডেন যথা চলতি কন্দুকঃ।

প্রাণাপানসমাক্ষিপ্তস্তথা জীবো ন তিষ্ঠতি ॥
২৮। প্রাণাপানবশো জীবো হ্যধশ্চোর্দ্ধঞ্চ ধাবতি।
বামদক্ষিণমার্গাভ্যাং চঞ্চলত্বান্ন দৃশ্যতে ॥

ব্যাখ্যা। এতে জীবজন্তবঃ সর্ব্বাসু নাড়ীষু ভ্রমন্তে। ভুজদণ্ডেন অক্ষিপ্তঃ (আকৃষ্টঃ সন্) যথা কন্দুকঃ (ক্রীড়নকঃ) চলতি, তথা প্রাণাপান সমাক্ষিপ্তঃ (প্রাণবায়ুনা অপান বায়ুনা চ সমাকৃষ্টঃ) জীবঃ ন তিষ্ঠতি (চলতি ইত্যর্থঃ)। জীবঃ প্রাণাপানবশঃ (প্রাণাপানাধীনঃ সন্) বাম দক্ষিণমার্গাভ্যাং (ইড়াপিঙ্গলাভ্যাং) অধঃ ঊর্দ্ধং চ ধাবতি চঞ্চলত্বাৎ (দ্রুতগামিত্বাৎ) ন দৃশ্যতে।

অনুবাদ। জীবজন্ত বা জীবসমূহ সকল নাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ভুজদণ্ডদ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া যেরূপ কন্দুক (বল) চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রাণ ও অপান দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া জীবও চলিতেছেন। জীব প্রাণ ও অপানের বশবর্ত্তী হইয়া ইড়া ও পিঙ্গলা দ্বারা প্রতিনিয়ত অধঃ ও ঊর্দ্ধ দিকে ধাবিত হইতেছেন, কিন্তু নিতান্ত চঞ্চল বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছেন না।

২৯। রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ।
গুণবদ্ধস্তথা জীবঃ প্রাণাপানেন কর্ষতি ॥
৩০। প্রাণাপানবশো জীবো হ্যধশ্চোর্দ্ধং চ গচ্ছতি।
অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি ॥
৩১। উর্দ্ধাধঃ সংস্থিতাবেতৌ যো জানাতি স যোগবিৎ

ব্যাখ্যা। যথা রজ্জুবদ্ধঃ শ্যেনঃ (পক্ষিবিশেষঃ) গতঃ (উড্ডীনঃ) অপি পুনঃ [রজ্জ্বা] আকৃষ্যতে, তথা গুণবদ্ধঃ (সত্ত্বাদিগুণত্রয়েন আবদ্ধঃ) জীবঃ প্রাণাপানেন কর্ষতি (কৃষ্যতে আকৃষ্যতে ইত্যর্থঃ)। জীবঃ প্রাণাপানবশঃ (প্রাণাপানাধীনঃ সন্) হি (নিশ্চিতং) অধঃ উর্দ্ধং চ গচ্ছতি। [কেন প্রকারেণ গচ্ছতীতি তৎ প্রকারমাহ অপান ইতি]। অপানঃ (অধোবৃত্তিঃ) প্রাণম্ (উর্দ্ধবৃত্তিং) কর্ষতি (আকর্ষতি) [তথা] প্রাণঃ অপানঞ্চ কর্ষতি। এতৌ (প্রাণাপানৌ) উর্দ্ধাধঃ সংস্থিতৌ (প্রাণঃ উর্দ্ধে তিষ্ঠতি অপানশ্চ অধস্তিষ্ঠতি ইতি) যঃ (জনঃ) জানাতি স যোগবিৎ (যোগতত্ত্বজ্ঞঃ) [ভবতীতি শেষঃ]।

অনুবাদ। যেরূপ রজ্জুবদ্ধ শ্যেন পক্ষী উড্ডীন হইয়াও পুনর্ব্বার রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ সত্ত্বাদিগুণত্রয়বদ্ধ জীব প্রাণ ও অপান দ্বারা আকৃষ্ট হন। জীব প্রাণ ও অপানের অধীন হইয়া

অধঃ ও উর্দ্ধদিকে গতিবিশিষ্ট হন, কারণ অধোবৃত্তি-অপান উর্দ্ধবৃত্তি-প্রাণকে অকর্ষণ করে এবং উর্দ্ধবৃত্তি-প্রাণ অধোবৃত্তি অপানকে আকর্ষণ করে। ইহারা উভয়েই উর্দ্ধ ও অধোভাগে সংস্থিত অর্থাৎ প্রাণ উর্দ্ধ এবং অপান অধোভাগে অবস্থান করে; এই তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই প্রকৃত যোগ-রহস্যজ্ঞ।

হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ ॥
৩২। হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
ষট্শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥

৩৩। এতৎ সংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদা সদা ॥

ব্যাখ্যা। [পূরক-রেচকাভ্যাম্ আবর্ত্ত্যমানাভ্যাং হংস: সোঽহম্ ইতি অনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চ অভিব্যজ্যমানেন অজপামন্ত্রেণ তত্ত্বং পদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাবয়তি জীবঃ ইতি দর্শয়তি হকারেণেতি] [প্রাণঃ] হকারেণ বহিঃ যাতি পুনঃ সকারেণ বিশেৎ (অভ্যন্তরং প্রবিশতি) জীবঃ [ইত্থং] হংস হংসেতি (স এব অহম্ অহং স ইতি) সর্ব্বদা জপতি।

দিবারাত্রৌ একবিংশতি সহস্রাণি ষট্ শতানি [চ] এতৎ সংখ্যান্বিতং (পূর্ব্বোক্তসংখ্যাযুক্তং ষট্ শতাধিকম্ একবিংশতি-সহস্র-সংখ্যকমিতার্থঃ) মন্ত্রং জীবঃ সর্ব্বদা জপতি। [অয়মেব মন্ত্রঃ] অজপা নাম গায়ত্রী সদা যোগিনাং মোক্ষদা (মুক্তিদায়িনী)।

অনুবাদ। জীব প্রাণবায়ুর পূরক ও রেচকের আবর্ত্তন করিয়া 'সোঽহং' এই মন্ত্রের অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে অভিব্যক্ত অজপা মন্ত্রদ্বারা তৎ ও ত্বং পদার্থের ঐক্যভাবনা করেন, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—প্রাণ হকার উচ্চারণ করিতে করিতে বহির্গত হয় এবং সকার উচ্চারণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। জীব এইরূপে সর্ব্বদা হংস হংস অর্থাৎ সেই আমি, আমি সেই, এইরূপ জপ করেন। [ইহার তাৎপর্য্য এই যে তৎপদবাচ্য ব্রহ্ম এবং অস্মৎপদ-বাচ্য জীব বস্তুতঃ পৃথক্ নহেন, সোঽহং ইহারই প্রতিলোমে বা বিপরীত ভাবে হংস এইরূপ আবৃত্তি দ্বারা জীব সর্ব্বদা ইহাই ভাবনা করিতেছেন] এই-রূপে জীব প্রত্যহ দিবারাত্রিতে হংস এই মন্ত্র একুশ

হাজার ছয়শতবার জপ করিয়া থাকেন অর্থাৎ এতৎসংখ্যক শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত মন্ত্রার্থ ভাবনা করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রেরই নাম অজপা গায়ত্রী, ইহাই যোগিগণের মুক্তিদায়িনী।

৩৪। অস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ॥
৩৫। অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।

ব্যাখ্যা। অস্যাঃ (অজপানাম গায়ত্র্যাঃ) সঙ্কল্পমাত্রেণ (মানস-চিন্তনমাত্রেণ) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে [অজপামন্ত্রচিন্তক ইতি শেষঃ]। অন্যৎ সুগমম্।

অনুবাদ। এই অজপা গায়ত্রীর চিন্তা-ফলে যোগী সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হন। ইহার ন্যায় বিদ্যা, ইহার সমান জপ ও ইহার ন্যায় জ্ঞান আর হয় নাই, হইবেও না।

কুণ্ডলিন্যাং সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণধারিণী॥
৩৬। প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা যস্তাং বেত্তি স বেদবিৎ॥

ব্যাখ্যা। প্রাণধারিণী (প্রাণরক্ষিকা) গায়ত্রী (অজপা-

গায়ত্রী) কুণ্ডলিন্যাং (কুলকুণ্ডলিন্যাং শক্তৌ) সমুদ্ভূতা (সমুদ্‌গতা সতী) প্রাণবিদ্যা [উচ্যতে সৈব] মহাবিদ্যা [কথিতা] যঃ (যোগী) তাং (মহাবিদ্যাং) বেত্তি (জানাতি) স [এব] বেদবিৎ (বেদরহস্যজ্ঞঃ) [ভবতি ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। প্রাণের একমাত্র রক্ষিকা এই অজপা গায়ত্রী কুণ্ডলিনীশক্তিতে সমুদ্ভূত হইলে প্রাণবিদ্যা নামে অভিহিতা হন। ইহারই অপর নাম মহাবিদ্যা, যিনি এই মহাবিদ্যার তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই প্রকৃত বেদরহস্য জানিতে পারিয়াছেন।

কন্দোর্দ্ধে কুণ্ডলীশক্তিরষ্টধা-কুণ্ডলাকৃতিঃ॥

৩৭। ব্রহ্মদ্বারমুখং নিত্যং মুখেনাচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি।
যেন দ্বারেণ গন্তব্যং ব্রহ্মদ্বারমনাময়ম্॥

৩৮। মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী।

ব্যাখ্যা। কন্দোর্দ্ধে (কন্দস্য উপরিভাগে) অষ্টধা (অষ্টভাগেন) কুণ্ডলাকৃতিঃ কুণ্ডলীশক্তিঃ মুখেন ব্রহ্মদ্বারমুখং (ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং যদ্দ্বারং তন্মুখং ব্রহ্মরন্ধ্রমিত্যর্থঃ) আচ্ছাদ্য নিত্যং তিষ্ঠতি। [তদেব বিশিনষ্টি যেনেতি] যেন দ্বারেণ

(পথা) অনাময়ং (জন্মাদিব্যাধিবিনাশনং) ব্রহ্মদ্বারং (ব্রহ্মরূপং দ্বারং) গন্তব্যং তৎ দ্বারং মুখেন আচ্ছাদ্য পরমেশ্বরী (কুণ্ডলী) প্রসুপ্তা (নিদ্রিতা) [তিষ্ঠতি ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। কন্দের ঊর্দ্ধভাগে অষ্টধা কুণ্ডলী করিয়া কুণ্ডলীশক্তি মুখদ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র আচ্ছাদনপূর্ব্বক সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। অর্থাৎ যে দ্বার দ্বারা অনাময় ব্রহ্ম লাভ করা যায়, সেই দ্বার মুখ দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক পরমেশ্বরী কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা থাকেন।

প্রবুদ্ধা বহ্নিযোগেন মনসা মরুতা সহ॥
৩৯। সূচীবদ্ গাত্রমাদায় ব্রজত্যূর্দ্ধং সুষুম্নয়া।
উদ্ঘাটয়েৎ কবাটং তু যথা কুঞ্চিকয়া গৃহম্।
কুণ্ডলিন্যাং তথা যোগী মোক্ষদ্বারংপ্রভেদয়েৎ॥

ব্যাখ্যা। [তথৈব] বহ্নিযোগেন (বহ্নি-সংযুক্তেন) মরুতা (কোষ্ঠবায়ুনা) মনসা সহ প্রবুদ্ধা (জাগরিতা সতী) সূচিবদ্ গাত্রং (সূচিবৎ সূক্ষ্মশরীরম্) আদায় (পরিগৃহ্য) সুষুম্নয়া (তদাখ্যয়া নাড্যা) ঊর্দ্ধং ব্রজতি। [জনঃ] যথা কুঞ্চিকয়া ('চাবি' ইতি খ্যাতয়া) গৃহং (গৃহস্থং) কবাটং

(দ্বারম্) উদ্ঘাটয়েৎ, তথা যোগী কুণ্ডলিন্যাং মোক্ষদ্বারং (মুক্তি-মার্গং) প্রভেদয়েৎ (উদ্ঘাটয়েৎ ইত্যর্থঃ) ।

অনুবাদ। আবার বহ্নিসংযুক্ত কোষ্ঠবায়ু-দ্বারা চালিত হইয়া মনের সহিত জাগরিতা হন এবং সূঁচি (সূঁই)র ন্যায় সূক্ষ্ম-শরীর পরিগ্রহ করিয়া সুষুম্না নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করেন। মানুষ যেরূপ চাবিদ্বারা গৃহস্থ-কবাট উদ্ঘাটন করে, সেইরূপ যোগী কুণ্ডলিনীর সাহায্যে মোক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন।

৪০। কৃত্বা সম্পুটিতৌ করৌ দৃঢ়তরং বধ্বা তু পদ্মাসনং
গাঢ়ং বক্ষসি সন্নিধায় চুবুকং ধ্যানঞ্চ তচ্চেষ্টিতম্।
বারং বারমপানমূর্দ্ধমনিলং প্রোচ্চারয়েৎ পূরিতং
মুঞ্চন্ প্রাণমুপৈতি বোধমতুলং শক্তিপ্রভাবান্নরঃ॥

ব্যাখ্যা। করৌ সম্পুটিতৌ কৃত্বা (যুক্তকরৌ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) দৃঢ়তরং পদ্মাসনং বধ্বা চুবুকং (চিবুকম্ অধরাধোভাগং) গাঢ়ং (দৃঢ়তরং) বক্ষসি সন্নিধায় (সংস্থাপ্য। তচ্চেষ্টিতং (যোগীপ্সিতং) ধ্যানং চ [কুর্য্যাৎ যোগীতি শেষঃ]। বারং বারং পূরিতম্ অপানম্ অনিলং (বায়ুম্) ঊর্দ্ধং প্রোচ্চারয়েৎ (প্রেরয়েৎ)

[অনেন উপায়েন] প্রাণং (প্রাণবায়ুং) মুঞ্চন্ (ত্যজন্) নরঃ (যোগী) শক্তিপ্রভাবাৎ (কুণ্ডলিনীশক্তি সামর্থ্যাৎ) অতুলং বোধম্ (আত্মজ্ঞানম্, উপৈতি (প্রাপ্নোতি)।

অনুবাদ। হস্তদ্বয় যুক্ত করিয়া দৃঢ়তররূপে পদ্মাসন আশ্রয়পূর্ব্বক চিবুক বক্ষোদেশে সংস্থাপন করিয়া যোগী তাঁহার অভীপ্সিত মূর্ত্তির ধ্যান করিবেন এবং অভ্যন্তরে পূরিত অপান বায়ুর বারবার ঊর্দ্ধদিকে চালনা করিবেন, এই উপায়ে প্রাণবায়ুর পরিত্যাগ করিতে করিতে যোগী কুণ্ডলিনী শক্তি-প্রভাবে অতুলনীয় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

৪১। অঙ্গানাং মর্দ্দনং কৃত্বা শ্রম-সঞ্জাত বারিণা।
কটূম্ল-লবণত্যাগী ক্ষীরভোজনমাচরেৎ ॥
৪২। ব্রহ্মচারী মিতাহারী যোগী যোগপরায়ণঃ।
অব্দাদূর্দ্ধং ভবেৎ সিদ্ধো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

ব্যাখ্যা। [যোগী] শ্রমসঞ্জাতবারিণা (পরিশ্রম-জনিত-ঘর্ম্মোদকেন) অঙ্গানাং মর্দ্দনং কৃত্বা কটূম্ল-লবণত্যাগী [সন্] ক্ষীরভোজনং (দুগ্ধপানম্) আচরেৎ (কুর্য্যাৎ)। ব্রহ্মচারী (নিবৃত্ত-মৈথুনঃ) মিতাহারী (পরিমিতভুক্) যোগপরায়ণঃ

(যোগাবলম্বী) যোগী অব্দাৎ (সম্বৎসরাৎ) ঊর্দ্ধং সিদ্ধঃ (সফল-কামঃ) ভবেৎ। অত্র (সিদ্ধিবিষয়ে) [অন্যা] বিচারণা ন কার্য্যা [সর্ব্বথা সিদ্ধিঃ নিঃসন্দিগ্ধা এব ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ। যোগী পরিশ্রমজনিত ঘর্ম্মজল-দ্বারা অঙ্গের মর্দ্দন করিবেন এবং কটু, অম্ল, লবণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দুগ্ধ পান করিবেন। তিনি ব্রহ্মচারী ও পরিমিতভুক্ হইয়া যোগপরায়ণ হইবেন, এইরূপ যোগী সম্বৎসরের পরেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, ইহাতে বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই।

৪৩। সুস্নিগ্ধ মধুরাহারশ্চতুর্থাংশ-বিবর্জ্জিতঃ।
ভুঞ্জতে শিবসম্প্রীত্যা মিতাহারী স উচ্যতে॥

ব্যাখ্যা। সুস্নিগ্ধমধুরাহারঃ (সুস্নিগ্ধং মধুরঞ্চ আহারঃ ভোজন-দ্রব্যং যস্য সঃ) চতুর্থাংশ-বিবর্জ্জিতঃ (উদরস্য চতুর্থ-ভাগং বর্জ্জয়িত্বা) [যঃ] শিবসম্প্রীত্যা [নতু জিহ্বালৌল্যাৎ ইতি ভাবঃ] ভুঞ্জতে (ভুঙ্ক্তে) স মিতাহারী [ইতি] উচ্যতে [কথ্যতে যোগিভিরিতি শেষঃ]।

অনুবাদ। যিনি উদরের চতুর্থভাগ অপূর্ণ করিয়া সুস্নিগ্ধ ও মধুর দ্রব্য আহার করেন এবং

রসনা তৃপ্তির জন্য না করিয়া কেবলমাত্র অভ্যন্তরস্থ শিব বা মঙ্গলময় আত্মার তৃপ্তির জন্য ভোজন করেন, তিনিই মিতাহারী নামে অভিহিত হন।

৪৪। কন্দোর্দ্ধে কুণ্ডলীশক্তিরষ্টধা কুণ্ডলাকৃতিঃ।
বন্ধনায় চ মূঢ়ানাং যোগিনাং মোক্ষদা সদা॥

ব্যাখ্যা। কন্দোর্দ্ধে (কন্দস্য উর্দ্ধভাগে) কুণ্ডলীশক্তিঃ অষ্টধা (অষ্টপ্রকারেণ) কুণ্ডলাকৃতিঃ [সতী] মূঢ়ানাং (কুণ্ডলীশক্তিতত্ত্বমজানতাং) বন্ধনায় [ভবতি তথা] যোগিনাং সদা মোক্ষদা (মুক্তিদাত্রী) [সতী তিষ্ঠতি]।

অনুবাদ। কন্দের উর্দ্ধভাগে কুণ্ডলীশক্তি অষ্টপ্রকারে কুণ্ডলাকৃতি হইয়া অবস্থান করিতেছেন। যাহারা মূঢ় অর্থাৎ তাঁহার তত্ত্ব অবগত নহে, তিনি তাহাদের বন্ধের কারণ হইয়া থাকেন এবং যোগিগণের পক্ষে ইনি সর্ব্বদাই মুক্তিদায়িনী।

৪৫। মহামুদ্রা নভোমুদ্রা ওড্যাণঞ্চ জলন্ধরম্।
মূলবন্ধঞ্চ যো বেত্তি স যোগী মুক্তিভাজনম্॥

ব্যাখ্যা। [মহামুদ্রাদীনাং লক্ষণং ক্রমশঃ স্পষ্টী ভবিষ্যতি অতো নাস্মাভিঃ এতেষাং ব্যাখ্যানে প্রযত্নঃ কৃতঃ]।

অনুবাদ। মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, ওড্যাণবন্ধ, জলন্ধরবন্ধ ও মূলবন্ধ এই পাঁচটি যে যোগী জানিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মুক্তির পাত্র।

৪৬। পার্ষ্ণিঘাতেন সংপীড্য যোনিমাকুঞ্চয়েদ্ দৃঢ়ম্।
অপানমূর্দ্ধমাকৃষ্য মূলবন্ধো বিধীয়তে॥

৪৭। অপান-প্রাণয়োরৈক্যং ক্ষয়ান্মূত্র পুরীষয়োঃ।
যুবা ভবতি বৃদ্ধোঽপি সততং মূলবন্ধনাৎ॥

ব্যাখ্যা। অপানম্ (অপানবায়ুম্) ঊর্দ্ধম্ আকৃষ্য পার্ষ্ণিঘাতেন (পদগুল্ফদেশং ঘাতয়িত্বা) যোনিং (যোনিস্থানং) দৃঢ়ম্ সংপীড্য আকুঞ্চয়েৎ [তদেব আকুঞ্চনং] মূলবন্ধঃ [নাম] বিধীয়তে (মূলবন্ধ ইতি নাম্না কথ্যতে ইত্যর্থঃ)। সততং মূলবন্ধনাৎ (মূলবন্ধনানুষ্ঠানাৎ) মূত্রপুরীষয়োঃ ক্ষয়াৎ (মূত্রপুরীষয়োঃ ক্ষয়ো ভবতি তস্মাৎ হেতোঃ) অপান-প্রাণয়োঃ ঐক্যং [স্যাৎ তেন] বৃদ্ধঃ অপি যুবা ভবতি।

অনুবাদ। ঊর্দ্ধদিকে অপান বায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক পদের পার্ষ্ণিভাগ দ্বারা যোনিস্থান দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া ঐ স্থান আকুঞ্চিত করিবে। ইহারই নাম মূলবন্ধ। সর্ব্বদা এই মূলবন্ধের অনুষ্ঠান করিলে

মূত্র ও পুরীষের ক্ষয় হয় এবং তন্নিমিত্ত অপান ও প্রাণবায়ুর ঐক্য সংসাধিত হয়, তাহার ফলে বৃদ্ধও যুবকে পরিণত হন।

৪৮। ওড্যাণং কুরুতে যস্মাদবিশ্রান্তং মহাখগঃ।
ওড়িয়াণং তদেব স্যান্মৃত্যুমাতঙ্গকেসরী॥
৪৯। উদরাৎ পশ্চিমং তাণমধো নাভের্নিগদ্যতে।
ওড্যাণমুদরে বন্ধ স্তত্র বন্ধো বিধীয়তে॥

ব্যাখ্যা। যস্মাৎ (বন্ধাবলম্বনাৎ হেতোঃ) মহাখগঃ (প্রাণবায়ুঃ) অবিশ্রান্তং (সর্ব্বদা) ওড্যাণম্ (উড্ডীনম্ ঊর্দ্ধগতিং) কুরুতে তদ্এব ওড়িয়াণং (ওড্যাণাখ্যং) স্যাৎ [অয়ম্ এব বন্ধঃ] মৃত্যুমাতঙ্গকেসরী (মৃত্যুরূপঃ যঃ হস্তী তত্র সিংহ ইব, মৃত্যুনিবারক ইতি ভাবঃ) উদরাৎ [আরভ্য] নাভেঃ অধঃ পশ্চিমং তাণং নিগদ্যতে তত্র উদরে [যৎ প্রাণ-বায়োঃ] ওড্যাণম্ (উড্ডীনং) [স এব] বন্ধঃ (ওড্যাণবন্ধঃ) [অয়ম্ এব] বন্ধঃ বিধীয়তে (অভিধীয়তে ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। যে বন্ধ অবলম্বন হেতু প্রাণবায়ু সতত ঊর্দ্ধগতি লাভ করে, তাহার নাম ওড়িয়াণ বা ওড্যাণবন্ধ; এই বন্ধ মৃত্যুরূপ হস্তীর পক্ষে সিংহতুল্য

অর্থাৎ মৃত্যুনিবারক। উদর হইতে আরম্ভ করিয়া নাভির অধোভাগের নাম পশ্চিম তাণ, এই উদরভাগে প্রাণবায়ুকে উড্ডীন করিতে হইলে যে বন্ধের আশ্রয় করিতে হয়, সেই ওড্ডাণবন্ধের কথাই বলা যাইতেছে।

৫০। বধ্নাতি হি শিরোজাত মধোগামি নভোজলম্।
ততো জালন্ধরো বন্ধঃ কষ্টদুঃখৌঘনাশনঃ॥

৫১। জালন্ধরে কৃতে বন্ধে কণ্ঠ-সঙ্কোচ-লক্ষণে।
ন পীযূষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রধাবতি॥

ব্যাখ্যা। হি (যতঃ) শিরোজাতং (শিরস্ উৎপন্নম্) অধোগামি জলং নভঃ (নভসি) বধ্নাতি (ধারয়তি) ততঃ (অতঃ) [অয়ং] বন্ধঃ জালন্ধরঃ [ইতি নাম, অয়ঞ্চ] কষ্টদুঃখৌঘনাশনঃ (ক্লেশ মনঃপীড়াদিকং বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ)। কণ্ঠসঙ্কোচলক্ষণে (বন্ধে অস্মিন্ অনুষ্ঠিতে অনুষ্ঠানকালে কণ্ঠস্য সঙ্কোচঃ ভবতি, এতস্মিন্) জালন্ধরে বন্ধে কৃতে [সতি] অগ্নৌ (জাঠরাগ্নৌ) পীযূষং (সহস্রারক্ষরিতম্ অমৃতং) ন পততি, বায়ুঃ (প্রাণবায়ুঃ) চ ন প্রধাবতি (ন চঞ্চলী ভবতি)।

অনুবাদ। শিরোদেশ হইতে উৎপন্ন অধোগামি জল নভোদেশে ধারণ করে বলিয়া এই বন্ধের নাম জালন্ধর-বন্ধ। এই বন্ধ সর্ব্ববিধ ক্লেশ ও মানসিক পীড়াদি দুঃখসমূহ বিনাশ করিয়া থাকে। এই বন্ধের অনুষ্ঠানকালে কণ্ঠদেশের সঙ্কোচ করিতে হয়, ইহা অনুষ্ঠিত হইলে জাঠরানলে সহস্রার হইতে ক্ষরিত অমৃতবিন্দু নিপতিত হয় না এবং প্রাণবায়ুও প্রবল বেগে প্রধাবিত হয় না।

৫২ কপাল-কুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী ॥

ব্যাখ্যা। [খেচরীমুদ্রায়াঃ লক্ষণম্ আহ কপালেতি]। [যদা] জিহ্বা বিপরীতগা (ঊর্দ্ধগামিনী সতী) কপাল-কুহরে (কপালস্থ গর্ত্তে) প্রবিষ্টা [ভবতি, তথা] দৃষ্টিঃ ভ্রুবোঃ অন্তর্গতা (মধ্যবর্ত্তিনী) ভবতি [তদা] খেচরী মুদ্রা [ভবতি ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। যখন জিহ্বা ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া কপালস্থ গর্ত্তে প্রবিষ্টা হয় এবং দৃষ্টি ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে স্থিরা হয়, তখন খেচরীমুদ্রা হইয়া থাকে।

৫৩। ন রোগো মরণং তস্য ন নিদ্রা ন ক্ষুধা তৃষা।
ন চ মূর্চ্ছা ভবেৎ তস্য যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্॥
৫৪। পীড্যতে ন চ রোগেণ লিপ্যতে ন চ কর্ম্মভিঃ।
বাধ্যতে ন চ কেনাপি যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্॥
৫৫। চিত্তং চরতি খে যস্মাৎ জিহ্বা চরতি খে যতঃ।
তেনেয়ং খেচরী-মুদ্রা সর্ব্ব-সিদ্ধনমস্কৃতা॥

ব্যাখ্যা। [খেচরীমুদ্রানুষ্ঠানস্য ফলম্ আহ নেতি] সর্ব্ব-সিদ্ধ-নমস্কৃতা (সর্ব্বেষাং সিদ্ধানাং মাননীয়া অনুসরণীয়া ইতি তাৎপর্য্যম্) [অন্যৎ সর্ব্বং সুগমম্]।

অনুবাদ। যিনি খেচরীমুদ্রার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার রোগ বা মৃত্যুর ভয় থাকে না, তাঁহার নিদ্রা, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছাপ্রভৃতি বিদূরিত হয়। যিনি ইহার অনুষ্ঠাতা, তিনি কখনও রোগদ্বারা প্রপীড়িত হন না, কোনরূপ কর্ম্মে লিপ্ত হন না বা কাহারও দ্বারা বাধিত হন না। এই মুদ্রার অনুশীলনে চিত্ত খে বা আকাশে বিচরণ করে অর্থাৎ বিষয়ে আসক্ত হয় না এবং জিহ্বা খে বা আকাশে অর্থাৎ ঊর্দ্ধপথে বিচরণ করে বলিয়া ইহার নাম খেচরী-

মুদ্রা। এই মুদ্রা সিদ্ধগণেরও নমস্কৃতা—সর্ব্বদা সাদরে অনুষ্ঠেয়া।

৫৬। বিন্দুমূল-শরীরাণি শিরাস্তত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ভাবয়ন্তী শরীরাণি আপাদতলমস্তকম্॥

ব্যাখ্যা। বিন্দুমূল-শরীরাণি (শরীরাণাং বিন্দুঃ শুক্র এব মূলং) তত্র (বিন্দৌ) শিরাঃ প্রতিষ্ঠিতা, [ইয়ম্ এব খেচরী-মুদ্রা] আপাদতলমস্তকং (পাদতলাদারভ্য মস্তকপর্য্যন্তং) শরীরাণি ভাবয়ন্তী (বিন্দুসংরক্ষণেন পোষয়ন্তী ইত্যর্থঃ) [বর্ত্ততে]।

অনুবাদ। বিন্দু বা শুক্রই শরীরের মূল পদার্থ। এই বিন্দুতে শিরাসমূহ প্রতিষ্ঠিত। এই খেচরীমুদ্রাই পদতল হইতে মস্তকপর্য্যন্ত সমগ্র-শরীরের বিন্দুসংরক্ষণ দ্বারা পোষণ করিয়া থাকে।

৫৭। খেচর্য্যা মুদ্রিতং যেন বিবরং লম্বিকোর্দ্ধতঃ।
ন তস্য ক্ষীয়তে বিন্দুঃ কামিন্যালিঙ্গিতস্য চ॥

৫৮। যাবদ্বিন্দুঃ স্থিতো দেহে তাবন্মৃত্যুভয়ং কুতঃ।
যাবদ্বদ্ধা নভোমুদ্রা তাবদ্বিন্দুর্ন গচ্ছতি॥

ব্যাখ্যা। লম্বিকোর্দ্ধতঃ (উর্দ্ধতঃ লম্বিকং লম্বমানং) বিবরং

যেন (যোগিনা) খেচর্য্যা (করণভূতয়া) মুদ্রিতং (প্রতিরুদ্ধং) কামিন্যালিঙ্গিতস্য (যুবত্যা গৃহীতকণ্ঠস্য) চ (অপি) তস্য (যোগিনঃ) বিন্দুঃ (রেতঃ) ন ক্ষীয়তে। যাবৎ দেহে বিন্দুঃ স্থিতঃ তাবৎ [কালং ব্যাপ্য] মৃত্যুভয়ং কুতঃ (কস্মাৎ আপতেৎ ইতি ভাবঃ)। যাবৎ নভোমুদ্রা (খেচরী) বদ্ধা [যোগিনা ইতি শেষঃ] তাবৎ বিন্দুঃ ন গচ্ছতি (ন চলতি ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। ঊর্দ্ধদেশ হইতে লম্বমান গর্ত্ত যে যোগী খেচরীমুদ্রাদ্বারা মুদ্রিত করেন, তিনি কামিনীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলেও তাঁহার বিন্দু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। যে পর্য্যন্ত দেহে বিন্দু (রেতঃ) অবস্থিত থাকে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যুভয় কোথা হইতে আসিবে? যতক্ষণ খেচরীমুদ্রা অবলম্বিত থাকে, ততক্ষণ আর বিন্দুর গতি হয় না—বিন্দু নিশ্চল থাকে।

৫৯। জ্বলিতোঽপি যথা বিন্দুঃ সংপ্রাপ্তশ্চ হুতাশনম্।
ব্রজত্যূর্দ্ধং গতঃ শক্ত্যা নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া॥

ব্যাখ্যা। বিন্দুঃ যথা হুতাশনং (যোষিদালিঙ্গনরূপং) সংপ্রাপ্তঃ চ [সন্] জ্বলিতঃ অপি যোনিমুদ্রয়া শক্ত্যা নিরুদ্ধঃ

প্রতিহতঃ) উর্দ্ধগত (ঊর্দ্ধগামী সন্) ব্রজতি [তথৈব খেচরীমুদ্রা অবলম্বনীয়া, খেচরীমুদ্রামাশ্রয়ন্ যোগী ঊর্দ্ধরেতাঃ ভবতি ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ। যোষিদালিঙ্গনরূপ হুতাশন প্রাপ্তে জ্বলিত হইয়াও যেরূপে বিন্দু খেচরীমুদ্রা-শক্তিপ্রভাবে প্রতিহত হইয়া উর্দ্ধগামী হয়, সেইরূপে খেচরীমুদ্রার অভ্যাস করিবে। [খেচরীমুদ্রা প্রভাবে যোগী উর্দ্ধরেতাঃ হইয়া থাকেন,—ইহাই এস্থলে তাৎপর্য্য]।

৬০। স পুনর্দ্বিবিধো বিন্দুঃ পাণ্ডরো লোহিতস্তথা।
পাণ্ডরং শুক্রমিত্যাহুর্লোহিতাখ্যং মহারজঃ॥

৬১। সিন্দূরব্রাতসঙ্কাশং রবিস্থানস্থিতং রজঃ।
শশিস্থানস্থিতং শুক্রং তয়োরৈক্যং সুদুর্লভম্॥

ব্যাখ্যা। স বিন্দুঃ পুনঃ দ্বিবিধঃ পাণ্ডরঃ তথা লোহিতঃ [চ], পাণ্ডরং (বিন্দুং) শুক্রম্ লোহিতাখ্যং [লোহিতনামকং বিন্দুং) মহারজঃ ইতি আহুঃ [কথয়ন্তি তত্ত্ববিদঃ ইতি শেষঃ]। সিন্দূরব্রাতসঙ্কাশং (সিন্দূরসমূহবর্ণবিশিষ্টং) রজঃ (মহারজঃ) রবিস্থানস্থিতং, শুক্রং শশিস্থানস্থিতং, তয়োঃ (শুক্রলোহিতয়োঃ) ঐক্যং সুদুর্লভম্।

অনুবাদ। সেই বিন্দু আবার দুই প্রকার, পাণ্ডর ও লোহিত; পাণ্ডর বিন্দুকে শুক্র এবং লোহিতনামক বিন্দুকে মহারজনামে তত্ত্ববিদ্‌গণ অভিহিত করেন। মহারজ ঘনসিন্দুরবর্ণ এবং রবিস্থানে অবস্থিত, আর শুক্র শশিস্থানে বিদ্যমান ইহাদের ঐক্য সুদুর্লভ।

৬২। বিন্দুর্ব্রহ্মা রজঃ শক্তির্বিন্দুরিন্দূরজো রবিঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদম্॥

৬৩। বায়ুনা শক্তিচালেন প্রেরিতঞ্চ যথা রজঃ।
যাতি বিন্দুঃ সদৈকত্বং ভবেদ্দিব্যবপুস্তদা॥

৬৪। শুক্রং চন্দ্রেণ সংযুক্তং রজঃ সূর্য্যেণ সঙ্গতম্।
তয়োঃ সমরসৈকত্বং যো জানাতি স যোগবিৎ॥

ব্যাখ্যা। বিন্দুঃ (পাণ্ডরঃ) ব্রহ্মা, রজঃ (লোহিতঃ) শক্তিঃ [অভিধীয়তে], বিন্দুঃ (পাণ্ডরঃ শুক্রঃ) ইন্দুঃ (চন্দ্রস্থানস্থিতঃ), রজঃ (লোহিতঃ) রবিঃ (রবিস্থানস্থিতঃ) উভয়োঃ সঙ্গমাৎ (সম্মেলনাদেব) পরমং পদং প্রাপ্যতে [যোগিনেতি শেষঃ]। শক্তিচালেন (শক্তি-প্রেরিতেন) বায়ুনা প্রেরিতং [সৎ] যথা (যদা) রজঃ বিন্দুঃ (বিন্দুনা সহ) সদা একত্বং যাতি তদা দিব্য-বপুঃ (দেবশরীরবন্মনোহরং শরীরং) ভবেৎ। চন্দ্রেণ সংযুক্তং

শুক্লং, সূর্য্যেণ সঙ্গতং (মিলিতং) রজঃ ; তয়োঃ (শুক্লরজসোঃ) সমরসৈকত্বং (তুল্যরসযুক্তাভিন্নত্বং) যঃ (যোগী) জানাতি সঃ যোগবিৎ (যোগরহস্যজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ)

অনুবাদ। পাণ্ডর বিন্দু ব্রহ্মা এবং লোহিত রজঃ বিন্দুশক্তিরূপে অধিষ্ঠিত। পাণ্ডর বা শুক্ল বিন্দু চন্দ্রস্থানে অবস্থিত এবং রজঃ বা লোহিত বিন্দু রবিস্থানে অধিষ্ঠিত। এই উভয়ের সম্মিলনের ফলে যোগী পরম পদ লাভ করেন। শক্তিপরিচালিত বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া যখন রজঃ বিন্দুর সহিত মিলিত হয় এবং তাহার ফলে একত্ব লাভ করে, তখন যোগী দেবতার ন্যায় মনোহর শরীর ধারণ করেন। চন্দ্রসংযুক্ত শুক্ল এবং সূর্য্য-সঙ্গত রজঃ ইহাদের সমরস ও অভিন্নত্ব যে যোগী জানিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগরহস্য অবগত আছেন।

৬৫। শোধনং নাড়িজালস্য চালনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
রসানাং শোষণঞ্চৈব মহামুদ্রাভিধীয়তে॥

ব্যাখ্যা। [মহামুদ্রা লক্ষণমাহ শোধনমিতি] নাড়িজালস্য

(নাড়ীসমূহস্য) শোধনং (যোগশাস্ত্রোক্তপ্রক্রিয়য়া বায়ু-পরিচালনং) চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ (শুক্ল-লোহিতয়োঃ বিন্দ্বোঃ) চালনং, রসানাম্ (অশিতপীতান্নাদিরসানাং) শোষণং চ [কৃচ্ছ্রাদিনা ইতি শেষঃ] মহামুদ্রা [ইতি] অভিধীয়তে (কথ্যতে) [যোগিভিরিতি শেষঃ]।

অনুবাদ। নাড়ীসমূহের শোধন অর্থাৎ যোগশাস্ত্রোক্তপ্রক্রিয়ানুসারে নাড়ীর অভ্যন্তরে বায়ুর পরিচালন, শুক্ল ও লোহিত বিন্দুর চালন এবং অশিতপীত-অন্নাদিরসের শোষণ মহামুদ্রা নামে অভিহিত।

৬৬ বক্ষোন্যস্তহনুঃ প্রপীড্য সুচিরং যোনিঞ্চ বামাঙ্ঘ্রিণা
হস্তাভ্যামনু ধারয়ন্ প্রসরিতং পাদং তথা দক্ষিণম্॥
আপূর্য্যশ্বসনেন কুক্ষিযুগলং বধ্বা শনৈ রেচয়েৎ।
সেয়ং ব্যাধিবিনাশিনী সুমহতী মুদ্রা নৃণাং কথ্যতে॥

ব্যাখ্যা। বক্ষোন্যস্তহনুঃ (বক্ষসি চিবুকং সংস্থাপ্য ইত্যর্থঃ) বামাঙ্ঘ্রিণা (বামপাদেন) যোনিং (যোনিদ্বারং) সুচিরং (দীর্ঘকালং ব্যাপ্য) প্রপীড্য (আক্রম্য) তথা প্রসারিতং দক্ষিণং পাদং হস্তাভ্যাম্ অনুধারয়ন্ (পশ্চাৎ ধারয়ন্) শ্বসনেন

(বায়ুনা) কুক্ষিযুগলম্ (উদরস্থবায়ুধারদ্বয়ম্) আপূর্য্য (পূরয়িত্বা) বধ্বা (আবধ্য) শনৈঃ (অল্পশঃ) রেচয়েৎ (বহিঃ নিঃসারয়েৎ) সা ইয়ং নৃণাং (নরাণাং) ব্যাধি-বিনাশিনী (রোগাপহারিণী) সুমহতী (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা) মুদ্রা কথ্যতে।

অনুবাদ। বক্ষঃস্থলে চিবুক সংস্থাপনপূর্ব্বক বামপদদ্বারা যোনিস্থান সুদীর্ঘকাল দৃঢ়ভাবে আক্রমণ করিয়া পরে প্রসারিত দক্ষিণ পাদের অঙ্গুলীদ্বয় উভয় হস্তদ্বারা ধারণ করিবে এবং বায়ু দ্বারা উদর পূরণ করিয়া উহাতে বায়ু আবদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং ধীরে ধীরে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিবে। ইহা সুমহতী মুদ্রা, এই মুদ্রার অনুশীলন করিলে মানুষের সর্ব্ববিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

৬৭। চন্দ্রাংশেন সমভ্যস্য সূর্য্যাংশেনাভ্যসেৎ পুনঃ।
যা তুল্যা তু ভবেৎ সংখ্যা ততো মুদ্রাং বিসর্জয়েৎ॥
৬৮। ন হি পথ্যমপথ্যং বা রসাঃ সর্বেঽপি নীরসাঃ।
অতিভুক্তং বিষং ঘোরং পীযূষমিব জীর্য্যতে॥
৬৯। ক্ষয়-কুষ্ঠ-গুদাবর্ত্ত-গুল্মাজীর্ণপুরোগমাঃ।
তস্য রোগাঃ ক্ষয়ং যান্তি মহামুদ্রাং তু যোঽভ্যসেৎ॥

ব্যাখ্যা। [প্রথমতঃ] চন্দ্রাংশেন (শুক্রেন বিন্দুনা সমভ্যস্ত পুনঃ সূর্য্যাংশেন (লোহিতেন বিন্দুনা) অভ্যাসেৎ। [যদা] তু যা তুল্যা সংখ্যা (উভয়োরভ্যাসস্ত সমতা) ভবেৎ ততঃ মুদ্রাং বিসর্জ্জয়েৎ (পরিত্যজেৎ, মুদ্রাভ্যাসস্য সমাপ্তিং জানীয়াদিত্যর্থঃ)। [তদানীং তস্ত যোগিনঃ] পথ্যম্ অপথ্যং বা (ভোজ্যম্ অভোজ্যং বা) ন হি [তিষ্ঠেৎ] সর্বে অপি রসাঃ নীরসাঃ [ভবেয়ুঃ]। ঘোরং (ভয়াবহং) বিষং অতিভুক্তম্ (অতিমাত্রেণ ভুক্তমপি) পীযূষম্ (অমৃতম্) ইব জীর্য্যতে (জীর্ণং ভবতি)। ক্ষয়–কুষ্ঠ-গুদাবর্ত্তগুল্মাজীর্ণ-পুরোগমাঃ (ক্ষয়াদ্যগ্রেসরাঃ) রোগাঃ যঃ মহামুদ্রাম্ তু অভ্যসেৎ তস্ত ক্ষয়ং যান্তি।

অনুবাদ। এই মহামুদ্রা প্রথমতঃ শুক্র-বিন্দুদ্বারা ও পরে লোহিত বিন্দু দ্বারা অভ্যাস করিবে। যখন উভয়ের তুল্য সংখ্যা বা সমতা হইবে, তখন এই মুদ্রাভ্যাসের পরিসমাপ্তি হইয়াছে বুঝিবে। তখন আর যোগীর পথ্য বা অপথ্য থাকিবে না, সকল রসই তাঁহার নিকটে নীরস বোধ হইবে। ভয়ঙ্কর বিষ ও অতিমাত্র ভক্ষণ করিয়া অমৃতের ন্যায় জীর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন।

যে যোগী বস্তুতঃ মহামুদ্রাভ্যাসে সমর্থ হন, তাঁহার ক্ষয়, কুষ্ঠ, গুদাবর্ত্ত, গুল্ম, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

৭০। কথিতেয়ং মহামুদ্রা মহাসিদ্ধিকরীনৃণাম্।
গোপনীয়া প্রযত্নেন ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ॥

৭১। পদ্মাসনং সমারুহ্য সমকায় শিরোধরঃ।
নাসাগ্রদৃষ্টিরেকান্তে জপেদোঙ্কারমব্যয়ম্॥

ব্যাখ্যা। সমকায়-শিরোধরঃ (সরল-শরীরগ্রীবঃ), একান্তে (নির্জ্জনে) [অন্যৎ সর্ব্বং সুগমম্]।

অনুবাদ। মানবের মহাসিদ্ধিদাত্রী মহামুদ্রা কথিত হইল, ইহা যত্নের সহিত গোপন করিতে হইবে এবং যে কোন ব্যক্তিকে এই মুদ্রার উপদেশ করা উচিত নহে। পদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক শরীর ও গ্রীবা সরলভাবে স্থাপন করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক নির্জ্জনে এক মনে অব্যয় ওঁকারের জপ করিবে।

ওঁ নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনং নিরা-

খ্যাতমনাদিনিধনমেকং তুরীয়ং যদ্ভূতং ভবৈদ্ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তমানং সর্ব্বদাহনবচ্ছিন্নং পরং ব্রহ্ম তস্মাজ্জাতা পরা শক্তিঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মিকা।

ব্যাখ্যা। [ওঁকারং জপেৎ ইত্যুক্তং তস্য স্বরূপম্ আহ নিত্যম্ ইত্যাদিনা] নিত্যম্ (উৎপত্তিবিনাশরাহিতং) শুদ্ধং (সদৈকরূপং) বুদ্ধং (জ্ঞানস্বরূপং) নির্ব্বিকল্পং (ভেদরহিতং) নিরঞ্জনং (দোষলেশরহিতং) নিরাখ্যাতং (নামরূপাদি-রহিতম্) অনাদিনিধনম্ (আবির্ভাবতিরোভাবরহিতম্) একম্ (অদ্বিতীয়ং) তুরীয়ং (জাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়াতীতং) যদ্ ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তমানং (ত্রিষ্বপি কালেষু অবস্থিতং) সর্ব্বদানবচ্ছিন্নং (নিত্যব্যাপকং) পরংব্রহ্ম; তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মিকা (স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপা) পরা শক্তিঃ জাতা (সমুৎপন্না ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। [ওঁকার ব্রহ্মের বাচক, বাচ্য ব্রহ্ম; বাচ্য ও বাচকেরঅভেদ নিবন্ধন ওঁকারই ব্রহ্ম, তাঁহার স্বরূপ বলা যাইতেছে]। ওঁকার নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন নামরূপাদিবর্জ্জিত, আবির্ভাব ও তিরোভাবরহিত, এক—অদ্বিতীয়, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের অতীত—তুরীয়, ভূত, ভবিষ্যৎ

ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই অবস্থিত, নিত্য, ব্যাপক পরব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম হইতেই স্বয়ং প্রকাশমানা পরা শক্তি সমুৎপন্ন হইয়াছেন।

আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। এতেষাং পঞ্চভূতানাং পতয়ঃ পঞ্চ সদাশিবেশ্বর-রুদ্র-বিষ্ণু-ব্রহ্মাণশ্চেতি। তেষাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রশ্চোৎপত্তি স্থিতি-লয়-কর্ত্তারঃ। রাজসো ব্রহ্মা সাত্ত্বিকো বিষ্ণুস্তামসো রুদ্র ইতি এতে ত্রয়ো গুণযুক্তাঃ।

ব্যাখ্যা। [সর্ব্বমতিরোহিতার্থম্]।

অনুবাদ। আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই পঞ্চভূতের অধিপতি সদাশিব, ঈশ্বর, রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এই পঞ্চ দেবতা। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র যথাক্রমে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা। ইঁহারা তিন জনই গুণযুক্ত—ব্রহ্মা রজোগুণযুক্ত, বিষ্ণু সত্ত্বগুণযুক্ত এবং রুদ্র তমোগুণযুক্ত।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব। ধাতা চ সৃষ্টৌ বিষ্ণুশ্চ স্থিতৌ রুদ্রশ্চ নাশে ভোগায় চন্দ্র ইতি প্রথমজা বভূবুঃ। এতেষাং ব্রহ্মণো লোকা দেবতির্য্যঙ্‌নরস্থাবরাশ্চ জায়ন্তে। তেষাং মনুষ্যাদীনাং পঞ্চভূতসমবায়ঃ শরীরম্।

অনুবাদ। সমগ্র দেবতার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ধাতা সৃষ্টিতে, বিষ্ণু স্থিতিতে, রুদ্র বিনাশে এবং চন্দ্র ভোগের নিমিত্ত প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছেন। পরে ইহাদের অবস্থিতির স্থান ব্রহ্মলোকের এবং দেবতা, তির্য্যক্‌যোনি, নর ও স্থাবরের জন্ম হইল। তন্মধ্যে মনুষ্যাদির শরীর পঞ্চভূতের সমবায়ে সংগঠিত।

জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্জ্ঞানবিষয়ৈঃ প্রাণাদিপঞ্চবায়ুমনোবুদ্ধিচিত্তাহহঙ্কারৈঃ স্থূলকল্পিতৈঃ সোঽপি স্থূলপ্রকৃতিরিত্যুচ্যতে। জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্জ্ঞানবিষয়ৈঃ প্রাণাদিপঞ্চবায়ুমনোবুদ্ধিভিশ্চ সূক্ষ্মস্থোঽপি লিঙ্গমেবেত্যুচ্যতে।

ব্যাখ্যা। জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়-বিশিষ্টঃ) জ্ঞানবিষয়ৈঃ (জ্ঞানবিষয়ীভূত-পদার্থবিশিষ্টঃ) প্রাণাদিপঞ্চবায়ু-মনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারৈঃ (প্রাণাদিবিশিষ্টঃ) স্থূলকল্পিতৈঃ স্থূলত্বেন কল্পনাবিশিষ্টঃ) [সর্ব্বত্র বিশেষণে তৃতীয়া] সঃ (পঞ্চভূতসমবায়ঃ) অপি (এব) স্থূল-প্রকৃতিঃ ইতি উচ্যতে। জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়বিশিষ্টঃ) জ্ঞানবিষয়ৈঃ (জ্ঞানবিষয়ীভূতপদার্থবিশিষ্টঃ) প্রাণাদিপঞ্চবায়ুমনো বুদ্ধিভিঃ (প্রাণাদিবিশিষ্টঃ) সূক্ষ্মস্থঃ (তন্মাত্রস্থঃ) অপি (এব) [সূক্ষ্মপঞ্চভূতসমবায়ঃ] লিঙ্গম্ এব ইতি উচ্যতে।

অনুবাদ। জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জ্ঞানের বিষয়ীভূত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থনিচয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, মনঃ বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারযুক্ত স্থূলত্বে পরিকল্পিত সেই পঞ্চভূতের সমবায়ই স্থূলপ্রকৃতিনামে অভিহিত। তদ্রূপ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থসমূহ প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, মনঃ ও বুদ্ধিযুক্ত সূক্ষ্ম তন্মাত্রে স্থিত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতসমবায়ই লিঙ্গ নামে অভিহিত।

৭২। গুণত্রয়যুক্তং কারণম্। সর্ব্বেষামেবং ত্রীণি শরীরাণি বর্ত্তন্তে। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিতুরীয়াশ্চেত্যবস্থা-

শ্চতস্রঃ। তাসামবস্থানামধিপতয়শ্চত্বারঃ পুরুষা বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞাত্মানশ্চেতি। বিশ্বো হি স্থূলভুঙ্ নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্তভুক্। আনন্দভুক্ তথা প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বসাক্ষীত্যতঃ পরঃ॥

অনুবাদ। কারণে সত্ত্ব,রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ বিদ্যমান আছে, সুতরাং সকলেরই শরীর ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ত্রিবিধ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারিটি অবস্থা, এই অবস্থাচতুষ্টয়ের অধিপতি চারিজন পুরুষ যথা, বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, তুরীয় বা আত্মা। তন্মধ্যে বিশ্ব স্থূলভুক বা স্থূলশরীরাভিমানিনী দেবতা, তৈজস ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানী; প্রাজ্ঞ আনন্দভুক্, আর তুরীয় সর্ব্বসাক্ষী।

৭৩। প্রণবঃ সর্বদা তিষ্ঠেৎ সর্বজীবেষু ভোগতঃ।

অভিরামস্তু সর্ব্বাসু হ্যবস্থাসু হ্যধোমুখঃ॥

অকার উকারো মকারশ্চেতি ত্রয়োবর্ণাস্ত্রয়োবেদা স্ত্রয়ো লোকা স্ত্রয়োগুণা স্ত্রীণ্যক্ষরাণি ত্রয়ঃ স্বরাঃ এবং প্রণবঃ প্রকাশতে।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বজীবেষু সর্ব্বদা ভোগতঃ (ভোগায়) প্রণবঃ

তিষ্ঠেৎ [বৈখরীবাচমারভ্য মুমূর্ষু বাক্ষু প্রণব এব ওতঃ প্রোতশ্চ বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ] সর্ব্বাসু হি অবস্থাসু অধোমুখঃ হি (এব) [প্রণবঃ] অভিরামঃ (মনোজ্ঞঃ) [একম্ এব প্রণবম্ আশ্রিত্য সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি, তদেবাহ অকার ইতি] অকার উকার মকারঃ চ ত্রয়ঃ বর্ণাঃ, ত্রয়ঃ বেদাঃ [ঋগ্ যজুঃসামাখ্যাঃ], ত্রয়ঃ লোকাঃ (ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যাঃ), ত্রয়ঃ গুণাঃ (সত্ত্বরজস্তমাংসি), ত্রীণি অক্ষরাণি (অকারাদীনি পূর্ব্বোক্তানি) ত্রয়ঃ স্বরাঃ [একস্মিন্ প্রণবে বর্ত্তন্তে] এবং [রূপেণ] প্রণবঃ প্রকাশতে।

অনুবাদ। নিখিল প্রাণিবর্গের ভোগের জন্য সর্ব্বদা প্রণব প্রস্তুত আছেন। [কারণ জন্মমাত্র শিশুমুখ হইতে নির্গত বৈখরী বাগ অবধি অশীতি-পর মুমূর্ষু ব্যক্তির বাক্যেও প্রণব ওতপ্রোতভাবে জড়িত] সকল অবস্থাতেই [সহস্রারকমলস্থ) অধোমুখ প্রণব মনোজ্ঞ বা মঙ্গলপ্রদ। (একমাত্র প্রণব আশ্রয় করিয়াই চরাচর ও তাহার কারণ-সমূহ সমবস্থিত) অকার, উকার ও মকার এই তিন বর্ণ,ঋক্,যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়,ভূ ভুবঃ ও স্বর্লোক, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়,অকারাদি তিন অক্ষর

এবং স্বরত্রয় একমাত্র প্রণবেই অবস্থিত। এইরূপে প্রণব প্রকাশিত হন।

৭৪। অকারো জাগ্রতি নেত্রে বর্ত্ততে সর্বজন্তুষু।
উকারঃ কণ্ঠতঃ স্বপ্নে মকারো হৃদি সুপ্তিতঃ॥

বিরাড্ বিশ্বঃ স্থূলশ্চাকারঃ। হিরণ্যগর্ভস্তৈজসঃ সূক্ষ্মশ্চ উকারঃ। কারণাব্যাকৃতপ্রাজ্ঞশ্চ মকারঃ।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বজন্তুষু (সর্ব্বপ্রাণিষু) জাগ্রতি (জাগ্রদবস্থায়াং) অকারঃ নেত্রে বর্ত্ততে। স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়াং) উকারঃ কণ্ঠতঃ (কণ্ঠে) [বর্ত্ততে]। সুপ্তিতঃ (সুষুপ্তাবস্থায়াং) মকারঃ হৃদি [বর্ত্ততে]। অকারঃ বিরাট্, বিশ্বঃ স্থূলশ্চ। উকারঃ হিরণ্যগর্ভঃ, তৈজসঃ, সূক্ষ্মশ্চ। মকারঃ কারণম্ অব্যাকৃতঃ প্রাজ্ঞশ্চ।

অনুবাদ। জাগ্রদবস্থায় সকল প্রাণীতে অকার নেত্রে অবস্থিত, উকার স্বপ্নাবস্থায় কণ্ঠে এবং মকার সুষুপ্তি অবস্থায় হৃদয়ে অবস্থান করে। অকার—বিরাট, বিশ্ব ও স্থূল, উকার—হিরণ্যগর্ভ তৈজস ও সূক্ষ্ম এবং মকার—কারণ, অব্যাকৃত ও প্রাজ্ঞ স্বরূপ।

৭৫। অকারো রাজসো রক্তো ব্রহ্মা চেতন উচ্যতে।
উকারঃ সাত্ত্বিকঃ শুক্লো বিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে ॥

৭৬। মকারস্তামসঃ কৃষ্ণো রুদ্রশ্চেতি তথোচ্যতে।
প্রণবাৎ প্রভবো ব্রহ্মা প্রণবাৎ প্রভবো হরিঃ ॥

৭৭। প্রণবাৎ প্রভবো রুদ্রঃ প্রণবো হি পরো ভবেৎ।

ব্যাখ্যা। [প্রণবস্য] অকারঃ (অকারভাগঃ) রাজসঃ (রজোগুণযুক্তঃ) [অতএব] রক্তঃ (রক্তবর্ণঃ) চেতনঃ ব্রহ্মা উচ্যতে। উকারঃ (উকারভাগঃ) সাত্ত্বিকঃ (সত্ত্বগুণযুক্তঃ) [অতএব] শুক্লঃ (শুক্লবর্ণঃ) বিষ্ণুঃ ইতি অভিধীয়তে। তথা মকারঃ তামসঃ (তমোগুণযুক্তঃ) [অতএব] কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণবর্ণঃ) রুদ্রঃ ইতি চ উচ্যতে। প্রণবাৎ ব্রহ্মা প্রভবঃ (প্রভবতি ইত্যর্থঃ) প্রণবাৎ হরিঃ প্রভবঃ (প্রভবতি), প্রণবাৎ রুদ্রঃ প্রভবঃ (প্রভবতি) হি (যতঃ) প্রণবঃ পরঃ (ব্রহ্ম) ভবেৎ।

অনুবাদ। প্রণবের অকারভাগ রজোগুণযুক্ত, অতএব রক্তবর্ণ চেতন ব্রহ্মা নামে অভিহিত। উকারভাগ সত্ত্বগুণযুক্ত শুক্লবর্ণ বিষ্ণুনামে অভিহিত। মকারভাগ তমোগুণযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ রুদ্র নামে অভিহিত। প্রণব হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছেন, প্রণব

হইতে বিষ্ণু আবির্ভূত ও প্রণব হইতে রুদ্র আবির্ভূত হইয়াছেন, সুতরাং প্রণবই পর ব্রহ্ম।

অকারে লীয়তে ব্রহ্মা হ্যকারে লীয়তে হরিঃ॥
৭৮। মকারে লীয়তে রুদ্রঃ প্রণবো হি প্রকাশতে।
জ্ঞানিনা মূর্দ্ধগো ভূয়াদজ্ঞানে স্যাদধোমুখঃ॥
৭৯। এবং বৈ প্রণবাস্তিষ্ঠেৎ যস্তং বেদ স বেদবিৎ।

ব্যাখ্যা। [মহাপ্রলয়ে] হি ব্রহ্মা অকারে লীয়তে, উকারে হরিঃ লীয়তে, মকারে রুদ্রঃ লীয়তে [স্বস্বকারণে লীয়তে ইত্যর্থঃ তদানীং কেবলঃ] প্রণবঃ হি প্রকাশতে। জ্ঞানিনাম্ ঊর্দ্ধগঃ (ঊর্দ্ধাভিমুখঃ) ভূয়াৎ, অজ্ঞানে অধোমুখঃ স্যাৎ, এবং [রূপেণ] প্রণবঃ তিষ্ঠেৎ। যঃ তং (প্রণবং) বেদ (জানাতি) সঃ বেদবিৎ (বেদরহস্যজ্ঞঃ)।

অনুবাদ। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মা অকারে, বিষ্ণু উকারে এবং রুদ্র মকারে অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় কারণে লীন হন। তখন কেবলমাত্র প্রণব প্রকাশিত থাকেন। জ্ঞানীর পক্ষে তিনি ঊর্দ্ধগামী এবং অজ্ঞানের পক্ষে অধোগামী, এইরূপে প্রণব নিত্য

অবস্থিত। যিনি প্রণবের এই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বেদরহস্যজ্ঞ।

অনাহতস্বরূপেণ জ্ঞানিনামূর্দ্ধগো ভবেৎ॥
৮০। তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টা-নিনাদবৎ।
প্রণবস্য ধ্বনিস্তদ্বৎ তদগ্রং ব্রহ্ম চোচ্যতে॥
৮১। জ্যোতির্ম্ময়ং তদগ্রং স্যাদবাচ্যং বুদ্ধিসূক্ষ্মতঃ।
দদৃশুর্যে মহাত্মানো যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

ব্যাখ্যা। [অসৌ প্রণবঃ] অচ্ছিন্নম্ (অচ্ছিন্নাং) তৈলধারাম্ (তৈলপ্রবাহম্) ইব অনাহত-স্বরূপেণ (অনাহতধ্বনিরূপেণ) জ্ঞানিনাম্ ঊর্দ্ধগঃ (ঊর্দ্ধগামী) ভবেৎ। দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ (শ্রেষ্ঠঘণ্টাধ্বনিঃ যথা) তদ্বৎ প্রণবস্য ধ্বনিঃ [ভবেৎ]। তদগ্রং (প্রণবস্য সূক্ষ্মভাগঃ) ব্রহ্ম চ উচ্যতে। তদগ্রং (ব্রহ্ম) জ্যোতির্ম্ময়ং বুদ্ধিসূক্ষ্মতঃ (সূক্ষ্মবুদ্ধ্যা) [অপি] অবাচ্যং (বাগ্ব্যাপারাবিষয়ীভূতং) স্যাৎ মহাত্মনঃ [তে] দদৃশুঃ, যঃ তম্ (এবম্ভূতং প্রণবস্বরূপং) বেদ সঃ বেদবিৎ (বেদরহস্যজ্ঞ ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। সেই প্রণব যখন অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অনাহত ধ্বনিরূপে জ্ঞানিগণের

অভ্যন্তরে ঊর্দ্ধগামী হন, তখন দীর্ঘঘণ্টানিনাদের ন্যায় প্রণবের ধ্বনি আরব্ধ হয়। সেই প্রণবের সূক্ষ্মভাগই ব্রহ্ম, উহা জ্যোতির্ম্ময়, অতিসূক্ষ্মবুদ্ধি-প্রভাবেও উহাকে বাক্যদ্বারা অভিব্যক্ত করা যায় না। তবে যাঁহারা মহাত্মা, তাঁহারা তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারেন। বস্তুতঃ যিনি প্রণবের এবম্ভূত স্বরূপ অবগত হন কেবল তিনিই প্রকৃত বেদরহস্যজ্ঞ।

৮২। জাগ্রন্নেত্রদ্বয়োর্মধ্যে হংস এব প্রকাশতে।
সকারঃ খেচরী প্রোক্তস্ত্বং পদং চেতি নিশ্চিতম্॥

৮৩। হকারঃ পরমেশঃ স্যাৎ তৎপদং চেতি নিশ্চিতম্।
সকারো ধ্যায়তে জন্তুর্হকারো হি ভবেদ্ধ্রুবম্॥

ব্যাখ্যা। জাগ্রন্নেত্রদ্বয়োঃ (জাগ্রদবস্থায়াং নেত্রদ্বয়োঃ) মধ্যে হংসঃ এব প্রকাশতে। [হংসস্য স্বরূপমাহ সকার ইতি] সকারঃ খেচরী (খেচরীমুদ্রালভ্যঃ) প্রোক্তঃ (কথিতঃ) [কঃ স ইত্যাহ] ত্বংপদং (যুষ্মচ্ছব্দপ্রতিপাদ্যং চ (জীবঃ) ইতি নিশ্চিতম্। হকারঃ পরমেশ্বরঃ তৎপদং (তৎপদ-প্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম) চ ইতি নিশ্চিতম্। জন্তুঃ (জনঃ) [চেৎ]

সকারঃ (সকারং জীবং) ধ্যায়তে [তদা] ধ্রুবং (নিশ্চিতং) হকারঃ (ব্রহ্মএব) ভবতি।

অনুবাদ। জাগ্রদবস্থায় নেত্রদ্বয়ের মধ্যে হংস প্রকাশমান হন। হংসের সকার খেচরীমুদ্রালভ্য ত্বংপদ বা যুষ্মচ্ছব্দপ্রতিপাদ্য জীব ইহা নিশ্চিত। আর হকার পরমেশ্বর বা তৎপদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ইহাও নিশ্চিত। মানুষ যদি সকার বা জীবের ধ্যান করেন, তবে নিশ্চয়ই হকার বা ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিতে পারেন।

৮৪। ইন্দ্রিয়ৈর্বধ্যতে জীব আত্মা চৈব ন বধ্যতে।
মমত্বেন ভবেজ্জীবো নির্ম্মমত্বেন কেবলঃ॥

৮৫। ভূর্ভুবঃ স্বরিমে লোকাঃ সোমসূর্য্যাগ্নিদেবতাঃ।
যস্য মাত্রাসু তিষ্ঠন্তি তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥

ব্যাখ্যা। [যতঃ] ইন্দ্রিয়ৈঃ জীবঃ বধ্যতে (আবধ্যতে) আত্মা চ ন এব বধ্যতে [আত্মৈব] মমত্বেন (মমেদম্ ইত্যভিমানবশেন) জীবঃ ভবেৎ নির্ম্মমত্বেন (মমত্বরাহিত্যেন) কেবলঃ (শুদ্ধঃ আত্মা) [ভবেৎ]। ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইমে [ত্রয়ো] লোকাঃ সোমসূর্য্যাগ্নিদেবতাঃ যস্য (আত্মনঃ) মাত্রাসু (ক্ষুদ্র-

তমাংশেষু) তিষ্ঠন্তি তৎপরং জ্যোতিঃ ওঁম্ ইতি [কথ্যতে তত্ত্ববিদ্ভিরিতি শেষঃ]।

অনুবাদ। কারণ ইন্দ্রিয়দ্বারা জীব বদ্ধ হন, কিন্তু আত্মা বদ্ধ হন না। আত্মাই যখন মমতায় বশীভূত হন অর্থাৎ সকল পদার্থে 'আমার' এই অভিমান পোষণ করেন, তখনই তিনি জীব, আর মমতা পরিত্যাগেই বিশুদ্ধ আত্মারূপে পরিণত হন। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ (পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ) এই তিন লোক, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দেবতা যাঁহার ক্ষুদ্রতম অংশে অবস্থিত, সেই পরমজ্যোতিঃ ব্রহ্মই ওঁকার।

৮৬। ক্রিয়া ইচ্ছা তথা জ্ঞানং ব্রাহ্মী রৌদ্রী চ বৈষ্ণবী।
ত্রিধা মাত্রা স্থিতির্যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥

৮৭। বচসা তজ্জপেন্নিত্যং বপুষা তৎ সমভ্যসেৎ।
মনসা তজ্জপেন্নিত্যং তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥

৮৮। শুচির্ব্বাপাশুচির্ব্বাপি যো জপেৎ প্রণবং সদা।
ন স লিপ্যতি পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥

ব্যাখ্যা। ক্রিয়া (ক্রিয়াশক্তিঃ) ইচ্ছা (ইচ্ছাশক্তিঃ)

তথা। জ্ঞানং (জ্ঞানশক্তিঃ) [যথাক্রমং] ব্রাহ্মী, রৌদ্রী বৈষ্ণবী চ [ইতি] ত্রিধামাত্রাস্থিতিঃ (মাত্রয়া অংশতঃ ত্রিধা স্থিতিঃ) যত্র তৎপরং জ্যোতিঃ ওমিতি। বচসা (উচ্চারণেন) তৎ (প্রণবং) নিত্যং জপেৎ [এতেন বাচিকজপ উক্তঃ] বপুষা (শরীরেণ) তৎ (প্রণবজপং) সমভ্যসেৎ [এতেন কায়িকজপঃ উক্তঃ]। মনসা তৎ নিত্যং জপেৎ [এতেন মানসজপঃ উক্তঃ]। তৎপরং জ্যোতিঃ ওমিতি। শুচিঃ বা অপি অশুচিঃ বা অপি [যস্যাং কস্যাঞ্চিৎ অবস্থায়ামিত্যর্থঃ]। যঃ সদা প্রণবং জপেৎ অম্ভসা (জলেন) পদ্মপত্রম্ ইব সঃ (জপকারী) পাপেন ন লিপ্যতি।

অনুবাদ। ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞান-শক্তিরূপে যথাক্রমে ব্রাহ্মী, রৌদ্রী ও বৈষ্ণবীশক্তি যাঁহার এক অংশাবচ্ছেদে ত্রিধা অবস্থিত, তিনিই পরমজ্যোতিঃ ওঁকার। এই ওঁকারের নিত্যই বাচিক, কায়িক ও মানসিক জপ করিবে; কারণ পরব্রহ্মই পরমজ্যোতিঃ ওঁকার। যিনি শুচি বা অশুচি যে কোন অবস্থায়ই প্রণবের সর্ব্বদা জপ করেন, তিনি পদ্মপত্রে জলের ন্যায় কোন পাপেই লিপ্ত হন না।

৮৯। চলে বাতে চলো বিন্দুর্নিশ্চলে নিশ্চলো ভবেৎ।
যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরুন্ধয়েৎ ॥

৯০। যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবো ন মুঞ্চতি।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিস্ততো বায়ুং নিরুন্ধয়েৎ ॥

৯১। যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবো ন মুঞ্চতি।
যাবদ্দৃষ্টির্ভ্রুবোর্মধ্যে তাবৎ কালং ভয়ং কুতঃ ॥

ব্যাখ্যা। বাতে (বায়ৌ) চলে (শ্বাস-প্রশ্বাসরূপেণ চঞ্চলে সতি) বিন্দুঃ চলঃ [স্যাৎ বায়ৌ] নিশ্চলে [সতি বিন্দুঃ] নিশ্চলঃ ভবেৎ। [তেন] যোগী স্থাণুত্বং (স্থাণুবদ্ দীর্ঘকাল-স্থায়িত্বম্) আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ; ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) বায়ুং নিরুন্ধয়েৎ (নিরুদ্ধং কুর্য্যাৎ)। দেহে (শরীরে) যাবৎ [কালং ব্যাপ্য] বায়ুঃ স্থিতঃ [ভবেৎ] তাবৎ [কালং] জীবঃ [দেহং] ন মুঞ্চতি (ত্যজতি), তস্য (জীবস্য) নিষ্ক্রান্তিঃ (নিষ্ক্রমণং বহির্গমনম্ এব) মরণং, ততঃ [তস্মাৎ হেতোঃ) বায়ুং নিরুন্ধয়েৎ। দেহে যাবৎ বায়ুঃ স্থিতঃ তাবৎ জীবঃ ন মুঞ্চতি [দেহমিতি শেষঃ] যাবৎ ভ্রুবোঃ মধ্যে দৃষ্টিঃ [তিষ্ঠতি] তাবৎ কালং কুতঃ (কস্মাৎ) ভয়ম্ ? [ন কস্মাৎ অপি ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ। শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে বায়ু চঞ্চল থাকিলে বিন্দুও চঞ্চল হয়, আর শ্বাসাদি নিরোধ করিয়া বায়ুকে নিশ্চল করিতে পারিলে বিন্দুও নিশ্চল হয়; তখন যোগী স্থাণুর ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়িত্বলাভ করিতে পারেন। এইজন্য বায়ুর নিরোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত দেহে বায়ু অবস্থিত থাকে, সে পর্য্যন্ত জীব দেহত্যাগ করেন না। জীবের বহির্গমনই মৃত্যু, সেইজন্য অবশ্যই বায়ুর নিরোধ করিবে। যে পর্য্যন্ত দেহে বায়ু থাকে, সে পর্য্যন্ত জীব দেহত্যাগ করেন না। যতকাল ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি স্থির থাকে ততকাল কাহার ভয়? অর্থাৎ ভয়ের কোনই কারণ নাই।

৯২। অল্পকালভয়াদ্ ব্রহ্মন্ প্রাণায়ামপরো ভবেৎ।
যোগিনো মুনয়শ্চৈব ততঃ প্রাণান্নিরোধয়েৎ॥

৯৩। ষড়বিংশদঙ্গুলির্হংসঃ প্রয়াণং কুরুতে বহিঃ।
বামদক্ষিণমার্গেণ প্রাণায়ামো বিধীয়তে॥

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণঃ) অল্পকালভয়াৎ (জীবিত-

কালস্ত অল্পত্বভয়াৎ) প্রাণায়ামপরঃ ভবেৎ। যোগিনঃ মুনয়ঃ চ ততঃ এব [হেতোঃ] প্রাণান্ নিরোধয়েৎ (নিরোধয়েয়ুঃ, প্রাণ-নিরোধং কুর্য্যুঃ ইত্যর্থঃ)। হংসঃ (হংসাখ্যঃ প্রাণঃ) ষড়্বিংশদঙ্গুলিঃ (ষড়্বিংশদঙ্গুলীঃ যাবৎ) বহিঃ বামদক্ষিণ-মার্গেন (বামমার্গেন দক্ষিণমার্গেণ চ নাসাপুটেন ইত্যর্থঃ] প্রয়াণং (গমনং) কুরুতে [অতঃ] প্রাণায়ামঃ বিধীয়তে।

অনুবাদ। জীবিতকাল অত্যন্ত অল্প, এই ভয়ে ব্রাহ্মণ প্রাণায়ামপরায়ণ হইবেন। এইজন্যই যোগী ও মুনিগণ সর্ব্বদা প্রাণ নিরোধ (প্রাণায়াম) করিয়া থাকেন। বাম ও দক্ষিণ নাসাপুটদ্বারা হংস (প্রাণ) ষড়্বিংশঅঙ্গুলীপর্য্যন্ত বহির্গমন করেন, ইহাকে নিরুদ্ধ করার জন্যই প্রাণায়াম বিহিত হইয়াছে।

৯৪। শুদ্ধিমেতি যদা সর্ব্বং নাড়ীচক্রং মলাকুলম্।
তদৈব জায়তে যোগী প্রাণসংগ্রহণক্ষমঃ॥

৯৫। বদ্ধপদ্মাসনো যোগী প্রাণং চন্দ্রেণ পূরয়েৎ।
ধারয়েদ্বা যথাশক্ত্যা ভূয়ঃ সূর্য্যেণ রেচয়েৎ॥

ব্যাখ্যা। যদা মলাকুলং (মলযুক্তং) সর্ব্বং নাড়ীচক্রং (নাড়ীসমূহঃ) শুদ্ধিম্ এতি (প্রাপ্নোতি) তদা এব যোগী প্রাণসংগ্রহণক্ষমঃ (প্রাণায়াম-সমর্থঃ) জায়তে। যোগী বদ্ধপদ্মাসনঃ (পদ্মাসনং বিধায়) চন্দ্রেণ (ইড়য়া) প্রাণং (বায়ুং) পূরয়েৎ, যথাশক্ত্যা (শক্ত্যনুরূপেণ) বা ধারয়েৎ, ভূয়ঃ (পুনরপি) সূর্য্যেণ (পিঙ্গলয়া) রেচয়েৎ (পরিত্যজয়েৎ)।

অনুবাদ। যোগী যখন মলযুক্ত নাড়ীসমূহের শুদ্ধিবিধানে সমর্থ হন, তখন তিনি প্রাণায়ামে অধিকারী হন। যোগী পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া ইড়ানাড়ী দ্বারা প্রাণবায়ু পূরণ করতঃ যথাশক্তি ধারণপূর্ব্বক পিঙ্গলা নাড়ীদ্বারা পরিত্যাগ করিবেন।

৯৬। অমৃতোদধিসংকাশং গোক্ষীরধবলোপমম্।
ধ্যাত্বা চন্দ্রমসং বিম্বং প্রাণায়ামে সুখী ভবেৎ॥

৯৭। স্ফুরৎপ্রজ্জলসংজ্বালা পূজ্যমাদিত্যমণ্ডলম্।
ধ্যাত্বা হৃদি স্থিতং যোগী প্রাণায়ামে সুখী ভবেৎ॥

ব্যাখ্যা। অমৃতোদধিসঙ্কাশম্ (অমৃতসমুদ্রবদ্দীপ্তিমন্তং) গোক্ষীরধবলোপমং (ধাবল্যেন গোদুগ্ধোপমং) চন্দ্রমসং বিম্বং

ধ্যাত্বা প্রাণায়ামে [কৃতে] সুখী ভবেৎ [যোগীতি শেষঃ]। স্ফুরৎ-প্রজ্বল-সংজ্বালা পূজ্যং (দীপ্তিমৎ-প্রজ্বলজ্জ্বালয়া পূজ্যং পূজাহর্ম্) হৃদি স্থিতম্ আদিত্যমণ্ডলং ধ্যাত্বা যোগী প্রাণায়ামে [কৃতে] সুখী ভবেৎ। [ইড়ায়াং চন্দ্রমসং পিঙ্গলায়াং সূর্য্য-মণ্ডলং ধ্যায়েৎ। "ইড়ায়াং সংশ্রিতশ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ" ইতি তন্ত্রান্তরাৎ]।

অনুবাদ। অমৃতসমুদ্রের ন্যায় দীপ্তি-বিশিষ্ট, গোক্ষীরের ন্যায় ধবলবর্ণ চন্দ্রমার বিম্ব ধ্যান করিতে করিতে প্রাণায়াম করিয়া যোগী সুখানুভব করিবেন। উজ্জ্বলদীপ্তিবিশিষ্টজ্বালানিবন্ধন পূজার্হ হৃদয়স্থিত আদিত্যমণ্ডল ধ্যান করিয়া যোগী প্রাণায়াম করিলে সুখানুভব করিতে পারিবেন। [তাৎপর্য্য এই যে ইড়াতে চন্দ্রমার ও পিঙ্গলায় সূর্য্যমণ্ডলের ধ্যান করিতে হয়, কারণ শাস্ত্রান্তরে আছে,—ইড়াতে চন্দ্র এবং পিঙ্গলায় দিবাকর অব-স্থিত; সুতরাং প্রাণায়ামকালে ইড়াদ্বারা প্রাণবায়ুর আকর্ষণকালে চন্দ্রের এবং পিঙ্গলাদ্বারা পরিত্যাগ কালে সূর্য্যের ধ্যান করা কর্ত্তব্য]।

৯৮। প্রাণঞ্চেদিড়য়া পিবেন্নিয়মিতং ভূয়োঽন্যথা রেচয়েৎ
পীত্বা পিঙ্গলয়া সমীরণমথো বদ্ধা ত্যজেদ্বাময়া ॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসোরনেন বিধিনা বিন্দুদ্বয়ং ধ্যায়তঃ।
শুদ্ধা নাড়ীগণা ভবন্তি যমিনো মাসদ্বয়াদূর্দ্ধতঃ ॥

ব্যাখ্যা। চেৎ (যদি) প্রাণং (বায়ুম্) ইড়য়া (নাড্যা) নিয়মিতং পিবেৎ [তদা] ভূয়ঃ (পুনরপি) অন্যথা (পিঙ্গলয়া) রেচয়েৎ। অথ (অনন্তরং) পিঙ্গলয়া (নাড্যা) সমীরণং (বায়ুং পীত্বা বদ্ধা (যথাশক্তি আবধ্য) বাময়া (ইড়য়া) ত্যজেৎ। অনেন বিধিনা (নিয়মেন) সূর্য্যচন্দ্রমসোঃ বিন্দুদ্বয়ং ধ্যায়তঃ যমিনঃ (যোগিনঃ) মাসদ্বয়াৎ উর্দ্ধতঃ (অনন্তরং) নাড়ীগণাঃ শুদ্ধাঃ ভবন্তি।

অনুবাদ। যদি প্রাণবায়ুকে ইড়ানাড়ী দ্বারা নিয়মিতভাবে গ্রহণ করা হয়, তবে উহার আবার পিঙ্গলাদ্বারা পরিত্যাগ করিবেন। পুনর্ব্বার পিঙ্গলা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং পরে ইড়ানাড়ীদ্বারা পরিত্যাগ করিবেন। এই নিয়মে সূর্য্য ও চন্দ্রমার বিন্দুদ্বয় ধ্যান করিতে করিতে যোগী দুই মাসের পরেই নাড়ীসমূহকে বিশুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন।

৯৯। যথেষ্টধারণং বায়োরনলস্য প্রদীপনম্।
নাদাভিব্যক্তিরারোগ্যং জায়তে নাড়ীশোধনাৎ॥
১০০। প্রাণো দেহস্থিতো যাবদপানন্তু নিরুন্ধয়েৎ।
একশ্বাসময়ী মাত্রা ঊর্দ্ধাধো গগনে গতিঃ॥

ব্যাখ্যা। বায়োঃ যথেষ্টধারণম্ অনলস্য প্রদীপনং [ভবতি, তেন নাড়ীশোধনং ভবেৎ] নাড়ীশোধনাৎ নাদাভিব্যক্তিঃ (প্রণবধ্বনিপ্রকাশঃ) আরোগ্যং [চ] জায়তে। যাবৎ [কালং ব্যাপ্য] প্রাণঃ (বায়ুঃ) দেহস্থিতঃ [তাবৎকালং ব্যাপ্য] অপানং (বায়ুং) নিরুন্ধয়েৎ (নিরোধয়েৎ) একশ্বাসময়ী মাত্রা [তয়া মাত্রয়া] ঊর্দ্ধাধোগগনে গতিঃ [ভবতি ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। যথেষ্টপরিমাণে বায়ুর ধারণ করিতে পারিলে অনল প্রদীপ্ত হয়, তাহাদ্বারা নাড়ীর শোধন হয়, নাড়ীশোধন করিতে পারিলে প্রণব নাদের অভিব্যক্তি এবং আরোগ্যলাভ ঘটে। যতক্ষণ প্রাণবায়ু দেহে অবস্থিত থাকে, ততক্ষণ অপান বায়ুও নিরোধ করিবে। একবার শ্বাস যতক্ষণ নিরোধ করা যায়,—ইহাই এক মাত্রা। এই মাত্রা-প্রভাবেই ঊর্দ্ধ, অধঃ ও গগনে গতি হইয়া থাকে।

১০১। রেচকঃ পূরকশ্চৈব কুম্ভকঃ প্রণবাত্মকঃ।
প্রাণায়ামো ভবেদেবং মাত্রাদ্বাদশসংযুতঃ॥
১০২। মাত্রাদ্বাদশসংযুক্তৌ দিবাকরনিশাকরৌ।
দোষজালমবধ্নন্তৌ জ্ঞাতব্যৌ যোগিভিঃ সদা॥

ব্যাখ্যা। প্রণবাত্মকঃ (প্রণবসংযুক্তঃ) এবং মাত্রাদ্বাদশসংযুতঃ (দ্বাদশমাত্রান্বিতঃ রেচকঃ পূরকঃ কুম্ভকশ্চ এব প্রাণায়ামঃ ভবেৎ। মাত্রাদ্বাদশসংযুক্তৌ দিবাকর-নিশাকরৌ ইড়া-পিঙ্গলাস্থিতৌ) দোষজালং (দোষসমূহম্) অবধ্নন্তৌ (বিনাশয়ন্তৌ) যোগিভিঃ সদা জ্ঞাতব্যৌ।

অনুবাদ। প্রণবসংযুক্ত এবং দ্বাদশমাত্রান্বিত রেচক, পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামনামে অভিহিত। ইড়া ও পিঙ্গলাস্থিত দিবাকর ও নিশাকর দ্বাদশমাত্রান্বিত হইলে দোষজাল বিনাশ করেন; সুতরাং ইহারা যোগিগণের জ্ঞাতব্য।

১০৩। পূরকং দ্বাদশং কুর্য্যাৎ কুম্ভকং ষোড়শং ভবেৎ।
রেচকং দশচোংকারঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥
১০৪। অধমে দ্বাদশমাত্রা মধ্যমে দ্বিগুণা মতা।
উত্তমে ত্রিগুণা প্রোক্তা প্রাণায়ামস্য নির্ণয়ঃ॥

১০৫। অধমে স্বেদজননং কম্পো ভবতি মধ্যমে।
উত্তমে স্থানমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরুন্ধয়েৎ ॥

ব্যাখ্যা। দ্বাদশং (দ্বাদশমাত্রং) পূরকং, ষোড়শং (ষোড়শমাত্রং) কুম্ভকং, দশ (দশমাত্রং) রেচকং কুর্য্যাৎ [পূরকঃ রেচকঃ কুম্ভকশ্চ] ওঁকারঃ (ওঁকারাত্মকশ্চেৎ) সঃ প্রাণায়ামঃ উচ্যতে। অধমে [প্রাণায়ামে] দ্বাদশমাত্রা, মধ্যমে দ্বিগুণা (চতুর্ব্বিংশতি মাত্রা) মতা (সম্মতা যোগিনামিতি শেষঃ) উত্তমে ত্রিগুণা (ষট্ত্রিংশন্মাত্রা) প্রোক্তা (কথিতা) [ইতি প্রাণায়ামস্য নির্ণয়ঃ (নিরূপণম্)। অধমে [প্রাণায়ামে] স্বেদজননং (ঘর্ম্মোৎপত্তিঃ ভবতি) মধ্যমে [দেহস্থ] কম্পঃ ভবতি। উত্তমে স্থানম্ (স্থিতিম্) আপ্নোতি, ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) বায়ুং নিরুন্ধয়েৎ (বায়ুং নিরুদ্ধং কুর্য্যাৎ)।

অনুবাদ। দ্বাদশ মাত্রায় পূরক, ষোড়শ মাত্রায় কুম্ভক এবং দশমাত্রায় রেচক করিবে। এই পূরক কুম্ভক ও রেচক প্রণবযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলেই প্রাণায়ামনামে অভিহিত হয়। অধমপ্রাণায়ামে দ্বাদশ মাত্রা, মধ্যম প্রাণায়ামে তাহার দ্বিগুণ— (চতুর্ব্বিংশতিমাত্রা), উত্তম প্রাণায়ামে তাহার তিনগুণ বা ষট্ত্রিংশন্মাত্রা কথিত হয়। ইহাই প্রাণা-

য়ামের নির্ণয়। অধম প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হইলে শরীরে ঘর্ম্মোদয় হয়, মধ্যম প্রাণায়ামে শরীর কম্পিত হয় এবং উত্তম প্রাণায়ামে শরীরের স্থিতি বা নিশ্চলতার উদয় হয়; অতএব উত্তম প্রাণায়ামের অভ্যাসের জন্য বায়ুনিরোধে যত্ন করিবে।

১০৬। বদ্ধপদ্মাসনো যোগী নমস্কৃত্য গুরুং শিবম্।
নাসাগ্রদৃষ্টিরেকাকী প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ॥

ব্যাখ্যা। যোগী বদ্ধপদ্মাসনঃ (পদ্মাসনম্ আশ্রিত্য) গুরুং শিবং নমস্কৃত্য নাসাগ্রদৃষ্টিঃ [সন্] একাকী প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ (সম্যগ্ অভ্যসেৎ)।

অনুবাদ। যোগী পদ্মাসন অবলম্বনপূর্ব্বক গুরু শিবকে নমস্কার করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন এবং একাকী সম্যক্‌রূপে প্রাণায়ামের অভ্যাস করিবেন।

১০৭। দ্বারাণাং নব সন্নিরুধ্য মরুতং বদ্ধা দৃঢ়াং ধারণাং
নীত্বা কালমপানবহ্নিসহিতং শক্ত্যা সমং চালিতম্।
আত্মধ্যানযুতস্ত্বনেন বিধনা বিন্যস্য মূর্দ্ধ্নি স্থিতং
যাবত্তিষ্ঠতি তাবদেব মহতাং সঙ্গো ন সংস্তূয়তে॥

ব্যাখ্যা। দ্বারাণাং (বায়ুনির্গমণমার্গাণাং) নব (শীর্ষণ্যানি আস্যাদীনি সপ্ত, অধঃস্থিতে দ্বে ইতি নব) সংনিরুধ্য দৃঢ়াং ধারণাং বদ্ধা [কিয়ন্তং] কালং নীত্বা (অতিক্রম্য কুম্ভয়িত্বা ইত্যর্থঃ) অপানবহ্নিসহিতম্ [অতএব তত্তেজসা] শক্ত্যা (কুণ্ডলিন্যা) সমং (সহ) চালিতং মরুতং (বায়ুং) মূর্দ্ধি স্থিতং (স্থিতি যথা স্যাৎ তথা) বিন্যস্য (সংরক্ষ্য) অনেন বিধিনা পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) আত্মধ্যানযুক্তঃ (আত্মধ্যানপরায়ণঃ সন্) যাবৎ তিষ্ঠতি তাবৎ এব মহতাং (সাধূনাং) সঙ্গঃ (সংসর্গঃ) (ন সংস্তূয়তে (প্রকর্ষায় ন প্রকল্প্যতে, সাধুসঙ্গাদপি ইয়ম্ অবস্থা শ্রেয়সী ইতি ভাবঃ)।

অনুবাদ। মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ, কর্ণপ্রভৃতি সাতটি এবং অধঃস্থিত দুইটি এই নয়টি দ্বার রোধ করিয়া দৃঢ়ভাবে ধারণাবলম্বনপূর্ব্বক কিছুকাল কুম্ভক করিবেন এবং অপানবহ্নিসহকারে [তাহার তেজঃদ্বারা] কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত চালিত বায়ুকে যেরূপে মস্তকে সংরক্ষণ করা যায়, সেইরূপ বিন্যাস করিয়া যথোক্ত নিয়মে আত্মধ্যানপরায়ণ হইয়া যতকাল অবস্থান করিবেন ততকাল সাধুসঙ্গও উহা

অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। অর্থাৎ তাদৃশ অবস্থাই আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়, সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১০৮। প্রাণায়ামো ভবেদেবং পাতকেন্ধনপাবকঃ।
ভবোদধিমহাসেতুঃ প্রোচ্যতে যোগিভিঃ সদা॥

১০৯। আসনেন রুজং হন্তি প্রাণায়ামেন পাতকম্।
বিকারং মানসং যোগী প্রত্যাহারেণ মুঞ্চতি॥

১১০। ধারণাভির্মনো ধৈর্য্যং যাতি চৈতন্যমদ্ভুতম্।
সমাধৌ মোক্ষমাপ্নোতি ত্যক্ত্বা কর্ম শুভাশুভম্॥

ব্যাখ্যা। এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারঃ) প্রাণায়ামঃ পাতকেন্ধন-পাবকঃ (পাতকরূপকাষ্ঠে অগ্নিতুল্যঃ পাপবিনাশী ইত্যর্থঃ) ভবেৎ। [অয়ম্ এব প্রাণায়ামঃ] যোগিভিঃ সদা ভবোদধি-মহাসেতুঃ (সংসারসমুদ্রোত্তরণোপায়ঃ) প্রোচ্যতে। [আসনা-দীনাম্ অনুষ্ঠানস্য ফলম্ আহ আসনেনেতি] আসনেন (আসনানুষ্ঠানেন) রুজং (পীড়াং) হন্তি, প্রাণায়ামেন পাতকং [হন্তি]. মানসং বিকারং যোগী প্রত্যাহারেণ (চিত্তনিরোধ-দ্বারা ইন্দ্রিয়নিরোধেন) মুঞ্চতি (দূরীকরোতি)। ধারণাভিঃ (হৃদয়পুণ্ডরীকাদিদেশেষু চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রনিরোধেন) মনো-ধৈর্য্যং (মনসঃ ধীরতাং) অদ্ভুতং চৈতন্যং [চ] যাতি (প্রাপ্নোতি)।

সমাধৌ শুভাশুভং কর্ম্ম ত্যক্ত্বা মোক্ষম্ আপ্নোতি [সর্ব্বত্র যোগী ইতি শেষঃ]।

অনুবাদ। এইরূপ প্রাণায়াম পাতকরূপ কাষ্ঠে অগ্নিতুল্য অর্থাৎ অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ ভস্মীভূত করে, প্রাণায়ামও সেইরূপ পাপসমূহ ভস্মীভূত করিয়া থাকে। যোগিগণ সর্ব্বদা এই প্রাণায়ামকে সংসারসমুদ্রের মহাসেতু মনে করেন। অর্থাৎ প্রাণায়ামই সংসারসমুদ্রোত্তরণের একমাত্র উপায়।

আসনের অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয়, প্রাণায়াম পাতক বিনাশ করে [চিত্তের নিরোধ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের নিরোধের নাম প্রত্যাহার] এই প্রত্যাহার দ্বারা যোগী মানসবিকার বিদূরিত করেন। [হৃৎপদ্মাদিস্থানে চিত্তের বৃত্তিমাত্র-নিরোধের নাম ধারণা] যোগী এই ধারণাবলে মনের ধৈর্য্য এবং অদ্ভুত চৈতন্যলাভ করিয়া থাকেন এবং সমাধিতে শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করেন।

১১১। প্রাণায়ামদ্বিষট্‌কেন প্রত্যাহারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রত্যাহারদ্বিষট্‌কেন জায়তে ধারণা শুভা॥
১১২। ধারণাদ্বাদশ প্রোক্তং ধ্যানং যোগবিশারদৈঃ।
ধ্যানদ্বাদশকেনৈব সমাধিরভিধীয়তে॥
১১৩। যৎ সমাধৌ পরং জ্যোতিরনন্তং বিশ্বতোমুখম্।
তস্মিন্ দৃষ্টে ক্রিয়াকর্ম্ম যাতায়াতো ন বিদ্যতে॥

ব্যাখ্যা। প্রাণায়ামদ্বিষট্‌কেন (প্রাণায়াম দ্বাদশকেন) প্রত্যাহারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। প্রত্যাহার-দ্বিষট্‌কেন (প্রত্যাহার দ্বাদশকেন) শুভা ধারণা জায়তে। যোগবিশারদৈঃ (যোগতত্ত্বজ্ঞৈঃ) ধারণাদ্বাদশপ্রোক্তং (ধারণাদ্বাদশকেন প্রোক্তং) ধ্যানম্। ধ্যানদ্বাদশকেন এব সমাধিঃ অভিধীয়তে। সমাধৌ অনন্তং বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বব্যাপকং) যৎপরং জ্যোতিঃ [অবলোক্যতে] তস্মিন্ দৃষ্টে [সতি] ক্রিয়া কর্ম্ম যাতায়াতঃ (সংসারগমনাগমনং) ন বিদ্যতে।

অনুবাদ। প্রাণায়াম দ্বাদশবার অনুষ্ঠিত হইলে প্রত্যাহারতুল্য হয়। প্রত্যাহার দ্বাদশবার অনুষ্ঠিত হইলে শুভা ধারণা উৎপন্ন হয়। ধারণা দ্বাদশবার অনুষ্ঠিত হইলে যোগবিশারদগণ তাহাকে

ধ্যান বলেন। দ্বাদশবার ধ্যানই সমাধি। সমাধিতে অনন্ত বিশ্বতোমুখ যে পরমজ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহা দৃষ্ট হইলে ক্রিয়া কর্ম্ম সংসারে গমনাগমন কিছুই থাকে না।

১১৪। সংবদ্ধাসনমেঢ্রমঙ্ঘ্রিযুগলং কর্ণাক্ষিনাসাপুট-
দ্বারাদ্যঙ্গুলিভির্নিযম্য পবনং বক্ত্রেণ বা পূরিতম্।
বধ্বা বক্ষসি বহ্ব্যনসহিতং মূর্দ্ধ্নি স্থিরং ধারয়ে-
দেবং যান্তি বিশেষতত্ত্বসমতাং যোগীশ্বরাস্তন্মনঃ॥

ব্যাখ্যা। সংবদ্ধাসনমেঢ্রং (সংবদ্ধাসনঃ সন্ মেঢ্রং শিশ্নং) [গুবঞ্চ] অঙ্ঘ্রিযুগলম্ (অঙ্ঘ্রিযুগলেন) কর্ণাক্ষিনাসাপুটদ্বারাদি (কর্ণপুটাক্ষিপুটনাসাপুটদ্বারাদি) [মুখঞ্চ] অঙ্গুলিভিঃ [চ] নিয়ম্য (অবষ্টভ্য) বক্ত্রেণ বা পূরিতং বহ্বয়ন-সহিতং (বহুনির্গমনদ্বারযুতং) পবনং [প্রথমতঃ] বক্ষসি বদ্ধা [ততঃ] মূর্দ্ধ্নি স্থিতং [যথা স্যাৎ তথা] ধারয়েৎ এবং [কৃতে] যোগীশ্বরাঃ [যোগিশ্রেষ্ঠাঃ জনাঃ) তন্মনঃ (তেষাং মনঃ) বিশেষতত্ত্বসমতাং (আত্মতত্ত্বতুল্যতাং) যান্তি (নয়ন্তি)।

অনুবাদ। বদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক

শিশ্ন ও গুদদ্বার পদযুগলদ্বারা এবং কর্ণদ্বয়, চক্ষুদ্বয়, নাসাপুট ও মুখ অঙ্গুলী দ্বারা আবদ্ধ করিয়া বহির্নির্গমনের এতাদৃশ বহুদ্বারযুক্ত বায়ুকে মুখ দ্বারা পূরণ করিয়া প্রথমতঃ বক্ষে ধারণ করিবেন, পরে যাহাতে উহাকে মস্তকে রক্ষা করা যায় সেইরূপে ধারণ করিতে পারিলে তিনি যোগীশ্বর হন এবং তিনিই তাঁহার মনকে আত্মতত্ত্বের তুল্যতা সম্পাদনে সমর্থ হন। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের একতা অনুভব করেন।

১১৫। গগনং পবনে প্রাপ্তে ধ্বনিরুৎপদ্যতে মহান্।
ঘণ্টাদীনাং প্রবাদ্যানাং নাদসিদ্ধিরুদীরিতা ॥
১১৬। প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্ব্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ।
প্রাণায়ামবিযুক্তেভ্যঃ সর্ব্বরোগ-সমুদ্ভবঃ ॥

ব্যাখ্যা। পবনে (বায়ৌ) গগনং প্রাপ্তে [সতি] ঘণ্টাদীনাং প্রবাদ্যানাং (প্রকৃষ্টবাদ্যানাং) মহান্ ধ্বনিঃ উৎপদ্যতে [অসৌ] নাদসিদ্ধিঃ উদীরিতা (কথিতা)। প্রাণায়ামেন যুক্তেন (যুক্তস্য) সর্ব্বরোগ ক্ষয়ঃ ভবেৎ। প্রাণায়ামবিযুক্তেভ্যঃ (প্রাণায়ামবিহীনেভ্যঃ) সর্ব্বরোগসমুদ্ভবঃ (সর্ব্বেষাং রোগানাং সমুৎপত্তিঃ) [ভবতি]।

অনুবাদ। বায়ু গগন প্রাপ্ত হইলে ঘণ্টাদি বাদ্যযন্ত্রসমূহের ধ্বনির ন্যায় মহান্ ধ্বনি সমুৎপন্ন হয়, উহাকেই নাদসিদ্ধি বলে। প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হয়, আর প্রাণায়াম-বিহীন ব্যক্তির নিকট হইতেই সর্ব্বরোগের সমুদ্ভব হইয়া থাকে।

১১৭। হিক্কা কাসস্তথা শ্বাসঃ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ।
ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবন-ব্যতায়ক্রমাৎ॥
১১৮। যথা সিংহো গজো ব্যাঘ্রো ভবেদ্বশ্যঃ শনৈঃ শনৈঃ
তথৈব সেবিতো বায়ুরন্যথা হন্তি সাধকম্॥

ব্যাখ্যা। পবনব্যতায়ক্রমাৎ (পবনস্য গ্রহণপূরণাদি-নিয়ম-ব্যতিক্রমাৎ) হিক্কা, কাসঃ, তথা শ্বাসঃ, শিরঃ-কর্ণাক্ষি-বেদনাঃ [ইত্যাদয়.] বিবিধাঃ রোগাঃ ভবন্তি। যথা সিংহ, গজঃ, ব্যাঘ্রঃ শনৈঃ শনৈঃ বশ্যঃ ভবেৎ তথা বায়ুঃ [যথাবিধি] সেবিতঃ এব [শনৈঃ শনৈঃ বশ্যঃ ভবেৎ ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ]। অন্যথা [নিয়মব্যতিক্রমেণ] সাধকং হন্তি।

অনুবাদ। বায়ুর গ্রহণ পূরণাদি নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে হিক্কা, কাস, শ্বাস শিরোবেদনা,

কর্ণবেদনা ও অক্ষিবেদনা প্রভৃতি বিবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণও ধীরে ধীরে বশীভূত হয়, সেইরূপ বায়ু যথানিয়মে সেবিত হইলে ক্রমশঃ বশীভূত হয়, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ঐ বায়ু সাধককেই বিনাশ করে।

১১৯। যুক্তং যুক্তং ত্যজেদ্বায়ুং যুক্তং যুক্তং প্রপূরয়েৎ।
যুক্তং যুক্তং প্রবধ্নীয়াদেবং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

ব্যাখ্যা। যুক্তং যুক্তম্ (উপযুক্তং সামর্থ্যানুরূপং) বায়ুং ত্যজেৎ, যুক্তং যুক্তং (উপযুক্তং সামর্থ্যানুরূপং) প্রপূরয়েৎ, [তথৈব] যুক্তং যুক্তং প্রবধ্নীয়াৎ (কুম্ভকং কুর্য্যাৎ) এবং [কৃতে] সিদ্ধিম্ অবাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ নান্যথা ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। উপযুক্ততানুসারে বায়ুর পরিত্যাগ বা রেচন করিবেন। সামর্থ্যানুসারে পূরণ করিবেন এবং সামর্থ্যানুসারে কুম্ভন করিবেন এই নিয়মে করিলে যোগী সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, অন্যথা নহে।

১২০। চরতাং চক্ষুরাদীনাং বিষয়েষু যথাক্রমম্।
যৎ প্রত্যাহরণং তেষাং প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে॥

ব্যাখ্যা। বিষয়েষু (ঘটপটাদিষু) যথাক্রমং (ক্রমানুসারেণ

চক্ষুরূপাদিষু, শ্রোত্রং শব্দাদিষু ইত্যেবং ক্রমেণ) চরতাং (বিচরণশীলানাং) তেষাং চক্ষুরাদীনাম্ (ইন্দ্রিয়াণাং) যৎ প্রত্যাহরণং (প্রত্যাবর্ত্তনম্) সঃ প্রত্যাহারঃ উচ্যতে (কথ্যতে)।

অনুবাদ। ঘটপটাদি বিষয়দেশে স্বাভাবিক বিচরণশীল ইন্দ্রিয়সমূহের সেই সেই স্থান হইতে প্রত্যাহরণের নাম প্রত্যাহার।

১২১। যথা তৃতীয়কালে তু রবিঃ প্রত্যাহরেৎ প্রভাম্।
তৃতীয়াঙ্গস্থিতো যোগী বিকারং মানসং হরেৎ॥
ইত্যুপনিষৎ।

ব্যাখ্যা। যথা রবিঃ তৃতীয়কালে (অপরাহ্নে) প্রভাং (কিরণং) প্রত্যাহরেৎ (সংহরেৎ), [তথা] যোগী তৃতীয়াঙ্গস্থিতঃ (ষড়ঙ্গযোগস্য তৃতীয়াঙ্গে প্রত্যাহারে স্থিতঃ প্রত্যাহারসিদ্ধৌ প্রযতমানঃ সন্) মানসং বিকারং হরেৎ॥ ইতি উপনিষৎ (বেদরহস্যম্)।

অনুবাদ। যেরূপ রবি তৃতীয়কালে অপরাহ্নে স্বীয় প্রভাব প্রত্যাহার করেন, সেইরূপ যোগী ষড়ঙ্গ যোগের তৃতীয়াঙ্গ প্রত্যাহারসাধনকালে মানসবিকার হরণে সমর্থ হন। ইহাই বেদরহস্য।

যোগচূড়ামণ্যুপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

যোগচূড়ামণ্যুপনিষৎ সমাপ্ত।

বৃহজ্জাবালোপনিষৎ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ।

প্রথমং ব্রাহ্মণম্।

ওঁ আপো বা ইদমসৎ সলিলমেব। স প্রজাপতি-রেকঃ পুষ্করপর্ণে সমভবৎ। তস্যান্তর্মনসি কামঃ সমবর্ত্তত ইদং সৃজেয়মিতি। তস্মাদ্যৎ পুরুষো মনসা-ভিগচ্ছতি। তদ্বাচা বদতি। তৎ কর্মণা করোতি। তদেষাভ্যনূক্তা। কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি। মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্। হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষেতি। উপৈনং তদুপন-মতি। যৎকামো ভবতি। য এবং বেদ। স তপো-ঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা।

ব্যাখ্যা। আপঃ (জলং) বৈ (প্রসিদ্ধং) অসৎ (আসন্) [ক্ষিত্যাদিজগৎসৃষ্টেঃ প্রাক্ কারণভূতং জলমেব আসীদিত্যর্থঃ, এতচ্চ জলং সূক্ষ্মভূতসমষ্টিরূপং বোধ্যম্, তস্যৈব প্রজাপতে-রুপাধিরূপত্বাৎ, আসন্ ইতি বক্তব্যে অসদিতি ছান্দসঃ

প্রয়োগঃ, এবং প্রায়শঃ জ্ঞাতব্যম] ইদং (প্রত্যক্ষাদিদৃষ্টং) সলিলং (জলং) এব (ন তু অন্যৎ) [অস্যৈব স্থূলজলস্য সূক্ষ্মাত্মকং রূপমেবেত্যর্থঃ] সঃ প্রজাপতিঃ (পূর্ব্বোক্তজলাত্মক এব প্রজাপতিঃ ব্রহ্মা) [জলাদিসূক্ষ্মভূতোপাধিকতয়া প্রজাপতিঃ জলাত্মকঃ উচ্যতে] পুষ্করপত্রে (পদ্মপত্রে) [স্বোপাধিভূতমায়াবৃত্তৌ) সমভবৎ (শয়ান আসীৎ), তস্য (প্রজাপতেঃ) মনসি (অন্তঃকরণে) অন্তঃ (অন্তর্ব্বর্ত্তী) কামঃ (ইচ্ছা) সমবর্ত্তত (অজায়ত) [পরমেশ্বরঃ প্রজাপতিঃ স্বোপাধিম অনাদিনামরূপবাসনাত্মিকাং মায়াম্ আশ্রিত্য সূক্ষ্মস্থূলাদিস্বরূপেণ অবস্থায় মায়াবৃত্ত্যনুগততালক্ষণং সংকল্পং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ) [কামনাপ্রকারমাহ] ইদং (পূর্ব্বসর্গানুভূতং জনিষ্যমাণং জগতঃ নামরূপং) সৃজেয়ং (মায়াদ্বারেণ তত্তদাত্মনা অবস্থিতিলক্ষণাং সৃষ্টিং কুর্ব্বীয়) ইতি। তস্মাৎ (প্রজাপতেঃ সঙ্কল্পপূর্ব্বককার্য্যকরণাৎ) [ইদানীমপি] পুরুষঃ (মানবঃ) যৎ (কর্ত্তব্যং যৎকিঞ্চিৎ) মনসা (অন্তঃকরণেন) অভিগচ্ছতি (বিষয়ীকরোতি ইচ্ছতি ইত্যর্থঃ), তৎ (মনসা অভিলষিতং) বাচা (বাক্যেন) বদতি (কথয়তি) [বাগ্‌বদনপূর্ব্বকং কর্ম্মকরণং লোকপ্রসিদ্ধং দর্শয়তি] তৎ (মনসা সংকল্পিতং) কর্ম্মণা (ক্রিয়য়া) করোতি (নিষ্পাদয়তি)। [উক্তার্থং দ্রঢ়য়িতুং ঋঙ্‌মন্ত্রং সাক্ষিত্বেন দর্শয়তি) তৎ (উক্তং অর্থজাতং) অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) এষা (বক্ষ্যমাণা) [ঋক্] উক্তা।

যদা (যস্মিন্‌কালে, সৃষ্টি সময়ে ইতি যাবৎ) অগ্রে (আদৌ) মনসঃ (অন্তঃকরণস্য) রেতঃ (কারণং জলাত্মকং সূক্ষ্মভূতজাতম্‌ আসীৎ, [তদা] [মনসঃ] কামঃ (ইচ্ছা) অধি (উপরি বিষয়ে, সৃষ্টিবিষয়ে ইত্যর্থঃ) সমবর্ত্তত। (অত যৎ)। কবয়ঃ (বিপশ্চিতঃ, তত্ত্বজ্ঞাঃ) সতঃ (নামরূপানভিব্যক্তস্য, প্রজাপতেঃ ব্রহ্মণঃ) বন্ধুং (বন্ধনং, পরব্রহ্মণঃ নামরূপয়োঃ ব্যাকর্ত্তারং বা) অসতি (অব্যাকৃতনামরূপাত্মকে ব্রহ্মণি) হৃদি (অন্তঃ-করণে) মনীষা (মনীষয়া, নিশ্চিতয়াবুদ্ধ্যা) প্রতীষ্যা (প্রতীষ্য, প্রত্যগাত্মানং, সাক্ষাৎকৃত্য) নিরবিন্দন্‌ (লব্ধবন্তঃ)। ইতি (ঋগ্মন্ত্রসমাপ্তৌ)। এনং (ফলকামিনং) তৎ (কাম্যমানং) উপনমতি (সমীপং আগচ্ছতি, লভতে ইত্যর্থঃ) যৎকামঃ ভবতি (যৎমনসা অভিলষতি)। যঃ (যো জনঃ) এবং (উক্তরূপং) বেদ (জানাতি)। সঃ (প্রজাপতিঃ) তপঃ (সঙ্কল্পং) অতপ্যত (কৃতবান্‌) সঃ (প্রজাপতিঃ) তপস্তপ্ত্বা (সংকল্প্য) [বক্ষ্যমাণং তপস্তক্তং সাক্ষাৎ কৃতবান্‌]।

অনুবাদ। এই স্থূলভূতাত্মক জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল জলই বিদ্যমান ছিল, সেই জল অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতসমষ্টিই প্রজাপতি, তিনি একাকী পদ্ম-পত্রে অর্থাৎ সোপাধিমায়াবৃত্তিতে বিরাজমান ছিলেন। তাহার হৃদয়ান্তবর্ত্তী মনেতে "আমি

পূর্ব্বসর্গানুভূত স্থূলভূতাদি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিব" এইরূপ ইচ্ছা (সঙ্কল্প) হইয়াছিল। এইজন্যই মানবগণ মনে মনে যাহা সঙ্কল্প করে, তাহাই বাক্য দ্বারা বলিয়া প্রকাশ করে এবং কার্য্য দ্বারা তাহা সম্পাদন করে। ইহাই ঋগ্‌মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যখন সৃষ্টিকালে মনের কারণ জল বা সূক্ষ্মভূত মাত্র ছিল, সেই সময়ে সৃষ্টিবিষয়ে মনের সঙ্কল্প হইয়াছিল। ঐ সঙ্কল্পই সদ্রূপ ব্রহ্মের বন্ধন অর্থাৎ অনন্তকার্য্যরূপ বিবর্ত্ত। পণ্ডিতগণ নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা অন্তর্হৃদয়ে অসৎ অর্থাৎ নামরূপদ্বার অনভিব্যক্ত নিরুপাধিক ব্রহ্মে প্রত্যগাত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে লাভ করেন। যিনি ইহা জানেন, তিনি যাদৃশকামনাবিশিষ্ট হইয়া উপাসনাই করেন, সেই কাম্য বিষয় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয়। সেই প্রজাপতি সঙ্কল্পরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনি ঐ তপস্যাদ্বারা বক্ষ্যমাণ ভস্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।

স এতং ভুসুণ্ডঃ কালাগ্নিরুদ্রমগমদাগত্য ভো বিভূতের্মাহাত্ম্যং ব্রূহীতি তথেতি প্রত্যবোচদ্ ভুসুণ্ডং

বক্ষ্যমাণং কিমিতি কিভূতিরুদ্রাক্ষয়োর্মাহাত্ম্যং বভাণেতি। আদাবেব পৈপ্পলাদেন সহোক্তমিতি তৎফলশ্রুতিরিতি তস্মোর্ধ্বং কিং বদামেতি। বৃহজ্জাবালাভিধাং মুক্তিশ্রুতিং মমোপদেশং কুরুষ্বেতি। ওঁ তদ্বদতি। সদ্যোজাতাৎ পৃথিবী। তস্যাঃ স্যান্নিবৃত্তিঃ। তস্যাঃ কপিলবর্ণা নন্দা। তদ্গোময়েন বিভূতির্জাতা। বামদেবাদুদকম্। তস্মাৎ প্রতিষ্ঠা। তস্যাঃ কৃষ্ণবর্ণা ভদ্রা তদ্গোময়েন ভসিতং জাতম্। অঘোরাদ্বহ্নিঃ। তস্মাদ্বিদ্যা। তস্যা রক্তবর্ণা সুরভিঃ। তদ্গোময়েন ভস্ম জাতম্। তৎপুরুষাদ্বায়ুঃ। তস্মাচ্ছান্তিঃ। তস্যাঃ শ্বেতবর্ণা সুশীলা। তস্যা গোময়েন ক্ষারং জাতম্। ঈশানাদাকাশম্। তস্মাচ্ছান্ত্যতীতা। তস্যাশ্চিত্রবর্ণা সুমনাঃ। তদ্গোময়েন রক্ষা জাতা। বিভূতির্ভসিতং ভস্ম ক্ষারং রক্ষেতি ভস্মনো ভবন্তি পঞ্চ নামানি। পঞ্চভির্নামভির্ভৃশমৈশ্বর্য্যকারণাদ্ভূতিঃ। ভস্ম সর্বাঘভক্ষণাৎ। ভাসনাদ্ভসিতম্। ক্ষারণাদাপদাং ক্ষারম্।

ভূতপ্রেতপিশাচব্রহ্মরাক্ষসাপস্মারভবভীতিভ্যোঽভিরক্ষণাদ্রক্ষেতি। প্রথমং ব্রাহ্মণম্।

ব্যাখ্যা। স ভুসুণ্ডঃ (শ্রুতৌ বাশিষ্ঠাদৌ চ প্রসিদ্ধঃ ভুষুণ্ডঃ নাম কশ্চিৎ অনেককল্পান্তজীবী কাকঃ) এতং কালাগ্নিরুদ্রং (পূর্ব্বোক্তং প্রজাপতিং) অগমৎ (জিজ্ঞাসুঃ সন্ গতবান্), আগত্য (সমীপংগত্বা) বিভূতেঃ (উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদার্থকস্য ভস্মনঃ) মাহাত্ম্যং (ফলশ্রুকত্বাদিকং) ব্রূহি (কথয়) ইতি (বাক্যসমাপ্তৌ)। [কালাগ্নিরুদ্রঃ] তথেতি (স্বদুক্তম্ এব ভবতু ইতি) প্রত্যবোচৎ (অঙ্গীকৃতবান্) বক্ষ্যমাণং (অগ্রতঃ উচ্যমানং) কিমিতি (কীদৃশং) বিভূতিরুদ্রাক্ষয়োঃ (ভস্মরুদ্রাক্ষয়োঃ) মাহাত্ম্যং, [তৎ] বক্তাপ (উক্তবান্)। আদৌ এব (পূর্ব্ববৎ এব) পৈপ্পলাদেন (পিপ্পলাদঃনয়েন কেনচিদ্ ঋষিণা) সহ (যুগপৎ) তৎফলশ্রুতিরিতি (দ্বয়োঃ ভস্মরুদ্রাক্ষয়োঃ যৎফলং শ্রূয়তে তৎ) তস্য উৰ্দ্ধ্বং (তৎকথনাৎ পরং) কিংবদাম (কিং বক্ষ্যামি) [ইতঃপরং বক্তব্যং নাস্তীতি, অতঃ তদিতরদ্ যৎ জ্ঞাতব্যং তৎ পৃচ্ছ ইতি ভাবঃ] [ইতঃপরং অধ্যায়সমাপ্তিং যাবৎ সুগমম্]।

অনুবাদ। অনেক কল্পান্তজীবী ভুসুণ্ডনামক কাক শ্রুতি ও যোগবাশিষ্ঠাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। তিনি পূর্ব্বোক্ত কালাগ্নিরুদ্রনামক পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া "ভগবন্! বিভূতি

ও রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্য বলুন” এই প্রার্থনা করিলেন। কালাগ্নিরুদ্রদেব "তাহাই হইবে” এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া ভুসুণ্ডকে বিভূতি ও রুদ্রাক্ষের বক্ষ্যমাণরূপ মাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন। প্রথমতঃ পৈপ্পলাদঋষি-কর্ত্তৃক যুগপৎ বিভূতি ও রুদ্রাক্ষের ফলশ্রুতি উক্ত হইয়াছে, ইহার পর আর কি বলিব? ইহাতে অতিরিক্ত যদি কিছু জানিবার অভিপ্রায় থাকে তাহা জিজ্ঞাসা কর। ভুসুণ্ড বলিলেন,—বৃহজ্জাবাল-নামক মুক্তিজনক শ্রুতিবিষয়ে আমাকে উপদেশ করুন। কালাগ্নিরুদ্রদেব তাহাই হউক ইহা স্বীকার করিয়া বলিলেন,—পরমেশ্বরের সদ্যোজাতনামক মূর্ত্তি হইতে পৃথিবী হইয়াছিল, তাহা হইতে নিবৃত্তি জন্মগ্রহণ করে, নিবৃত্তি হইতে কপিলবর্ণা নন্দানাম্নী ধেনু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার গোময় দ্বারা বিভূতি জন্মিয়াছে। বামদেবনামক পরমেশ্বরের মূর্ত্তি হইতে উদক উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা হইতে প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠা হইতে কৃষ্ণবর্ণা ভদ্রা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার গোময়দ্বারা ভসিত জন্মিয়াছে।

মহেশ্বরের অঘোরনামক মূর্ত্তি হইতে বহ্নি, তাহা হইতে বিদ্যা ও বিদ্যা হইতে রক্তবর্ণা সুরভি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার গোময় দ্বারা ভস্ম সঞ্জাত হইয়াছে। তৎপুরুষনামক মহেশ্বরের মূর্ত্তি হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইতে শান্তি ও শান্তি হইতে শ্বেতবর্ণা সুশীলা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার গোময়দ্বারা ক্ষার হইয়াছে। পরমেশ্বরের ঈশান-নামক মূর্ত্তি হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইতে শান্তাতীতা ও শান্তাতীতা হইতে চিত্রবর্ণা সুমনাঃ জন্মিয়াছে। সুমনার গোময় দ্বারা রক্ষা উৎপন্ন হইয়াছে; বিভূতি, ভসিত, ভস্ম, ক্ষার ও রক্ষা এই পঁচটী ভস্মের নাম। উক্ত পাঁচটী নামের এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে। অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যজনক বলিয়া বিভূতি, সকলপ্রকার পাপ ভক্ষণ করে বলিয়া ভস্ম, তত্ত্বজ্ঞানের ভাসক বলিয়া ভসিত, সকল বিপদের ক্ষারণ অর্থাৎ বিনাশহেতু বলিয়া ক্ষার ও ভূত, প্রেত, পিশাচ, ব্রহ্মরাক্ষস, অপস্মার এবং সংসার ভয় হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করে বলিয়া রক্ষা নাম হইয়াছে।

প্রথম ব্রাহ্মণের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

অথ ভুসুণ্ডঃ কালাগ্নিরুদ্রমগ্নীষোমাত্মকং ভস্মস্নানবিধিং পপ্রচ্ছ। অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একং ভস্ম সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ অগ্নীষোমাত্মকং বিশ্বমিত্যগ্নিরাচক্ষতে। রৌদ্রী ঘোরা যা তৈজসী তনূঃ। সোমঃ শক্ত্যমৃতময়ঃ শক্তিকরী তনূঃ। অমৃতং যৎপ্রতিষ্ঠা সা তেজোবিদ্যাকলা স্বয়ম্। স্থূলসূক্ষ্মেষু ভূতেষু স এব রসতেজসী॥

২। দ্বিবিধা তেজসো বৃত্তিঃ সূর্য্যাত্মা চানলাত্মিকা।
তথৈব রসশক্তিশ্চ সোমাত্মা চানলাত্মিকা॥

৩। বৈদ্যুদাদিময়ং তেজো মধুরাদিময়ো রসঃ।
তেজোরসবিভেদৈস্তু বৃত্তমেতচ্চরাচরম্॥

৪। অগ্নেরমৃতনিষ্পত্তিরমৃতেনাগ্নিরেধতে।
অত এব হবিঃ কৢপ্তমগ্নীষোমাত্মকং জগৎ॥

৫। ঊর্ধ্বশক্তিময়ং সোম অধোশক্তিময়োঽনলঃ।
তাভ্যাং সংপুটিতস্তস্মাচ্ছশ্বদ্বিশ্বমিদং জগৎ॥

৬। অগ্নেরূর্দ্ধং ভবত্যেষা যাবৎসৌম্যং পরামৃতম্।
যাবদগ্ন্যাত্মকং সৌম্যমমৃতং বিসৃজত্যধঃ ॥
৭। অত এব হি কালাগ্নিরধস্তাচ্ছক্তিরূর্ধ্বগা।
যাবদাদহনশ্চোর্ধ্বমধস্তাৎ পাবনং ভবেৎ ॥
৮। আধারশক্ত্যাবধৃতঃ কালাগ্নিরয়মূর্ধ্বগঃ।
তথৈব নিম্নগঃ সোমঃ শিবশক্তিপদাস্পদঃ ॥
৯। শিবশ্চোর্ধ্বময়ঃ শক্তিরূর্ধ্বশক্তিময়ঃ শিবঃ।
তদিত্থং শিবশক্তিভ্যাং নাব্যাপ্তমিহ কিঞ্চন ॥
১০। অসকৃচ্চাগ্নিনা দগ্ধং জগত্তদ্ভস্মসাৎকৃতম্।
অগ্নেবীর্যমিদং প্রাহুস্তদ্বীর্য্যং ভস্ম যত্ততঃ ॥
১১। যশ্চেত্থং ভস্মসদ্ভাবং জ্ঞাত্বাভিস্নাতি ভস্মনা।
অগ্নিরিত্যাদিভির্মন্ত্রৈর্দগ্ধপাপঃ স উচ্যতে ॥
১২। অগ্নির্বীর্য্যং চ তদ্ভস্ম সোমেনাপ্লাবিতং পুনঃ।
অযোগযুক্ত্যা প্রকৃতেরধিকারায় কল্পতে ॥
১৩। যোগযুক্ত্যা তু তদ্ভস্ম প্লাব্যমানং সমন্ততঃ।
শাক্তেনামৃতবর্ষেণ হ্যধিকারান্নিবর্ত্ততে ॥
১৪। অতো মৃত্যুঞ্জয়ায়েত্থমমৃতপ্লাবনং সতাম্।
শিবশক্ত্যমৃতস্পর্শে লব্ধ এব কুতো মৃতিঃ ॥

১৫। যো বেদ গহনং গুহ্যং পাবনং চ তথোদিতম্।
অগ্নীষোমপুটং কৃত্বা ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥
১৬। শিবাগ্নিনা তনুং দগ্ধ্বা শক্তিসোমামৃতেন যঃ।
প্লাবয়েদ্‌যোগমার্গেণ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে
সোঽমৃতত্বায় কল্পত ইতি॥

দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥

ব্যাখ্যা। অগ্নীষোমাত্মকং (বহ্নিচন্দ্রস্বরূপং) ভস্মস্নানবিধিং (ভস্মনা স্নানকর্ত্তব্যতাপ্রকারং) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসিতবান্)। [ইদানীং ভস্মনঃ ব্রহ্মরূপতাসম্পাদনেন সর্ব্বাত্মকতাং দর্শয়ন্ ঋষেস্তৌতি] যথা (যদ্বৎ) অগ্নিঃ (বহ্নিঃ) একঃ (প্রকাশাত্মকতয়া একঃ সন্ অপি) ভুবনং (ইমং লোকং) প্রবিষ্টঃ (অনুপ্রবিষ্টঃ) রূপং রূপং প্রতি (কাষ্ঠাদিদাহ্যবিশেষং প্রাপ্য) প্রতিরূপঃ(তত্র তত্র কাষ্ঠাদৌ প্রতিরূপবান্,দাহ্যভেদেন বহুবিধঃ) বভূব, তথা (তদ্বৎ) একং (ব্রহ্মস্বরূপতয়া ভস্মস্বরূপেণ চ অদ্বিতীয়ং সৎ) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বজীবাত্মকং) ভস্ম (বক্ষ্যমাণবিধিনা সম্পাদিতগোময়ভস্মোপাধিকং ব্রহ্ম) রূপং রূপং প্রতিরূপঃ (সর্ব্বপ্রাণিনাং অন্তরাত্মস্বরূপং ভস্মোপাহিতং ব্রহ্ম সর্ব্বেষাং বুদ্ধৌ প্রবিষ্টত্বাৎ অতিসূক্ষ্মত্বাচ্চ সর্ব্বভূতাকারেণ উপলভ্যমানং) [ভবতি] বহিশ্চ (বাহ্যতশ্চ)

[উপাধিপরিহাণ্যা অবিকৃতব্রহ্মরূপেণ অবতিষ্ঠতে ইত্যর্থঃ]. বিশ্বং (জগৎ) অগ্নীষোমাত্মকং (বহ্নিরূপং চন্দ্ররূপং চ), রৌদ্রী (রুদ্রাত্মিকা, উগ্রা ইত্যর্থঃ) ঘোরা (ভয়ঙ্করী) তেজসী (তেজোরূপা) যা তনুঃ (মূর্ত্তিঃ) [সা] অগ্নিঃ (বহ্নিঃ) [ইতি] আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [বিদ্বাংসঃ ইতি শেষঃ]। সোমঃ (চন্দ্রঃ) শক্ত্যমৃতময়ঃ (স্বীয়াসাধারণধর্ম্মরূপসামর্থ্যেন অমৃতাত্মকঃ), শক্তিকরী (সামর্থ্যজনিকা) তনুঃ (মূর্ত্তিঃ) অমৃতং, যৎপ্রতিষ্ঠা (যস্যাঃ শক্তৌ প্রতিষ্ঠামাপন্নং) সা (সোমাত্মিকা শক্তিঃ) স্বয়ং (সাক্ষাৎ) তেজোবিদ্যাকলা (প্রকাশজ্ঞানাত্মকস্য আত্মনঃ অংশঃ), সঃ (চন্দ্রঃ) এব, স্থূলসূক্ষ্মেষু ভূতেষু (মহাভূততন্মাত্রাত্মকেষু ভূতেষু) রসতেজসী (রসাত্মকঃ তেজোরূপশ্চ) [অমৃতাত্মকজলময়ত্বেব চন্দ্রস্য বহ্ন্যাত্মকসূর্য্যসম্পর্কাৎ তেজোরূপতা জায়তে অতঃ চন্দ্রস্য রসতেজোরূপতা বোধ্যা] ॥ ১ ॥ তেজসঃ (প্রকাশস্য) দ্বিবিধা (দ্বিপ্রকারা) বৃত্তিঃ (ব্যাপারঃ) সূর্য্যাত্মা (তপনরূপঃ) অনলাত্মিকা (বহ্নিস্বরূপা) চ, তথৈব (তদ্বদেব) রসশক্তিঃ চ (অমৃতাত্মক জলসামর্থ্যং চ) সোমাত্মা (চন্দ্রস্বরূপা) অনলাত্মিকা (বহ্নিরূপা) ॥ ২ ॥ তেজঃ (জগদংশভূতঃ বহ্নিঃ) বৈদ্যুদাদিময়ং (বিদ্যুদাদিস্বরূপং) রসঃ (জগদংশভূতং চন্দ্রাত্মকং জলং) মধুরাদিময়ঃ (মাধুর্য্যাদিগুণযুক্তঃ) এতচ্চরাচরং (পরিদৃশ্যমানস্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ) তেজোরসবিভেদৈঃ

(বহ্নিজলরূপকবিশেষৈঃ) [বিশিষ্টরূপেণ] বৃত্তং (বর্ত্তমানং) অগ্নেঃ (তেজসঃ) অমৃতনিষ্পত্তিঃ (জলস্য উৎপত্তিঃ) অগ্নিঃ (তেজঃ) অমৃতেন (সূক্ষ্মরূপেণ স্নেহাত্মকেন জলেন) এধতে (বর্দ্ধতে)। অতএব (পূর্ব্বোক্তরীত্যা জগতঃ অগ্নীষোমাত্মকত্বাৎ) অগ্নীষোমাত্মকং (বহ্নিচন্দ্রাত্মকং) জগৎ (এতচ্চরাচরং) হবিঃ (হোমীয়ং দ্রব্যং) কল্পিতং (প্রসিদ্ধম্) ॥ ৪ ॥ সোমঃ (চন্দ্রঃ) ঊর্দ্ধশক্তিময়ঃ (উপরি প্রকটভাবাপন্না অমৃতস্যাহ্লাদিনীশক্তিঃ তদাত্মকঃ) অনলঃ (তেজঃ) অধঃশক্তিময়ঃ (পৃথিব্যাদৌ বিততা যা তৈজসীশক্তিঃ তন্ময়ঃ), তস্মাৎ (অগ্নীষোময়োঃ শক্ত্যোঃ উপরিষ্টাৎ অধস্তাচ্চ বিকাশাৎ) ইদং জগৎ (প্রমাণত উপলব্ধমেতচ্চরাচরং) তাভ্যাং (অগ্নীষোমাভ্যাং) সম্পুটিতঃ (সম্যক্ আবৃতং) ॥ ৫ । সৌম্যং (সোমসম্বন্ধি) পরামৃতং (প্রকৃষ্টা অমৃতময়ী শক্তিঃ) যাবৎ (যাবন্তং দেশং ব্যাপ্য প্রকটতাসম্পন্না) [তাবৎ] অগ্নেঃ (তেজসঃ) এষা। পৃথিব্যাদৌ প্রকটতয়া অনুভূতা) শক্তিঃ (ঊর্দ্ধগা তৈজসী শক্তিঃ) ভবতি (ব্যাপ্নোতি)। [অথচ] অগ্ন্যাত্মকং (তৈজসং অগ্নিশক্তিরিতি যাবৎ) [প্রসৃতেতি শেষঃ] [তাবৎ] অধঃ (পৃথিব্যাদৌ অধঃপ্রদেশে) সৌম্যং (সোমসম্বন্ধি) অমৃতং (অমৃতময়ী শক্তিঃ) বিসৃজতি (ত্যজতি) ॥ ৬ ॥ অতএব (অগ্নিশক্তেরধস্তাৎ সোমশক্তেঃ উপরিষ্টাৎ বিদ্যমানত্বাৎ তয়োঃ ঊর্দ্ধাধোগতিত্বাচ্চ) কালাগ্নিঃ (কালাখ্য বহ্নিঃ) অধস্তাৎ

(নিম্নে ভূম্যাদৌ) [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ] শক্তিঃ (তস্য অগ্নেঃ শক্তিঃ) উর্দ্ধগা (উন্মুখী সতী চন্দ্রং যাবৎ বিস্তৃতা) উর্দ্ধং (উর্দ্ধগতা সোমশক্তিঃ) অধস্তাৎ (নিম্নতঃ) যাবদ্দাহনং (অগ্নিশক্তিং যাবৎ) পাবনং (পবিত্রতাসম্পাদকং) ভবেৎ (স্যাৎ) [অমৃতময়চন্দ্রশক্তিসম্পর্কাদেব অগ্নিশক্তেঃ পাবনত্বং ভবতীতি ভাবঃ] ॥ ৭ ॥ আধারশক্ত্যা (ভূম্যাদেরধিকরণ-শক্ত্যা) অবধৃতঃ (ধারিতঃ) কালাগ্নিঃ (অগ্নিশক্তিঃ) উর্দ্ধগঃ (চন্দ্রমণ্ডলং যাবৎ ব্যাপ্তঃ) [ভবতি] তথা (তদ্বৎ) শিবশক্তিপদাস্পদঃ (চন্দ্রমণ্ডলোপলক্ষিতপরমস্থানঃ শক্তেঃ মায়ায়াঃ আশ্রয়ঃ) সোমঃ (চন্দ্রঃ) নিম্নগঃ (অধোলোকব্যাপী) ॥৮॥ উর্দ্ধ্বময়ঃ (উর্দ্ধ্বম্ অয়তে গচ্ছতি রসঃ, উপরিষ্টাৎ বিস্তৃমরয়া সোমরূপয়া শক্ত্যা তাদাত্ম্যমাপন্নঃ) শিবঃ (তেজোরূপ-প্রকাশাত্মকঃ পরমাত্মা) শক্তিঃ (শক্ত্যা অভিন্নঃ) [তথা] উর্দ্ধশক্তিঃ (সোমশক্তিঃ) শিবঃ (শিবাত্মকঃ) ॥ তৎ (তস্মাৎ) ইত্থং (অনেনোক্তরূপেণ) তাভ্যাং (শিবশক্তিভ্যাম্) ইহ (প্রপঞ্চে) অব্যাপ্তং (অননুস্যূতং) কিঞ্চন (কিমপি) ন [ভবতীতি শেষঃ] [এতাবতা প্রবন্ধেন বাহ্যয়োঃ শিবশক্ত্যোর-ভেদবৎ সর্ব্বব্যাপকত্বাচ্চ ব্যষ্টিজীবশরীরেহপি আধারশক্ত্যু-পহিতশিবস্থ উর্দ্ধগত্যা শক্তিসংযোগেন সহস্রারেহবস্থিত-চন্দ্রমণ্ডলনিঃসৃতামৃতধারয়া সর্ব্বশরীরপ্লাবকত্বাদিপ্রক্রিয়া উক্তেতি বোদ্ধব্যম্] তদ্‌জগৎং (পরিলক্ষ্যমাণসকলপ্রপঞ্চঃ) অসকৃৎ

(পুনঃপুনঃ) অগ্নিনা (শিবাত্মকেন অগ্নিনা) দগ্ধং (প্লুষ্টং) [জ্ঞানাত্মকেন পরমাত্মনা মায়াশক্তেঃ বশীকরণং এবমাহং বোধ্যঃ] ভস্মসাৎ (ভস্মময়ং মিথ্যাত্বেনাবভাসিতম্ ইত্যর্থঃ) কৃতং (সম্পাদিতং) ইদং (ভস্মীকরণং) যৎ (যস্মাৎ) অগ্নেঃ (বহ্নেঃ, তেজসঃ) বীর্য্যং (শক্তিঃ) প্রাহুঃ (কথয়ন্তি) [পণ্ডিতা ইতি শেষঃ] ততঃ (তস্মাৎ) ভস্ম, তদ্বীর্য্যং (তস্য অগ্নেঃ সামর্থ্যং) ॥ ১০॥ যঃ (জনঃ) ইত্থং (পূর্ব্বোক্ত-রূপেণ) ভস্মসদ্ভাবং (ভস্মনঃ সদ্ভূতিং) জ্ঞাত্বা (বিদিত্বা) ভস্মনা, অগ্নিরিত্যাদিভির্মন্ত্রৈঃ (অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম ইত্যাদিভিঃ মন্ত্রৈঃ) সঃ (জনঃ) দগ্ধ উচ্যতে ॥ ১১ ॥ তদ্ ভস্ম (পূর্ব্বোক্তং ভস্ম) অগ্নেঃ (অগ্নিরূপস্য পরমাত্মনঃ) বীর্য্যং (কার্য্যং), পুনঃ (ভূয়ঃ) সোমেন (সোমশক্ত্যাত্মকেন অমৃতেন) প্লাবিতং (অব্বতোভাবেন আর্দ্রীকৃতম্) অযোগ-যুক্ত্যা (যোগসাধনং বিনা) প্রকৃতেরধিকারায় (প্রকৃতেঃগুণ-পরিণামেন বন্ধায়) কল্পতে (সম্পদ্যতে) ॥ ১২ ॥ তু (পুনঃ (যোগযুক্ত্যা (যোগানুষ্ঠানেন) শাক্তেন (সোমশক্তিসম্ভূতেন অমৃতবর্ষেণ (অমৃতধারয়া) তদ্ভস্ম, সমন্ততঃ (সর্ব্বতঃ) আপাব্যমানং [কৃত্বা] [প্রকৃতেঃ] অধিকারাৎ (গুণপরিণামেন বন্ধাৎ) নিবর্ত্ততে নিবৃত্তঃ ভবতি, মোক্ষমাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ৩॥ অতঃ (যোগেন অমৃতবর্ষদ্বারা ভস্মনঃ প্লাবনস্য মোক্ষসাধনত্বাৎ) মৃত্যুঞ্জয়ায় (মোক্ষলাভায়) সতাং (বিশুদ্ধচেতসাং) ইত্থং

(পূর্ব্বোক্তরূপেণ) অমৃতপ্লাবনং [কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ]। শিবশক্ত্যমৃতস্পর্শে (পরমাত্মনং শক্তিসংযোগেন জাতস্য স্পর্শে) লব্ধে (প্রাপ্তে সতি) কুতঃ (কস্মাৎ) মৃতিঃ (মরণম্, বন্ধ ইত্যর্থঃ)॥ অতঃপরং সুগমম্।

অনুবাদ। ইহার পর ভুসুণ্ড কালাগ্নিরুদ্রদেবকে অগ্নি ও সোমাত্মক ভস্মস্নানের বিধি জিজ্ঞাসা করিলেন। কালাগ্নিরুদ্রদেব উত্তর করিলেন, যেমন পরিদৃশ্যমান লৌকিক অগ্নি এই লোকে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য কাষ্ঠাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, সেইরূপ আকার গ্রহণ করিয়া নীল পীত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানারূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ ভস্মরূপ উপাধিদ্বারা উপস্থিত পরমাত্মাও সকল প্রাণীর বুদ্ধিতে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই বুদ্ধ্যাদিবিশিষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া সেই সেই নামরূপাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং উপাধিবিরহিত হইয়া বুদ্ধ্যাদির অতীত আত্মস্বরূপেও অবস্থিত থাকেন। এই জগৎ অগ্নি ও সোমস্বরূপ, কর্ম্মিগণ বলিয়া থাকেন যজ্ঞীয় দেবতা অগ্নি ও সোমকে প্রদত্ত আহুতি

জন্য অদৃষ্ট হইতেই এই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে। এই জগতে যে সকল মূর্ত্তি রুদ্রের ন্যায় ভীষণ, ঘোরাকারা ও তেজোময়ী তাহাই অগ্নি বলিয়া কথিত হয়। আর যে সকল মূর্ত্তি শক্তি-রূপিণী, অমৃতময়ী ও শক্তিকরী উহারা চন্দ্রাত্মক। সেই অমৃত যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, উহা সাক্ষাৎ তেজো-বিদ্যাকলা অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশাত্মক পরমাত্মাতেই অমৃতশক্তি প্রতিষ্ঠিতা। স্থূল ও সূক্ষ্মভূতসমূহ পরমাত্মাই রস (জলাত্মক অমৃত) ও তেজোরূপে অবস্থিত আছেন। তেজঃ সূর্য্য ও অনলরূপে দ্বিবিধভাবে অবস্থিত। সেইরূপ রসশক্তি, চন্দ্র ও অনলরূপে বিরাজমান। বিদ্যুৎ প্রভৃতি যাহা কিছু জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশ পায়, সেই সকল তেজঃ বলিয়া কথিত হয় এবং যাহা কিছু মাধুর্য্যগুণযুক্ত তাহাই রস। সুতরাং এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ তেজঃ ও রস এই দুই বিশেষরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কারণা-বস্থ সূক্ষ্মতেজ হইতেই অমৃতরূপ জলের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং সেই স্নেহাত্মক সূক্ষ্ম জলদ্বারাই অগ্নি

পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব এই অগ্নি ও সোমাত্মক জগৎ আহুতিসাধন হবিরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সোমাত্মক চন্দ্র ঊর্দ্ধশক্তিময়, উহা স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত। এবং অনল অধঃশক্তিস্বরূপ। সমষ্টিভস্মাণ্ড শরীরে চন্দ্র ঊর্দ্ধলোকে অবস্থিত ও অগ্নি অধোলোক পৃথিবীতে বিরাজমান, ব্যষ্টি জীবশরীরে চন্দ্র ঊর্দ্ধদেশে সহস্রারে অবস্থিত, অনল মূলাধারে বিরাজিত। এই অগ্নি ও সোম দ্বারা সর্ব্বদা এই অনন্তজগৎ সম্যক্‌রূপে বেষ্টিত। যথায় চন্দ্রসম্বন্ধি পরম অমৃত বিরাজিত অগ্নিশক্তি ততদূর ঊর্দ্ধব্যাপিনী। ব্যষ্টিদেহে মূলাধারগত বহ্নিশিখা সুষুম্নামার্গে ব্রহ্মরন্ধ্রব্যাপিনী। আবার ভুবনবর্ত্তী অগ্নিশক্তিপর্য্যন্ত সোমসম্বন্ধি অমৃত বিপ্রসৃত হইয়া থাকে। কারণ তেজঃ সর্ব্বদা উন্মুখী ও জল স্বভাবতঃ অধোগামী। এইজন্যই ব্যষ্টিদেহে শিরোদেশে অবস্থিত চন্দ্রের অমৃতধার মূলাধারস্থ অনলপর্য্যন্ত সমস্ত শরীর আপ্লাবিত করিয়া থাকে। অতএব কালাগ্নিশক্তি অধো-

দেশে ও সোমশক্তি ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত। এই ঊর্দ্ধশক্তি দহনস্থানপর্য্যন্ত পবিত্রীকৃত হইয়া থাকে। আধারশক্তিদ্বারা বিধৃত কালাগ্নি ঊর্দ্ধগতিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন এবং সেইরূপ শিবশক্তিস্বরূপে বিদ্যমান সোম নিম্নগতি হইয়া থাকে। যেহেতু মায়াশক্তি স্বভাবতঃই চৈতন্য-শক্তিকে তাদাত্ম্য অধ্যাস দ্বারা নিজের মত করিয়া অর্থাৎ পরমাত্মাকে নিজরূপে প্রতীয়মান করাইয়া অধোমুখে অর্থাৎ মিথ্যার দিকে ধাবিত হয়। ঊর্দ্ধগতিময় শিব অর্থাৎ তেজোরূপ প্রকাশাত্মক পরমাত্মা ঊর্দ্ধশক্তিময় অর্থাৎ সত্যস্বরূপ হইয়াও শক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং ঊর্দ্ধশক্তি-স্বরূপা সোমশক্তি ও শিবাত্মক, অর্থাৎ মায়া ও পর-মাত্মা পরস্পর পরস্পরের তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ উভয়ই উভয়াত্মকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এই-জন্যই শিবশক্তিরূপী ও শক্তিশিবস্বরূপিনী চিন্ময়ী। অতএব এইরূপে শিব ও শক্তিদ্বারা ব্যাপ্ত নহে,—এই প্রপঞ্চে এমন বস্তু কিছুই নাই। সর্ব্বজগৎ অধিষ্ঠান

পরমাত্মা সর্ব্বত্র জগৎ ভ্রমের আশ্রয়রূপে ও সর্ব্ব-সাক্ষিরূপে বিরাজমান এবং মহামায়া মহাশক্তি জগদ্রূপে বিরাজমানা। অন্তরে বাহিরে যেদিকেই তাকাও তথাই শিব ও শক্তি। ইহাদেরই মহালীলা এই মহাব্রহ্মাণ্ড। তেজোরূপ ব্রহ্মাগ্নিনা এই জগৎ পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইয়া ভস্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান দ্বারা অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মাত্মাতে জগতের লয়ই দাহ এবং জগতের মিথ্যাত্বরূপে অবভাসমানতাই ভস্মরূপতা। এই ভস্মীকরণ অগ্নিরই বীর্য্য বা শক্তি এবং এই যে ভস্ম তাহা বহ্নিশক্তিরই বীর্য্য ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। যিনি এইরূপ ভস্মের উৎপত্তি জানিয়া "অগ্নিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ভস্মের দ্বারা স্নান করেন তিনি দগ্ধপাপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। অগ্নির বীর্য্যস্বরূপ ঐ ভস্ম সোমশক্তি হইতে উদ্ভূত অমৃতদ্বারা পুনরায় আপ্লাবিত হয়; যোগ অনুষ্ঠানপ্রকারদ্বারা ইহা অনুষ্ঠিত না হইতে সাধক প্রভৃতির অধিকারের অন্তর্ভূত হইয়া থাকেন অর্থাৎ প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিণাম

মহদাদি জগৎ দ্বারা তাঁহার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি বন্ধ উৎপাদন করিয়া বদ্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহার মুক্তিলাভ হয় না। যিনি যোগানুষ্ঠান দ্বারা চন্দ্রশক্তিজাত অমৃতবর্ষণ দ্বারা আপ্লাবিত করেন, তিনি প্রকৃতির অধিকার হইতে মুক্তিলাভ করেন, অর্থাৎ গুণের পরিণাম দ্বারা প্রকৃতি আর তাহার বন্ধ উৎপাদন করে না। অতএব মৃত্যুকে জয় করিবার নিমিত্ত সাধুগণ ভস্মকে অমৃত দ্বারা আপ্লাবিত করিবে। শিব ও শক্তির সংযোগজন্য অমৃতের স্পর্শলাভ হইলে কিরূপে মরণ হইবে? যিনি উক্তরূপ গভীর গুহ্য ও পবিত্র তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি অগ্নীষোমপুট অর্থাৎ জগৎকে অগ্নি ও সোমশক্তি দ্বারা সম্পুটিত করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। যিনি যোগমার্গে শিব অর্থাৎ পরমাত্মরূপ অগ্নির দ্বারা শরীরকে দগ্ধ করিয়া পুনরায় সোমশক্তিজাত অমৃতদ্বারা আপ্লাবিত করেন, তিনি অমৃত অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। তিনি মোক্ষলাভ করেন।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

১। অথ ভূসুণ্ডঃ কালাগ্নিরুদ্রং বিভূতিযোগমনুব্রহীতি হোবাচ বিকটাঙ্গামুন্মত্তাং মহাখলাং মলিনাম-শিবাদিচিহ্নান্বিতাং পুনর্দেগ্ধুং কৃশাঙ্গাং বৎসহীনা-মশান্তামদুগ্ধদোহিনীং নিরিন্দ্রিয়াং জগ্ধতৃণাং কেশ-চেলাস্থিভক্ষিণীং সন্ধিনীং নবপ্রসূতাং রোগার্ত্তাং গাং বিহায় প্রশস্তগোময়মাহরেদ্গোময়ং স্বস্থং গ্রাহ্যং শুভে স্থানে বা পতিতমপরিত্যাজ্যাত্ত উর্দ্ধং মর্দয়েদগব্যেন গোময়গ্রহণং কপিলা বা ধবলা বা অলাভে তদন্যা গৌঃ স্যাদ্দোষবর্জিতা কপিলাগোভস্মোক্তং লব্ধং গোভস্ম নো চেদন্যগোক্ষারং যত্র ক্বাপি স্থিতং চ যত্তন্ন হি ধার্য্যং সংস্কারসহিতং ধার্য্যম্। তত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।

১। বিদ্যাশক্তিঃ সমস্তানাং শক্তিরিত্যভিধীয়তে।
গুণত্রয়াশ্রয়া বিদ্যা সা বিদ্যা চ তদাশ্রয়া॥

২। গুণত্রয়মিদং ধেনুর্বিদ্যাভূদ্গোময়ং শুভম্।
মূত্রং চোপনিষৎপ্রোক্তং কুর্য্যাদ্ভস্ম ততঃ পরম্॥

৩। বৎসস্থ মূতরশ্চাস্ত তৎসন্তূতং তু গোময়ম্।
আগাব ইতি মন্ত্রেণ ধেনুং তত্রাভিমন্ত্রয়েৎ॥
৪। গাবো ভগো গাব ইতি প্রাশয়েত্তর্পণং জলম্।
উপোষ্য চ চতুর্দশ্যাং শুক্লে কৃষ্ণেঽথবা ব্রতী॥
৫। পরেদ্যুঃ প্রাতরুত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
কৃতস্নানো ধৌতবস্ত্রঃ পয়োর্ধং চ সৃজেচ্চ গাম্॥
৬। উত্থাপ্য গাং প্রযত্নেন গায়ত্র্যা মূত্রমাহরেৎ।
সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে ধারয়েন্মৃন্ময়ে ঘটে॥
৭। পৌষ্করেঽথ পলাশে বা পাত্রে গোশৃঙ্গ এব বা।
আদধীত হি গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্॥
৮। অভূমিপাতং গৃহ্ণীয়াৎ পাত্রে পূর্বোদিতে গৃহী।
গোময়ং শোধয়েদ্বিদ্বান্ শ্রীর্মে ভজতু মন্ত্রতঃ॥
৯। অলক্ষ্মীর্ম ইতি মন্ত্রেণ গোময়ং ধান্যবর্জিতম্।
সংত্বাসিঞ্চামি মন্ত্রেণ গোমূত্রং গোময়ে ক্ষিপেৎ।
১০। পঞ্চানাং ত্রিতি মন্ত্রেণ পিণ্ডানাং চ চতুর্দশ।
কুর্য্যাৎ সংশোধ্য কিরণৈঃ সৌরৈকৈরাহরেত্ততঃ॥
১১। নিদধ্যাদথ পূর্বোক্তপাত্রে গোময়পিণ্ডকান্।
স্বগৃহোক্তবিধানেন প্রতিষ্ঠাপ্যাগ্নিমীজয়েৎ॥

১২। পিণ্ডাংশ্চ নিক্ষিপেত্তত্র আত্মস্থং প্রণবেন তু।
ষড়ক্ষরস্য সূক্তস্য ব্যাকৃতমা তথাক্ষরৈঃ॥
১৩। স্বাহান্তে জুহুয়াত্তত্র বর্ণদেবায় পিণ্ডকান্।
আঘারাবাজ্যভাগৌ চ প্রক্ষিপেদ্ব্যাহৃতীঃ সুধীঃ॥
১৪। ততো নিধনপতয়ে ত্রয়োবিংশজ্জুহোতি চ।
হোতব্যাঃ পঞ্চ ব্রহ্মাণি নমো হিরণ্যবাহবে॥
১৫। ইতি সর্বাহুতীর্হুত্বা চতুর্থ্যন্তৈশ্চ মন্ত্রকৈঃ।
ঋতং সত্যং কদ্রুদ্রায় যস্য বৈকঙ্কতীতি চ॥
১৬। এতৈশ্চ জুহুয়াদ্বিদ্বাননাজ্ঞাতত্রয়ং তথা।
ব্যাহৃতীরথ হুত্বা চ ততঃ স্বিষ্টকৃতং হুনেৎ॥
১৭। ইধ্মশেষং তু নির্বর্ত্য পূর্ণপাত্রোদকং তথা।
পূর্ণমসীতি যজুষা জলেনান্যেন বৃংহয়েৎ॥
১৮। ব্রাহ্মণেষ্বমৃতমিতি তজ্জলং শিরসি ক্ষিপেৎ।
প্রাচ্যামিতি দিশং লিঙ্গৈর্দিক্ষু তোয়ং বিনিক্ষিপেৎ
১৯। ব্রাহ্মণে দক্ষিণাং দত্ত্বা শান্ত্যৈ পুলকমাহরেৎ।
আহরিষ্যামি দেবানাং সর্বেষাং কর্মগুপ্তয়ে॥
২০। জাতবেদসমেনং ত্বাং পুলকৈশ্ছাদয়াম্যহম্।
মন্ত্রেণানেন তং বহ্নিং পুলকৈশ্ছাদয়েত্ত্রঃ॥

২১। ত্রিদিনং জ্বলনস্থিতৈত্য ছাদনং পুলকৈঃ শ্বতম্।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তক্ত্যা স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ॥
২২। ভস্মাধিক্যমভীপ্সুস্তু অধিকং গোময়ং হরেৎ।
দিনত্রয়েণ যদি বা একস্মিন্ দিবসেহথবা॥
২৩। তৃতীয়ে বা চতুর্থে বা প্রাতঃ স্নাত্বা সিতাম্বরঃ।
শুক্লযজ্ঞোপবীতী চ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ॥
২৪। শুক্লদন্তো ভস্মদিগ্ধা মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ।
ওঁ তদ্ ব্রহ্মেতি চোচ্চার্য্য পৌলকং ভস্ম সংত্যজেৎ
২৫। তত্র চাবাহনমুখানুপচারাংস্তু ষোড়শ।
কুর্য্যাদ্ব্যাহৃতিভিস্ত্বেবং ততোহগ্নিমুপসংহরেৎ॥
২৬। অগ্নির্ভস্মেতি মন্ত্রেণ গৃহ্নীয়াদ্ভস্ম চোত্তরম্।
অগ্নিরিত্যাদি মন্ত্রেণ প্রমৃজ্য চ ততঃ পরম্॥
২৭। সংযোজ্য গন্ধসলিলৈঃ কপিলামূত্রকেণ বা।
চন্দ্রকুঙ্কুমকাশ্মীরমুশীরং চন্দনং তথা॥
২৮। অগরুত্রিতয়ং চৈব চূর্ণয়িত্বা তু সূক্ষ্মতঃ।
ক্ষিপেত্তস্মিন্ তচ্চূর্ণমোমিতি ব্রহ্মমন্ত্রতঃ॥
২৯। প্রণবেনাহরেদ্বিদ্বান্ বৃহত্তো বটকানথ।
অণোরণীয়ানিতি হি মন্ত্রেণ চ বিচক্ষণঃ॥

৩০। ইত্থং ভস্ম সুসম্পাদ্য শুষ্কমাদায় মন্ত্রবিৎ।
প্রণবেন বিমৃজ্যাথ সপ্তপ্রণবমন্ত্রিতম্॥

৩১। ঈশানেতি শিরোদেশং মুখং তৎপুরুষেণ তু।
উরুদেশমঘোরেণ গুহ্যং বামেন মন্ত্রয়েৎ॥

৩২। সদ্যোজাতেন বৈ পাদান্ সর্বাঙ্গং প্রণবেন তু।
তত উদ্ধূল্য সর্বাঙ্গমাপাদতলমস্তকম্॥

৩৩। আচম্য বসনং ধৌতং ততশ্চৈতৎ প্রধারয়েৎ।
পুনরাচম্য কর্ম স্বং কর্ত্তুমর্হসি সত্তম॥

৩৪। অথ চতুর্বিধং ভস্মকল্পম্। প্রথমমনুকল্পম্। দ্বিতীয়মুপকল্পম্। উপোপকল্পং তৃতীয়ম্। অকল্পং চতুর্থম্। অগ্নিহোত্রসমুদ্ভূতং বিরজানলজমনুকল্পম্। বনে শুষ্কং শকৃৎ সংগৃহ্য কল্পোক্তবিধিনা কল্পিতমুপকল্পং স্যাৎ। অরণ্যে শুষ্কগোময়ং চূর্ণীকৃত্যানুসংগৃহ্য গোমূত্রৈঃ পিণ্ডীকৃত্য যথাকল্পম্ সংস্কৃতমুপোপকল্পম্। শিবালয়স্থমকল্পং শতকল্পং চ। ইত্থং চতুর্বিধং ভস্ম পাপং নিকৃন্তয়েন্মোক্ষং দদাতীতি ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্রঃ।

ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

ব্যাখ্যা। [বিষমপদানি ব্যাখ্যায়ন্তে] ভুসুণ্ডস্ত বিভূতি-যোগবিষয়ে প্রশ্নানন্তরং ভস্মগ্রহণায় গ্রাহ্যাং গাং বিশেষয়িতুং বর্জ্জনীয়াং গামাহ কালাগ্নিরুদ্রঃ। বিকটাঙ্গাং (ভীষণশরীরাং) উন্মত্তাং (ক্ষিপ্তাং) মহাখলাং (অতিশয়েন খলতাযুক্তাং) মলিনাম্ (মালিন্যোপেতাম্) অশিবাদিচিহ্নান্বিতাং (অমঙ্গল-চিহ্নযুক্তাং) পুনঃ (অথচ) কৃশাঙ্গাং (কৃশশরীরাং) বৎসহীনাং অদুগ্ধ দোহিনম্(যাং দুগ্ধং দোগ্ধুং ন শক্যতে)নিরিন্দ্রিয়াং(ইন্দ্রিয়-রহিতাম্ অকর্ম্মাঙ্গযুক্তাং)জগ্ধতৃণাং (ভক্ষিতঘাসাং, যা পুনঃ তৃণং ন খাদিষ্যতি, জরতীম্ ইত্যর্থঃ) কেশচেলাস্থিভক্ষিণীং (কেশাদি-ভক্ষণকারিণীং) সন্ধিনীং (বৃষভেণ আক্রান্তাং) নবপ্রসূতাং (অচিরপ্রসূতাং) রোগার্ত্তাং (রোগপীড়িতাং) গাং, বিহায় (পরিত্যজ্য) খস্থং (আকাশস্থিতং, ভূমৌ অপতিতং ইতি যাবৎ) কপিলা (পীতবর্ণা)।

অনুবাদ। ইহার পর ভুসুণ্ড কালাগ্নি-রুদ্রদেবকে "বিভূতিযোগ উপদেশ করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। কালাগ্নিরুদ্রদেব বলিলেন,—যে গোর শরীর দেখিতে বিকট আকার, যে সকল ধেনুক্ষিপ্তা, অতিশয় খলস্বভাবা মলিনা, অমঙ্গলচিহ্নযুক্তা, কৃশশরীরা, বৎসহীনা অথবা চঞ্চলা,

যাহারা দুধ দেয় না, যাহাদের ইন্দ্রিয় বিকল হইয়াছে, যাহারা ঘাস খাইয়াছে, আর ঘাস খাইবে না অর্থাৎ অতি প্রাচীনা, যে সকল গো কেশ, ছিন্ন বস্ত্র ও অস্থি ভক্ষণ করে, যে গো মৈথুননিমিত্ত বৃষভ-কর্ত্তৃক আক্রান্তা, এবং নবপ্রসূতা, রোগপীড়িতা এইরূপ লক্ষণযুক্ত গো পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত গোর গোময় আহরণ করিবে। গোময় ভূমিতে পতিত না হইতেই আকাশে গ্রহণ করিবে, অথবা শুভস্থানে পতিত গোময় পরিত্যাগ করিবে না। অতঃপর গব্যঘৃত দ্বারা উহা মর্দ্দন করিবে। এইরূপে গোময় গ্রহণ কর্ত্তব্য জানিবে। গোময়গ্রহণের নিমিত্ত কপিলা অথবা ধবলবর্ণা গোই প্রশস্ত। তাদৃশ গো না পাইলে দোষবর্জ্জিত অপর গোর গোময় গ্রহণ করিবে। উক্তপ্রকার কপিলা গোর গোময়ের ভস্ম পাওয়া গেলে তাহাই প্রকৃষ্ট ভস্ম, তাদৃশ গো লাভ না হইলে অন্য গোর গোময় উক্ত বিধি অনুসারে গ্রহণ করিবে। যে সকল গোময় যে কোনও স্থানে অবস্থিত তাহা ধারণীয় নহে।

সকল প্রকার গোময়ই সংস্কারপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। এই বিষয়ে এই সকল শ্লোক আছে। বিদ্যাশক্তিই সকলের শক্তি বলিয়া কথিত হয়। এই বিদ্যাশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির আত্মগোচরা বৃত্তিই বিদ্যা নামে খ্যাত। সেই বিদ্যা ধেনুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। এই গুণত্রয়ই ধেনু এবং শুভ গোময়ই বিদ্যা। গোমূত্র উপনিষৎ নামে উক্ত হইয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই গোময়ে বক্ষ্যমাণ বিধিঅনুসারে ভস্ম করিবে, গোবৎসকে স্মৃতিশাস্ত্র জানিবে। এই বৎস হইতে সম্ভূত গোময়ও গ্রাহ্য বলিয়া জানিবে। "আগাব" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রথমতঃ ধেনুকে অভিমন্ত্রিত করিবে। "গাবো ভগো গাব" এই মন্ত্রে তর্পণজল পান করাইবে। শুক্লপক্ষের অথবা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া ব্রতাচরণপূর্ব্বক পর-দিবস প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া শৌচাচরণপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে স্নান করিবে, তৎপর ধৌতবস্ত্র পরি-

ধান করিয়া দুগ্ধদোহনের পর গোর বন্ধনমোচন করিবে। গোকে যত্নের সহিত উদ্‌যাপিত করিয়া গায়ত্রী উচ্চারণপূর্ব্বক মূত্র আহরণ করিবে। ঐ গোমূত্র সুবর্ণনির্ম্মিত, রজতনির্ম্মিত, তাম্রময় পাত্রে অথবা মৃন্ময় ঘটে অথবা পদ্মপত্রে কিংবা গোশৃঙ্গে ধারণ করিবে। "গন্ধদ্বারা" ইত্যাদি মন্ত্রে গোময় গ্রহণ করিবে। গৃহস্থ ঐ গোময় মাটিতে না পড়িতেই পূর্ব্বোক্ত পাত্রে গ্রহণ করিবে। বিদ্বান্‌ "শ্রীর্মে ভজতু" এই মন্ত্রে গোময় শোধন করিবে। "অলক্ষীর্মে" এই মন্ত্রে গোময়কে ধান্যবর্জ্জিত (পাত্রে স্থাপন) করিবে। "সং ত্বা সিঞ্চামি" এই মন্ত্রে গোময়ে গোমূত্র নিক্ষেপ করিবে। "পঞ্চানাং তু" এই মন্ত্রে গোময়ের চতুর্দ্দশটী (১৪) পিণ্ড করিবে। তৎপর উহা সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিয়া সংগ্রহ করিবে। তৎপর পূর্ব্বোক্ত পাত্রে গোময় পিণ্ডসকল স্থাপন করিবে। তদনন্তর স্বকীয় গৃহ্যশাস্ত্রোক্তবিধি অনুসারে অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করিয়া হোম করিবে। তৎপর "ওঁ নমঃ শিবায়"

এই ষড়ক্ষর-মন্ত্রদ্বারা ও তাহার পৃথগ্‌ভূত প্রত্যেক অক্ষরের আদি ও অন্তে প্রণব (ওঁ) যোগ করিয়া ঐ পিণ্ডগুলি তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। প্রত্যেক বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া স্বাহান্ত-মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে, সুধী ব্যক্তি ব্যাহৃতি মন্ত্র (ভূ, ভুবঃ, স্বঃ) উচ্চারণ করিয়া অঘোর ও আজ্যভাগ নিক্ষেপ করিবে। তৎপর নিধনপতি যমের উদ্দেশে ত্রয়োবিংশতি আহুতি দান করিবে। চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত মন্ত্রে সকল আহুতি দান করিয়া "নমো হিরণ্যবাহবে" এই মন্ত্রে পঞ্চব্রহ্ম উদ্দেশে হোম করিবে। "সতং সত্যং, কদ্রুায়, যস্য বৈকঙ্কতি" এই সকল মন্ত্রে হোম করিবে। এইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি অনাজ্ঞাতত্রয় হোম করিবে। তৎপর ব্যাহৃতি হোম করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিবে। ইধ্মশেষ অর্থাৎ দগ্ধকাষ্ঠের শেষভাগও পূর্ণপাত্র সম্পাদন করিয়া "পূর্ণমসি" এই যজুর্মন্ত্রদ্বারা অন্য জল দ্বারা উহা উপবৃংহিত করিবে। "ব্রাহ্মণেষমৃতম্" এইমন্ত্রে সেই জল মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। "প্রাচ্যাং"

ইত্যাদি দিগ্ চিহ্নযুক্ত মন্ত্রে সেই জলসকল দিকে নিক্ষেপ করিবে। ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিয়া শান্তিনিমিত্ত "আহরিষ্যামি" ইত্যাদি মন্ত্রে পুলকে (তুষ) আহরণ করিবে। তৎপর "জাতবেদসং" এই মন্ত্রে পুলকে দ্বারা সেই বহ্নি আচ্ছাদন করিবে। তিন দিন অগ্নি রক্ষা করিবার জন্য পুলকে দ্বারা অগ্নি আচ্ছাদন করিতে হইবে, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ইহার পর ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে এবং বাগ্যত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। অধিক পরিমাণে ভস্মগ্রহণের অভিপ্রায় থাকিলে অধিক গোময় সংগ্রহ করিবে। এই ক্রিয়া তিনদিনে অথবা অসমর্থ হইলে একদিনেই করিবে। তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে প্রাতঃস্নান করিয়া শুভ্রবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শুক্ল যজ্ঞোপবীত, শুভ্রমাল্য ও অনুলেপন ধারণ করিয়া শুক্লদন্ত ও ভস্মলিপ্ত হইয়া মন্ত্রবিদ্ ব্যক্তি "তদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পুলাকভস্ম (তুষের ছাই) পরিত্যাগ করিবে। তথায় আবাহন-প্রভৃতি ষোড়শ উপচার কল্পনা করিয়া ব্যাহৃতি মন্ত্র

উচ্চারণপূর্ব্বক দান করিবে। এইরূপে তৎপরে অগ্নির উপসংহার করিবে। তৎপর "অগ্নিভস্ম" এই মন্ত্রে ভস্মগ্রহণ করিবে; তৎপর "অগ্নি" ইত্যাদি মন্ত্রে মার্জ্জন করিয়া তৎপর গন্ধযুক্ত জলের সহিত অথবা কপিলা গোর মূত্রের সহিত সংযুক্ত করিবে। কর্পূর, কাশ্মীরদেশজাত কুঙ্কুম, উশীর, চন্দন ও ত্রিবিধ অগুরু এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ "ওঁ" এই ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভস্মে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর প্রণব (ওঁ) ও "অণোরণীয়ান্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি বড় বড় বটক (কোটা) সমূহ আহরণ করিবে। এইরূপে ভস্ম সম্পাদন করিয়া মন্ত্রবিদ্ ব্যক্তি শুষ্ক ভস্ম গ্রহণপূর্ব্বক প্রণব দ্বারা মার্জ্জন করিয়া সাতবার প্রণব জপ করিবে। "ঈশান" মন্ত্র দ্বারা শিরোদেশ "তৎপুরুষ" মন্ত্রদ্বারা মুখ, "অঘোর" মন্ত্রদ্বারা উরুদেশ, "বামদেব" মন্ত্রদ্বারা গুহ্যদেশ, "সদ্যোজাত" মন্ত্রদ্বারা পাদদেশ ও প্রণবদ্বারা সর্ব্বশরীর অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপর ভস্মদ্বারা আপাদতলমস্তক

উদ্ধূলিত করিয়া আচমনপূর্ব্বক ধৌতবসন পরিধান করিয়া এই ভস্ম ধারণ করিবে। তৎপর সাধুব্যক্তি পুনরায় আচমন করিয়া স্বীয় নিত্য কাম্যকর্ম্মাদি করিবে। ইহার পর চতুর্ব্বিধ ভস্মকল্প কথিত হইতেছে। অগ্নিহোত্র হইতে সমুদ্ভূত এবং বিরজা-অনল হইতে জাত ভস্ম অনুকল্প। বনে শুষ্ক গোময় গ্রহণ করিয়া কল্পোক্ত বিধিঅনুসারে কল্পিতভস্ম উপকল্প। অরণ্যে শুষ্ক গোময়চূর্ণ করিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক গোমূত্রদ্বারা পিণ্ডাকার করিয়া কল্পোক্ত বিধি-অনুসারে সম্পাদিত ভস্ম উপোপকল্প। শিবালয়স্থ ভস্ম অকল্প এবং ইহাই শতকল্প। এই চারিপ্রকার ভস্ম পাপনাশ করিয়া মোক্ষদান করে। ইহা ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্রদেব বলিয়াছেন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

অথ ভুসুণ্ডঃ কালাগ্নিরুদ্রং ভস্মস্নানবিধিং ব্রূহীতি হোবাচাথ প্রণবেন বিমৃজ্যাথ সপ্তপ্রণবেনাভিমন্ত্রিত-

মাগমেন তু তেনৈব দিগ্বন্ধনং কারয়েৎ পুনরপি তেনাস্ত্রমন্ত্রেণাঙ্গানি মূর্ধাদীন্যক্কূলয়েন্মলস্নানমিদমীশানাদ্যৈঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈস্তনুং ক্রমাদুদ্ধূলয়েৎ। ঈশানেতি শিরোদেশং মুখং তৎপুরুষেণ তু। উরুদেশমঘোরেণ গুহ্যকং বামদেবতঃ॥ সদ্যোজাতেন বৈ পাদৌ সর্বাঙ্গং প্রণবেন তু। আপাদতলমস্তকং সর্বাঙ্গং তত উদ্ধূল্যাচম্য বসনং ধৌতং শ্বেতং প্রধারয়েদ্বিধিস্নানমিদম্॥ তত্র শ্লোকা ভবন্তি॥

১। ভস্মমুষ্টিং সমাদায় সংহিতামন্ত্রমন্ত্রিতাম্।
মস্তকাৎ পাদপর্যন্তং মলস্নানং পুরোদিতম্॥

২। তন্মন্ত্রেণৈব কর্তব্যং বিধিস্নানং সমাচরেৎ।
ঈশানে পঞ্চধা ভস্ম বিকিরেন্মূর্ধ্নি যত্নতঃ॥

৩। মুখে চতুর্থবক্ত্রেণ অঘোরেণাষ্টধা হৃদি।
বামেন গুহ্যদেশে তু ত্রিদশস্থানভেদতঃ॥

৪। অষ্টাবক্ত্রেন সাদ্যেন পাদাবুদ্ধূল্য যত্নতঃ।
সর্বাঙ্গোদ্ধূলনং কার্য্যং রাজন্যস্য যথাবিধি॥

৫। মুখং বিনা চ তৎসর্বমুদ্ধূল্য ক্রমযোগতঃ।
সন্ধ্যাদ্বয়ে নিশীথে চ তথা পূর্বাবসানয়োঃ॥

৬। সুপ্ত্বা ভুক্ত্বা পয়ঃ পীত্বা কৃত্বা চাবশ্যকাদিকম্।
স্ত্রিয়ং নপুংসকং গৃধ্রং বিড়ালং বকমূষিকম্॥

৭। স্পৃষ্ট্বা তথাবিধানস্থান্ ভস্মস্নানং সমাচরেৎ।
দেবাগ্নিগুরুবৃদ্ধানাং সমীপেঽন্ত্যজদর্শনে॥

৮। অশুদ্ধভূতলে মার্গে কুর্য্যান্নোদ্ধূলনং ব্রতী।
শঙ্খতোয়েন মূলেন ভস্মনা মিশ্রণং ভবেৎ॥

৯। যোজিতং চন্দনেনৈব বারিণা ভস্মসংযুতম্।
চন্দনেন সমালিম্পেজ্‌জ্ঞানদং চূর্ণমেব তৎ॥

১০। মধ্যাহ্নাৎ প্রাগ্‌জলৈর্যুক্তং তোয়ং তদনুবর্জয়েৎ।
অথ ভুসুণ্ডো ভগবন্তং কালাগ্নিরুদ্রং ত্রিপুণ্ড্রবিধিং পপ্রচ্ছ॥ তত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।
ত্রিপুণ্ড্রং কারয়েৎ পশ্চাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
মধ্যাঙ্গুলিভিরাদায় তিসৃভির্মূলমন্ত্রতঃ॥

১১। অনামামধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈরথবা স্যাত্ত্রিপুণ্ড্রকম্।
উদ্ধূলয়েন্মুখং বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়স্তচ্ছিরোদিতন্॥

১২। দ্বাত্রিংশংস্থানকে চার্দ্ধং ষোড়শস্থানকেঽপি বা।
অষ্টস্থানে তথা চৈব পঞ্চস্থানেঽপি যোজয়েৎ॥

১৩। উত্তমাঙ্গে ললাটে চ কর্ণযোর্নেত্রয়োস্তথা।
নাসাবক্ত্রে গলে চৈবমংসদ্বয়মতঃ পরম্॥
১৪। কূর্পরে মণিবন্ধে চ হৃদয়ে পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
নাভৌ গুহ্যদ্বয়ে চৈবমূর্বোঃ স্ফিগ্বিম্বজানুনী॥
১৫। জঙ্ঘাদ্বয়ে চ পাদৌ চ দ্বাত্রিংশৎস্থানমুত্তমম্।
অষ্টমূর্ত্যষ্টবিদ্যেশান্ দিক্পালান্ বসুভিঃ সহ॥
১৬। ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ কৃপশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টাবিতীরিতাঃ॥
১৭। এতেষাং নামমন্ত্রেণ ত্রিপুণ্ড্রান্ ধারয়েদ্বুধঃ।
বিদধ্যাৎ ষোড়শস্থানে ত্রিপুণ্ড্রং তু সমাহিতঃ॥
১৮। শীর্ষকে চ ললাটে চ কর্ণে কণ্ঠেঽংসকদ্বয়ে।
কূর্পরে মণিবন্ধে চ হৃদয়ে নাভিপার্শ্বয়োঃ॥
১৯। পৃষ্ঠে চৈকং প্রতিস্থানং জপেত্তত্রাধিদেবতাঃ।
শিবং শক্তিং চ সাদাখ্যামীশং বিদ্যাখ্যমেব চ॥
২০। বামাদিনবশক্তীশ্চ এতাঃ ষোড়শদেবতাঃ।
নাসত্যো দস্রকশ্চৈব অশ্বিনৌ দ্বৌ সমীরিতৌ॥
২১। অথবা মূর্ধ্নি অলীকে চ কর্ণয়োঃ শ্বসনে তথা।
বাহুদ্বয়ে চ হৃদয়ে নাভ্যামূর্বোর্যুগে তথা॥

২২। জানুদ্বয়ে চ পদয়োঃ পৃষ্ঠভাগে চ ষোড়শ।
শিবশ্চেন্দ্রশ্চ রুদ্রার্কৌ বিঘ্নেশো বিষ্ণুরেব চ॥
২৩। শ্রীশ্চৈব হৃদয়েশশ্চ তথা নাভৌ প্রজাপতিঃ।
নাগশ্চ নাগকন্যাশ্চ উভে চ ঋষিকন্যকে॥
২৪। পাদয়োশ্চ সমুদ্রাশ্চ তীর্থাঃ পৃষ্ঠেঽপি চ স্থিতাঃ।
এবং বা ষোড়শস্থানমষ্টস্থানমথোচ্যতে॥
২৫। গুরুস্থানং ললাটং চ কর্ণদ্বয়মনন্তরম্।
অংসযুগ্মং চ হৃদয়ং নাভিরিত্যষ্টমং ভবেৎ॥
২৬। ব্রহ্মা চ ঋষয়ঃ সপ্ত দেবতাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অথবা মস্তকং বাহূ হৃদয়ং নাভিরেব চ॥
২৭। পঞ্চ স্থানান্যমূন্যাহুর্ভস্মতত্ত্ববিদো জনাঃ।
যথাসম্ভবতঃ কুর্য্যাদ্দেশকালাদ্যপেক্ষয়া॥
২৮। উদ্ধূলনেঽপ্যশক্তশ্চেত্ত্রিপুণ্ড্রাদীনি কারয়েৎ॥
ললাটে হৃদয়ে নাভৌ গলে চ মণিবন্ধয়োঃ॥
২৯। বাহুমধ্যে বাহুমূলে পৃষ্ঠে চৈব চ শীর্ষকে॥
ললাটে ব্রহ্মণে নমঃ। হৃদয়ে হব্যবাহনায় নমঃ। নাভৌ স্কন্দায় নমঃ। গলে বিষ্ণবে নমঃ। মধ্যে প্রভঞ্জনায় নমঃ। মণিবন্ধে বসুভ্যো নমঃ। পৃষ্ঠে

হরয়ে নমঃ। ককুদি শম্ভবে নমঃ। শিরসি পরমাত্মনে নমঃ। ইত্যাদিস্থানেষু ত্রিপুণ্ড্রং ধারয়েৎ॥
ত্রিনেত্রং ত্রিগুণাধারং ত্রয়াণাং জনকং প্রভুম্।
স্মরন্নমঃ শিবায়েতি ললাটে তত্রিপুণ্ড্রকম্॥

৩০। কূর্পরাধঃ পিতৃভ্যাং তু ঈশানাভ্যাং তথোপরি।
ঈশাভ্যাং নম ইত্যুক্ত্বা পার্শ্বয়োশ্চ ত্রিপুণ্ড্রকম্॥

৩১। স্বচ্ছাভ্যাং নম ইত্যুক্ত্বা ধারয়েত্তৎপ্রকোষ্ঠয়োঃ।
ভীমায়েতি তথা পৃষ্ঠে শিবায়েতি চ পার্শ্বয়োঃ॥

৩২। নীলকণ্ঠায় শিরসি ক্ষিপেৎ সর্বাত্মনে নমঃ।
পাপং নাশয়তে কৃৎস্নমপি জন্মান্তরার্জিতম্॥

৩৩। কণ্ঠোপরি কৃতং পাপং নষ্টং স্যাত্তত্র ধারণাৎ।
কর্ণে তু ধারণাৎ কর্ণরোগাদিকৃতপাতকম্॥

৩৪। বাহ্বোর্বাহুকৃতং পাপং বক্ষঃসু মনসা কৃতম্।
নাভ্যাং শিশ্নকৃতং পাপং পৃষ্ঠে গুদকৃতং তথা॥

৩৫। পার্শ্বয়োর্ধারণাৎ পাপং পরস্ত্র্যালিঙ্গনাদিকম্।
তদ্ভস্মধারণং কুর্যাৎ সর্বত্রৈব ত্রিপুণ্ড্রকম্॥

৩৬। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ত্রয়াগ্নীনাং চ ধারণম্।
গুণলোকত্রয়াণাং চ ধারণং তেন বৈ শ্রুতম্॥

ইতি চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

ব্যাখ্যা। অক্ষরার্থঃ প্রায়েণ সুগমঃ।

অনুবাদ। ভুসুণ্ড কালাগ্নিরুদ্রদেবকে "ভস্মস্নানবিধি বলুন" এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিলেন,—প্রণবদ্বারা মার্জ্জন করিয়া সাতবার প্রণবদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে, সেই আগমমন্ত্রেই দিগ্বন্ধন করিবে, পুনরায় অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) দ্বারা মস্তকাদি সকল শরীর উদ্ধূলিত করিবে। ইহাই মলস্নান, "ঈশানাদি" পঞ্চমন্ত্রে ক্রমে সকল শরীর উদ্ধূলিত করিবে। "ঈশান" মন্ত্রে শিরোদেশ, "তৎপুরুষ" মন্ত্রে মুখ, "অঘোর" মন্ত্রদ্বারা উরুদেশ, বামদেব মন্ত্রদ্বারা গুহ্যদেশ, "সদ্যোজাত" মন্ত্রদ্বারা পাদদ্বয় এবং প্রণবদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ উদ্ধূলিত করিবে। পাদতল হইতে মস্তকপর্য্যন্ত সমস্ত শরীর উদ্ধূলিত অর্থাৎ ভস্ম দ্বারা লিপ্ত করিয়া আচমনপূর্ব্বক ধৌত শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিবে। এই দুইপ্রকার স্নান কথিত হইল। এই বিষয়ে এই সকল শ্লোক আছে। সংহিতামন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত ভস্মগ্রহণ করিয়া মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত লেপন করিবে, ইহা

মলস্নান বলিয়া পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তৎপর সেই মন্ত্রদ্বারাই কর্ত্তব্যবিধি অনুসারে স্নান করিবে। "ঈশান" ইত্যাদি পাঁচটী মন্ত্রদ্বারা মস্তকে ভস্ম বিকীর্ণ করিবে। চতুর্ব্বক্ত্র মন্ত্রে মুখে, অঘোর মন্ত্রদ্বারা আটবার হৃদয়ে, বামদেব মন্ত্রদ্বারা গুহ্যদেশে স্থানভেদে তিন ও দশ-বার ভস্মবিকীর্ণ করিবে। রাজন্যগণ বিধি অনুসারে সাধ্যমন্ত্র দ্বারা পাদদ্বয়ে আটবার ভস্মলেপন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে উদ্ধূলন করিবে। প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায়, মধ্যরাত্রিতে, দিবা ও রাত্রির পূর্ব্বভাগে ও শেষভাগে ক্রমঅনুসারে মুখব্যতিরেকে সর্ব্বাঙ্গে উদ্ধূলন করিতে হইবে। নিদ্রা, ভোজন, জলপান ও অন্য-বিধ আবশ্যক ক্রিয়া করিয়া এবং স্ত্রী, নপুংসক গৃধ্র, বিড়াল, বক, মূষিক এবং তদ্রূপ অন্য প্রাণীস্পর্শ করিয়া ভস্মস্নান আচরণ করিবে। দেবতা, গুরু ও বৃদ্ধগণের সমীপে, অন্ত্যজ দর্শনকালে, অশুদ্ধভূমিতে, পথে ব্রতিগণ উদ্ধূলন করিবে না। মূলমন্ত্র দ্বারা শঙ্খজলের সহিত ভস্মমিশ্রিত করিবে। জলযুক্ত চন্দনের সহিত ভস্মসংযুক্ত করিয়া চন্দন দ্বারাই

লেপন করিবে, তাহা জ্ঞানদচূর্ণ। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে জলের সহিত যুক্ত ভস্মগ্রহণ করিবে, তৎপর জল বর্জ্জন করিবে। ইহার পর ভূসুণ্ড কালাগ্নিরুদ্রকে ত্রিপুণ্ড্র বিধি জিজ্ঞাসা করিলেন। এই বিষয়ে এই শ্লোকগুলি আছে। ইহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মধ্যের তিনটী অঙ্গুলিদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাত্মক ত্রিপুণ্ড্র করিবে। অথবা অনামা, মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিবে। ব্রাহ্মণ মুখে ভস্ম লেপন করিবে, ক্ষত্রিয়ের উহা মস্তকে কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। দ্বাত্রিংশৎ (৩২) স্থানে, অথবা তাহার অর্দ্ধ ষোড়শস্থানে, কিংবা তদর্দ্ধ অষ্টস্থানে কিংবা পঞ্চস্থানে ত্রিপুণ্ড্র করিবে। মস্তক, ললাট, কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ, গলদেশ, অংশদ্বয়, কূর্পরদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয়, হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাভি, গুহ্যদ্বয়, উরুদ্বয়, নিতম্ববিম্বদ্বয়, জানুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় ও পাদদ্বয় এই দ্বাত্রিংশৎ স্থান উত্তম। অষ্টমূর্ত্তি (মহাদেবের পৃথিব্যাদি অষ্ট-মূর্ত্তি) অষ্টবিদ্যার ঈশ্বর, দিক্‌পাল, বসু, ধর, ধ্রুব, সোম,

ক্বপ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, অষ্টবসু, ইহাদের নামমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিতগণ ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। সমাহিত চিত্ত হইয়া ষোড়শস্থানে ত্রিপুণ্ড্র করিবে। মস্তকে, ললাটে, কর্ণদ্বয়ে, কণ্ঠে, অংসদ্বয়ে, কূর্পর (কনুই) দ্বয়, মণিবন্ধ (হাতের কবজি) দ্বয়ে, হৃদয়ে, নাভিতে, পার্শ্বদ্বয়ে এবং পৃষ্ঠে, এইরূপ ষোড়শস্থানে ত্রিপুণ্ড্র করিবে এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মন্ত্রজপ করিবে। শিব, শক্তি, সাদাখ্যা-দেবতা, ঈশ, বিদ্যাখ্যদেবতা এবং বামাদি নবশক্তি, নাসত্যদস্রনামক অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই ষোড়শ-স্থানের ষোড়শ দেবতা কথিত হইয়াছে। অথবা, মস্তকে, ললাটে, কর্ণদ্বয়ে, নাসিকায় বাহুদ্বয়ে, হৃদয়ে, নাভিতে, উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে এবং পৃষ্ঠভাগে, এই ষোড়শস্থানে ত্রিপুণ্ড্র করিবে। শিব, ইন্দ্র, রুদ্র, অর্ক, গণেশ, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, মস্তকাদিতে এই সকল দেবতা, হৃদয়ে ঈশ্বর, নাভিতে প্রজাপতি, নাগ ও নাগকন্যাসকল ও উভয় ঋষিকন্যা, পাদদ্বয়ে, এবং পৃষ্ঠে সমুদ্রসকল ও তীর্থগণ অবস্থিত আছে।

এইরূপ ষোড়শস্থান কথিত হইল, ইহার পর অষ্টস্থান কথিত হইতেছে। গুরুস্থান (ভ্রূদ্বয়ের সন্ধি) ললাট, কর্ণদ্বয়, অংসদ্বয়, হৃদয় ও নাভি এই অষ্টস্থান। ব্রহ্মা ও সপ্তঋষি এই অষ্টস্থানের দেবতা। অথবা মস্তক, বাহুদ্বয় হৃদয় ও নাভি এই পাঁচটী স্থান ভস্মতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। দেশ ও কালাদির অপেক্ষা করিয়া যথাসম্ভব ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। উদ্ধূলনে অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে ভস্মমর্দ্দনে অসমর্থ হইলে কেবল ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। ললাটে, হৃদয়ে, নাভিতে গলদেশে, মণিবন্ধদ্বয়ে, বাহুমধ্যদ্বয়ে, বাহুমূলদ্বয়ে, পৃষ্ঠে ও মস্তকে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ প্রশস্ত। "ব্রহ্মণে নমঃ" এই মন্ত্রে ললাটে, "হব্যবাহনায় নমঃ" এই মন্ত্রে হৃদয়ে, "স্কন্ধায় নমঃ" এইমন্ত্রে নাভিতে, "বিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্রে গলদেশে, "প্রভঞ্জনায় নমঃ" এই মন্ত্রে মধ্যদেশে, "বসুভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে মণিবন্ধদ্বয়ে, "হরয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পৃষ্ঠে, "শম্ভবে নমঃ" এই মন্ত্রে ককুদে, "পরমাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে মস্তকে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। ত্রিনেত্র, গুণত্রয়ের আধার, ত্রিলোকের

জনক, প্রভু মহেশ্বরকে স্মরণ করিয়া "শিবায় নমঃ" এই মন্ত্রে ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। কূর্পূরের অধোদেশে "পিতৃভ্যাং নমঃ" এই মন্ত্রে কূর্পূরের উপরিভাগে "ঈশানাভ্যাং নমঃ" এই মন্ত্রে ঈশাভ্যাং নমঃ" এই মন্ত্র পার্শ্বদ্বয়ে, "স্বচ্ছাভ্যাং নমঃ" এই মন্ত্রে প্রকোষ্ঠদ্বয়ে, "ভীমায় নমঃ" এই মন্ত্রে পৃষ্ঠে, "শিবায় নমঃ" এই মন্ত্র পার্শ্বদ্বয়ে, "নীলকণ্ঠায় নমঃ" এই মন্ত্রে মস্তকে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে এবং "সর্ব্বাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে ভস্ম নিক্ষেপ করিবে। জন্মান্তরে অর্জ্জিত সকল পাপ ইহাতে নাশপ্রাপ্ত হয়। কণ্ঠে ধারণ করিলে কণ্ঠের উপরিভাগকৃত পাপের নাশ হয়। কর্ণে ধারণ করিলে কর্ণরোগাদিকৃত পাতক নাশ হয়। বাহুতে ধারিলে হস্তকৃত পাপ, বক্ষঃস্থলে ধারণে মনের দ্বারা অনুষ্ঠিত পাপ, নাভিতে ধারণে শিশ্নকৃত পাপ, পৃষ্ঠে গুদকৃত পাপ, পার্শ্বদ্বয়ে ধারণে পরস্ত্রী আলিঙ্গনাদিজনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল স্থানেই ভস্মের ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। ইহাদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অগ্নিত্রয়, গুণত্রয় ও লোকত্রয়

ধারণের ফল ভাল হয়। ইহাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

চতুর্থ ব্রাহ্মণের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

১। মানস্তোকেন মন্ত্রেণ মন্ত্রিতং ভস্ম ধারয়েৎ।
ঊর্ধ্বপুণ্ড্রং ভবেৎ সামং মধ্যপুণ্ড্রং ত্রিয়ায়ুষম্॥

২। ত্রিয়ায়ুষাণি কুরুতে ললাটে চ ভুজদ্বয়ে।
নাভৌ শিরসি হৃৎপার্শ্বে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা॥

৩। ত্রৈবর্ণিকানাং সর্বেষামগ্নিহোত্রসমুদ্ভবম্।
ইদং মুখ্যং গৃহস্থানাং বিরজানলজং ভবেৎ॥

৪। বিরজানলজং চৈব ধার্যাং প্রোক্তং মহর্ষিভিঃ।
ঔপাসনসমুৎপন্নং গৃহস্থানাং বিশেষতঃ॥

৫। সমিদগ্নিসমুৎপন্নং ধার্যাং বৈ ব্রহ্মচারিণা।
শূদ্রাণাং শ্রোত্রিয়াগারপচনাগ্নিসমুদ্ভবম্॥

৬। অন্যেষামপি সর্বেষাং ধার্য্যং চৈবানলোদ্ভবম্।
যতীনাং জ্ঞানদং প্রোক্তং বনস্থানাং বিরক্তিদম্॥

৭। অতিবর্ণাশ্রমাণাং তু শ্মশানাগ্নিসমুদ্ভবম্॥
সর্বেষাং দেবালয়স্থং ভস্ম শিবাগ্নিজং শিবযোগিনাম্।
শিবালয়স্থং তল্লিঙ্গলিপ্তং বা মন্ত্রসংস্কারদগ্ধং বা॥
তত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।
তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্বমনুষ্ঠিতম্।
যেন বিপ্রেণ শিরসি ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা ধৃতম্॥
৮। ত্যক্তবর্ণাশ্রমাচারো লুপ্তসর্বক্রিয়োঽপি যঃ।
সকৃত্তির্যক্ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কধারণাৎ সোঽপি পূজ্যতে॥
৯। যে ভস্মধারণং ত্যক্ত্বা কর্ম কুর্বন্তি মানবাঃ।
তেষাং নাস্তি বিনির্মোক্ষঃ সংসারাজ্জন্মকোটিভিঃ
১০। মহাপাতকযুক্তানাং পূর্বজন্মার্জিতাগসাম্।
ত্রিপুণ্ড্রোদ্ধূলনদ্বেষো জায়তে সুদৃঢ়ং বুধাঃ॥
১১। যেষাং কোপো ভবেদ্ ব্রহ্মঁল্ললাটে ভস্মদর্শনাৎ।
তেষামুৎপত্তিসাঙ্কর্যমনুমেয়ং বিপশ্চিতা॥
১২। যেষাং নাস্তি মুনে শ্রদ্ধা শ্রৌতে ভস্মনি সর্বদা।
গর্ভাধানাদিসংস্কারস্তেষাং নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ॥
১৩। যে ভস্মধারিণং দৃষ্ট্বা নরাঃ কুর্বন্তি তাড়নম্।
তেষাং চণ্ডালতো জন্ম ব্রহ্মন্নূহ্যং বিপশ্চিতা॥

১৪। যেষাং ক্রোধো ভবেত্তস্যধারণে তৎপ্রমাণকে।
তে মহাপাতকৈর্যুক্তা ইতি শাস্ত্রেষু নিশ্চয়ঃ ॥
১৫। ত্রিপুণ্ড্রং যে বিনিন্দন্তি নিন্দন্তি শিবমেব তে।
ধারয়ন্তি চ যে ভক্ত্যা ধারয়ন্তি শিবং চ তে ॥
১৬। ধিগ্‌ভস্মরহিতং ফালং ধিগ্‌গ্রামমশিবালয়ম্।
ধিগনীশার্চনং জন্ম ধিগ্বিদ্যামশিবাশ্রয়াম্ ॥
১৭। রুদ্রাগ্নের্যৎপরং বীর্য্যং তদ্ভস্ম পরিকীর্ত্তিতম্।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু বীর্য্যবান্ ভস্মসংযুতঃ ॥
১৮। ভস্মনিষ্ঠস্য দহ্যন্তে দোষা ভস্মাগ্নিসঙ্গমাৎ।
ভস্মস্নানবিশুদ্ধাত্মা ভস্মনিষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ ॥
১৯। ভস্মসন্দিগ্ধসর্বাঙ্গো ভস্মদীপ্তত্রিপুণ্ড্রকঃ।
ভস্মশায়ী চ পুরুষো ভস্মনিষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ ॥
ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

ব্যাখ্যা। সুগমা।

অনুবাদ। "মানস্তোক" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত ভস্ম ধারণ করিবে। ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্রকে "সাম" চিন্তা করিবে। এইরূপ মধ্যপুণ্ড্র ত্রিয়ায়ুষ চিন্তা করিবে। ললাটে ও ভুজদ্বয়ে ত্র্যায়ুষ চিন্তা করিয়া

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ত্রিপুণ্ড্র করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অগ্নিহোত্রজাত ভস্মগ্রহণ করিবেন। ইহাই ব্রাহ্মণগণের মুখ্য, বিরজানলজাত ভস্মও ধারণীয় ইহা মহর্ষিগণ বলিয়া থাকেন। উপাসনা-অগ্নিজাত ভস্ম গৃহস্থগণের বিশেষ প্রশস্ত, সমিধ-অগ্নিসমুদ্ভূত ভস্ম ব্রহ্মচারিগণের ধারণীয়। শূদ্রগণের শ্রোত্রিয়গণের গৃহস্থিত পবনাগ্নিজাত ভস্ম গ্রাহ্য। অন্য সকলেরই অগ্নিজাত ভস্ম গ্রাহ্য। ইহা যতিগণের জ্ঞানদায়ক, বনস্থগণের বৈরাগ্যপ্রদ; যাঁহারা বর্ণাশ্রম অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্মশানাগ্নিজাত ভস্মই গ্রাহ্য। সকলেই দেবালয়স্থ ভস্ম গ্রহণ করিতে পারে। শিবযোগিগণের শিবাগ্নি-জাত ভস্ম প্রশস্ত। অথবা তাহারা শিবালয়স্থ, শিবলিঙ্গলিপ্ত অথবা মন্ত্র-সংস্কারপূর্ব্বক দগ্ধভস্ম গ্রহণ করিবে। এই বিষয়ে এই সকল শ্লোক আছে। যে বিপ্র মস্তকে ভস্মদ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি বেদাদি-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও শ্রবণের এবং সকল যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের ফললাভ করিয়া

থাকেন। যদি কোনও ব্যক্তি সকল বর্ণাশ্রমাচার ও বর্ণাশ্রমোচিত সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও একবার মাত্র বক্রভাবে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন, তাহা হইলে তিনিও পূজিত হইয়া থাকেন। যে সকল মানব ভস্ম ধারণ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহাদের কোটি জন্মেও সংসার হইতে মোক্ষলাভ হয় না। যাহারা পূর্ব্বজন্মে গুরুতর পাপকারী এমন মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তিগণের ত্রিপুণ্ড্রের প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্, ললাটদেশে ভস্ম দেখিলে যাহাদের ক্রোধের উদ্ভব হয়, পণ্ডিতগণ তাহাদের উৎপত্তিসাঙ্কর্য্য অনুমান করেন। হে মুনে! যাহাদের শ্রুতিকথিত ভস্মে সতত শ্রদ্ধা নাই, তাহাদের গর্ভাধানাদি-সংস্কার নাই, নিশ্চয় জানিবে। হে ব্রহ্মন্, যাহারা ভস্মধারী ব্যক্তিকে দেখিয়া তাড়না করে, তাহাদের চণ্ডাল হইতে জন্ম হইয়াছে, ইহা বিদ্বদ্‌গণ মনে করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ-বিশিষ্ট ভস্মধারণে যাহা-দের ক্রোধ হয়, তাহারা মহাপাতকী, ইহা শাস্ত্রের

নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। যাহারা ত্রিপুণ্ড্রের নিন্দা করে, তাহারা মহেশ্বরের নিন্দা করে, এবং যাহারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করে তাহাদের মহেশ্বরের ধারণার ফললাভ হয়। ভস্মরহিত ললাটকে ধিক্. শিবালয়শূন্য গ্রামকে ধিক্, যে জন্মে পরমেশ্বরের অর্চনা হয় না, সে জন্মেও ধিক্, সেই বিদ্যায় ধিক্, সে বিদ্যা শিবকে আশ্রয় করে না। রুদ্ররূপ অগ্নির প্রকৃষ্ট-বীর্য্যই ভস্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব সকল সময়েই ভস্ম-ধারী ব্যক্তি বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে। যাহারা ভস্ম-নিষ্ঠ, তাহাদের ভস্মরূপ অগ্নির সম্পর্কবশতঃ সকল প্রকার দোষ দগ্ধ হয়। যাঁহারা ভস্মস্নানদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই মুনিগণ ভস্মনিষ্ঠ বলিয়াছেন। যাঁহার সকল শরীর ভস্মলিপ্ত, যাঁহার ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্র দীপ্তি পাইয়া থাকে, যিনি ভস্মে শয়ন করেন, তাদৃশ পুরুষ ভস্মনিষ্ঠ বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন।

পঞ্চম ব্রাহ্মণের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্।

অথ ভুসুণ্ডঃ কালাগ্নিরুদ্রং নামপঞ্চকস্য মাহাত্ম্যং

ব্রূহীতি হোবাচ। অথ বসিষ্ঠবংশকস্য শতভার্য্যা-
সমেতস্য ধনঞ্জয়স্য ব্রাহ্মণস্য জ্যেষ্ঠভার্য্যাপুত্রঃ করুণ
ইতি নাম তস্য শুচিস্মিতা ভার্য্যা। অসৌ করুণো
ভ্রাতৃবৈরমসহমানো ভবানীতটস্থং নৃসিংহমগমৎ। তত্র
দেবসমীপেঽন্যেনোপায়নার্থং সমর্পিতং জম্বীরফলং
গৃহীত্বাজিঘ্রত্তদা তত্রস্থা অশপন্ পাপ মক্ষিকো ভব
বর্ষাণাং শতমিতি। সোঽপি শাপমাদায় মক্ষিকঃ সন্
স্বচেষ্টিতং তস্যৈ নিবেদ্য মাং রক্ষেতি স্বভার্য্যামবদত্তদা
মক্ষিকোঽভবত্তামেবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাতয়স্তেনমধ্যে হুনাশয়ন্-
সা মৃতং পতিমাদায়ারুন্ধতীমগমৎ তত্রঃ শুচিস্মিতে
শোকেনালমরুন্ধত্যাহামুং জীবয়ানীতি বিভূতিমাদা-
য়েতি এষাগ্নিহোত্রজং ভস্ম॥

১। মৃত্যুঞ্জয়েন মন্ত্রেণ মৃতজন্তৌ তদাক্ষিপৎ।
মন্দবায়ুস্তদা জজ্ঞে ব্যজনেন শুচিস্মিতে॥

২। উদতিষ্ঠত্তদা জন্তুর্ভস্মনোঽস্য প্রভাবতঃ।
ততো বর্ষশতে পূর্ণে জ্ঞাতিরেকো হ্যমারয়ৎ॥

৩। তস্যৈব জীবয়ামাস কাশ্যাং পঞ্চ তদাভবন্।
দেবানপি তথাভূতানামপ্যেতাদৃশং পুরা॥

৪। তস্মাত্তু ভস্মনা জন্তুং জীবয়ামি তদানঘে।
ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ দধীচিঃ সমজায়ত ॥

৫। স্বরূপং চ ততো গত্বা স্বমাশ্রমপদং যথাবিতি।

ইদানীমস্য ভস্মনঃ সর্বাঘভক্ষণসামর্থ্যং বিধত্ত ইত্যাহ। শ্রীগৌতমবিবাহকালে অহল্যাং দৃষ্ট্বা সর্বে দেবাঃ কামাতুরা অভবন্ তদা নষ্টজ্ঞানা দুর্বাসসং গত্বা পপ্রচ্ছুস্তদ্দোষং শময়িষ্যামীত্যুবাচ ততঃ শতরুদ্রেণ মন্ত্রেণ মন্ত্রিতং ভস্ম বৈ পুরা ময়াপি দত্তং ব্রহ্মহত্যাদি শান্তম্। ইত্যেবমুক্ত্বা দুর্বাসা দত্তবান্ ভস্ম চোত্তমম্। জাতা মদ্বচনাৎ সর্বে যূয়ং তেঽধিকতেজসঃ ॥

৬। শতরুদ্রেণ মন্ত্রেণ ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহাঃ।
নির্ধূতরজসঃ সর্বে তৎক্ষণাচ্চ বয়ং মুনে ॥

৭। আশ্চর্য্যমেতজ্জানীমো ভস্মসামর্থ্যমীদৃশম্। অস্য ভস্মনঃ শক্তিমত্ত্বাং শৃণু। এতদেব হরিশঙ্কর-যোর্জ্ঞানপ্রদম্। ব্রহ্মহত্যাদিপাপনাশকম্। মহা-বিভূতিদমিতি শিববক্ষসি স্থিতং নখেনাদায় প্রণবে-নাভিমন্ত্র্য গায়ত্র্যা পঞ্চাক্ষরেণাভিমন্ত্র্য হরির্মস্তক-

গাত্রেষু সমর্পয়েৎ। তথা হৃদি ধ্যায়স্বেতি হরিমুক্ত্বা হরঃ স্বহৃদি ধ্যাত্বা দৃষ্টো দৃষ্ট ইতি শিবমাহ।

ততো ভস্ম ভক্ষয়েতি হরিমাহ হরস্ততঃ।
ভক্ষয়িত্বা শিবং ভস্ম স্নাত্বাহং ভস্মনা পুরা ॥

৮। পৃষ্টেশ্বরং ভক্তিগম্যং ভস্মাভক্ষয়দচ্যুতঃ।
তত্রাশ্চর্য্যমতীবাসীৎ প্রতিবিম্বসমদ্যুতিঃ ॥

৯। বাসুদেবঃ শুদ্ধমুক্তাফলবর্ণোঽভবৎ ক্ষণাৎ।
তদা প্রভৃতি শুক্লাভো বাসুদেবঃ প্রসন্নবান্ ॥

১০। ন শক্যং ভস্মনো জ্ঞানং প্রভাবং তে কৃতো বিভো
নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু ত্বামহং শরণং গতঃ ॥

১১। ত্বৎপাদযুগলে শম্ভো ভক্তিরস্তু সদা মম।
ভস্মধারণসম্পন্নো মম ভক্তো ভবিষ্যতি ॥

১২। অত এবৈষা ভূতির্ভূতিকরীত্যুক্তা। অস্ত পুরস্তাদ্বসব আসন্ রুদ্রা দক্ষিণত আদিত্যাঃ পশ্চ বিশ্বেদেবা উত্তরতো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা যাভ্যাং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ পার্শ্বয়োস্তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে। য

এতদ্ বৃহজ্জাবালং সার্বকামিকং মোক্ষদ্বারমৃগ্ময়ং যজুর্ময়ং সামময়ং ব্রহ্মময়মমৃতময়ং ভবতি। য এতদ্ বৃহজ্জাবালং বালো বা বেদ স মহান্ ভবতি। স গুরুঃ সবেষাং মন্ত্রাণামুপদেষ্টা ভবতি। মৃত্যুতারকং গুরুণা লব্ধং কণ্ঠে বাহৌ শিখায়াং বা বধ্নীত। সপ্তদ্বীপবতী ভূমির্দক্ষিণার্থং নাবকল্পতে তস্মাচ্ছ্রদ্ধয়া যাং কাঞ্চিদগ্যাং দদ্যাৎ সা দক্ষিণা ভবতি ॥

ইতি ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্।

ব্যাখ্যা। সুগমা।

অনুবাদ। ইহার পর ভুসুণ্ড কালাগ্নিরুদ্রদেবকে "নামপঞ্চকের মাহাত্ম্য বলুন" এই প্রার্থনা করিলেন, তৎপর কালাগ্নিরুদ্রদেব বলিলেন,—বশিষ্ঠ বংশজাত ধনঞ্জয়নামক ব্রাহ্মণের একশত ভার্য্যা ছিল, তাহার জ্যেষ্ঠভার্য্যাতে করুণ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার শুচিস্মিতা নামেভার্য্যা ছিল। এই করুণনামক ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃগণের শত্রুতা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া ভবানীতটে অবস্থিত নৃসিংহদেবের নিকটে গিয়াছিলেন। কোনও ব্যক্তি

নৃসিংহদেবকে জম্বীরফল উপহার দিয়াছিল, ঐ করুণ সেই ফল গ্রহণ করিয়া আঘ্রাণ করিলে সেই স্থানে অবাস্থিত ব্রাহ্মণগণ "হে পাপ শত বৎসর যাবৎ মক্ষিকা হইয়া অবস্থান কর"—এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিল। সেই ব্রাহ্মণও শাপগ্রহণ করিয়া মক্ষিকারূপ প্রাপ্ত হইতে হইতে নিজের পত্নীকে "আমাকে রক্ষা কর" এই কথা বলিয়া মক্ষিকারূপ প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিগণ তাহাকে এইরূপ অবস্থাপন্ন জানিয়া তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিল। তাহার পত্নী মৃতস্বামীকে লইয়া অরুন্ধতীর সমীপে গমন করিল। অরুন্ধতী তাহাকে বলিলেন,—হে শুচিস্মিতে! শোক করিও না, এই আমি বিভূতি গ্রহণ করিয়া অদ্য ইহাকে জীবিত করিব। ইহা অগ্নিহোত্র-জাত ভস্ম। হে শুচিস্মিতে, পূর্ব্বকালে এই ভস্ম মৃতজন্তুর শরীরে নিক্ষেপ করিলে ব্যজন-জনিত মন্দবায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন এই ভস্মের প্রভাবে মৃত প্রাণী সঞ্জীবিত হইয়া উত্থিত হইয়াছিল। তৎপর বর্ষশত পূর্ণ হইলে কোনও এক

জ্ঞাতি তাহাকে মারিয়াছিল। তাহাকে ভস্মই জীবিত করিয়াছিল, এবং কাশীতে বামদেবাদিপঞ্চরূপবিশিষ্ট শিবের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেবতাগণকে এবং আমাকে পূর্ব্বকাল হইতেই এইরূপ জানিবে। হে অনঘে, এইজন্যই ভস্মদ্বারা মৃতজন্তুদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকি। এইরূপ বলিয়া ভগবতী অরুন্ধতী সেই মৃত মাক্ষকাকে জীবিত করিলে, ভস্মপ্রভাবে সেই ব্যক্তি ভগবান্ দধীচির স্বরূপতা লাভ করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্রদেব বলিলেন,—ইদানীং এই ভস্মের সকল পাপ-নাশনসামর্থ্য কথিত হইতেছে, মহর্ষি গৌতমের বিবাহসময়ে সুপ্রসিদ্ধ সুন্দরী অহল্যাকে দেখিয়া দেবগণ কামাতুর হইয়াছিলেন। সেই সময়ে দেবগণ জ্ঞানহীন হইয়া পাপশান্তির নিমিত্ত মহর্ষি দুর্ব্বাসার নিকট গিয়া পাপ-শান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎপর দুর্ব্বাসা বলিলেন, আমি তোমাদের পাপনাশ করিব। আমি পূর্ব্বে শতরুদ্র-মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত ভস্ম ব্রহ্মহত্যাদি পাপ-শান্তির

নিমিত্ত পাপিগণকে দান করিয়াছি। এই বলিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসা উত্তম ভস্ম প্রদান করিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, হে দেবগণ! তোমরা আমার বাক্য-অনুসারে অধিকতর তেজোবিশিষ্ট হও। দেবগণ বলিলেন, হে মহর্ষে, আমরা শতরুদ্রমন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত ভস্মদ্বারা উদ্ধূলিতশরীর হইয়া ক্ষণমাত্রেই নির্ধূতরজা অর্থাৎ নিষ্পাপ হইয়াছি। ভস্মের এইরূপ সামর্থ্য অত্যন্ত বিস্ময়জনক, ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। কালাগ্নিরুদ্রদেব পুনরায় বলিলেন,—হে ভুসুণ্ড! এই ভস্মের অন্যপ্রকার শক্তি শ্রবণ কর। এই ভস্মই হরি ও শঙ্করের জ্ঞানপ্রদ, ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশক ও এই মহাবিভূতিপ্রদ। একদা শিবের বক্ষোদেশে অবস্থিত এই ভস্ম নখের দ্বারা গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ প্রণবদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া পরে গায়ত্রী ও পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্রে সংস্কারপূর্ব্বক হরিমস্তকাগ্রভাগে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তৎপর হর হারিকে "নিজের হৃদয়ে ধ্যান কর" এই বলিয়া আত্মস্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিলেন। হরি নিজ

হৃদয়ে ধ্যান করিয়া শিবকে বলিলেন "দেখিয়াছি, দেখিয়াছি।" তৎপর রুদ্র হরিকে বলিলেন,—"ভস্ম ভক্ষণ কর।" "আমি ভস্মদ্বারা স্নান করিয়া মঙ্গলময় ভস্ম ভক্ষণ করিব।" অচ্যুত এইরূপে ভক্তিগম্য মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভস্ম ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তখন একটী অতি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ছায়ার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বাসুদেব তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ মুক্তাফলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে প্রসন্ন বাসুদেব শুক্লবর্ণ হইয়াছেন। তখন বাসুদেব বলিলেন,—হে বিভো মহেশ্বর,ভস্মের স্বরূপ, জ্ঞান আমার শক্তির আয়ত্ত নহে, আপনার মাহাত্ম্য কিরূপে বুঝিব? আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আপনার পাদপদ্মযুগলে আমার সর্ব্বদা ভক্তি থাকুক। যাহারা ভস্ম ধারণ করিবে, তাহারা আমার ভক্ত হইবে। এইজন্যই এই ভূতি ভূতিকরী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিগে বা সম্মুখভাগে বসুগণ, দক্ষিণদিগে রুদ্রগণ, পশ্চিম বা পশ্চাৎদিগে আদিত্যগণ, উত্তরদিকে বিশ্ব-

দেবগণ,* মধ্যভাগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং পার্শ্বদ্বয়ে সূর্য্য ও চন্দ্র পরিচারকরূপে বিদ্যমান আছেন। ইহাই ঋগ্‌মন্ত্রদ্বারা উক্ত হইয়াছে. এই ভস্ম সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপকভাবে অবস্থিত, ইহাতে ঋক্‌ প্রভৃতি বেদসকল ও দেবগণ অবস্থান করিতেছেন। যে উপাসক এই ভস্মের তত্ত্ব অবগত নহে, তাহার ঋগ্‌বেদ অধ্যয়ন করিয়া কি ফললাভ হইবে? অর্থাৎ তাহার ঋগ্‌বেদ-অধ্যয়নে কোনও ফল হয় না। যাঁহারা এই ভস্মের তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারাই ঋগ্‌বেদাদির অধ্যয়ন করিয়া অবস্থান করেন, অর্থাৎ অধ্যয়নজন্য ফললাভ করিতে সমর্থ হন। এই বৃহজ্জাবাল উপনিষৎ সর্ব্বকামফলপ্রদ ও মোক্ষলাভের দ্বারস্বরূপ। ইহা ঋগ্‌বেদময়, যজুর্ব্বেদময় ও সামবেদময় অর্থাৎ ঋগাদি বেদ অধ্যয়নের ফল ইহাদ্বারা লাভ করা যায়। ইহা ব্রহ্মময় ও অমৃতময় অর্থাৎ ইহাদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপতা

* মূলে "যাম্যাং পাঠ আছে, ঐ স্থলে নাভ্যাং এইরূপ পাঠ হইবে।

প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। যদি বালকও এই বৃহজ্জাবাল উপনিষৎ অবগত হইয়া এতদুক্ত বিধিদ্বারা উপাসনা করে—তাহা হইলে সে মহান্ হয়। সে সকল মন্ত্রের উপদেষ্টা গুরু অর্থাৎ সকলের আরাধ্য হয়। এই ভস্ম উপাসককে মৃত্যু হইতে ত্রাণ করে। গুরুর নিকট হইতে ইহা লাভ করিয়া কণ্ঠে, বাহুতে এবং শিখাতে ধারণ করিবে। সপ্তদ্বীপযুক্তা বসুমতীও ইহার দক্ষিণার উপযুক্ত নহে, সুতরাং শ্রদ্ধার সহিত শক্তিঅনুসারে যে কোনও ভূমি দক্ষিণাস্বরূপ দান করিবে, তাহাই দক্ষিণার ফলজনক হইবে।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমং ব্রাহ্মণম্।

১। অথ জনকো বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যমুপসমেত্যোবাচ ভগবন্ ত্রিপুণ্ড্রবিধিং নো ব্রূহীতি স হোবাচ সদ্যোজাতাদিপঞ্চব্রহ্মমন্ত্রৈঃ পরিগৃহ্যাগ্নিরিতি ভস্মেত্যভিমন্ত্র্য মানস্তোক ইতি সমুদ্ধৃত্য ত্রিয়াযুষমিতি জলেন সংমৃজ্য

ত্র্যম্বকমিতি শিরোললাটবক্ষঃস্কন্ধেষু ধৃত্বা পূতো ভবতি মোক্ষী ভবতি। শতরুদ্রেণ যৎফলমবাপ্নোতি তৎফলমশ্নুতে স এষ ভস্মজ্যোতিরিতি বৈ যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

২। জনকো হ বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং ভস্মধারণাৎ কিং ফলমশ্নুত ইতি হোবাচ তদ্ভস্মধারণাদেব মুক্তির্ভবতি তদ্ভস্মধারণাদেব শিবসায়ুজ্যমবাপ্নোতি ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে স এষ ভস্মজ্যোতিরিতি বৈ যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

৩। জনকো হ বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং ভস্মধারণাৎকিং ফলমশ্নুতে ন বেতি তত্র পরমহংসানামসংবর্ত্তকারুণিশ্বেতকেতুদূর্ব্বাসঋভুনিদাঘজড়ভরতদত্তাত্রেয়রৈবতকভুসুণ্ডপ্রভৃতয়ো বিভূতিধারণাদেব মুক্তাঃ স্যুঃ স এষ ভস্মজ্যোতিরিতি বৈ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

৪। জনকো হ বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং ভস্মস্নানেন কিং জায়ত ইতি যস্য কস্যচিচ্ছরীরে যাবন্তো রোমকূপাস্তাবন্তি লিঙ্গানি ভূত্বা তিষ্ঠন্ত ব্রাহ্মণো বা ক্ষত্রিয়ো বা বৈশ্যো বা শূদ্রো বা তদ্ভস্ম-

ধারণাদেতচ্ছব্দস্য রূপং যস্মাং তস্মাং হেবাবতিষ্ঠতে॥

৫। জনকো হ বৈদেহঃ পৈপ্পলাদেন সহ প্রজাপতিলোকং জগাম তং গত্বোবাচ ভো প্রজাপতে ত্রিপুণ্ড্রস্য মাহাত্ম্যং ব্রূহীতি তং প্রজাপতিরব্রবীদ্‌যথৈবেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং তথৈব ত্রিপুণ্ড্রস্যেতি।

৬। অথ পৈপ্পলাদো বৈকুণ্ঠং জগাম তং গত্বোবাচ ভো বিষ্ণো ত্রিপুণ্ড্রস্য মাহাত্ম্যং ব্রূহীতি যথৈবেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং তথৈব ত্রিপুণ্ড্রকস্যেতি বিষ্ণুরাহ॥

৭। অথ পৈপ্পলাদঃ কালাগ্নিরুদ্রং পরিসমেত্যোবাচাধীহি ভগবন্ ত্রিপুণ্ড্রস্য বিধিমিতি ত্রিপুণ্ড্রস্য বিধির্ময়া বক্তুং ন শক্য ইতি সত্যমিতি হোবাচাথ ভস্মচ্ছন্নঃ সংসারান্মুচ্যতে ভস্মশয্যাশয়ানস্তব্দগোচরঃ শিবসাযুজ্যমবাপ্নোতি ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে রুদ্রাধ্যায়ী সন্নমৃতত্বং চ গচ্ছতি স এব ভস্মজ্যোতির্বিভূতিধারণাদ্রুদ্রৈকত্বং চ গচ্ছতি বিভূতিধারণাদেব সর্বেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি বিভূতিধারণাদ্বারাণস্যাং স্নানেন যৎফলমবাপ্নোতি তৎফলমশ্নুতে স এব ভস্মজ্যোতির্যস্য কস্যচিচ্ছরীরে

ত্রিপুণ্ড্রস্য লক্ষ্ম বর্ত্ততে প্রথমা প্রজাপতির্দ্বিতীয়া বিষ্ণুস্তৃতীয়া সদাশিব ইতি স এষ ভস্মজ্যোতিরিতি স এষ ভস্মজ্যোতিরিতি।

৮। অথ কালাগ্নিরুদ্রং ভগবন্তং সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছাধীহি ভগবন্রুদ্রাক্ষধারণবিধিং স হোবাচ রুদ্রস্য নয়নাদুৎপন্না রুদ্রাক্ষা ইতি লোকে খ্যায়ন্তে সদাশিবঃ সংহারকালে সংহারং কৃত্বা সংহারাক্ষং মুকুলীকরোতি তন্নয়নাজ্জাতা রুদ্রাক্ষা ইতি হোবাচ তস্মাদ্রুদ্রাক্ষত্বমিতি তদ্রুদ্রাক্ষে বাগ্বিষয়ে কৃতে দশগোপ্রদানেন যৎফলমবাপ্নোতি তৎফলমশ্নুতে স এষ ভস্মজ্যোতী রুদ্রাক্ষ ইতি তদ্রুদ্রাক্ষং করেণ স্পৃষ্ট্বা ধারণমাত্রেণ দ্বিসহস্রগোপ্রদানফলং ভবতি। তদ্রুদ্রাক্ষে কর্ণয়োর্ধার্যমাণে একাদশসহস্রগোপ্রদানফলং ভবতি একাদশরুদ্রত্বং চ গচ্ছতি। তদ্রুদ্রাক্ষে শিরসি ধার্যমাণে কোটিগোপ্রদানফলং ভবতি। এতেষাং স্থানানাং কর্ণয়োঃ ফলং বক্তুং ন শক্যমিতি হোবাচ। মূর্ধ্নি চত্বারিংশচ্ছিখায়ামেকং ত্রয়ং বা শ্রোত্রয়োর্দ্বাদশ কর্ণে দ্বাত্রিংশদ্বাহ্বোঃ ষোড়শ ষোড়শ দ্বাদশ দ্বাদশ

মণিবন্ধয়োঃ ষট্ ষড়ঙ্গুষ্টয়োস্ততঃ সন্ধ্যাং সকুশোঽহ-রহরূপাসীতাগ্নির্জ্যোতিরিত্যাদিভিরগ্নৌ জুহুয়াৎ॥

ইতি সপ্তমং ব্রাহ্মণম্॥

ব্যাখ্যা। সুগমা।

অনুবাদ। বিদেহদেশের অধিপতি জনক শিষ্যভাবে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—ভগবন্! ত্রিপুণ্ড্র ধারণের বিধি আমাকে উপদেশ করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "সদ্যোজাত" প্রভৃতি পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্রে ভস্ম গ্রহণ করিয়া "ভস্ম" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপর "মানস্তোক" ইত্যাদি মন্ত্রে ভস্ম উত্তোলন করিবে, "ত্রিয়ায়ুষং" এই মন্ত্রে জলদ্বারা মার্জ্জন করিয়া "ত্র্যম্বকং" ইত্যাদি মন্ত্রে মস্তক ললাট, বক্ষোদেশ ও স্কন্ধদেশে ধারণ করিয়া পবিত্রতা ও মোক্ষের অধিকার লাভ করিবে। শতরুদ্রমন্ত্রজপে যে ফল হয়, তাদৃশ ফললাভ করিবে, এই ভস্মই স্বয়ং-প্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ। সুপ্রসিদ্ধ বিদেহাধিপতি জনক,

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভস্মধারণ করিলে কি ফললাভ হয়? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ভস্মধারণ করিলে মুক্তিলাভ হয়। ভস্ম ধারণ করিলেই শিবের সাযুজ্যস্বরূপ মুক্তি হইয়া থাকে, তাহার আর সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না। এই ভস্মই স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্মস্বরূপ। বিদেহাধিপতি জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ভস্মধারণ হইতে কি ফললাভ হয় না? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, বলিলেন,—সংবর্ত্তক, আরুণি, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসাঃ, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবতক ভুসুণ্ডপ্রভৃতি পরমহংসগণ ভস্মধারণ হইতেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এই ভস্মই স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্মস্বরূপ। বৈদেহ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভস্মস্নান দ্বারা কি হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—যে কোনও ব্যক্তির শরীরে যতগুলি রোমকূপ আছে, তত লিঙ্গস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে, ব্রাহ্মণই হউক, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র হউক সেই ভস্ম ধারণ হইতে এই শব্দব্রহ্মের রূপ যে স্বরূপ অবস্থিত সেই

স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৈদেহ জনক পৈপ্পলাদ ঋষির সহিত প্রজাপতিলোকে গমন করিয়াছিলেন, তথায় গিয়া প্রজাপতিকে বলিলেন, ভোঃ প্রজাপতে! ত্রিপুণ্ড্রের মাহাত্ম্য উপদেশ করুন। তাঁহাকে প্রজাপতি বলিলেন,—ঈশ্বরের যেরূপ মাহাত্ম্য, ত্রিপুণ্ড্রেরও সেইরূপই মাহাত্ম্য। ইহার পর পৈপ্পলাদ ঋষি বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, বৈকুণ্ঠলোকে গিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, ভো বিষ্ণো, ত্রিপুণ্ড্রের মাহাত্ম্য উপদেশ করুন,—বিষ্ণু বলিলেন, যেমন ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ত্রিপুণ্ড্রেরও সেইরূপ মাহাত্ম্য। ইহার পর পৈপ্পলাদ ঋষি কালাগ্নিরুদ্রদেবের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—ভগবন্, ত্রিপুণ্ড্রের বিধি অধ্যয়ন করান। কালাগ্নিরুদ্রদেব বলিলেন,—আমি যথার্থ ত্রিপুণ্ড্রের বিধি বলিতে সমর্থ নহি। ইহার পর পুনরায় বলিলেন, (যথা কথঞ্চিৎ মাহাত্ম্য বলিতেছি শ্রবণ কর)। এই ভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে। ভস্মশয্যায় শয়নকারী ব্যক্তি ভস্মদ্ধের বিষয় হইয়া শিবের সাযুজ্যমুক্তি

লাভ করে, তাঁহার এই সংসারে পুনরায় আসিতে হয় না। তাঁহার পুনরায় আসিতে হয় না। সেই ব্যক্তি রুদ্রমন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ-লাভ করে, সেই ভস্ম স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্মস্বরূপ, বিভূতি ধারণ করিলে ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। বিভূতি ধারণ করিলে সকল তীর্থস্নানের ফললাভ হয়। বিভূতি ধারণ করিলে বারাণসীতে স্নানের যে ফল তৎসদৃশ ফললাভ হয়। সেই ভস্মই স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্ম। যে কোনও ব্যক্তির শরীরে ত্রিপুণ্ড্রের চিহ্ন থাকে, তাহার প্রথম চিহ্ন প্রজাপতি-স্বরূপ, দ্বিতীয় রেখা বিষ্ণু, তৃতীয় রেখা সদাশিব। ইহা ভস্মজ্যোতিঃ, ইহা ভস্মজ্যোতিঃ। মহর্ষি সনৎকুমার ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্! আমাকে রুদ্রাক্ষধারণবিধির উপদেশ করুন। কালাগ্নিরুদ্রদেব বলিলেন,—রুদ্রের নয়ন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া লোকে রুদ্রাক্ষ এই নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সদাশিব প্রলয়সময়ে জগতের সংহার করিয়া সংহারচক্ষুঃ মুকুলীভূত করিয়াছিলেন,

তাঁহার নয়ন হইতে রুদ্রাক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এইজন্যই রুদ্রাক্ষের রুদ্রাক্ষত্ব। সেই রুদ্রাক্ষ শব্দ উচ্চারণ করিলে দশটী গোদানের যে ফল, সেই ফললাভ হয়। এই রুদ্রাক্ষ ভস্মজ্যোতিঃ স্বরূপ অর্থাৎ ভস্ম স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ, এই রুদ্রাক্ষও তদ্রূপ। সেই রুদ্রাক্ষ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া ধারণমাত্রেই দ্বিসহস্র গোপ্রদানের ফল হয়। সেই রুদ্রাক্ষ কর্ণদ্বয়ে ধারণ করিলে একাদশ সহস্র গোপ্রদানের ফল হয় এবং সাধক একাদশ রুদ্রের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। সেই রুদ্রাক্ষ মস্তকে ধারণ করিলে কোটিসংখ্যক গোপ্রদানের ফল হয়। এই সকল স্থানের মধ্যে কর্ণদ্বয়ে ধারণের ফল বলিয়া শেষ করা যায় না। মস্তকে চল্লিশটী শিখায় একটী অথবা তিনটী, কর্ণদ্বয়ে বারটী, কণ্ঠে বত্রিশটী, বাহুদ্বয়ে ষোলটি, মণিবন্ধদ্বয়ে বারটী বারটী, অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ছয়টী ছয়টী, তৎপর কুশগ্রহণ করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাউপাসনা করিবে। "অগ্নির্জ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দান করিবে। সপ্তম ব্রাহ্মণের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমং ব্রাহ্মণম্।

১। অথ বৃহজ্জাবালস্য ফলং নো ব্রূহি ভগবন্নিতি স হোবাচ য এতদ্বৃহজ্জাবালং নিত্যমধীতে সোঽগ্নিপূতো ভবতি স বায়ুপূতো ভবতি স আদিত্যপূতো ভবতি স সোমপূতো ভবতি স ব্রহ্মপূতো ভবতি স বিষ্ণুপূতো ভবতি স রুদ্রপূতো ভবতি স সর্বপূতো ভবতি স সর্বপূতো ভবতি।

২। য এতদ্বৃহজ্জাবালং নিত্যমধীতে সোঽগ্নিং স্তম্ভয়তি স বায়ুং স্তম্ভয়তি স আদিত্যং স্তম্ভয়তি স সোমং স্তম্ভয়তি স উদকং স্তম্ভয়তি স সর্বান্ দেবান্ স্তম্ভয়তি স সর্বান্ গ্রহান্ স্তম্ভয়তি স বিষং স্তম্ভয়তি স বিষং স্তম্ভয়তি।

৩। য এতদ্বৃহজ্জাবালং নিত্যমধীতে স মৃত্যুং তরতি স পাপ্মানং তরতি স ব্রহ্মহত্যাং তরতি স ভ্রূণহত্যাং তরতি স বীরহত্যাং তরতি স সর্বহত্যাং তরতি স সংসারং তরতি স সর্বং তরতি স সর্বং তরতি।

৪। য এতদ্বৃহজ্জাবালং নিত্যমধীতে স ভূর্লোকং জয়তি স ভুবর্লোকং জয়তি স স্বুবর্লোকং জয়তি

স তপোলোকং জয়তি স মহর্লোকং জয়তি স জনোলোকং জয়তি স সত্যলোকং জয়তি স সর্বাল্লোকাঞ্জয়তি স সর্বাল্লোকাঞ্জয়তি।

৫। য এতদ্বৃহজ্জাবালং নিত্যমধীতে স ঋচোঽধীতে স যজূংষ্যধীতে স সামান্যধীতে সোঽথর্বণমধীতে সোঽঙ্গিরসমধীতে স শাখা অধীতে স কল্পানধীতে স নারাশংসীরধীতে স পুরাণান্যধীতে স ব্রহ্মপ্রণবমধীতে স ব্রহ্মপ্রণবমধীতে।

৬। অনুপনীতশতমেকমেকেনোপনীতেন তৎসমমুপনীতশতমেকমেকেন গৃহস্থেন তৎসমং গৃহস্থশতমেকমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমং বানপ্রস্থশতমেকমেকেন যতিনা তৎসমং যতীনাং তু শতং পূর্ণমেকমেকেন রুদ্রজাপকেন তৎসমং রুদ্রজাপকশতমেকমেকেন অথর্বশিরঃশিখাধ্যাপকেনতৎসমমথর্বশিরশিখাধ্যাপকশতমেকমেকেন বৃহজ্জবালোপনিষদধ্যাপকেন তৎসমং তদ্বা এতৎ পরং ধাম বৃহজ্জাবালোপনিষজ্জপশীলস্য যত্র ন সূর্যাস্তপতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমা ভাতি যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র নাগ্নির্দহতি

যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দুঃখানি প্রবিশন্তি সদানন্দং পরমানন্দং শান্তং শাশ্বতং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং পরং পদং যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনস্তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎপরমং পদম্॥ ওঁ সত্যমিত্যুপনিষৎ॥ ৬ ইত্যষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥৮॥ ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ॥

ইত্যথর্ববেদীয়বৃহজ্জাবালোপনিষৎ সমাপ্তা।

ব্যাখ্যা। সুগমম্।

অনুবাদ। ইহার পর সনৎকুমার পুনরায় প্রার্থনা করিলেন,—ভগবন্! বৃহজ্জাবাল-উপনিষদের ফল আমাদিগকে বলুন। কালাগ্নিরুদ্রদেব বলিলেন,—যিনি এই বৃহজ্জাবাল উপনিষৎ নিত্য অধ্যয়ন করেন, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, সোম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রদেবতাকে পবিত্র করিয়া থাকেন, এমন কি সকল উপাস্য দেবতাই তাহাকে পবিত্র করেন। যিনি এই বৃহজ্জাবাল উপনিষৎ নিত্য অধ্যয়ন করেন,

তিনি অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, সোম, জল, সর্ব্বদেবতা সকল গ্রহ ও বিষে স্তম্ভিত করিতে পারেন, অর্থাৎ অগ্নিপ্রভৃতির দাহাদি শক্তির ব্যাপার বিনষ্ট হয়; তাহারা তাহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। যিনি নিত্য এই বৃহজ্জাবাল উপনিষদ অধ্যয়ন করেন, তিনি মৃত্যু, পাপ, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, বীরহত্যা, (অগ্নিহোত্র অগ্নি পরিত্যাগ) সর্ব্বহত্যা ও সংসার অতিক্রম করেন, এমন কি তিনি সকলকেই অতিক্রম করেন। যিনি এই বৃহজ্জাবাল উপনিষৎ নিত্য অধ্যয়ন করেন, তিনি ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, তপোলোক, জনোলোক ও সত্যলোক জয় করেন, এমন কি তিনি সকল লোকই জয় করেন। যিনি এই বৃহজ্জাবাল উপনিষৎ নিত্য অধ্যয়ন করেন, তিনি ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, আঙ্গিরসবিদ্যা, সকল বেদের সকল শাখা, কল্পসূত্র, নারাশংসবিদ্যা, পুরাণ ও ব্রহ্মবাচক প্রণব অধ্যয়নের ফললাভ করেন। যাঁহাদিগের উপনয়ন হইয়াছে, তাঁহাদিগের

মধ্যে একজন একশত অনুপনীত ব্যক্তির তুল্য, এক গৃহস্থ একশত উপনীত ব্যক্তির সমান, একজন বানপ্রস্থাশ্রমযুক্ত ব্যক্তি একশত গৃহস্থের সমান, একজন যতি একশত বানপ্রস্থাশ্রমীর তুল্য, একশত যতি যে কোনও আশ্রমে অবস্থিত একজন রুদ্রজাপকের তুল্য, একশত রুদ্রজাপক একজন অথর্ব্বশিরঃশিখা অধ্যয়নকারীর তুল্য, একশত অথর্ব্বশিরঃশিখ্যাধ্যায়ী, একজন বৃহজ্জাবাল উপনিষৎ অধ্যাপকের তুল্য বৃহজ্জাবাল উপনিষদের রূপপরায়ণ ব্যক্তিগণ পরমপদ প্রাপ্ত হন। সেই স্থানে সূর্য্য তাপপ্রদান করেন না, বায়ু প্রবাহিত হয় না, চন্দ্র দীপ্তিদান করে না, নক্ষত্রগণ প্রকাশ পায় না, অগ্নিদাহ করে না; মৃত্যু প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, দুঃখ প্রবেশ করিতে পারে না, সেই স্থান সর্ব্বদা আনন্দরূপ পরমানন্দস্বরূপ, যাহা শান্তিপূর্ণ নিত্য, সদা মঙ্গলময় ব্রহ্মাদিদেবগণকর্ত্তৃক বন্দিত, যোগিগণের ধ্যেয় যোগিগণ সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে আবর্ত্তন করেন না, সেই পদ

বৃহজ্জাবাল উপনিষৎ অধ্যয়নকারিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উক্ত স্থানের বিষয় ঋগ্‌মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ আকাশে বিস্তৃত চক্ষুতুল্য সূর্য্যের ন্যায় তেজঃস্বরূপ ব্যাপক বিষ্ণু অর্থাৎ পরমাত্মার পরমস্বরূপ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। মেধাবী সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বে জাগরণশীল অর্থাৎ সমাধিদ্বারা সর্ব্বদা আত্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ব্যাপক পরমাত্মা বিষ্ণুর প্রকৃষ্ট স্বরূপকে সমৃদ্ধিযুক্ত করেন অর্থাৎ তাঁহারা সেই পরম পদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই সত্য রহস্যবিদ্যা॥

অষ্টম ব্রাহ্মণের অনুবাদ সমাপ্ত।

বৃহজ্জাবালোপনিষৎ সমাপ্ত।

নির্বাণোপনিষৎ।

ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ।

অথ নির্বাণোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পরমহংসঃ সোঽহম্। পরিব্রাজকাঃ পশ্চিমলিঙ্গাঃ। মন্মথক্ষেত্রপালাঃ। গগনসিদ্ধান্তঃ অমৃতকল্লোলনদী। অক্ষয়ং নিরঞ্জনম্। নিঃসংশয় ঋষিঃ। নির্বাণো দেবতা। নিষ্কুলপ্রবৃত্তিঃ। নিষ্কেবলজ্ঞানম্। ঊর্ধ্বাম্নায়ঃ। নিরালম্বপীঠঃ। সংযোগদীক্ষা। বিয়োগোপদেশঃ। দীক্ষা সন্তোষপানং চ। দ্বাদশাদিত্যাবলোকনম্। বিবেকরক্ষা। করুণৈব কেলিঃ। আনন্দমালা। একান্তগুহায়াং মুক্তাসনসুখগোষ্ঠী। অকল্পিতভিক্ষাশী। হংসাচারঃ। সর্বভূতান্তর্বর্ত্তী হংস ইতি প্রতিপাদনম্। ধৈর্য কন্থা। উদাসীনকৌপীনম্। বিচারদণ্ডঃ। ব্রহ্মাবলোকযোগপট্টঃ। শ্রিয়াং পাদুকা। পরেচ্ছাচরণম্। কুণ্ডলিনীবন্ধঃ। পরাপবাদমুক্তো জীবন্মুক্তঃ। শিবযোগনিদ্রা চ। খেচরীমুদ্রা চ। পরমানন্দী। নির্গতগুণত্রয়ম্। বিবেকলভ্যম্।

মনোবাগগোচরম্। অনিত্যং জগত্তজ্জনিতং স্বপ্নজগদভ্রগজাদিতুল্যম্। তথা দেহাদিসংঘাতং মোহগুণজালকলিতং তদ্রজ্জুসর্পবৎ কল্পিতম্। বিষ্ণুবিধ্যাদিশতাভিধানলক্ষ্যম্। অঙ্কুশো মার্গঃ। শূন্যং ন সঙ্কেত। পরমেশ্বরসত্তা। সত্যসিদ্ধযোগো মঠঃ। অমরপদং তৎস্বরূপম্। আদিব্রহ্মস্বসংবিৎ। অজপা গায়ত্রী। বিকারদণ্ডো ধ্যেয়ঃ। মনোনিরোধিনী কন্থা। যোগেন সদানন্দস্বরূপদর্শনম্। আনন্দভিক্ষাশী। মহাশ্মশানেঽপ্যানন্দবনে বাসঃ। একান্তস্থানম্। আনন্দমঠম্। উন্মন্যবস্থা। শারদা চেষ্টা। উন্মনী গতিঃ। নির্মলগাত্রম্। নিরালম্বপীঠম্। অমৃতকল্লোলানন্দক্রিয়া। পাণ্ডরগগনম্। মহাসিদ্ধান্তঃ। শমদমাদিদিব্যশক্ত্যাচরণে ক্ষেত্রপাত্রপটুতা। পরাবরসংযোগঃ। তারকোপদেশঃ। অদ্বৈতসদানন্দো দেবতা। নিয়মঃ স্বান্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ভয়মোহশোকক্রোধত্যাগস্ত্যাগঃ। পরাবরৈক্যরসাস্বাদনম্। অনিয়ামকত্বনির্মলশক্তিঃ। স্বপ্রকাশব্রহ্মতত্ত্বে শিবশক্তিসম্পুটিত প্রপঞ্চচ্ছেদনম্। তথা পত্রাক্ষাক্ষিকমণ্ডলুঃ। ভাবাভাবদহনম্। বিভ্র-

ত্বাকাশাধারম্। শিবং তুরীয়ং যজ্ঞোপবীতম্। তন্ময়া শিখা। চিন্ময়ং চোৎসৃষ্টিদণ্ডম্। সন্ততাক্ষিকমণ্ডলুম্। কর্মনির্মূলনম্ কন্থা। মায়ামমতাহঙ্কারদহনম্। শ্মশানে অনাহতাঙ্গী। নিস্ত্রৈগুণ্যস্বরূপানুসন্ধানং সময়ম্। ভ্রান্তিহরণম্। কামাদিবৃত্তিদহনম্। কাঠিন্য-দৃঢ়কৌপীনম্। চীরাজিনবাসঃ। অনাহতমন্ত্রঃ। অক্রিয়য়ৈব জুষ্টম্। স্বেচ্ছাচারস্বভাবো মোক্ষঃ পরংব্রহ্ম। প্লববদাচরণম্। ব্রহ্মচর্যাশান্তিসংগ্রহণম্। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধীতবানপ্রস্থাশ্রমেঽধীত্য সসর্ব্বসংবিন্ন্যাসং সংন্যাসম্। অন্তে ব্রহ্মাখণ্ডাকরম্। নিত্যং সর্ব্বসন্দেহনাসনম্। এতন্নির্বাণদর্শনং শিষ্যং পুত্রং বিনা ন দেয়-মিত্যুপনিষৎ।

নির্বাণোপনিষৎ সমাপ্তা।

ব্যাখ্যা। অথ (মঙ্গলসূচকমব্যয়ম্) নির্বাণোপনিষদম্ (আত্ম-যথার্থজ্ঞানোপযোগি সন্ন্যাসপ্রতিপাদকম্ অধ্যাত্মশাস্ত্রম্) ব্যাখ্যাস্যামঃ (বিস্তরেণ অর্থতঃ প্রকাশয়িষ্যামঃ) [ইয়ং বিদ্যা-দর্শিনঃ ঋষেঃ প্রতিজ্ঞা] পরমহংসঃ (আত্মতত্ত্ববিৎ সন্ন্যাসি-বিশেষঃ) সোঽহং (স পরমাত্মা অহং) [পরমহংসঃ জীবাত্মা-

ভিন্নপরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ) [পরমহংসাখ্যসন্ন্যাসিনঃ] পরিব্রাজকাঃ (সমন্তাদ্ গমনশীলাঃ একত্রানবস্থায়িনঃ) পশ্চিমলিঙ্গাঃ (অন্ত্যবুদ্ধয়ঃ) [অবিদ্যানাশাৎ তদুপাদানবুদ্ধেরপি নাশাৎ এতে অন্তিমবুদ্ধয়ঃ ভবন্তীত্যর্থঃ] মন্মথক্ষেত্রপালাঃ (কামক্ষেত্ররক্ষকাঃ), গগনসিদ্ধান্তঃ (ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্তুনাং শূন্যত্বমেব এষাং নির্ণয়ঃ) অমৃতকল্লোলনদী (পরমসুখাত্মকব্রহ্মানন্দনদ্যামেতে নিমগ্না ভবন্তি) নিরঞ্জনম্ (অবিদ্যালেশশূন্যম্) অক্ষয়ং (নিত্যংব্রহ্ম) [এষাং স্বরূপমিত্যর্থঃ] নিঃসংশয়ঃ (বিকল্পরহিতঃ) ঋষিঃ (সংসারপারগামিমুনিরূপঃ) নির্বাণঃ (মোক্ষরূপঃ) দেবতা (দ্যোতনাত্মকঃ) নিষ্কুলপ্রবৃত্তিঃ (কুলহীনগতিঃ) নিষ্কেবলজ্ঞানং (নির্গতপ্রপঞ্চাত্মক নির্বিকল্পকজ্ঞানাত্মকঃ) উর্দ্ধাম্নায়ঃ (ব্রহ্মপ্রতিপাদকোপনিষদেবাস্য শাস্ত্রম্) নিরালম্বপীঠঃ (নির্বিষয়জ্ঞানমাত্রমস্য আসনম্, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ) সংযোগদীক্ষা (জীবাত্মপরমাত্মসংযোগঃ এবাস্যদীক্ষা) বিভাগোপদেশঃ (প্রপঞ্চস্য বিভাগঃ, ব্রহ্মব্যতিরেকেনাসত্যত্বাবধারণাৎ অস্য উপদেশঃ) দীক্ষাসন্তোষপানং চ (দীক্ষাজন্যব্রহ্মানন্দানুভবঃ এবাস্য পানং) দ্বাদশাদিত্যাবলোকনং (দ্বাদশাদিত্যোপলক্ষিতে জগতি তেজোময়ব্রহ্মাত্মকত্বাবধারণম্) বিবেকরক্ষা (আত্মানাত্মস্বরূপাবধারণস্য রক্ষণম্) করুণৈবকেলিঃ (দয়া এবাস্য ক্রীড়া) আনন্দমালা (নিরবচ্ছিন্নব্রহ্মানন্দধারা এবাস্য

জপমালা) একান্তগুহায়াং (নির্জ্জন-গহ্বরে, অদ্বৈতাকার-বুদ্ধিবৃত্তৌ) মুক্তাসনগোষ্ঠী (মোক্ষরূপেণ ব্রহ্মণা যদ্ আসনং অভেদেন অবস্থানং, তেন আনন্দপ্রবাহমিলনং) অকল্পিত ভিক্ষাশী (অয়ম্ অযাচিতেন স্বয়ম্ উপনীতেন ভিক্ষান্নেন জীবনধারী ভবতি) হংসাচারঃ (আত্মনিষ্ঠঃ)। সর্ব্বভূতান্তর্বর্ত্তী (সকলপ্রাণিবুদ্ধিষু অন্তর্য্যামিব্রহ্মরূপেণ অবস্থিতঃ) হংসঃ (পরমাত্মা) ইতি (সর্ব্ববুদ্ধিষু হংসাত্মকপরমাত্মা বর্ত্ততে ইত্যেবং) প্রতিপাদনং (জ্ঞানং, উপদেশঃ বা) ধৈর্য্যকন্থা (দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা এব শীতাদিবারণহেতুঃ কন্থা, ন তু অস্য বাহ্যকন্থাধারণমিত্যর্থঃ) উদাসীনকৌপীনং (সর্ব্ববস্তুষু সংসর্গত্যাগেন আত্মনিষ্ঠা এব অস্য অধোবাসঃ) বিচারদণ্ডঃ (আত্মানাত্মবিচারঃ এব দণ্ডঃ) ব্রহ্মলোকযোগপট্টঃ (আত্মজ্ঞানম্ এব যোগে অবলম্বনীয়দার্ব্বাদিনির্ম্মিতপট্টঃ) শ্রিয়াং পাদুকা (বাহ্যসম্পদ্ হেয়া ইত্যর্থঃ) পরেচ্ছাচরণম্ (আত্মনঃ ইচ্ছাভাবেন স্বব্যতিরিক্তবুদ্ধ্যাদিবৃত্তিরূপেচ্ছয়াঽস্য প্রবৃত্তিঃ, বিদ্যয়া স্বীয়াদৃষ্টনাশাৎ পরাদৃষ্টজন্যেচ্ছয়া বা অস্য ব্যবহারঃ) কুণ্ডলিনীবন্ধঃ (মূলাধারস্থিতয়া কুণ্ডলিনীশক্ত্যা এবা অস্য বন্ধবত্তয়া বিজ্ঞানং) পরাপবাদমুক্তঃ (সর্ব্বত্র আত্মভেদজ্ঞানাভাবাৎ পরনিন্দাশূন্যঃ) জীবন্মুক্তঃ (প্রারব্ধক্ষয়াপেক্ষয়া জীবন্নেব অবিদ্যানাশাৎ মোক্ষংপ্রাপ্তঃ) শিবযোগনিদ্রা চ (পরমাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণবাহ্যবিষয়াসংবেদনরূপং অস্য নিদ্রা)

খেচরীমুদ্রা (ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি, খেচরীমুদ্রা প্রসিদ্ধমুদ্রা) পরমানন্দী (সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মানন্দঃ) নির্গতগুণত্রয়ং (সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মকপ্রপঞ্চতঃ অনেন মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়েন অতীতঃ)। বিবেকলভ্যম্ (আত্মানাত্মভেদজ্ঞান-লভ্যব্রহ্মস্বরূপমনেন লব্ধম্) মনোবাগগোচরং (বাঙ্মনসয়োরবি-ষয়স্য ব্রহ্মণঃ আত্মাভেদেন জ্ঞানমস্য জাতমিত্যর্থঃ। [অস্য জ্ঞান-প্রকারমাহ] স্বপ্নজগদভ্রগজাদিতুল্যং (স্বপ্নেদৃষ্টজগৎতুল্যং মেঘে পরিদৃশ্যমানমিথ্যাহস্ত্যাদিসমং) যজ্জনিতং (যৎবিদ্যয়া পরিদৃশ্যমানং আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ) [তৎ] অনিত্যং (বিদ্যয়া বিনাশি)। তথা (অনিত্যজগত্তুল্যম্) দেহাদি-সংঘাতং (দেহেন্দ্রিয়াদিসমূহঃ) মোহগুণজালকল্পিতং (অবিদ্যা-ত্মকসত্ত্বাদিগুণত্রয়নির্ম্মিতং) তদ্রজ্জুসর্পবৎকল্পিতং (অবিদ্যয়া রজ্জৌকল্পিতসর্পবৎ আরোপিতং) বিষ্ণুবিধ্যাদিশতাভিধান-লক্ষ্যং (ব্রহ্মবিষ্ণু২ভৃত্যসংখ্যানামভিলক্ষণীয়ম্) অঙ্কুশো মার্গঃ (গজানাং বারকঃ অঙ্কুশ ইব প্রপঞ্চনাশকজ্ঞানং পন্থাঃ) শূন্যং (নিষ্প্রপঞ্চাত্মকং ব্রহ্ম) ন সঙ্কেতঃ (ন শব্দসঙ্কেতেন প্রকাশ্যম্) পরমেশ্বরসত্তা (ব্রহ্মসত্তয়ৈব সর্ব্বং সত্ত্ববৎ, ব্রহ্মব্যতিরিক্তা সত্তা নাস্তীত্যর্থঃ) সত্যাসিদ্ধযোগঃ (সত্যাত্মকব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় জ্ঞানযোগ এব) মঠঃ (অবাস্থাতস্থানং) অমরপদং (নিত্য-স্থানং)-তৎস্বরূপং (ব্রহ্মস্বরূপম্)। আদিব্রহ্মস্বসংবিৎ (নিত্য-ব্রহ্মাত্মকজ্ঞানমেবস্বস্য স্বরূপম্) অজপা (হংসমন্ত্রঃ) গায়ত্রী

(ত্রাণকারকমন্ত্রঃ) বিকারদণ্ডঃ (বিকারাত্মকপ্রপঞ্চস্য দণ্ডস্বরূপং জ্ঞানদণ্ডং) ধ্যেয়ং (চিন্তনীয়ং) [ধার্য্যমিতি পাঠে ধারণীয়মিত্যর্থঃ] মনোনিরোধিনী (মনোবৃত্তিনাশিকা ব্রহ্মাকারা বৃত্তিঃ) কন্থা (শীতাদিবারিকা) যোগেন (আত্মা-নাত্মাভেদজ্ঞানেন) সদানন্দস্বরূপদর্শনম্ (সত্তাসুখস্বরূপপরমাত্ম-সাক্ষাৎকারঃ)। আনন্দভিক্ষাশী (ব্রহ্মানন্দভিক্ষাখতৃপ্তঃ) মহাশ্মশানে (অতিদুঃখস্থানেঽপি) আনন্দবনে বাসঃ (ব্রহ্মানন্দ-সাক্ষাৎকারাত্মকসুখস্বরূপে অবস্থানম্) একান্তস্থানং (অদ্বিতীয়-ব্রহ্মণিস্বরূপে স্থিতিঃ) আনন্দমঠং (স্বরূপানন্দে অবস্থিতিঃ) উন্মনী অবস্থা (মনোবৃত্তিশয়করী দশা) শারদা (শ্বেতপদ্মবৎ রাগাদিশূন্যতয়া নির্ম্মলা) চেষ্টা (ব্যবহারঃ) উন্মনীগতিঃ (মনোবৃত্তিহীনা অবস্থা) নির্মলগাত্রং (ব্রহ্মজ্ঞানেন অবিদ্যা-মলশূন্যং স্বরূপম্) নিরালম্বপীঠং (নির্বিষয়াত্মস্বরূপে অবস্থানং) অমৃতকল্লোলানন্দক্রিয়া (ব্রহ্মামৃততরঙ্গে আনন্দক্রীড়া) পাণ্ডর-গগনং (নির্মলব্রহ্মাত্মকজ্ঞানং) মহাসিদ্ধান্তঃ (নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্ম এব সত্যম্ ইতি নির্ণয়ঃ ,শমদমাদিদিব্যশক্ত্যাবরণে (অন্তর্বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহাদিকরণে) :ক্ষেত্রপাত্রপটুতা (দেহেন্দ্রিয়াদিদক্ষতা) পরাবরসংযোগঃ (জীবপরমাত্মনোঃ কার্য্যকারণয়োশ্চ ঐক্যম্, পরমাত্মসত্তাতিরেকেণ তদ্ব্যতিরিক্তসত্তাভাবঃ ইত্যর্থঃ) তারকো-পদেশঃ (সংসারবন্ধমোক্ষোপায়ভূতব্রহ্মজ্ঞানোপদেশঃ) অদ্বৈত-সদানন্দদেবতা (সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্যদ্যোতনাত্মক-

পরমাত্মরূপঃ)। স্বান্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ (স্বীয়চিত্তবৃত্তিনিয়মনং) নিয়মঃ, ভয়-মোহ-শোক-ক্রোধত্যাগঃ (ভয়াদিপরিত্যাগ এব সন্ন্যাসঃ) পরাবরৈক্যরসাস্বাদনং (জীবপরমাত্মনোরৈকত্বানুভবজন্যস্য সুখস্য স্বাত্মাভেদেন সাক্ষাৎকরণম্) অনিয়ামকত্বনির্মলশান্তিঃ (বিধিনিষেধাতীতত্বমস্ত নির্মলা শান্তিঃ) স্বপ্রকাশব্রহ্মতত্ত্বে (সাধননিরপেক্ষপ্রত্যক্ষাত্মকেব্রহ্মস্বরূপে) শিবশক্তিসম্পুটিত প্রপঞ্চোচ্ছেদনম্ (সুখাত্মকে শিবরূপে ব্রহ্মণি শক্তিরূপায়াঃ মায়ায়াঃ অনাদিমিথ্যাধ্যানেন উৎপন্নস্ত সৃষ্টিজাতস্য বিদ্যয়া লয়ঃ) তথা, পত্রাক্ষাক্ষিকমণ্ডলুঃ (দেহেন্দ্রিয়হস্তাদিকমেবাস্ত পানীয়াধারঃ) ভাবাভাবদহনং (জ্ঞানেন ভাবাভাবভূতস্ত প্রপঞ্চস্ত লয়) বিভ্রত্যাকাশাধারং [তে পরমহংসঃ] (আকাশাধারং সমহিমপ্রতিষ্ঠিতং আকাশাত্মকং ব্রহ্মস্বরূপেণ ধারয়ন্তি) শিবং (সুখাত্মকং) তুরীয়ং (জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাতীতং। [আত্মস্বরূপম্ অস্ত] যজ্ঞোপবীতং (যজ্ঞসূত্রভূতং) তন্ময়ী শিখা (আত্মজ্ঞানজ্যোতিরেবাস্ত শিখা) চিন্ময়ং (ব্রহ্মচৈতন্যাত্মকং) চোৎসৃষ্টিদণ্ডং (সন্ন্যাসদণ্ডং) সন্তত্যাক্ষিকমণ্ডলুং (দৃষ্টিনিয়মনমেবাস্ত কমণ্ডলুতুল্যং) কর্মনির্মূলনং (অদ্বৈতজ্ঞানেন কর্মণাং বিমর্দঃ) কন্থা, মায়ামমতাহংকারদহনং (অবিদ্যায়াঃ, তজ্জনিতাহংকারমমকারয়োশ্চ জ্ঞানেন বাধনং) শ্মশানে (অবিদ্যাদাহস্থানে) অনাহতাঙ্গী (অনাহতাখ্য হৃৎপদ্মোস্থাদ্বৈতাকারাবুদ্ধিবৃত্তিমান্) নিস্ত্রৈগুণ্যস্বরূপানুসন্ধানং

সময়ং (সত্ত্বাদিগুণত্রয়াতীতাত্মস্বরূপজ্ঞানম্ এবাস্ত সিদ্ধান্তঃ) ভ্রান্তিহরণং (ভ্রমাত্মিকায়াঃ অবিদ্যায়াঃ নাশনম্) কামাদিবৃত্তি-দহনং) বিদ্যয়া কামাদিবৃত্তিনাশঃ) কাঠিন্যদৃঢ়কৌপীনং (দৃঢ়তা এব অধোবাসঃ) চীরাজীর্ণবাসাঃ (ছিন্নপটবল্কলাদি পরিধানং) অনাহতমন্ত্রঃ (অনাহতাখ্যহৃৎপদ্মোত্থহংসমন্ত্র-ধ্যানপরায়ণঃ) অক্রিয়ৈবয়ুষ্টং (বাহ্যক্রিয়াত্যাগসেবনং) স্বেচ্ছা-চারস্বস্বভাব (অপরতন্ত্রব্যবহারঃ) মোক্ষঃ (মুক্তিঃ) পরংব্রহ্ম (পরমাত্মা) প্লববদাচরণম্ (যথা প্লবঃ জলৈরনভিভূতঃ প্লবতে তথৈবায়ম্ অবিদ্যাতৎকার্য্যৈরসংস্পৃষ্টঃ ভবতি) ব্রহ্মচর্য্য-শান্তিসংগ্রহণং (ব্রহ্মৈকনিষ্ঠতারূপপরমসুখপ্রাপ্তিঃ) [অতঃ-পরং সুগমম্ ।]

অনুবাদ। অধুনা মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্ম বিদ্যা ব্যাখ্যাত হইতেছে। পরমহংস সন্ন্যাসীই মোক্ষমার্গের অধিকারী। তিনি সর্ব্বদা জীব ও পরমাত্মার অভেদবাচক সোঽহং মন্ত্রের উপাসক। পরমহংসগণ সর্ব্বদা একস্থানে অবস্থান করেন না, ইঁহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বুদ্ধি চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, দেহের প্রারম্ভক কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই বুদ্ধি লয়প্রাপ্ত হয়, এইজন্য

তাহাদের বুদ্ধির একান্ত লয় হয় বলিয়া তাহাদের বুদ্ধি চরম। কামক্ষেত্রের ইহারা রক্ষক, অর্থাৎ তাঁহারা কখনও কামাদিদ্বারা অভিভূত হন্ না। ব্রহ্মব্যতিরিক্ত প্রপঞ্চের শূন্যতাই ইহাদের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম নিত্য অমৃতময়, সেই অমৃতনদীর সুখ পীযূষময় তরঙ্গে ইহারা নিমগ্ন থাকেন। নিত্যব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তিহেতু ইহারা অক্ষয় ও অবিদ্যাদিদোষশূন্য। ইহারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন এইজন্য সংশয়শূন্য ও সংসারপারগামী ঋষিস্বরূপ। মোক্ষই ইহাদের দেবতা বা দ্যুতিরূপাবস্থা। ইহাদের প্রবৃত্তিতে কুলভেদ নাই। প্রপঞ্চসম্বন্ধশূন্য আত্মস্বরূপতাই জ্ঞান, শ্রুতিশিরঃস্বরূপ উপনিষৎবিদ্যাই শাস্ত্র। তিনি নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানরূপ আসনে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞানরূপ সংযোগই ব্রতদীক্ষা। মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের পরিত্যাগরূপ বিয়োগই উপদেশ। তাদৃশ ঐক্যজ্ঞানদীক্ষাজনিত ব্রহ্মানন্দানুভবই পান। তিনি দ্বাদশআদিত্যযুক্ত জগতে ব্রহ্মস্বরূপ

জ্যোতির অবলোকন করিয়া থাকেন। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক তাহার সর্ব্বদা রক্ষণীয়। সকল ভূতে করুণাই তাহার ক্রীড়া। ব্রহ্মানন্দধারাই তাহার মালা। নির্জ্জনগুহাতে অর্থাৎ অদ্বৈতব্যতিরিক্ত বিষয়াকার-বৃত্তিহীনচিত্তবৃত্তিতে মোক্ষস্বরূপ আত্মাভিন্ন ব্রহ্মরূপ আসনে অবস্থিত থাকিয়া গোষ্ঠীজনিত আনন্দের অনুভব করিয়া থাকেন, সাধারণ ব্যক্তিগণ যেমন আত্মীয়স্বজনদিগের সহিত মিলিত হইয়া গোষ্ঠীসুখ অনুভব করে, তিনি সেইরূপ বাহ্যসুখ-কর বিষয়ে লিপ্ত না হইয়া ব্রহ্মানন্দেই তৃপ্তিলাভ ও অযত্নে উপস্থিত ভিক্ষার্থের দ্বারাই ভোজনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। হংসাখ্য অজপামন্ত্রতৎপরতাই তাহার আচার। হংসরূপ পরমাত্মা, সকল প্রাণিরূপে অবস্থিত, ইহাই তাহার প্রতিপাদন। দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা-রূপ ধৈর্য্যই তাহার শীতাদিবারণের হেতুরূপ কন্থা। রূপরসাদি সকল বিষয়ে মিথ্যাত্বনিশ্চয়হেতু ঔদাসীন্য-রূপ অসঙ্গত্বই কৌপীন অর্থাৎ অধোবাস। প্রপঞ্চের অসত্যতা ও পরমাত্মার সত্যতা বিচারই দণ্ড; বাহ্য-

দণ্ড তাঁহার অবলম্বনীয় নহে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানই যোগপট্টস্বরূপ, কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত যোগপট্ট তিনি ধারণ করেন না। তিনি বাহ্যসম্পদ্ অতিশয় হেয় মনে করেন। আত্মার নির্গুণত্ব ও অসঙ্গত্ব জ্ঞানবশতঃ স্বকীয় ইচ্ছা না থাকিলেও পরেচ্ছাহেতু ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে, অথবা বিদ্যাদ্বারা স্বীয় অদৃষ্ট নাশ হইলে পরিদৃষ্টবশতঃ ইনি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কুলকুণ্ডলিনী শক্তিপ্রভাবেই ইনি মুক্ত হইলেও বদ্ধবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকেন। স্বব্যতিরিক্ত বস্তুর বা জীবের ইনি সত্তা অনুভব করেন না এইজন্য ইনি সর্ব্বদা পরনিন্দা হইতে বিরত ও অবিদ্যানাশ-হেতু জীবিত অবস্থায়ও সদামুক্ত ব্রহ্মরূপে অবস্থিত। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্যরূপ সমাধি ইঁহার নিদ্রা, অর্থাৎ প্রাণিগণ যেমন সুষুপ্তিকালে বিষয় অনুভব করে না, তিনিও সেইরূপ আত্মার একত্ব-জ্ঞানবশতঃ বাহ্য বিষয়ের সংবেদন-হীন হইয়া থাকেন। ভ্রূদ্বয়ে সন্ধিস্থলে দৃষ্টির স্থিরতা সম্পাদনাদি-রূপ খেচরীমুদ্রায় তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন। পর-

মাত্মার স্বরূপ আনন্দসাক্ষাৎকার করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃরূপ গুণত্রয়ে সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি বা মায়ার পরিণামপ্রপঞ্চকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আত্মস্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানলভ্য স্বরূপবিজ্ঞান তাহাদের অধিগত হয়। তিনি পরমাত্মরূপে বাক্য ও মনের অতীত। স্বপ্নে পরিদৃশ্যমান হস্তিপ্রভৃতির ন্যায়, মেঘমালাতে অকস্মাৎ দৃষ্ট গজপ্রভৃতির আকারের মত অবিদ্যাজনিত এই জগৎ অনিত্য এইরূপ জ্ঞান তাহারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই যে দেহ, মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সংঘাত ইহারা সকলই অবিদ্যাকল্পিত গুণের পরিণাম, ইহা রজ্জুতে পরিদৃশ্যমান সর্পতুল্য ইহা তাঁহারা জানেন। এই জগৎপ্রপঞ্চে বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলেই কেবল নাম দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন, বস্তুতঃ ইহাদের পৃথক্ সত্তা নাই। গজাদির উচ্ছৃঙ্খল গতির বারক অঙ্কুশের ন্যায় নিবৃত্তিই ইহাদের মার্গ। প্রপঞ্চশূন্যাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ

শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। পরমেশ্বরের সত্তা সর্ব্বত্র অনুস্যূত, তদ্ব্যতিরিক্ত বস্তুর সত্তা নাই। পূর্ব্বোক্তরূপ পরমেশ্বরের সত্তাতে সিদ্ধিলাভই আবাস মঠ। নিত্য ব্রহ্মপদই তাঁহার স্বরূপ, নিত্যব্রহ্মই তাহার নিজ জ্ঞানস্বরূপ। অজপা-হংসমন্ত্র তাঁহার সংসারত্রাণকারক গায়ত্রী। বিকারাত্মক প্রপঞ্চের নাশক জ্ঞানদণ্ডই তাহার দণ্ডরূপে চিন্তনীয়। আত্ম-ব্যতিরিক্ত বিষয়ে মনের বৃত্তি নিরোধকারী অদ্বৈত-বৃত্তিই দ্বন্দ্বদোষনিবারিকা কন্থা। ইনি জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানরূপ যোগদ্বারা আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি আত্মানন্দরূপ ভিক্ষান্নের উপভোগ করেন। তিনি মহাশ্মশানে অবস্থান করিয়াও আত্মানন্দবনে বাস করেন। নির্জ্জনস্থান তাঁহার প্রীতিকর। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার আবাস মঠ। চিত্ত-বিলয়করী তাহার উন্মনী অবস্থাও শ্বেতপদ্মের ন্যায় নির্ম্মল চেষ্টা। উন্মনীগতি। তাঁহার গাত্র আত্মাভি-মানরহিত বলিয়া নির্ম্মল। বিষয়সম্পর্কশূন্য চৈতন্যমাত্র অবলম্বনীয় পীঠ। ব্রহ্মানন্দের অমৃতাধার

তরঙ্গরাজি তাঁহার আনন্দক্রিয়া। শুভ্রগগনস্বরূপ ব্রহ্মই তাঁহার স্বরূপ। আত্মার একত্বনিশ্চয়রূপ জ্ঞানই তাঁহার মহাসিদ্ধান্ত। শমদমাদি দিব্যশক্তির আচরণে তাহার অপ্রতিহতসামর্থ্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ পরব্রহ্ম ও অপর জীব এতদুভয়ের অথবা কার্য্যকারণের ঐক্যজ্ঞান তাঁহার সংযোগ। সংসার-তারক ঐক্যজ্ঞান উপদেশ, সর্ব্বদা নিত্যসত্তা ও আনন্দই তাহার দ্যুতিময়ী দেবতা। স্বীয় অন্তঃকরণের নিগ্রহ নিয়ম। ভয়, মোহ, শোক ও ক্রোধাদি রিপুত্যাগ সন্ন্যাস। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব-জ্ঞান তাহার পরম আস্বাদন। তিনি নিষেধ বা বিধির অধীন নহেন, এইজন্য তাঁহার নির্ম্মল শক্তি অনিয়ন্ত্রিত। তিনি সর্ব্বদা স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্বে অবস্থান করেন, এইজন্য পরমাত্মাতে কল্পিত অনাদি-মিথ্যাজ্ঞানজনিত বলিয়া শিবরূপ পরমাত্মা ও মায়া-শক্তিদ্বার সম্পুটিত জগৎপ্রপঞ্চের যথার্থ জ্ঞানদ্বারা উচ্ছেদ করেন। দেহ, ইন্দ্রিয়প্রভৃতি তাঁহার কমণ্ডলু-স্থানীয়। তিনি স্বীয় জ্ঞানদ্বারা ভাব ও অভাবাত্মক

প্রপঞ্চের দাহ করিয়া থাকেন। সেই পরমহংসগণ স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বাধার আকাশরূপ ব্রহ্মকে স্বরূপ ধারণ করেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের অতীত তুরীয় শিবরূপী পরমাত্মচৈতন্যই তাঁহার যজ্ঞোপবীত। আত্মচৈতন্যের সহিত তন্ময়তাই শিখা। তাঁহার বাহ্য যজ্ঞোপবীত বা শিখা ধারণের প্রয়োজন নাই। মিথ্যা প্রপঞ্চের যথার্থ জ্ঞানদ্বারা বাসরূপ পরিত্যাগ দণ্ড। বহির্দৃষ্টিধারানিয়মই কমণ্ডলু। অদ্বৈতজ্ঞানদ্বারা কর্ম্মউচ্ছেদসাধনই কন্থা। তিনি স্বজ্ঞানদ্বারা মায়া, মমতা ও অহঙ্কারের দাহ করিয়া থাকেন। তিনি অনাহতাখ্য হৃদয়পদ্মে অবস্থিত বুদ্ধির অদ্বৈতাকারবৃত্তিবিশিষ্ট। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের অতীত আত্মস্বরূপের অনুসন্ধানই তাঁহার আচার। ভ্রান্তিজ্ঞানের নাশই তাঁহার কার্য্য। কামাদিবৃত্তির দাহই তাহার ক্রিয়া। দৃঢ়তাই তাঁহার কৌপীন, ছিন্নবস্ত্র ও বল্কলাদি তাঁহার বসন। অনাহতধ্বনিরূপ অজপাই তাঁহার মন্ত্র। ক্রিয়াপরিত্যাগই তাঁহার সেবা।

স্বেচ্ছাচার তাঁহার স্বভাব। অর্থাৎ তিনি শাস্ত্রীয় বা লৌকিক বিধি বা নিষেধের বাধ্য নহেন। পরব্রহ্মস্বরূপই তাঁহার মোক্ষ। ভেলা যেমন জলে ভাসিয়া থাকে, তিনি সেইরূপ অবিদ্যাকল্পিত জগৎ-প্রপঞ্চ জলে নিমগ্ন হন না। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠতা-রূপ শান্তির গ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও বান-প্রস্থাশ্রমে অধ্যাত্ম বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া বাহ্য বিষয়ে সকলপ্রকার জ্ঞানের পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অন্তে তিনি অখণ্ড ব্রহ্মাকারে অবস্থিতি করেন। তাঁহার সকলপ্রকার সন্দেহ দূরীভূত হইয়া থাকে। এই নির্ব্বাণ উপনিষৎ শিষ্য বা পুত্র-ব্যতিরেকে অপরকে প্রদান করিবে না। ইহাই রহস্যবিদ্যা।

নির্ব্বাণ উপনিষদের অনুবাদ সমাপ্ত।

* নাদবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দূপনিষৎচ্চ।

নাদবিন্দূপনিষৎ।

ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥

ওঁ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ। মকারং পুচ্ছমিত্যাহুরর্ধমাত্রা তু মস্তকম্ ॥১॥ পাদাদিকং গুণাস্তস্য শরীরং তত্ত্বমুচ্যতে। ধর্মোঽস্য দক্ষিণং চক্ষুরধর্মোঽথোপরঃ স্মৃতঃ ॥২॥ ভূর্লোকপাদয়োস্তস্য ভুবর্লোকস্তু জানুনি। সুবর্লোকঃ কটীদেশে নাভিদেশে মহর্জগৎ ॥৩। জনলোকস্তু হৃদ্দেশে কণ্ঠেলোকস্তপস্ততঃ। ভ্রুবোর্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো

* আমরা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উপরিলিখিত উপনিষৎ সমূহের মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। এই জন্য আমরা সেই সকল পাঠান্তরিত গ্রন্থের মাত্র মূল উদ্ধৃত করিয়া পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করিলাম।

ব্যবস্থিতঃ ॥৪॥ সহস্রার্ণমতীবাত্র মন্ত্র এষ প্রদর্শিতঃ। এবমেতাং সমারূঢ়ো হংসযোগবিচক্ষণঃ ॥৫॥ ন ভিদ্যতে কর্মচারৈঃ পাপকোটিশতৈরপি। আগ্নেয়ী প্রথমা মাত্রা বায়ব্যেযা তথা পরা ॥ ৬ ॥ ভানুমণ্ডল-সঙ্কাশা ভবেন্মাত্রা তথোত্তরা। পরমা চাধমাত্রা যা বারুণীং তাং বিদুর্বুধাঃ ॥৭॥ কালত্রয়েঽপি যস্যেমা মাত্রা নূনং প্রতিষ্ঠিতাঃ। এষ ওঁকার আখ্যাতো ধারণাভির্নিবোধত ॥৮॥ ঘোষিণো প্রথমা মাত্রা বিদ্যামাত্রা তথাপরা। পতঙ্গিনী তৃতীয়া স্যাচ্চতুর্থী বায়ুবেগিনী ॥৯॥ পঞ্চমী নামধেয়া তু ষষ্ঠী চৈন্দ্রা-ভিধীয়তে। সপ্তমী বৈষ্ণবী নাম অষ্টমী শাঙ্করীতি চ ॥১০॥ নবমী মহতী নাম ধৃতিস্তু দশমী মতা। একাদশী ভবেন্নারী ব্রাহ্মী তু দ্বাদশী পরা ॥১১॥ প্রথমায়াং তু মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্বিযুজ্যতে। ভরতে বর্ষরাজাসৌ সার্বভৌমঃ প্রজায়তে ॥১২॥ দ্বিতীয়ায়াং সমুৎক্রান্তো ভবেদ্যক্ষো মহাত্মবান্। বিদ্যাধরস্তৃতীয়ায়াং গান্ধর্বস্তু চতুর্থিকা ॥১৩॥ পঞ্চম্যামথ মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্বিযুজ্যতে। উষিতঃ সহ দেবত্বং সোমলোকে

মহীয়তে ॥১৪॥ ষষ্ঠ্যামিন্দ্রস্য সাযুজ্যং সপ্তম্যাং বৈষ্ণবং পদম্। অষ্টম্যাং ব্রজতে রুদ্রং পশূনাং চ পতিং তথা ॥১৫॥ নবম্যাং তু মহর্লোকং দশম্যাং তু জনং ব্রজেৎ। একাদশ্যাং তপোলোকং দ্বাদশ্যাং ব্রহ্ম-শাশ্বতম্ ॥১৬॥ ততঃ পরতরং শুদ্ধং ব্যাপকং নির্ম্মলং শিবং। সদোদিতং পরং ব্রহ্ম জ্যোতিষামুদয়ো যতঃ ॥ ১৭ ॥ অতীন্দ্রিয়ং গুণাতীতং মনো লীনং যদা ভবেৎ। অনূপমং শিবং শান্তং যোগযুক্তং সদা-বিশেৎ ॥১৮॥ তদ্যুক্তস্তন্ময়ো জন্তুঃ শনৈর্মুঞ্চেৎ কলেবরম্। সংস্থিতো যোগচারেণ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জিতঃ ॥১৯॥ ততো বিলীনপাশোহসৌ বিমলঃ কমলা-প্রভুঃ। তেনৈব ব্রহ্মভাবেন পরমানন্দমশ্নুতে ॥২০॥ আত্মানং সততং জ্ঞাত্বা কালং নয় মহামতে। প্রারব্ধমখিলং ভুঞ্জন্নোদ্বেগং কর্ত্তুমর্হসি ॥২১॥ উৎপন্নে তত্ত্ববিজ্ঞানে প্রারব্ধং নৈব মুঞ্চতি। তত্ত্বজ্ঞানো-দয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে ॥২২॥ দেহাদীনাম-সত্ত্বাত্তু যথা স্বপ্নে বিবোধতঃ। কর্ম্ম জন্মান্তরীয়ং যৎপ্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতম্ ॥২৩॥ তত্তু জন্মান্তরাভাবাৎ

পুংসো নৈবাস্তি কর্হিচিৎ। স্বপ্নদেহো যথাধ্যস্ত-স্তথৈবায়ং হি দেহকঃ ॥২৪॥ অধ্যস্তস্য কুতো জন্ম জন্মাভাবে কুতঃ স্থিতিঃ। উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্ভাণ্ডস্যেব পশ্যতি ॥২৫॥ অজ্ঞানং চোত বেদান্তৈ-স্তস্মিন্নষ্টে ক্ব বিশ্বতা। যথা রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্নাতি বৈ ভ্রমাৎ ॥২৬॥ তদ্বৎসত্যমবিজ্ঞায় জগৎ পশ্যতি মূঢ়ধীঃ। রজ্জুখণ্ডে পরিজ্ঞাতে সর্পরূপং ন তিষ্ঠতি ॥২৭॥ অধিষ্ঠানে তথা জ্ঞাতে প্রপঞ্চে শূন্যতাং গতে। দেহস্যাপি প্রপঞ্চত্বাৎপ্রারব্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ ॥২৮॥ অজ্ঞানজনবোধার্থং প্রারব্ধমিতি চোচ্যতে। ততঃ কালবশাদেব প্রারব্ধে তু ক্ষয়ং গতে ॥২৯॥ ব্রহ্ম-প্রণবসন্ধানং নাদো জ্যোতির্ময়ঃ শিবঃ। স্বয়মাবি-র্ভবেদাত্মা মেঘাপায়েংহংশুমানিব ।৩০॥ সিদ্ধাসনে স্থিতো যোগী মুদ্রাং সন্ধায় বৈষ্ণবীম্। শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং সদা ॥৩১॥ অভ্যস্যমানো নাদোঽয়ং ব্রাহ্মমাবৃণুতে ধ্বনিঃ। পক্ষাদ্বিপক্ষমখিলং জিত্বা তুর্যপদং ব্রজেৎ ॥৩২॥ শ্রূয়তে প্রথমাভ্যাসে নাদো নানাবিধো মহান্। বর্দ্ধমানে তথাভ্যাসে শ্রূয়তে সূক্ষ্মসূক্ষ্মতঃ

॥৩৩॥ আদৌ জলধিজীমূতভেরীনির্ঝরসম্ভবঃ। মধ্যে মর্দলশব্দাভো ঘণ্টাকাহলজস্তথা ॥৩৪॥ অন্তে তু কিঙ্কিণীবংশবীণাভ্রমরনিস্বনঃ। ইতি নানাবিধা নাদাঃ শ্রূয়ন্তে সূক্ষ্মসূক্ষ্মতঃ ॥৩৫॥ মহতি শ্রূয়মাণে তু মহাভের্যাদিকধ্বনৌ। তত্র সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং নাদমেব পরামৃশেৎ ॥৩৬॥ ঘনমুৎসৃজ্য বা সূক্ষ্মে সূক্ষ্মমুৎসৃজ্য বা ঘনে। রমমাণমপি ক্ষিপ্তং মনো নান্যত্র চালয়েৎ ॥৩৭॥ যত্র কুত্রাপি বা নাদে লগতি প্রথমং মনঃ। তত্র তত্র স্থিরীভূত্বা তেন সার্ধং বিলীয়তে ॥৩৮॥ বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদে দুগ্ধাম্বুবন্মনঃ। একীভূয়াথ সহসা চিদাকাশে বিলীয়তে ॥৩৯॥ উদাসীনস্ততো ভূত্বা সদাভ্যাসেন সংযমী। উন্মনীকারকং সদ্যো নাদমেবাবধারয়েৎ ॥৪০॥ সর্বচিন্তাং সমুৎসৃজ্য সর্বচেষ্টাবিবর্জিতঃ। নাদমেবানুসন্দধ্যান্নাদে চিত্তং বিলীয়তে ॥৪১॥ মকরন্দং পিবন্ ভৃঙ্গো গন্ধান্নাপেক্ষতে যথা। নাদাসক্তং সদা চিত্তং বিষয়ং ন হি কাঙ্ক্ষতে ॥৪২॥ বদ্ধঃ সুনাদগন্ধেন সদ্যঃ সংত্যক্তচাপলঃ। নাদগ্রহণতশ্চিত্তমন্তরঙ্গভুজঙ্গমঃ ॥ ৪৩ ॥ বিস্মৃত্য বিশ্বমেকাগ্রঃ

ক্ষুত্রচিন্ন হি ধাবতি। মনোমত্তগজেন্দ্রস্য বিষয়োদ্যান-চারিণঃ ॥৪৪॥ নিয়ামনসমর্থোঽয়ং নিনাদো নিশিতাঙ্কুশঃ। নাদোঽন্তরঙ্গসারঙ্গবন্ধনে বাগুরায়তে ॥৪৫॥ অন্তরঙ্গসমুদ্রস্য রোধে বেলায়তেঽপি বা। ব্রহ্মপ্রণব-সংলগ্ননাদো জ্যোতির্ময়াত্মকঃ ॥৪৬॥ মনস্তত্র লয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং। তাবদাকাশসংকল্পো যাবচ্ছব্দঃ প্রবর্ততে ॥৪৭॥ নিঃশব্দং তৎপরং ব্রহ্ম সমীয়তে। নাদো যাবন্মনস্তাবন্নাদান্তেঽপি মনোন্মনী ॥৪৮॥ সশব্দশ্চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদং। সদা নাদানুসন্ধানাৎ সংক্ষীণা বাসনা তু যা ॥৪৯। নিরঞ্জনে বিলীয়েতে মনোবায়ূ ন সংশয়ঃ। নাদ-কোটিসহস্রাণি বিন্দুকোটিশতানি চ ॥৫০॥ সর্বে তত্র লয়ং যান্তি ব্রহ্মপ্রণবনাদকে। সর্বাবস্থা-বিনির্মুক্তঃ সর্বচিন্তাবিবর্জ্জিতঃ ॥৫১॥ মৃতবত্তিষ্ঠতে যোগী স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ। শঙ্খ-দুন্দুভিনাদং চ ন শৃণোতি কদাচন ॥৫২॥ কাষ্ঠবজ্জায়তে দেহ উন্মন্যাবস্থয়া ধ্রুবম্। ন জানাতি স শীতোষ্ণং ন দুঃখং ন সুখং তথা ॥৫৩॥ ন মানং

নাবমানং চ সংত্যক্ত্বা তু সমাধিনা। অবস্থাত্রয়-মন্বেতি ন চিত্তং যোগিনঃ সদা ॥৫৪॥ জাগ্রন্নিদ্রা-বিনির্মুক্তঃ স্বরূপাবস্থতামিয়াৎ ॥৫৫॥ দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনা সদৃশ্যং বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা প্রযত্নম্। চিত্তং স্থিরং যস্য বিনাবলম্বং স ব্রহ্মতারান্তরনাদরূপ ইত্যুপনিষৎ ॥৫৬॥ ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥

ইতি নাদবিন্দূপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ধ্যানবিন্দূপনিষৎ।

ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ।

যদি শৈলসমং পাপং বিস্তীর্ণং বহুযোজনম্।
ভিদ্যতে ধ্যানযোগেন নান্যো ভেদঃ কদাচন ॥ ১ ॥
বীজাক্ষরং পরং বিন্দুং নাদং তস্যোপরি স্থিতম্।
সশব্দং চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্ ॥ ২ ॥
অনাহতং তু যচ্ছব্দং তস্য শব্দস্য যৎ পরম্। তৎপরং বিন্দতে যস্তু স যোগী ছিন্নসংশয়ঃ ॥৩ ॥ বালাগ্রশত-

সাহস্রং তস্য ভাগস্য ভাগিনঃ। তস্যভাগস্য ভাগার্দ্ধং তৎক্ষয়ে তু নিরঞ্জনম্ ॥ ৪ ॥ পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধঃ পয়োমধ্যে যথা ঘৃতম্। তিলমধ্যে যথা তৈলং পাষাণেষ্বিব কাঞ্চনম্ ॥ ৫ ॥ এবং সর্বাণি ভূতানি মণৌ সূত্র ইবাত্মনি। স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥৬॥ তিলানাং তু যথা তৈলং পুষ্পে গন্ধ ইবাশ্রিতঃ। পুরুষস্য শরীরে তু সবাহ্যাভ্যন্তরে স্থিতঃ ॥ ৭ ॥ বৃক্ষং তু সকলং বিদ্যাচ্ছায়া তস্যৈব নিষ্কলা। সকলে নিষ্কলে ভাবে সর্ব্বত্রাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮॥ ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ধ্যেয়ং সর্বং মুমুক্ষুভিঃ। পৃথিব্যগ্নিশ্চ ঋগ্বেদো ভূরিত্যেব পিতামহঃ ৯ ॥ অকারে তু লয়ং প্রাপ্তে প্রথমে প্রণবাংবাংশকে। অন্তরিক্ষং যজুর্বায়ুর্ভুবো বিষ্ণুর্জনার্দনঃ ॥১০॥ উকারে তু লয়ং প্রাপ্তে দ্বিতীয়ে প্রণবাংশকে। দ্যৌঃ সূর্য্যঃ সামবেদশ্চ স্বরিত্যেব মহেশ্বরঃ ॥১১॥ মকারে তু লয়ং প্রাপ্তে তৃতীয়ে প্রণবাংশকে। অকারঃ পীতবর্ণঃ স্যাদ্রজোগুণ উদীরিতঃ ॥১২॥ উকারঃ সাত্ত্বিকঃ শুক্লো মকারঃ কৃষ্ণতামসঃ। অষ্টাঙ্গং চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈব-

তম্ ॥১৩॥ ওঙ্কারং যো ন জানাতি ব্রাহ্মণো ন ভবেত্তু সঃ। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে॥১৪॥ অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। নিবর্ত্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্বাস্তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥১৫॥ ওঙ্কারপ্রভবা দেবা ওঙ্কারপ্রভবাঃ স্বরাঃ। ওঙ্কারপ্রভবং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥১৬॥ হ্রস্বো দহতি পাপানি দীর্ঘঃ সম্পৎপ্রদোঽব্যয়ঃ। অর্ধমাত্রাসমাযুক্তঃ প্রণবো মোক্ষদায়কঃ ॥১৭॥ তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ। অবাচ্যং প্রণবস্যাগ্রং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১৮॥ হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে স্থিরদীপনিভাকৃতিম্। অঙ্গুষ্ঠমাত্রমচলং ধ্যায়েদোঙ্কারমীশ্বরম্ ॥১৯॥ ইড়য়া বায়ুমাপূর্য পূরয়িত্বোদরস্থিতম্। ওঙ্কারং দেহমধ্যস্থং ধ্যায়েজ্জ্বালাবলীবৃতম্ ॥২০॥ ব্রহ্মা পূরক ইত্যুক্তো বিষ্ণুঃ কুম্ভক উচ্যতে। রেচো রুদ্র ইতি প্রোক্তঃ প্রাণায়ামস্য দেবতাঃ ॥২১॥ আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥২২॥ ওঙ্কারধ্বনিনাদেন বায়োঃ সংহরণান্তিকম্ ॥ যাবদ্বলং সমাদধ্যাৎ সম্যঙ্নাদলয়াবধি

॥২৩॥ গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যমোঙ্কারমেকং রবি-
কোটিদীপ্তিম্। পশ্যন্তি যে সর্বজনান্তরস্থং হংসাত্মকং
তে বিরজা ভবন্তি ॥২৪॥ যন্মনস্ত্রিজগৎসৃষ্টিস্থিতি-
ব্যসনকর্মকৃৎ। তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ
পরমং পদম্ ॥২৫॥ অষ্টপত্রং তু হৃৎপদ্মং দ্বাত্রিংশৎকেস-
রান্বিতম্। তস্য মধ্যে স্থিতো ভানুর্ভানুমধ্যগতঃ
শশী ॥২৬॥ শশিমধ্যগতো বহ্নির্বহ্নিমধ্যগতা প্রভা।
প্রভামধ্যগতং পীঠং নানারত্নপ্রবেষ্টিতম ॥২৭॥ তস্য
মধ্যগতং দেবং বাসুদেবং নিরঞ্জনম্। শ্রীবৎসকৌ-
স্তুভোরস্কং মুক্তামণিবিভূষিতম্ ॥২৮॥ শুদ্ধস্ফটিকসংকাশং
চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্। এবং ধ্যায়েন্মহাবিষ্ণুমেব বা
বিনয়ান্বিতঃ ॥২৯॥ অতসীপুষ্পসঙ্কাশং নাভিস্থানে
প্রতিষ্ঠিতম্। চতুর্ভুজং মহাবিষ্ণুং পূরকেণ বিচিন্তয়েৎ
॥৩০॥ কুম্ভকেন হৃদি স্থানে চিন্তয়েৎকমলাসনম্।
ব্রহ্মাণং রক্তগৌরাভং চতুর্বক্ত্রং পিতামহম্ ॥ ৩১ ॥
রেচকেন তু বিদ্যাত্মা ললাটস্থং ত্রিলোচনম্। শুদ্ধ-
স্ফটিকসঙ্কাশং নিষ্কলং পাপনাশনম্ ॥৩২॥ অব্জপত্র-
মধঃপুষ্পমূর্দ্ধনালমধোমুখম্। কদলীপুষ্পসঙ্কাশং সর্ব্ব-

বেদময়ং শিবম্ ॥৩৩॥ শতারংশতপত্রাঢ্যং বিস্ফীর্ণাম্বুকর্ণিকম্। তত্রার্কচন্দ্রবহ্নীনামুপর্যুপরি চিন্তয়েৎ ॥৩৪॥ পদ্মস্যাদ্ঘটনং কৃত্বা বোধচন্দ্রাগ্নিসূর্যকম্। তস্য হৃদ্বীজমাহৃত্য আত্মানং চরতে ধ্রুবম্ ॥৩৫॥ ত্রিস্থানং চ ত্রিমাত্রং চ ত্রিব্রহ্ম চ ত্রয়াক্ষরম্। ত্রিমাত্রমর্দ্ধমাত্রং বা যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥৩৬॥ তৈলধারামিবাচ্ছিন্নদীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ। বিন্দুনাদকলাতীতং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥৩৭॥ যথৈবোৎপলনালেন তোয়মাকর্ষয়েন্নর। তথৈবোৎকর্ষয়েদ্বায়ুং যোগী যোগপথে স্থিতঃ ॥৩৮॥ অর্দ্ধমাত্রাত্মকং কৃত্বা কোশীভূতং তু পঙ্কজম্। কর্ষয়েন্নালমাত্রেণ ভ্রুবোর্মধ্যে লয়ং নয়েৎ ॥৩৯॥ ভ্রুবোর্মধ্যে ললাটে তু নাসিকায়াস্তু মূলতঃ। জানীয়াদমৃতং স্থানং তৎব্রহ্মায়তনং মহৎ ॥৪০॥ আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা। ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি ভবন্তি ষট্ ॥৪১॥ আসনানি চ তাবন্তি যাবন্ত্যো জীবজাতয়ঃ। এতেষামতুলান্ ভেদান্ বিজানাতি মহেশ্বরঃ ॥৪২॥ সিদ্ধং ভদ্রং তথা সিংহং পদ্মং চেতি চতুষ্টয়ম্। আধারং প্রথমং চক্রং

স্বাধিষ্ঠানং দ্বিতীয়কম্ ॥৪৩॥ যোনিস্থানং তয়োর্মধ্যে কামরূপং নিগদ্যতে। আধারাখ্যে গুদস্থানে পঙ্কজং যচ্চতুর্দলম্ ॥ ৪৪ ॥ তন্মধ্যে প্রোচ্যতে যোনিঃ কামাখ্যা সিদ্ধবন্দিতা। যোনিমধ্যে স্থিতং লিঙ্গং পশ্চিমাভিমুখং তথা ॥৪৫॥ মস্তকে মণিবদ্ভিন্নং যো জানাতি স যোগবিৎ। তপ্তচামীকরাকারং তড়িল্লেখেব বিস্ফুরৎ ॥৪৬॥ চতুরস্রমুপর্যগ্নেরধো মেঢ্রাৎ প্রতিষ্ঠিতম্। স্বশব্দেন ভবেৎ প্রাণঃ স্বাধিষ্ঠানং তদাশ্রয়ম্ ॥৪৭॥ স্বাধিষ্ঠানং ততশ্চক্রং মেঢ্রমেব নিগদ্যতে। মণিবত্তন্তুনা যত্র বায়ুনা পূরিতং বপুঃ ॥৪৮॥ তন্নাভিমণ্ডলং চক্রং প্রোচ্যতে মণিপূরকম্। দ্বাদশারমহাচক্রে পুণ্যপাপনিয়ন্ত্রিতঃ ॥৪৯॥ তাবজ্জীবো ভ্রমত্যেবং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি। ঊর্দ্ধং মেঢ্রাদধো নাভেঃ কন্দো যোঽস্তি খগাণ্ডবৎ ॥৫০॥ তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ সহস্রাণি দ্বিসপ্ততিঃ। তেষু নাড়ীসহস্রেষু দ্বিসপ্ততিরুদাহৃতাঃ ॥৫১॥ প্রধানাঃ প্রাণবাহিন্যো ভূয়স্তত্র দশ স্মৃতাঃ। ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়কা ॥৫২॥ গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব

যশস্বিনী। অলম্বুসা কুহূরত্র শঙ্খিনী দশমী স্মৃতা ॥৫৩ এবং নাড়ীময়ং চক্রং বিজ্ঞেয়ং যোগিনা সদা। সততং প্রাণবাহিন্যঃ সোমসূর্য্যাগ্নিদেবতাঃ ॥৫৪॥ ইড়াপিঙ্গলাসুষুম্নাস্তিস্রো নাড্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ইড়া বামে স্থিতা ভাগে পিঙ্গলা দক্ষিণে স্থিতা ॥৫৫॥ সুষুম্না মধ্যদেশে তু প্রাণমার্গাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ। প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানো ব্যানস্তথৈব চ ॥৫৬॥ নাগঃ কূর্ম্মঃ কৃকরকো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ। প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বিখ্যাতা নাগাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ ॥৫৭॥ এতে নাড়ীসহস্রেষু বর্ত্তন্তে জীবরূপিণঃ। প্রাণাপানবশো জীবো হ্যধশ্চোর্দ্ধং প্রধাবতি ॥৫৮॥ বামদক্ষিণমার্গেণ চঞ্চলত্বান্ন দৃশ্যতে। আক্ষিপ্তো ভুজদণ্ডেন যথোচ্চলতি কন্তুকঃ ॥৫৯॥ প্রাণাপানসমাক্ষিপ্তস্তদ্বজ্জীবো ন বিশ্রমেৎ। অপানাৎ কর্ষতি প্রাণোঽপানঃ প্রাণাচ্চ কর্ষতি ॥৬০॥ খগরজ্জুবদিত্যেতদ্যো জানাতি স যোগবিৎ। হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ ॥৬১॥ হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা। শতানি ষট্‌দিবারাত্রং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥৬২॥

এতৎসংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা। অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদা সদা ॥৬৩॥ অস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ ॥৬৪॥ অনয়া সদৃশং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। যেন মার্গেণ গন্তব্যং ব্রহ্মস্থানং নিরাময়ম্ ॥৬৫॥ মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী। প্রবুদ্ধা বহ্নিযোগেন মনসা মরুতা সহ ॥৬৬॥ সূচিবদ্ গুণমাদায় ব্রজত্যূর্দ্ধ্বং সুষুম্নয়া। উদ্ঘাটয়েৎ কপাটং তু যথা কুঞ্চিকয়া হঠাৎ ॥৬৭॥ কুণ্ডলিন্যা তয়া যোগী মোক্ষদ্বারং বিভেদয়েৎ ॥৬৮॥ কৃত্বা সংপুটিতৌ করৌ দৃঢ়তরং বদ্ধাথ পদ্মাসনং গাঢ়ং বক্ষসি সন্নিধায় চুবুকং ধ্যানং চ তচ্চেতসি। বারংবারমপাতমূর্দ্ধমনিলং প্রোচ্চারয়ন্ পূরিতং মুঞ্চন্ প্রাণমুপৈতি বোধমতুলং শক্তিপ্রভাবান্নরঃ ॥ ৬৯ ॥ পদ্মাসনস্থিতো যোগী নাড়িদ্বারেষু পূরয়ন্। মারুতং কুম্ভয়ন্ যস্তু স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥৭০॥ অঙ্গানাং মর্দনং কৃত্বা শ্রমজাতেন বারিণা। কট্বম্ললবণত্যাগী ক্ষীরপানরতঃ সুখী ॥৭১

ব্রহ্মচারী মিতাহারী যোগী যোগপরায়ণঃ। অব্দাদূৰ্দ্ধং ভবেৎসিদ্ধো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥৭২॥ কন্দোর্দ্ধ-কুণ্ডলী শক্তিঃ স যোগী সিদ্ধিভাজনম্। অপানপ্রাণ-য়োরৈক্যং ক্ষয়ান্ মূত্রপুরীষয়োঃ॥৭৩॥ যুবা ভবতি বৃদ্ধোঽপি সততং মূলবন্ধনাৎ। পার্ষ্ণিভাগেন সংপীড্য যোনিমাকুঞ্চয়েদ্ গুদম্॥৭৪॥ অপানমূর্দ্ধমুৎকৃষ্য মূল-বন্ধোঽয়মুচ্যতে। উড্ডাণং কুরুতে যস্মাদবিশ্রান্তম-হাখগঃ॥৭৫॥ উড্ডিয়াণং তদেব স্যাত্তত্র বন্ধো বিধীয়তে। উদরে পশ্চিমং তাণং নাভেরূর্দ্ধং তু কারয়েৎ॥৭৬॥ উড্ডিয়াণোঽপ্যয়ং বন্ধো মৃত্যুমাতঙ্গকেসরী। বধ্নাতি হি শিরোজাতমধোগামিনভোজলম্॥৭৭॥ ততো জাল-ন্ধরো বন্ধঃ কর্মদুঃখৌঘনাশনঃ। জালন্ধরে কৃতে বন্ধে কর্ণসঙ্কোচলক্ষণে॥৭৮॥ ন পীযূষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রধাবতি। কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা॥৭৯॥ ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী। ন রোগো মরণং তস্য ন নিদ্রা ন ক্ষুধা তৃষা॥৮০॥ ন চ মূর্চ্ছা ভবেত্তস্য যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্। পীড্যতে ন চ রোগেণ লিপ্যতে ন চ

কর্মণা ॥৮১॥ বধ্যতে ন চ কালেন যস্য মুদ্রাস্তি খেচরী। চিত্তং চরতি খে যস্মাজ্জিহ্বা ভবতি খেগতা ॥৮২॥ তেনৈষা খেচরী নাম মুদ্রা সিদ্ধনমস্কৃতা। খেচর্যা মুদ্রয়া যস্য বিবরং লম্বিকোর্দ্ধতঃ ॥৮৩॥ বিন্দুঃ ক্ষরতি নো যস্য কামিন্যালিঙ্গিতস্য চ। যাবদ্বিন্দুঃ স্থিতো দেহে তাবন্মৃত্যুভয়ং কুতঃ ॥৮৪॥ যাবদ্বদ্ধা নভোমুদ্রা তাবদ্বিন্দুর্ন গচ্ছতি। গলিতোঽপি যদা বিন্দুঃ সংপ্রাপ্তো যোনিমণ্ডলে ॥৮৫॥ ব্রজত্যূর্দ্ধং হঠাচ্ছক্ত্যা নিবদ্ধো যোনিমুদ্রয়া। স এব দ্বিবিধো বিন্দুঃ পাণ্ডরো লোহিতস্তথা ॥৮৬॥ পাণ্ডরং শুক্রমিত্যাহুর্লোহিতাখ্যং মহারজঃ। বিদ্রুমদ্রুমসঙ্কাশং যোনিস্থানে স্থিতং রজঃ ॥৮৭॥ শশিস্থানে বসেদ্বিন্দুস্তয়োরৈক্যং সুদুর্লভম্। বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তির্বিন্দুরিন্দূ রজো রবিঃ ॥৮৮॥ উভয়োঃ সংগমাদেব প্রাপ্যতে পরমং বপুঃ। বায়ুনা শক্তিচালেন প্রেরিতং খে যথা রজঃ ॥৮৯॥ রবিণৈকত্বমায়াতি ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা। শুক্রং চন্দ্রেণ সংযুক্তং রজঃ সূর্য্যসমন্বিতম্ ॥৯০॥ দ্বয়োঃ সমরসীভাবং যো জানাতি স যোগবিৎ।

শোধনং মলজালানাং ঘটনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥৯১॥ রসানাং শোষণং সম্যঙ্মহামুদ্রাভিধীয়তে ॥৯২॥ বক্ষোন্যস্তহনুর্নিপীড্য সুষিরং যোনেশ্চ বামাঙ্ঘ্রিণা হস্তাভ্যামনুধারয়ন্ প্রবিততং পাদং তথা দক্ষিণম্। আপূর্য্য শ্বসনেন কুক্ষিযুগলং বধ্বা শনৈ রেচয়েদেষা পাতকনাশনী ননু মহামুদ্রা নৃণাং প্রোচ্যতে ॥ ৯৩ ॥ অথাত্মনির্ণয়ং ব্যাখ্যাস্যে ॥ হৃদিস্থানে অষ্টদলপদ্মং বর্ত্ততে তন্মধ্যে রেখাবলয়ং কৃত্বা জীবাত্মরূপং জ্যোতীরূপমণুমাত্রং বর্ত্ততে তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি সর্বং জানাতি সর্বং করোতি সর্বমেতচ্চরিতমহং কর্ত্তাহহং ভোক্তা সুখী দুঃখী কানঃ খঞ্জো বধিরো মূকঃ কৃশঃ স্থূ- ।হনেন প্রকারেণ স্বতন্ত্রবাদেন বর্ত্ততে ॥ পূর্বদলে বিশ্রমতে পূর্বং দলং শ্বেতবর্ণং তদা ভক্তিপুরঃসরং ধর্মে মতির্ভবতি ॥ যদাগ্নেয়দলে বিশ্রমতে তদাগ্নেয়দলং রক্তবর্ণং তদা নিদ্রালস্যমতির্ভবতি ॥ যদা দক্ষিণদলে বিশ্রমতে তদ্দক্ষিণদলং কৃষ্ণবর্ণং তদা দ্বেষকোপমতির্ভবতি ॥ যদা নৈঋ্ঋতদলে বিশ্রমতে তন্নৈঋ্ঋতদলং নীলবর্ণং তদা পাপকর্মহিংসামতির্ভবতি ॥ যদা

পশ্চিমদলে বিশ্রমতে তৎপশ্চিমদলং স্ফটিকবর্ণং তদা ক্রীড়াবিনোদে মতির্ভবতি॥ যদা বায়ব্যদলে বিশ্রমতে বায়ব্যদলং মাণিক্যবর্ণং তদা গমনচালনবৈরাগ্যমতির্ভবতি। যদোত্তরদলে বিশ্রমতে তদুত্তরদলং পীতবর্ণং তদা সুখশৃঙ্গারমতির্ভবতি॥ যদেশানদলে বিশ্রমতে তদীশানদলং বৈড়ূর্য্যবর্ণং তদা দানাদিকৃপামতির্ভবতি॥ যদা সন্ধিসন্ধিষু মতির্ভবতি তদা বাতপিত্তশ্লেষ্মমহাব্যাধিপ্রকোপো ভবতি॥ যদা মধ্যে তিষ্ঠতি তদা সর্বং জানাতি গায়তি নৃত্যতি পঠত্যানন্দং করোতি॥ যদা নেত্রশ্রমো ভবতি শ্রমনির্ভরণার্থং প্রথমরেখাবলম্বং কৃত্বা মধ্যে নিমজ্জনং কুরুতে প্রথমরেখাবন্ধূকপুষ্পবর্ণং তদা নিদ্রাবস্থা ভবতি॥ নিদ্রাবস্থামধ্যে স্বপ্নাবস্থা ভবতি॥ স্বপ্নাবস্থামধ্যে দৃষ্টং শ্রুতমনুমানসম্ভববার্ত্তা ইত্যাদিকল্পনাং করোতি তদাদিশ্রমো ভবতি॥ শ্রমনির্হরণার্থং দ্বিতীয়রেখাবলম্বং কৃত্বা মধ্যে নিমজ্জনং কুরুতে দ্বিতীয়রেখা ইন্দ্রকোপবর্ণং তদা সুষুপ্ত্যবস্থা ভবতি সুষুপ্তৌ কেবলপরমেশ্বরসংবন্ধিনী বুদ্ধির্ভবতি নিত্যবোধস্বরূপা ভবতি পশ্চাৎ পরমেশ্বরস্বরূপেণ

প্রাপ্তির্ভবতি॥ তৃতীয়রেখাবলম্বং কৃত্বা মধ্যে নিগজ্জনং কুরুতে তৃতীয়রেখা পদ্মরাগবর্ণং তদা তুরীয়াবস্থা ভবতি তৃতীয়ে কেবলপরমাত্মসংবন্ধিনী ভবতি নিত্য-বোধস্বরূপা ভবতি তদা শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়াত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েত্তদা প্রাণাপানয়োরৈক্যং কৃত্বা বিশ্বমাত্মস্বরূপেণ লক্ষ্যং ধারয়তি যদা তুরীয়াতীতাবস্থা তদা সর্বেষামানন্দ-স্বরূপো ভবতি দ্বন্দ্বাতীতো ভবতি যাবদ্দেহধারণা বর্ত্ততে তাবত্তিষ্ঠতি পশ্চাৎ পরমাত্মস্বরূপেণ প্রাপ্তির্ভবতি ইত্যনেন প্রকারেণ মোক্ষো ভবতীদমেবাত্মদর্শনোপায়া ভবন্তি॥ চতুষ্পথসমাযুক্তমহাদ্বারগবায়ুনা। সহস্থিত-ত্রিকোণার্ধগমনে দৃশ্যতেঽচ্যুতঃ॥৯৪॥ পূর্বোক্ত-ত্রিকোণস্থানাদুপরি পৃথিব্যাদিপঞ্চবর্ণকং ধ্যেয়ম্। প্রাণাদিপঞ্চবায়ুশ্চ বীজং বর্ণং চ স্থানকম্। যকারং প্রাণবীজং চ নীলজীমূতসন্নিভম্। রকারমগ্নিবীজং চ অপানাদিত্যসংনিভম্॥ ৯৫॥ লকারং পৃথিবীরূপং ব্যানং বন্ধূকসংনিভম্। বকারং জীববীজং চ উদানং শঙ্খবর্ণকম্ ॥৯৬॥ হকারং বিয়ৎস্বরূপং চ সমানং

স্ফটিকপ্রভম্। হৃন্নাভিনাসিকর্ণং চ পাদাঙ্গুষ্ঠাদিসংস্থিতম্ ॥৯৭॥ দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি নাড়িমার্গেষু বর্ত্ততে। অষ্টাবিংশতিকোটীষু রোমকূপেষু সংস্থিতাঃ ॥ ৯৮ ॥ সমান প্রাণ একস্তু জীবঃ স এক এব হি। রেচকাদি ত্রয়ং কুর্য্যাদ্ দৃঢ়চিত্তঃ সমাহিতঃ ॥৯৯॥ শনৈঃ সমস্তমাকৃষ্য হৃৎসরোরুহকোটরে। প্রাণাপানৌ চ বধ্বা তু প্রণবেন সমুচ্চরেৎ ॥১০০॥ কর্ণসংকোচনং কৃত্বা লিঙ্গসংকোচনং তথা। মূলাধারাৎ সুষুম্না চ পদ্মতন্তুনিভা শুভা ॥ ১০১ ॥ অমূর্ত্তো বর্ত্ততে নাদো বীণাদণ্ডসমুত্থিতঃ। শঙ্খনাদাদিভিশ্চৈব মধ্যমেব ধ্বনির্যথা ॥ ১০২ ॥ ব্যোমরন্ধ্রগতো নাদো মায়ূরং নাদমেব চ। কপালকুহরে মধ্যে চতুর্দ্বারস্য মধ্যমে ॥ ১০৩ ॥ তদাত্মা রাজতে তত্র যথা ব্যোম্নি দিবাকরঃ। কোদণ্ডদ্বয়মধ্যে তু ব্রহ্মরন্ধ্রেষু শক্তি চ ॥ ১০৪ ॥ স্বাত্মানং পুরুষং পশ্যেন্মনস্তত্র লয়ং গতম্। রত্নানি জ্যোৎস্নি নাদং তু বিন্দুমাহেশ্বরং পদম্। য এবং বেদ পুরুষঃ স কৈবল্যং সমশ্নুত ইত্যুপনিষৎ ॥ ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ। ইতি ধ্যানবিন্দূপনিষৎ সমাপ্তা ॥

তেজোবিন্দূপনিষৎ।

ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ ॥

ওঁ তেজোবিন্দুঃ পরং ধ্যানং বিশ্বাত্মহৃদি সংস্থিতম্। অণবং শাম্ভবং শান্তং স্থূলং সূক্ষ্মং পরঞ্চ চ যৎ ॥ ১॥ দুঃখাঢ্যং চ দুরারাধ্যং দুষ্প্রেক্ষ্যং মুক্তমব্যয়ম্। দুর্লভং তৎস্বয়ং ধ্যানং মুনীনাং চ মনীষিণাম্ ॥ ২ ॥ যতাহারো জিতক্রোধো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ। নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ৩॥ অগম্যাগমকর্ত্তা-যো গম্যাঽগমনমানসঃ। মুখে ত্রীণি চ বিন্দতি ত্রিধামা হংস উচ্যতে ॥ ৪ ॥ পরং গুহ্যতমং বিদ্ধি হ্যস্ততন্দ্রো নিরাশ্রয়ঃ। সোমরূপকলা সূক্ষ্মা বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদম্ ॥ ৫ ॥ ত্রিবক্ত্রং ত্রিগুণং স্থানং ত্রিধাতুং রূপবর্জিতম্। নিশ্চলং নির্বিকল্পং চ নিরাকারং নিরাশ্রয়ম্ ॥ ৬ ॥ উপাধিরহিতং স্থানং বাঙ্মনোঽতীতগোচরম্। স্বভাবং ভাবসংগ্রাহ্যমসংঘাতং পদাচ্যুতম্ ॥ ৭ ॥ অনানানন্দনাতীতং দুষ্প্রেক্ষ্যং মুক্তমব্যয়ম্। চিন্তা-মেবং বিনির্মুক্তং শাশ্বতং ধ্রুবমচ্যুতম্ ॥৮॥ তদ্ব্রহ্মণ-

স্তবধ্যাত্মং তদ্বিষ্ণোস্তৎপরায়ণম্। অচিন্ত্যং চিন্ময়াত্মানং যদ্ব্যোম পরমং স্থিতম্॥ ৯॥ অশূন্যং শূনভাবং তু শূন্যাতীতং হৃদি স্থিতম্। ন ধ্যানং চ ন চ ধ্যাতা ন ধ্যেয়োঽধ্যেয় এব চ॥১০॥ সর্বং চ ন পরং শূন্যং ন পরং নাপরাৎ পরং। অচিন্ত্যমপ্রবুদ্ধং চ ন সত্যং ন পরং বিদুঃ॥১১॥ মুনীনাং সংপ্রযুক্তং চ ন দেবা ন পরং বিদুঃ। লোভং মোহং ভয়ং দর্পং কামং ক্রোধং চ কিল্বিষম্॥১২॥ শীতোষ্ণে ক্ষুৎপিপাসে চ সঙ্কল্পক বিকল্পকম্। ন ব্রহ্মকুলদর্পং চ ন মুক্তিগ্রন্থিসঞ্চয়ম্ ॥১৩॥ ন ভয়ং ন সুখং দুঃখং তথা মানাবমানয়োঃ। এতদ্ভাববিনির্মুক্তং তদ্গ্রাহ্যং ব্রহ্মতৎপরম্ ॥১৪॥ যমো হি নিয়মস্ত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কালতঃ। আসনং মূলবন্ধশ্চঃ দেহসাম্যং চ দৃক্স্থিতিঃ॥১৫॥ প্রাণসংযমনং চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা। আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ॥১৬॥ সর্বং ব্রহ্মেতি বৈ জ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ। যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো মুহুর্মুহুঃ॥১৭॥ সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ

নিয়মো হি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥১৮॥ ত্যাগো হি মহতা পূজ্যঃ সদ্যো মোক্ষপ্রদায়কঃ ॥১৯॥ যস্মাদ্বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। যন্মৌনং যোগিভির্গম্যং তদ্ভজেৎ সর্ব্বদা বুধঃ॥২০॥ বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্বক্তুং কেন শক্যতে। প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ ॥২১॥ ইতি বা তদ্ভবেদ্ মৌনং সর্বং সহজসঞ্জিতম্। গিরাং মৌনং তু বালানামযুক্তং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২২॥ আদাবন্তে চ মধ্যে চ জনো যস্মিন্নবিদ্যতে। যেনেদং সততং ব্যাপ্তং স দেশো বিজনঃ স্মৃতঃ ॥২৩॥ কল্পনা সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ। কালশব্দেন নির্দ্দিষ্টং হ্যখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্ ॥২৪॥ সুখেনৈব ভবেদ্যস্মিন্নজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্। আসনং তদ্বিজানীয়াদন্যৎ সুখবিনাশনম্ ॥২৫॥ সিদ্ধয়ে সর্বভূতাদি বিশ্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ম্। যস্মিন্ সিদ্ধিং গতাঃ সিদ্ধাস্তৎসিদ্ধাসনমুচ্যতে ॥২৬॥ যন্মূলং সর্বলোকানাং যন্মূলং চিত্তবন্ধনম্। মূলবন্ধঃ সদা সেব্যো যোগ্যোঽসৌ ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৭॥ অঙ্গানাং সমতা বিদ্যাৎ সমে ব্রহ্মণি লীয়তে। নো চেন্নৈব

সমানত্বমজুত্বং শুষ্কবৃক্ষবৎ ॥২৮॥ দৃষ্টিঃ জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ ব্রহ্মময়ং জগৎ। সা দৃষ্টিঃ পরমোদারা ন নাসাগ্রাবলোকিনী ॥২৯॥ দৃষ্টদর্শনদৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ। দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রাবলোকিনী ॥ ৩০ ॥ চিত্তাদিসর্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ। নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥৩১॥ নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচকাখ্যঃ সমীরিতঃ। ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরুচ্যতে ॥৩২॥ ততস্তদ্বৃত্তিনৈশ্চল্যং কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ। অয়ং চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং ঘ্রাণপীড়নম্ ॥ ৩৩ ॥ বিষয়েষ্বাত্মতাং দৃষ্ট্বা মনসশ্চিত্তরঞ্জকম্। প্রত্যাহারঃ স বিজ্ঞেয়োহভ্যসনীয়ো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৪ ॥ যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ। মনসা ধারণং চৈব ধারণা সা পরা মতা ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্বৃত্ত্যাং নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ। ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতঃ পরমানন্দদায়কঃ ॥৩৬॥ নির্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ। বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক সমাধিরভিধীয়তে ॥৩৭॥ ইমং চাকৃত্রিমানন্দ তাবৎ সাধু সম-

ভ্যসেৎ। লক্ষ্যো যাবৎ ক্ষণাৎ পুংসঃ প্রত্যক্ত্বং সংভবেৎ স্বয়ম্ ॥৩৮॥ ততঃ সাধননির্মুক্তঃ সিদ্ধো ভবতি যোগীরাট্। তৎ স্বং রূপং ভবেত্তস্য বিষয়ো মনসো গিরাম্ ॥৩৯॥ সমাধৌ ক্রিয়মাণেতু বিঘ্নান্যায়ান্তি বৈ বলাৎ। অনুসংধানরাহিত্যমালস্যং ভোগলালসম্ ॥ ৪০ ॥ লয়স্তমশ্চ বিক্ষেপস্তেজঃ স্বেদশ্চ শূন্যতা। এবং হি বিঘ্নবাহুল্যং ত্যাজ্যং ব্রহ্মবিশারদৈঃ ॥৪১॥ ভাববৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতা। ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি পূর্ণত্বং তয়া পূর্ণত্বমভ্যসেৎ ॥৪২॥ যে হি বৃত্তিং বিহায়ৈনাং ব্রহ্মাখ্যাং পাবনীং পরাম্। বৃথৈব তে তু জীবন্তি পশুভিশ্চ সমা নরাঃ ॥৪৩॥ যে তু বৃত্তিং বিজানন্তি জ্ঞাত্বা বৈ বর্ধয়ন্তি যে। তে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা বন্দ্যাস্তে ভুবনত্রয়ে ॥৪৪॥ যেষাং বৃত্তিঃ সমা বৃদ্ধা পরিপক্কা চ সা পুনঃ। তৈ বৈ সদ্ব্রহ্মতাং প্রাপ্তা নেতরে শব্দবাদিনঃ ॥৪৫॥ কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ। তেঽপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ ॥৪৬॥ নিমিষার্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা। যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ

শুকাদয়ঃ ॥৪৭॥ কারণং যস্য বৈ কার্য্যং কারণং তস্য জায়তে। কারণং তত্ত্বতো নশ্যেৎ কার্য্যাভাবে বিচারতঃ ॥৪৮॥ অথ শুদ্ধং ভবেৎ বস্তু যদ্বৈ বাচামগোচরম্। উদেতি শুদ্ধচিত্তানাং বৃত্তিজ্ঞানং ততঃপরম্ ॥৪৯॥ ভাবিতং তীব্রবেগেন যদ্বস্তু নিশ্চয়াত্মকম্। দৃশ্যং হৃদৃশ্যতাং নীত্বা ব্রহ্মাকারেণ চিন্তয়েৎ ॥৫০॥ বিদ্বান্নিত্যং সুখে তিষ্ঠেদ্ধিয়া চিদ্রসপূর্ণয়া ॥ ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ হ কুমারঃ শিবং পপ্রচ্ছাঽখণ্ডৈকরসচিন্মাত্রস্বরূপমনুব্রূহীতি। স হোবাচ পরমঃ শিবঃ। অখণ্ডৈকরসংদৃশ্যমখণ্ডৈকরসং জগৎ। অখণ্ডৈকরসং ভাবমখণ্ডৈকরসং স্বয়ম্ ॥১॥ অখণ্ডৈকরসো মন্ত্র অখণ্ডৈকরসা ক্রিয়া। অখণ্ডৈকরসং জ্ঞানমখণ্ডৈকরসং জলম্ ॥২॥ অখণ্ডৈকরসা ভূমিরখণ্ডৈকরসং বিয়ৎ। অখণ্ডৈকরসং শাস্ত্রমখণ্ডৈকরসা ত্রয়ী ॥৩॥ অখণ্ডৈকরসং ব্রহ্ম চাখণ্ডৈকরসং ব্রতম্। অখণ্ডৈকরসো জীব অখণ্ডৈকরসো হ্যজঃ ॥৪॥ অখণ্ডৈকরসো ব্রহ্মা অখণ্ডৈকরসো হরিঃ। অখণ্ডৈকরসো রুদ্র অখণ্ডৈকরসোঽস্ম্যহম্

॥৫॥ অথণ্ডৈকরসো হ্যাত্মা হ্যথণ্ডৈ-করসো গুরুঃ। অথণ্ডৈকরসং লক্ষ্যমথণ্ডৈকরসং মহঃ ॥৬॥ অথণ্ডৈ-করসো দেহ অথণ্ডৈকরসং মনঃ। অথণ্ডৈকরসং চিত্তমথণ্ডৈকরসং সুখম্ ॥৭॥ অথণ্ডৈকরসা বিদ্যা অথণ্ডৈকরসোঽব্যয়ঃ। অথণ্ডৈকরসং নিত্যমথণ্ডৈ-করসং পরম্ ॥৮॥ অথণ্ডৈকরসং কিঞ্চিদথণ্ডৈকরসং পরম্। অথণ্ডৈকরসাদন্যন্নাস্তি নাস্তি ষড়ানন ॥৯॥ অথণ্ডৈকরসান্নাস্তি অথণ্ডৈকরসান্ন হি। অথণ্ডৈ-করসাৎ কিঞ্চিদথণ্ডৈকরসাদহম্ ॥১০॥ অথণ্ডৈকরসং স্থূলং সূক্ষ্মং চাথণ্ডরূপকম্। অথণ্ডৈকরসং বেদ্যমথণ্ডৈ-করসো ভবান্ ॥১১॥ অথণ্ডৈকরসং গুহ্যমথণ্ডৈকর-সাদিকম্। অথণ্ডৈকরসো জ্ঞাতা হ্যথণ্ডৈকরসা স্থিতিঃ ॥১২॥ অথণ্ডৈকরসা মাতা অথণ্ডৈকরসঃ পিতা। অথণ্ডৈকরসো ভ্রাতা অথণ্ডৈকরসঃ পতিঃ ॥১৩॥ অথণ্ডৈকরসং সূত্রম্ অথণ্ডৈকরসো বিরাট্। অথণ্ডৈকরসং গাত্রম্ অথণ্ডৈকরসং শিরঃ ॥ ১৪ ॥ অথণ্ডৈকরসং চান্তরথণ্ডৈকরসং বহিঃ। অথণ্ডৈকরসং পূর্ণমথণ্ডৈকরসামৃতম্ ॥১৫॥ অথণ্ডৈকরসং গোত্রম্

অথৈতৈকরসং গৃহম্। অথৈতৈকরসং গোপ্যমথৈতৈকরসং শশী ॥১৬॥ অথৈতৈকরসাস্তারা অথৈতৈকরসো রবিঃ। অথৈতৈকরসং ক্ষেত্রমথৈতৈকরসঃক্ষমা ॥১৭॥ অথৈতৈকরসঃ শান্ত অথৈতৈকরসোগুণঃ। অথৈতৈকরসঃ সাক্ষী অথৈতৈকরসঃ সুহৃৎ ॥১৮॥ অথৈতৈকরসো বন্ধুরথৈতৈকরসঃ সখা। অথৈতৈকরসো রাজা অথৈতৈকরসং পুরম্ ॥১৯॥ অথৈতৈকরসং রাজ্যমথৈতৈকরসাঃ প্রজাঃ। অথৈতৈকরসং তারমথৈতৈকরসো জপঃ ॥২০॥ অথৈতৈকরসং ধ্যানমথৈতৈকরসং পদম্। অথৈতৈকরসং গ্রাহ্যমথৈতৈকরসং মহৎ ॥২১॥ অথৈতৈকরসং জ্যোতিরথৈতৈকরসং ধনম্। অথৈতৈকরসং ভোজ্যমথৈতৈকরসং হবিঃ ॥২২॥ অথৈতৈকরসো হোম অথৈতৈকরসো জপঃ। অথৈতৈকরসং স্বর্গমথৈতৈকরসঃ স্বয়ম্ ॥২৩॥ অথৈতৈকরসং সর্ব্বং চিন্মাত্রমিতি ভাবয়েৎ। চিন্মাত্রমেব চিন্মাত্রমথৈতৈকরসং পরম্ ॥২৪॥ ভববর্জিতচিন্মাত্রং সর্বং চিন্মাত্রমেবহি। ইদং চ সর্ব্বং চিন্মাত্রময়ং চিন্ময়মেব হি ॥২৫॥ আত্মভাবং চ চিন্মাত্রমথৈতৈকরসং বিদুঃ।

সর্বলোকং চ চিন্মাত্রং ত্বত্তা মত্তা চ চিন্ময়ম্ ॥২৬॥ আকাশো ভূর্জলং বায়ুরগ্নির্ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ। যৎ কিঞ্চিন্তন্ন কিঞ্চিচ্চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি ॥২৭॥ অখণ্ডৈকরসং সর্ব্বং যদ্যচ্চিন্মাত্র মেব হি। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ সর্ব্বং চিন্মামাত্রমেবহি ॥২৮॥ দ্রব্যং কালং চ চিন্মাত্রং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চিদেব হি। জ্ঞাতা চিন্মাত্ররূপশ্চ সর্বং চিন্ময়মেব হি ॥ ২৯॥ সম্ভাষণং চ চিন্মাত্রং যদ্যচ্চিন্মাত্রমেবহি। অসচ্চ সচ্চ চিন্মাত্র-মাদ্যন্তং চিন্ময়ং সদা ॥৩০॥ আদিরন্তশ্চ চিন্মাত্রং গুরুশিষ্যাদি চিন্ময়ং। দৃগ্‌দৃশ্যং যদি চিন্মাত্র-মস্তি-চেচ্চিন্ময়ং সদা ॥৩১॥ সর্ব্বাশ্চর্য্যং হি চিন্মাত্রং দেহং চিন্মাত্রমেব হি। লিঙ্গং চ কারণং চৈবচিন্মাত্রান্ন হি বিদ্যতে ॥৩২॥ অহং ত্বং চৈব চিন্মাত্রং মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-চিন্ময়ং। পুণ্যং পাপং চ চিন্মাত্রং জীবশ্চিন্মাত্র বিগ্রহঃ ॥৩৩॥ চিন্মাত্রান্নাস্তি সংকল্পশ্চিন্মাত্রান্নাস্তি বেদনম্। চিন্মাত্রান্নাস্তি মন্ত্রাদি চিন্মাত্রান্নাস্তি দেবতা ॥৩৪॥ চিন্মাত্রান্নাস্তি দিক্‌পালাশ্চিন্মাত্রাদ্ব্যাবহারিকম্। চিন্মাত্রাৎপরম ব্রহ্ম চিন্মাত্রান্নাস্তিকোঽপি হি ॥৩৫॥

চিন্মাত্রান্নাস্তি মায়া চ চিন্মাত্রান্নাস্তি পূজনম্। চিন্মাত্রান্নাস্তি মন্তব্যং চিন্মাত্রান্নাস্তি সত্যকম্ ॥৩৬॥ চিন্মাত্রান্নাস্তি কোশাদি চিন্মাত্রান্নাস্তি বৈ বসু। চিন্মাত্রান্নাস্তি মৌনং চ চিন্মাত্রান্নাস্ত্যমৌনকম্ ॥৩৭॥ চিন্মাত্রান্নাস্তি বৈরাগ্যং সর্বং চিন্মাত্রমেব হি। যচ্চ যাবচ্চ চিন্মাত্রং যচ্চ যাবচ্চ দৃশ্যতে ॥৩৮॥ যচ্চ যাবচ্চ দূরস্থং সর্বং চিন্মাত্রমেব হি ॥ যচ্চ যাবচ্চ ভূতাদি যচ্চ যাবচ্চ লক্ষ্যতে ॥৩৯॥ যচ্চ যাবচ্চ বেদান্তাঃ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি। চিন্মাত্রান্নাস্তি গমনং চিন্মাত্রান্নাস্তি মোক্ষকম্ ॥৪০॥ চিন্মাত্রান্নাস্তি লক্ষ্যং চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি। অথণ্ডৈকরসং ব্রহ্ম চিন্মাত্রান্ন হি বিদ্যতে ॥৪১॥ শাস্ত্রে ময়ি ত্বয়ীশে চ হ্যখণ্ডৈকরসো ভবান্। ইত্যেকরূপকতয়া যো বা জানাত্যহং ত্বিতি ॥৪২॥ সকৃজ্‌জ্ঞানেন মুক্তিঃ স্যাৎ সম্যক্‌জ্ঞানে স্বয়ং গুরুঃ ॥৪৩॥ ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কুমারঃ পিতরমাত্মানুভবমনুব্রূহীতি পপ্রচ্ছ। স হোবাচ পরঃ শিবঃ। পরব্রহ্মস্বরূপোঽহম্ পরমানন্দমস্ম্যহম্। কেবলং জ্ঞানরূপোঽহম্ কেবলং চিন্ম-

য়োঽস্ম্যহম্ ॥১॥ কেবলং শান্তরূপোঽহম্ কেবলং চিন্ময়োঽস্ম্যহম্। কেবলং নিত্যরূপোঽহম্ কেবলং শাশ্বতোঽস্ম্যহম্ ॥২॥ কেবলং সত্ত্বরূপোঽহমহং ত্যক্ত্বাহমস্ম্যহম্। সর্বহীনস্বরূপোঽহম্ চিদাকাশময়োঽস্ম্যহম্ ॥৩॥ কেবলং তুর্যরূপোঽস্মি তুর্যাতীতোঽস্মি কেবলঃ। সদা চৈতন্যরূপোঽস্মি চিদানন্দময়োঽস্ম্যহম্ ॥৪॥ কেবলাকাররূপোঽস্মি শুদ্ধরূপোঽস্ম্যহম্ সদা। কেবলং জ্ঞানরূপোঽস্মি কেবলং প্রিয়মস্ম্যহম্ ॥৫॥ নির্বিকল্পস্বরূপোঽস্মি নিরীহোঽস্মি নিরাময়ঃ। সদাঽসঙ্গস্বরূপোঽস্মি নির্বিকারোঽহমব্যয়ঃ ॥৬॥ সদৈকরসরূপোঽস্মি সদা চিন্মাত্রবিগ্রহঃ। অপরিচ্ছিন্নরূপোঽস্মি হ্যখণ্ডানন্দরূপবান্ ॥৭॥ সত্যপরানন্দরূপোঽস্মি চিৎপরানন্দমস্ম্যহম্। অন্তরান্তররূপোঽহম্ অবাঙ্‌মনসগোচরঃ ॥৮॥ আত্মানন্দস্বরূপোঽহং সত্যানন্দোঽস্ম্যহং সদা। আত্মারামস্বরূপোঽস্মি হ্যহমাত্মা সদাশিবঃ ॥৯॥ আত্মপ্রকাশরূপোঽস্মি হ্যাত্মজ্যোতীরসোঽস্ম্যহম্। আদি মধ্যান্তহীনোঽস্মি হ্যাকাশ সদৃশোঽস্ম্যহং ॥১০॥ নিত্যশুদ্ধচিদানন্দসত্তামাত্রোঽহ-

মব্যয়ঃ। নিত্যবুদ্ধবিশুদ্ধৈকসচ্চিদানন্দমস্ম্যহং ॥১১॥ নিত্যশেষস্বরূপোঽস্মি সর্বাতীতোঽস্ম্যহং সদা। রূপাতীতস্বরূপোঽস্মি পরমাকাশবিগ্রহঃ ॥ ১২ ॥ ভূমানন্দস্বরূপোঽস্মি ভাষাহীনোঽস্ম্যহং সদা। সর্বাধিষ্ঠানরূপোঽস্মি সর্বদা চিদ্ঘনোঽস্ম্যহং ॥১৩॥ দেহভাববিহীনোঽস্মি চিন্তাহীনোঽস্মি সর্বদা। চিত্তবৃত্তিবিহীনোঽহং চিদাত্মৈকরসোঽস্ম্যহং ॥১৪॥ সর্বদৃশ্যবিহীনোঽহং দৃক্‌রূপোঽস্ম্যমেব হি। সর্বদা পূর্ণরূপোঽস্মি নিত্যতৃপ্তোঽস্ম্যহং সদা ॥১৫॥ অহং ব্রহ্মৈব সর্বং স্যাদহং চৈতন্যমেব হি। অহমেবাহমেবাস্মি ভূমাকাশস্বরূপবান্ ॥১৬॥ অহমেব মহানাত্মা হ্যহমেব পরাৎপরঃ। অহমন্যবদাভামি হ্যহমেব শরীরবৎ ॥১৭॥ অহং শিষ্যবদাভামি হ্যহং লোকত্রয়াশ্রয়ঃ। অহং কালত্রয়াতীত অহং বেদৈরূপাসিতঃ ॥১৮॥ অহং শাস্ত্রেণ নির্ণীত অহং চিত্তে ব্যবস্থিতঃ। মত্ত্যক্তং নাস্তি কিঞ্চিৎ বা মত্ত্যক্তং পৃথিবী চ বা ॥ ১৯॥ ময়াতিরিক্তং যদ্যদ্বা তত্তন্নাস্তীতি নিশ্চিনু। অহং ব্রহ্মাস্মি সিদ্ধোঽস্মি নিত্যশুদ্ধোঽস্ম্যহং সদা ॥২০॥

নির্গুণঃ কেবলাত্মাস্মি নিরাকারোঽস্ম্যহং সদা। কেবলং ব্রহ্মমাত্রোঽস্মি হ্যজরোঽস্ম্যমরোঽস্ম্যহম্ ॥২১॥ স্বয়মেব স্বয়ং ভামি স্বয়মেব সদাত্মকঃ। স্বয়মেবাত্মনি স্বস্থঃ স্বয়মেব পরা গতিঃ ॥২২॥ স্বয়মেব স্বয়ং ভুঞ্জে স্বয়মেব স্বয়ং রমে। স্বয়মেব স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বয়মেব স্বয়ং মহঃ ॥২৩॥ স্বস্যাত্মনি স্বয়ং রংস্যে স্বাত্মন্যেব বিলোকয়ে। স্বাত্মন্যেব সুখাসীনঃ স্বাত্মমাত্রাবশেষকঃ ॥২৪॥ স্বচৈতন্যে স্বয়ং স্থাস্যে স্বাত্মরাজ্যে সুখে রমে। স্বাত্মসিংহাসনে স্থিত্বা স্বাত্মনোঽন্যন্ন চিন্তয়ে ॥২৫॥ চিদ্রূপমাত্রং ব্রহ্মৈব সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্। আনন্দঘন এবাহমহং ব্রহ্মাস্মি কেবলম্ ॥২৬॥ সর্বদা সর্বশূন্যোঽহং সর্বাত্মানন্দবানহম্। নিত্যানন্দস্বরূপোঽহমাত্মাকাশোঽস্মি নিত্যদা ॥২৭॥ অহমেব হৃদাকাশশ্চিদাদিত্যস্বরূপবান্। আত্মনাত্মনি তৃপ্তোঽস্মি-হ্যরূপোঽস্ম্যহমব্যয়ঃ ॥২৮॥ একসংখ্যাবিহীনোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বরূপবান্। আকাশাদপি সূক্ষ্মোঽহমাদ্যন্তাভাববানহং ॥ ২৯ ॥ সর্বপ্রকাশরূপোঽহং পরাবরসুখোঽস্ম্যহং। সত্তামাত্রস্বরূপোঽহং শুদ্ধমোক্ষ-

স্বরূপবান্ ॥৩০॥ সত্যানন্দস্বরূপোঽহং জ্ঞানানন্দ ঘনোঽস্ম্যহং । বিজ্ঞানমাত্ররূপোঽহং সচ্চিদানন্দ-লক্ষণঃ ॥৩১॥ ব্রহ্মমাত্রমিদং সর্বং ব্রহ্মণোঽন্যন্ন কিঞ্চন । তদেবাহং সদানন্দং ব্রহ্মৈবাহং সনাতনম্ ॥৩২॥ ত্বমিত্যেতত্তদিত্যেতন্মত্তোঽন্যন্নাস্তি কিঞ্চন । চিচ্চৈতন্যস্বরূপোঽহমহমেব পরঃ শিবঃ ॥৩৩॥ অতিভাব স্বরূপোঽহমহমেব সুখাত্মকঃ। সাক্ষিবস্তুবিহীনত্বাৎ সাক্ষিত্বং নাস্তি মে সদা ॥৩৪॥ কেবলং ব্রহ্মমাত্রত্বা-দহমাত্মা সনাতনঃ । অহমেবাদিশেষোঽহমহং শেষো-ঽহমেব হি ॥৩৫॥ নামরূপবিমুক্তোঽহমহমানন্দবিগ্রহঃ । ইন্দ্রিয়াভাবরূপোঽহং সর্ব্বভাবস্বরূপকঃ ॥৩৬॥ বন্ধমুক্তি-বিহীনোঽহং শাশ্বতানন্দবিগ্রহঃ । আদিচৈতন্য-মাত্রোঽহমখণ্ডৈকরসোঽস্ম্যহম্ ॥ ৩৭ ॥ বাঙ্মনো-গোচরশ্চাহং সর্ব্বত্র সুখবানহম্। সর্ব্বত্রপূর্ণরূপো-ঽহম্ ভূমানন্দময়োঽস্ম্যহম্ ॥৩৮॥ সর্বত্র তৃপ্তি-রূপোঽহম্ পরামৃতরসোঽস্ম্যহম্। একমেবাদ্বিতীয়ং সদ্ব্রহ্মৈবাহং ন সংশয়ঃ ॥৩৯॥ সর্বশূন্যস্বরূপোঽহং সকলাগমগোচরঃ। মুক্তোঽহং মোক্ষরূপোঽহং

নির্বাণসুখরূপবান্ ॥৪০॥ সত্যবিজ্ঞানমাত্রোঽহং সন্মাত্রানন্দবানহম্। তুরীয়াতীতরূপোঽহম্ নির্বিকল্পস্বরূপবান্ ॥৪১॥ সর্বদা হ্যজরূপোঽহং নীরোগোঽস্মি নিরঞ্জনঃ। অহং শুদ্ধোঽস্মি বুদ্ধোঽস্মি নিত্যোঽস্মি প্রভুরস্ম্যহম্ ॥৪২॥ ওঁকারার্থস্বরূপোঽস্মি নিষ্কলঙ্কময়োঽস্ম্যহম্। চিদাকারস্বরূপোঽস্মি নাহমস্মি ন সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥ নহি কিঞ্চিৎ স্বরূপোঽস্মি নির্ব্যাপারস্বরূপবান্। নিরংশোঽস্মি নিরাভাসো ন মনো নেন্দ্রিয়োঽস্ম্যহম্ ॥৪৪॥ ন বুদ্ধির্ন বিকল্পোঽহম্ ন দেহাদিত্রয়োঽস্ম্যহম্। ন জাগ্রৎস্বপ্নরূপোঽহম্ ন সুষুপ্তি স্বরূপবান্ ॥৪৫॥ ন তাপত্রয়রূপোঽহং নেষণাত্রয়বানহম্। শ্রবণং নাস্তি মে সিদ্ধের্মননং চ চিদাত্মনি ॥৪৬॥ সজাতীয়ং ন মে কিঞ্চিৎ বিজাতীয়ং ন মে ক্বচিৎ। স্বগতং চ ন মে কিঞ্চিন্ন মে ভেদত্রয়ং ক্বচিৎ ॥৪৭॥ অসত্যং হি মনোরূপমসত্যং বুদ্ধিরূপকম্। অহংকারমসদ্ধীতি নিত্যোঽহং শাশ্বতো হ্যজঃ ॥৪৮॥ দেহত্রয়মসদ্বিদ্ধি কালত্রয়মসৎসদা। গুণত্রয়মসদ্বিদ্ধি হ্যহং সত্যাত্মকঃ শুচিঃ ॥৪৯॥ শ্রুতং সর্বমসদ্বিদ্ধি

বেদং সর্বমসৎ সদা। শাস্ত্রং সর্বমসদ্বিদ্ধি হ্যহং সত্যচিদাত্মকঃ ॥৫০॥ মূর্ত্তিত্রয়মসদ্বিদ্ধি সর্ব্বভূতমসৎ সদা। সর্ব্বতত্ত্বমসদ্বিদ্ধি হ্যহং ভূমা সদাশিবঃ ॥৫১॥ গুরুশিষ্যমসদ্বিদ্ধি গুরোর্মন্ত্রমসত্ততঃ। যদ্দৃশ্যং তদসদ্বিদ্ধি ন মাং বিদ্ধি তথাবিধম্ ॥৫২॥ যচ্চিন্ত্যং তদসদ্বিদ্ধি যন্ন্যায্যং তদসৎ সদা। যদ্ধিতং তদসদ্বিদ্ধি ন মাং বিদ্ধি তথাবিধম্ ॥৫৩॥ সর্ব্বান্ প্রাণানসদ্বিদ্ধি সর্বান্ ভোগানসত্ত্বিতি। দৃষ্টং শ্রুত মসদ্বিদ্ধি ওতং প্রোতমসন্ময়ম্ ॥৫৪॥ কার্য্যাকার্য্যমসদ্বিদ্ধি নষ্টং প্রাপ্তমসন্ময়ম্। দুঃখাদুঃখমসদ্বিদ্ধি সর্বাসর্বমসন্ময়ম্ ॥৫৫॥ পূর্ণাপূর্ণমসদ্বিদ্ধি ধর্মাধর্মমসন্ময়ম্। লাভালাভাবসদ্বিদ্ধি জয়াজয়মসন্ময়ম্ ॥৫৬॥ শব্দং সর্বমসদ্বিদ্ধি স্পর্শং সর্বমসৎ সদা। রূপং সর্বমসদ্বিদ্ধি রসং সর্বমসন্ময়ম্ ॥৫৭॥ গন্ধং সর্বমসদ্বিদ্ধি সর্বাজ্ঞানমসন্ময়ম্। অসদেব সদা সর্বমসদেব ভবোদ্ভবম্ ॥৫৮॥ অসদেব গুণং সর্বং সন্মাত্রমহমেব হি। স্বাত্মমন্ত্রং সদা পশ্যেৎ স্বাত্মমন্ত্রং সদাভ্যসেৎ ॥৫৯॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং দৃশ্যপাপং বিনাশয়েৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়মন্যমন্ত্রং

বিনাশয়েৎ ॥৬০॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং দেহদোষং বিনাশয়েৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং জন্মপাপং বিনাশয়েৎ ॥৬১॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং মৃত্যুপাশং বিনাশয়েৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং দ্বৈতদুঃখং বিনাশয়েৎ ॥৬২॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং ভেদবুদ্ধিং বিনাশয়েৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং চিন্তাদুঃখং বিনাশয়েৎ ॥৬৩॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং বুদ্ধিব্যাধিং বিনাশয়েৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং চিত্তবন্ধং বিনাশয়েৎ ॥৬৪॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বব্যাধীন্বিনাশয়েৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বশোকং বিনাশয়েৎ ॥৬৫॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং কামাদীন্নাশয়েৎ ক্ষণাৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং ক্রোধশক্তিং বিনাশয়েৎ ॥৬৬॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং চিত্তবৃত্তিং বিনাশয়েৎ। অহং ব্রহ্মাস্মিং মন্ত্রোঽয়ং সংকল্পাদীন্বিনাশয়েৎ ॥৬৭॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং কোটিদোষং বিনাশয়েৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং সর্বতন্ত্রং বিনাশয়েৎ ॥৬৮॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়মাত্মাজ্ঞানং বিনাশয়েৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়মাত্মলোকজয়প্রদঃ ॥ ৬৯ ॥ অহং

ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়মপ্রতর্ক্যসুখপ্রদঃ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়মজড়ত্বং প্রযচ্ছতি ॥৭০॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়মনাত্মাসুরমর্দনঃ। অহং ব্রহ্মাস্মি বজ্রোঽয়মনাত্মাখ্যগিরীন্ হরেৎ ॥৭১॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়মনাত্মাখ্যাসুরান্ হরেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং সর্বাংস্তান্মোক্ষয়িষ্যতি ॥৭২॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং জ্ঞানানন্দং প্রযচ্ছতি। সপ্তকোটীমহামন্ত্রং জন্মকোটিশতপ্রদম্ ॥৭৩॥ সর্বমন্ত্রান্ সমুৎসৃজ্য এতং মন্ত্রং সমভ্যসেৎ। সদ্যো মোক্ষমবাপ্নোতি নাস্তি সন্দেহমণ্বপি ॥৭৪ ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কুমারঃ পরমেশ্বরং পপ্রচ্ছ জীবন্মুক্তবিদেহমুক্তয়োঃ স্থিতিমনুব্রূহীতি ॥ স হোবাচ পরঃ শিবঃ। চিদাত্মাহং পরাত্মাহং নির্গুণোঽহম্ পরাৎপরঃ। আত্মমাত্রেন যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥১॥ দেহত্রয়াতিরিক্তোঽহম্ শুদ্ধচৈতন্যমস্ম্যহম্। ব্রহ্মাহমিতি যস্যান্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥২॥ আনন্দঘনরূপোঽস্মি পরানন্দঘনোঽস্ম্যহম্। যস্য দেহাদিকং নাস্তি যস্য ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ। পরমানন্দপূর্ণো যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে

॥ ৩ ॥ যস্য কিঞ্চিদহং নাস্তি চিন্মাত্রেণাবতিষ্ঠতে। চৈতন্যমাত্রো যস্যান্তশ্চিন্মাত্রৈকস্বরূপবান্ ॥৪॥ সর্ব্বত্র পূর্ণরূপাত্মা সর্ব্বত্রাত্মাবশেষকঃ। আনন্দরতিরব্যক্তঃ পরিপূর্ণশ্চিদাত্মকঃ ॥৫॥ শুদ্ধচৈতন্যরূপাত্মা সর্ব্বসঙ্গবিবর্জিতঃ। নিত্যানন্দঃ প্রসন্নাত্মা হ্যন্যচিন্তাবিবর্জিতঃ ॥৬॥ কিঞ্চিদস্তিত্বহীনো যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। ন মে চিত্তং ন মে বুদ্ধির্নাহংকারো ন চেন্দ্রিয়ম্ ॥৭॥ ন মে দেহঃ কদাচিদ্বা নমে প্রাণাদয়ঃ ক্বচিৎ। ন মে মায়া ন মে কামো ন মে ক্রোধঃ পরোহস্ম্যহম্ ॥ ৮ ॥ ন মে কিঞ্চিদিদং বাপি ন মে কিঞ্চিৎ ক্বচিজ্জগৎ। ন মে দোষো ন মে লিঙ্গং ন মে চক্ষুর্ন মে মনঃ ॥ ৯ ॥ ন মে শ্রোত্রং ন মে নাসা ন মে জিহ্বা ন মে করঃ। ন মে জাগ্রন্ন মে স্বপ্নং ন মে কারণমণ্বপি ॥১০॥ ন মে তুরীয়মিতি যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। ইদং সর্বং ন মে কিঞ্চিদয়ং সর্বং ন মে ক্বচিৎ ॥১১॥ ন মে কালো ন মে দেশো ন মে বস্তু ন মে মতিঃ। ন মে স্নানং ন মে সন্ধ্যা ন মে দৈবং ন মে স্থলম্ ॥১২॥ ন মে তীর্থং ন মে সেবা ন মে

জ্ঞানং ন মে পদম্। ন মে বন্ধো ন মে জন্ম ন মে বাক্যং ন মে রবিঃ॥১৩॥ ন মে পুণ্যং ন মে পাপং ন মে কার্য্যং ন মে শুভম্। ন মে জীব ইতি স্বাত্মা ন মে কিঞ্চিজ্জগত্রয়ম্ ॥১৪॥ ন মে মোক্ষো ন মে দ্বৈতং ন মে বেদো ন মে বিধিঃ। ন মেঽন্তিকং ন মে দূরং ন মে বোধো ন মে রহঃ ॥১৫॥ ন মে গুরুর্ন মে শিষ্যো ন মে হীনো ন চাধিকঃ। ন মে ব্রহ্ম ন মে বিষ্ণুর্ন মে রুদ্রো ন চন্দ্রমাঃ ॥১৬॥ ন মে পৃথ্বী ন মে তোয়ং ন মে বায়ুর্ন মে বিয়ৎ। ন মে বহ্নির্ন মে গোত্রং ন মে লক্ষ্যং ন মে ভবঃ ॥১৭॥ ন মে ধ্যাতা ন মে ধ্যেয়ং ন মে ধ্যানং ন মে মনুঃ। ন মে শীতং ন মে চোষ্ণং ন মে তৃষ্ণা ন মে ক্ষুধা ॥১৮॥ ন মে মিত্রং ন মে শত্রুর্ন মে মোহো ন মে জয়ঃ। ন মে পূর্ব্বং ন মে পশ্চান্ন মে চোর্দ্ধ্বং ন মে দিশঃ ॥১৯॥ ন মে বক্তব্যমল্পং বা ন মে শ্রোতব্যমণ্বপি। ন মে গন্তব্যমীষদ্বা ন মে ধ্যাতব্যমণ্বপি ॥ ২০ ॥ ন মে ভোক্তব্যমীষদ্বা ন মে স্মর্ত্তব্যমণ্বপি। ন মে ভোগো ন মে রাগো ন মে যাগো ন মে লয়ঃ ॥ ২১ ॥ ন মে

মৌর্খ্যং ন মে শান্তং ন মে বন্ধো ন মে প্রিয়ম্।
ন মে মোদঃ প্রমোদো বা ন মে স্থূলং ন মে কৃশম্
॥২২॥ ন মে দীর্ঘং ন মে হ্রস্বং ন মে বৃদ্ধির্ন মে ক্ষয়ঃ।
অধ্যারোপোঽপবাদো বা ন মে চৈকং ন মে বহু
॥২৩॥ ন মে আন্ধ্যং ন মে মান্দ্যং ন মে পটিদমণ্বপি
ন মে মাংসং ন মে রক্তং ন মে মেদো ন মে হ্যসৃক্॥
২৪॥ ন মে মজ্জা ন মেঽস্থির্বা ন মে ত্বগ্ধাতু
সপ্তকম্। ন মে শুক্লং ন মে রক্তং ন মে নীলং
ন মে পৃথক্॥২৫॥ ন মে তাপো ন মে লাভো মুখ্যং
গৌণং ন মে কচিৎ। ন মে ভ্রান্তির্ন মে স্থৈর্য্যং
ন মে গুহ্যং ন মে কুলম্॥২৬॥ ন মে ত্যাজ্যং ন মে
গ্রাহ্যং ন মে হাস্যং ন মে নয়ঃ। ন মে বৃত্তং ন মে
গ্লানির্ন মে শোষ্যং ন মে সুখম্॥২৭॥ ন মে জ্ঞাতা
ন মে জ্ঞানং ন মে জ্ঞেয়ং ন মে স্বয়ম্। ন মে তুভ্যং
ন মে মহ্যং ন মে ত্বং চ ন মে ত্বহম্॥২৮॥ ন মে
জরা ন মে বাল্যং ন মে যৌবনমণ্বপি। অহং ব্রহ্মা-
স্ম্যহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ॥২৯॥ চিদহং
চিদহং চেতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। ব্রহ্মৈবাহং

চিদেবাহং পরো বাহং ন সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥ স্বয়মেব স্বয়ং হংসঃ স্বয়মেব স্বয়ং স্থিতঃ। স্বয়মেব স্বয়ং পশ্যেৎ স্বাত্মরাজ্যে সুখং বসেৎ ॥ ৩১ ॥ স্বাত্মানন্দং স্বয়ং ভোক্ষেৎ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। স্বয়মেবৈকবীরোহগ্রে স্বয়মেব প্রভুঃ স্মৃতঃ। স্বস্বরূপে স্বয়ং স্বপ্যেৎ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মভূতঃ প্রশান্তাত্মা ব্রহ্মানন্দময়ঃ সুখী। স্বচ্ছরূপো মহামৌনী বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥ ৩৩ ॥ সর্বাত্মা সমরূপাত্মা শুদ্ধাত্মা ত্বহমুত্থিতঃ। একবর্জিত একাত্মা সর্বাত্মা স্বাত্মমাত্রকঃ ॥ ৩৪ ॥ অজাত্মা চামৃতাত্মাহং স্বয়মাত্মাহমব্যয়ঃ। লক্ষ্যাত্মা ললিতাত্মাহং তূষ্ণীমাত্মস্বভাববান্ ॥৩৫॥ আনন্দাত্মা প্রিয়োহ্যাত্মা মোক্ষাত্মা বন্ধবর্জিতঃ। ব্রহ্মৈবাহং চিদেবাহমেবং বাপি ন চিন্ত্যতে ॥ ৩৬ ॥ চিন্মাত্রেণৈব যস্তিষ্ঠেদ্বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥ ৩৭ ॥ নিশ্চয়ং চ পরিত্যজ্য অহং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ম্। আনন্দভরিতস্বান্তো বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥ ৩৮ ॥ সর্বমস্তীতি নাস্তীতি নিশ্চয়ং ত্যজ্য তিষ্ঠতি। অহং ব্রহ্মাস্মি নাস্মীতি সচ্চিদানন্দমাত্রকঃ ॥ ৩৯ ॥ কিঞ্চিৎ

ক্বচিৎ কদাচিচ্চ আত্মানং ন স্পৃশত্যসৌ। তূষ্ণীমেব স্থিতস্তূষ্ণীং তূষ্ণীং সত্যং ন কিঞ্চন ॥ ৪০ ॥ পরমাত্মা গুণাতীতঃ সর্ব্বাত্মা ভূতভাবনঃ। কালভেদং বস্তুভেদং দেশভেদং স্বভেদকম্ ॥ ৪১ ॥ কিঞ্চিদ্ভেদং ন তস্যাস্তি কিঞ্চিদ্বাপি ন বিদ্যতে। অহং ত্বং তদিদং সোঽয়ম্ কালাত্মা কালহীনকঃ ॥ ৪২ ॥ শূন্যাত্মা সূক্ষ্মরূপাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বহীনকঃ। দেবাত্মা দেবহীনাত্মা মেয়াত্মা মেয়বর্জ্জিতঃ ॥ ৪৩ ॥ সর্বত্র জড়হীনাত্মা সর্বেষামন্তরাত্মকঃ। সর্বসংকল্পহীনাত্মা চিন্মাত্রোঽস্মীতি সর্বদা ॥ ৪৪ ॥ কেবলঃ পরমাত্মাহং কেবলো জ্ঞানবিগ্রহঃ। সত্তামাত্রস্বরূপাত্মা নান্যৎ কিঞ্চিজ্জগদ্ভয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ জীবেশ্বরেতি বাক্ ক্বতি বেদশাস্ত্রাৎ ক্বহং ত্বিতি। ইদং চৈতন্যমেবেতি অহং চৈতন্যমিত্যপি ॥ ৪৬ ॥ ইতি নিশ্চয়শূন্যো যো বৈদেহী মুক্ত এব সঃ। চৈতন্যমাত্রসংসিদ্ধঃ স্বাত্মারামঃ সুখাসনঃ ॥ ৪৭ ॥ অপরিচ্ছিন্নরূপাত্মা অণুস্থূলাদিবর্জিতঃ। তুর্যতুর্যঃ পরানন্দো বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥ ৪৮ ॥ নামরূপবিহীনাত্মা পরসংবিদ্

সুখাত্মকঃ। তুরীয়াতীতরূপাত্মা শুভাশুভবিবর্জিতঃ ॥ ৪৯ ॥ যোগাত্মা যোগযুক্তাত্মা বন্ধমোক্ষবিবর্জিতঃ। গুণাগুণবিহীনাত্মা দেশকালাদিবর্জিতঃ ॥ ৫০ ॥ সাক্ষ্যাসাক্ষিত্বহীনাত্মা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ন কিঞ্চন। যস্য প্রপঞ্চমানং ন ব্রহ্মাকারমপীহ ন ॥ ৫১ ॥ স্বস্বরূপে স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বস্বরূপে স্বয়ংরতিঃ। বাচামগোচরানন্দো বাঙ্‌মনোগোচরঃ স্বয়ম্ ॥ ৫২ ॥ অতীতাতীতভাবো যো বৈদেহী মুক্ত এব সঃ। চিত্তবৃত্তেরতীতো যশ্চিত্তবৃত্ত্যবভাসকঃ ॥ ৫৩ ॥ সর্ব্ববৃত্তি বিহীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ। তস্মিন্ কালে বিদেহীতি দেহস্মরণবর্জিতঃ ॥ ৫৪ ॥ ঈষন্মাত্রং স্মৃতং চেত্তস্তদা সর্বসমন্বিতঃ। পরৈরদৃষ্টবাহ্যাত্মা পরমানন্দচিদ্ঘনঃ ॥ ৫৫ ॥ পরৈরদৃষ্টবাহ্যাত্মা সর্ব-বেদান্তগোচরঃ। ব্রহ্মামৃতরসাস্বাদী ব্রহ্মামৃতরসায়নঃ ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মমৃতরসাসক্তো ব্রহ্মামৃতরসঃ স্বয়ম্। ব্রহ্মা-মৃতরসে মগ্নো ব্রহ্মানন্দশিবার্চনঃ ॥৫৭॥ ব্রহ্মামৃতরসে তৃপ্তো ব্রহ্মানন্দানুভাবকঃ। ব্রহ্মানন্দশিবানন্দো ব্রহ্মানন্দরসপ্রভঃ ॥৫৮॥ ব্রহ্মানন্দ পরং জ্যোতির্ব্রহ্মা-

নন্দনিরন্তরঃ। ব্রহ্মানন্দরসাহ্লাদো ব্রহ্মানন্দকুটুম্বকঃ ॥ ৫৯ ॥ ব্রহ্মানন্দরসারূঢ়ো ব্রহ্মানন্দৈকচিদ্ঘনঃ। ব্রহ্মানন্দরসোদ্বাহো ব্রহ্মানন্দরসংভরঃ ॥৬০॥ ব্রহ্মানন্দজনৈর্যুক্তো ব্রহ্মানন্দাত্মনি স্থিতঃ। আত্মরূপমিদং সর্বমাত্মনোহন্যন্ন কিঞ্চন ॥৬১॥ সর্বমাত্মাহমাত্মাস্মি পরমাত্মা পরাত্মকঃ। নিত্যানন্দস্বরূপাত্মা বৈদেহীমুক্ত এব সঃ ॥৬২॥ পূর্ণরূপো মহানাত্মা প্রীতাত্মা শাশ্বতাত্মকঃ। সর্বান্তর্যামিরূপাত্মা নির্মলাত্মা নিরাত্মকঃ ॥৬৩॥ নির্বিকারস্বরূপাত্মা শুদ্ধাত্মা শান্তরূপকঃ। শান্তাশান্তস্বরূপাত্মা নৈকাত্মত্ববিবর্জিতঃ ॥৬৪॥ জীবাত্মপরমাত্মেতি চিন্তাসর্বস্ববর্জিতঃ। মুক্তামুক্তস্বরূপাত্মা মুক্তামুক্তবিবর্জিতঃ ॥৬৫॥ বন্ধমোক্ষস্বরূপাত্মা বন্ধমোক্ষবিবর্জিতঃ। দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপাত্মা দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতঃ ॥৬৬॥ সর্বাসর্বস্বরূপাত্মা সর্বাসর্ববিবর্জিতঃ। মোদপ্রমোদরূপাত্মা মোদাদিবিনির্বর্জিতঃ ॥৬৭॥ সর্বসঙ্কল্পহীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ। নিষ্কলাত্মা নির্মলাত্মা বুদ্ধাত্মা পুরুষাত্মকঃ ॥৬৮॥ আনন্দাদিবিহীনাত্মা অমৃতাত্মামৃতাত্মকঃ। কালত্রয়স্বরূপাত্মা

কালত্রয়বিবর্জিতঃ ॥৬৯॥ অখিলাত্মা হ্যমেয়াত্মা মানাত্মামানবর্জিতঃ। নিত্যপ্রত্যক্ষরূপাত্মা নিত্যপ্রত্যক্ষনির্ণয়ঃ ॥৭০॥ অন্যহীনস্বভাবাত্মা অন্যহীনস্বয়ংপ্রভঃ। বিদ্যাবিদ্যাদিমেয়াত্মা বিদ্যাবিদ্যাদিবর্জিত ॥৭১॥ নিত্যানিত্যবিহীনাত্মা ইহামুত্রবিবর্জিতঃ। শমাদিষট্‌শূন্যাত্মা মুমুক্ষুত্বাদিবর্জিতঃ ॥৭২॥ স্থূলদেহবিহীনাত্মা সূক্ষ্মদেহবিবর্জিতঃ। কারণাদিবিহীনাত্মা তুরিয়াদিবিবর্জিতঃ ॥ ৭৩ ॥ অন্নকোশবিহীনাত্মা প্রাণকোশবিবর্জিতঃ। মনঃকোশবিহীনাত্মা বিজ্ঞানাদিবিবর্জিতঃ ॥ ৭৪ ॥ আনন্দকোশহীনাত্মা পঞ্চকোশবিবর্জিতঃ ॥ ৭৫ ॥ নির্বিকল্পস্বরূপাত্মা সবিকল্পবিবর্জিতঃ ॥ ৭৬ ॥ দৃশ্যানুবিদ্ধহীনাত্মা শব্দবিদ্ধবিবর্জিতঃ। সদা সমাধিশূন্যাত্মা আদিমধ্যান্তবর্জিতঃ ॥ ৭৭ ॥ প্রজ্ঞানবাক্যহীনাত্মা অহং ব্রহ্মাস্মিবর্জিতঃ। তত্ত্বমস্যাদিহীনাত্মা অয়মাত্মেত্যভাবকঃ ॥ ৭৮ ॥ ওঁকারবাচ্যহীনাত্মা সর্ববাচ্যবিবর্জিতঃ। অবস্থাত্রয়হীনাত্মা অক্ষরাত্মা চিদাত্মকঃ। আত্মজ্ঞেয়াদিহীনাত্মা যদ্‌কিঞ্চিদিদমাত্মকঃ। ভানাভান

বিহীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥ ৭৯ ॥ আত্মানমেব বীক্ষস্ব আত্মানং বোধয় স্বকম্। স্বমাত্মানং স্বয়ং ভুঙ্‌ক্ষ্ব স্বস্থো ভব ষড়ানন ॥ ৮০ ॥ স্বমাত্মনি স্বয়ং তৃপ্তঃ স্বমাত্মানং স্বয়ং চর। আত্মানমেব মোদস্ব বৈদেহী মুক্তিকো ভবেত্যুপনিষৎ ॥ ইতিচতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

নিদাঘো নাম বৈ মুনিঃ পপ্রচ্ছ ঋভুং ভগবন্তমাত্মানাত্মবিবেকমনুব্রূহীতি। স হোবাচ ঋভুঃ। সর্ববাচোঽবধির্ব্রহ্ম সর্বচিন্তাবধির্গুরুঃ। সর্বকারণ কার্য্যাত্মা কার্য্যকারণবর্জিতঃ ॥ ১ ॥ সর্বসংকল্পরহিতঃ সর্বনাদময়ঃ শিবঃ। সর্ববর্জিতচিন্মাত্রঃ সর্বানন্দময়ঃ পরঃ ॥ ২ ॥ সর্বতেজঃ প্রকাশাত্মা নাদানন্দময়াত্মকঃ। সর্বানুভবনির্মুক্তঃ সর্বধ্যানবিবর্জিতঃ ॥ ৩॥ সর্বনাদকলাতীত এষ আত্মাহমব্যয়ঃ। আত্মানাত্মবিবেকাদিভেদাভেদবিবর্জিতঃ ॥ ৪ ॥ শান্তাশান্তাদিহীনাত্মা নাদান্তর্জ্যোতিরূপকঃ। মহাবাক্যার্থতো দূরো ব্রহ্মাস্মীত্যতিদূরতঃ ॥ ৫ ॥ তচ্ছব্দবর্জ্যস্ত্বংশব্দহীনো বাক্যার্থবর্জিতঃ। ক্ষরাক্ষরবিহীনো যো নাদান্ত-

র্জ্যোতিরেব সঃ ॥ ৬ ॥ অথৈণ্ডকরসো বাহমানন্দোঽস্মীতি বর্জিতঃ। সর্বাতীতস্বভাবাত্মা নাদান্তর্জ্যোতিরেব সঃ ॥ ৭ ॥ আত্মেতি শব্দহীনো য আত্মশব্দার্থবর্জিতঃ। সচ্চিদানন্দহানো য এবৈবাত্মা সনাতনঃ ॥ ৮ ॥ স নির্দ্দেষ্টুমশক্যো যো বেদবাক্যৈরগম্যতঃ। যস্ত কিঞ্চিৎ বাহ্যনাস্তি কিঞ্চিদন্তঃ কিয়ন্ন চ ॥ ৯ ॥ যস্য লিঙ্গং প্রপঞ্চং বা ব্রহ্মৈবাত্মা ন সংশয়ঃ। নাস্তি যস্ত শরীরং বা জীবো বা ভূতভৌতিকঃ ॥ ১০ ॥ নামরূপাদিকং নাস্তি ভোজ্যং বা ভোগভুক্ চ বা। সদ্বাসদ্বা স্থিতির্বাপি যস্ত নাস্তি ক্ষরাক্ষরম্ ॥ ১১ ॥ গুণং বা বিগুণং বাপি সম আত্মা ন সংশয়ঃ। যস্ত বাচ্যং বাচকং বা শ্রাবণং মননং চ বা ॥ ১২ ॥ গুরুশিষ্যাদিভেদং বা দেবলোকাঃ সুরাসুরাঃ। যত্র ধর্মমধর্মং বা শুদ্ধং বাশুদ্ধমণ্বপি ॥ ১৩॥ যত্র কালং অকালং বা নিশ্চয়ঃ সংশয়ো নহি। যত্র মন্ত্রমমন্ত্রং বা বিদ্যাবিদ্যে ন বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥ দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যং বা ঈষন্মাত্রং কলাত্মকম্। অনাত্মেতি প্রসঙ্গো বা হ্যনাত্মেতি মনোঽপি বা ॥ ১৫

অনাত্মেতি জগদ্বাপি নাস্তি নাস্তীতি নিশ্চিনু। সর্বসংকল্পশূন্যত্বাৎ সর্বকার্যাবিবর্জনাৎ ॥ ১৬॥ কেবলং ব্রহ্মমাত্রত্বাৎ নাস্ত্য নাত্মেতি নিশ্চিনু। দেহত্রয়বিহীনত্বাৎ কালত্রয়বিবর্জনাৎ ॥ ১৭॥ জীবত্রয়গুণাভাবাৎ তাপত্রয় বিবর্জনাৎ। লোকত্রয়বিহীনত্বাৎ সর্বমাত্মেতি শাসনাৎ॥ ১৮॥ চিত্তাভাবাচ্চিন্তনীয়ং দেহভাবাজ্জরা ন চ। পাদাভাবাৎ গতির্নাস্তি হস্তাভাবাৎ ক্রিয়া ন চ ॥ ১৯ ॥ মৃত্যুর্নাস্তি জনাভাবাৎ বুদ্ধ্যভাবাৎ সুখাদিকম্। ধর্ম্মো নাস্তি শুচির্নাস্তি সত্যং নাস্তি ভয়ং ন চ ॥২০॥ অক্ষরোচ্চারণং নাস্তি গুরুশিষ্যাদি নাস্ত্যপি। একাভাবে দ্বিতীয়ং ন নদ্বিতীয়ে ন চৈকতা ॥২১॥ সত্যত্বমস্তি চেৎ কিঞ্চিদসত্যং ন চ সংভবেৎ। অসত্যত্বং যদি ভবেৎ সত্যত্বং ন ঘটিষ্যতি॥ ২২॥ শুভং যগুশুভং বিদ্ধি অশুভাচ্ছুভমিষ্যতে। ভয়ং যগু ভয়ং বিদ্ধি অভয়াৎ ভয়মাপতেৎ ॥ ২৩॥ বন্ধত্বং অপি চেন্মোক্ষো বন্ধাভাবে ক মোক্ষতা। মরণং যদি চেজ্জন্মো জন্মাভাবে মৃতির্ন চ ॥২৪॥ ত্বমিত্যপি ভবেচ্চাহং ত্বং নো

চেদহমেব ন। ইদং যদি তদেবাস্তি তদভাবাদিদং ন চ॥ ২৫॥ অস্তীতি চেন্নাস্তি তদা নাস্তি চেদস্তি কিঞ্চন। কার্য্যং চেৎকারণং কিঞ্চিৎ কার্য্যাভাবে ন কারণম্॥ ২৬॥ দ্বৈতং যদি তদাঽদ্বৈতং দ্বৈতাভাবে দ্বয়ং ন চ। দৃশ্যং যদি দৃগপ্যস্তি দৃশ্যাভাবে দৃগেব ন॥ ২৭॥ অন্তর্যদি বহিঃ সত্যমন্তাভাবে বহির্ন চ। পূর্ণত্বমস্তি চেৎ কিঞ্চিদপূর্ণত্বং প্রসজ্যতে॥ ২৮॥ তস্মাদেতৎ ক্বচিন্নাস্তি ত্বং চাহং বা ইমে ইদম্। নাস্তি দৃষ্টান্তিকং সত্যে নাস্তি দার্ষ্টান্তিকং হ্যজে॥ ২৯॥ পরং ব্রহ্মাহমস্মীতি স্মরণস্য মনো নহি। ব্রহ্মমাত্রং জগদিদং ব্রহ্মমাত্রং ত্বমপ্যহম্॥ ৩০॥ চিন্মাত্রং কেবলং চাহং নাস্ত্যনাত্মেতি নিশ্চিনু। ইদং প্রপঞ্চং নাস্ত্যেব নোৎপন্নং নো স্থিতং ক্বচিৎ॥ ৩১॥ চিত্তং প্রপঞ্চমিত্যাহুর্নাস্তি নাস্ত্যেব সর্বদা। ন প্রপঞ্চং ন চিত্তাদি নাহংকারো ন জীবকঃ॥ ৩২॥ মায়াকার্য্যাদিকং নাস্তি মায়া নাস্তি ভয়ং নহি। কর্ত্তা নাস্তি ক্রিয়া নাস্তি শ্রবণং মননং নহি॥ ৩৩॥ সমাধিদ্বিতয়ং নাস্তি মাতৃমানাদি নাস্তি হি। অজ্ঞানং

চাপি নাস্ত্যেব হ্যবিবেকং কদাচন ॥ ৩৪ ॥ অনুবন্ধ-চতুষ্কং ন সংবন্ধত্রয়মেব ন। ন গঙ্গা ন গয়া সেতুর্ন ভূতং নান্যদস্তি হি ॥ ৩৫ ॥ ন ভূমির্ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্ন চ খং ক্বচিৎ। ন দেবা নচ দিক্‌পালা ন বেদা ন গুরুঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৬ ॥ ন দূরং নান্তিকং নালং ন মধ্যং ন ক্বচিৎ স্থিতম্। না দ্বৈতং দ্বৈতসত্যং বা হ্যসত্যং বা ইদং ন চ ॥ ৩৭ ॥ বন্ধমোক্ষাদিকং নাস্তি সদ্বাঽসদ্বা সুখাদি বা। জাতির্নাস্তি গতির্নাস্তি বর্ণো নাস্তি ন লৌকিকম্ ॥ ৩৮ ॥ সর্বং ব্রহ্মেতি নাস্ত্যেব ব্রহ্ম ইত্যপি নাস্তি হি। চিদিত্যেবেতি নাস্ত্যেব চিদহং ভাষণং ন হি ॥ ৩৯ ॥ অহং ব্রহ্মাস্মি নাস্ত্যেব নিত্যশুদ্ধোঽস্মি ন ক্বচিৎ। বাচা যদুচ্যতে কিঞ্চিন্মনসা মনুতে ক্বচিৎ ॥ ৪০ ॥ বুদ্ধ্যা নিশ্চিনুতে নাস্তি চিত্তেন জ্ঞায়তে নহি। যোগী যোগাদিকং নাস্তি সদা সর্ব্বং সদা ন চ ॥৪১॥ অহোরাত্রাদিকং নাস্তি স্নানধ্যানাদিকং নহি। ভ্রান্তিরভ্রান্তির্নাস্ত্যেব নাস্ত্যনাত্মেতি নিশ্চিনু ॥৪২॥ বেদশাস্ত্রং পুরাণং চ কার্য্যং কারণমীশ্বরঃ। লোকো

ভূতং জনস্তৈক্যং সর্বং মিথ্যা ন সংশয়ঃ ॥৪৩॥ বন্ধো মোক্ষঃ সুখং দুঃখং ধ্যানং চিত্তং সুরাসুরাঃ। গৌণং মুখ্যং পরং চান্যৎ সর্ব্বং মিথ্যা ন সংশয়ঃ ॥৪৪॥ বাচা বদতি যৎ কিঞ্চিৎ সংকল্পৈঃ কল্প্যতে চ যৎ। মনসা চিন্ত্যতে যদ্যৎ সর্বং মিথ্যা ন সংশয়ঃ ॥৪৫॥ বুদ্ধ্যা নিশ্চীয়তে কিঞ্চিৎ চিত্তে নিশ্চীয়তে ক্বচিৎ। শাস্ত্রৈঃ প্রপঞ্চ্যতে যদ্যন্নেত্রেণৈব নিরীক্ষ্যতে ॥৪৬॥ শ্রোত্রাভ্যাং শ্রূয়তে যদ্যদন্যৎ সদ্ভাবমেবচ। নেত্রং শ্রোত্রং গাত্রমেব মিথ্যেতিচ সুনিশ্চিতম্ ॥৪৭॥ ইদমিত্যেব নির্দ্দিষ্টময়মিত্যেব কল্প্যতে। ত্বমহং তদিদং সোহমন্যৎ সদ্ভাবমেব চ ॥৪৮ যদ্যৎ সংভাব্যতে লোকে সর্ব্বসঙ্কল্পসংভ্রমঃ। সর্ব্বাধ্যাসং সর্ব্বগোপ্যং সর্বভোগপ্রভেদকম্ ॥৪৯॥ সর্বদোষপ্রভেদাচ্চ নাস্ত্যনাত্মেতি নিশ্চিনু। মদীয়ং চ ত্বদীয়ং চ মমেতি চ তবেতি চ ॥৫০॥ মহ্যং তুভ্যং ময়েত্যাদি তৎ সর্বং বিতথং ভবেৎ। রক্ষকো বিষ্ণুরিত্যাদি ব্রহ্মা সৃষ্টেস্তু কারণম্ ॥৫১॥ সংহারে রুদ্র ইত্যেবং সর্বং মিথ্যেতি নিশ্চিনু। স্নানং জপস্তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবপূজনম্ ॥৫২॥ মন্ত্রং তন্ত্রং চ সৎসঙ্গো

গুণদোষ বিজৃম্ভণম্। অন্তঃকরণসদ্ভাব অবিদ্যায়াশ্চ সংভবঃ ॥৫৩॥ অনেক কোটীব্রহ্মাণ্ডং সর্বং মিথ্যেতি নিশ্চনু। সর্বদেশিকবাক্যোক্তির্যেন কেনাপি নিশ্চিতম্ ॥৫৪॥ দৃশ্যতে জগতি যদ্যদ্যজ্জগতি বোক্ষ্যতে। বর্ত্ততে জগতি যদ্যৎ সর্বং মিথ্যেতি নিশ্চনু ॥৫৫॥ যেন কেনাক্ষরেণোক্তং যেন কেন বিনিশ্চিতম্। যেন কেনাপি গদিতং যেন কেনাপি মোদিতম্ ॥৫৬॥ যেন কেনাপি যদ্দত্তং যেন কেনাপি যৎকৃতম্। যত্র যত্র শুভং কর্ম্ম যত্র যত্র চ দুষ্কৃতম্ ॥৫৭॥ যদ্যৎ করোষি সত্যেন সর্বং মিথ্যেতি নিশ্চনু। ত্বমেব পরমাত্মাসি ত্বমেব পরমো গুরুঃ ॥৫৮॥ ত্বমেবাকাশরূপোঽসি সাক্ষিহীনোঽসি সর্ব্বদা। ত্বমেব সর্বভাবোঽসি ত্বং ব্রহ্মাসি ন সংশয়ঃ ॥৫৯॥ কালহীনোঽসি কালোঽসি সদা ব্রহ্মাসি চিদ্ঘনঃ। সর্বতঃ স্বস্বরূপোঽসি চৈতন্যঘনবানসি ॥৬০॥ সত্যোঽসি সিদ্ধোঽসি সনাতনোঽসি মুক্তোঽসি মোক্ষোঽসি মুদামৃতোঽসি। দেবোঽসি শান্তোঽসি নিরাময়োঽসি ব্রহ্মাসি পূর্ণোঽসি পরাৎপরোঽসি ॥৬১॥ সমোঽসি সচ্চাপি সনাতনোঽসি

সত্যাদিবাক্যৈঃ প্রতিবোধিতোঽসি। সর্ব্বাঙ্গহীনোঽসি সদা স্থিতোঽসি ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাদিবিভাবিতোঽসি ॥৬২॥ সর্বপ্রপঞ্চভ্রমবর্জ্জিতোঽসি সর্বেষু ভূতেষু চ ভাসিতোঽসি। সর্ব্বত্র সংকল্পবিবর্জ্জিতোঽসি সর্বাগমান্তার্থবিভাবিতোঽসি ॥৬৩॥ সর্বত্র সন্তোষ সুখাসনোঽসি সর্বত্র গত্যাদিবিবর্জ্জিতোঽসি। সর্বত্র লক্ষ্যাদিবিবর্জ্জিতোঽসি ধ্যাতোঽসি বিষ্ণ্বাদিসুরৈরজস্রম্ ॥৬৪॥ চিদাকারস্বরূপোঽসি চিন্মাত্রোঽসি নিরঙ্কুশঃ। আত্মন্যেব স্থিতোঽসি ত্বং সর্বশূন্যোঽসি নির্গুণঃ ॥৬৫॥ আনন্দোঽসি পরোঽসি ত্বমেক এবাদ্বিতীয়কঃ। চিদ্‌ঘনানন্দরূপোঽসি পরিপূর্ণস্বরূপকঃ ॥৬৬॥ সদসি ত্বমসি জ্ঞোঽসি সোঽসি জানাসি বোক্ষসি। সচ্চিদানন্দরূপোঽসি বাসুদেবোঽসি বৈ প্রভুঃ ॥৬৭॥ অমৃতোঽসি বিভুশ্চাসি চঞ্চলো হ্যচলো হ্যসি। সর্বোঽসি সর্বহীনোঽসি শান্তাশান্তবিবর্জ্জিতঃ ॥৬৮॥ সত্তামাত্র প্রকাশোঽসি সত্তাসামান্যকো হ্যসি। নিত্যসিদ্ধি স্বরূপোঽসি সর্বসিদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ ॥৬৯॥ ঈষন্মাত্রবিশূন্যোঽসি অণুমাত্রবিবর্জ্জিতঃ। অস্তিত্ববর্জিতোঽসি

ত্বং নাস্তিত্বাদিবিবর্জ্জিতঃ ॥৭০॥ লক্ষ্যলক্ষণহীনোঽসি নির্বিকারো নিরাময়ঃ। সর্বনাদান্তরোঽসি ত্বং কলাকাষ্ঠাবিবর্জিতঃ ॥৭১॥ ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশহীনোঽসি স্বস্বরূপং প্রপশ্যসি। স্বস্বরূপাবশেষোঽসি স্বানন্দাব্ধৌ নিমজ্জসি ॥৭২॥ স্বাত্মরাজ্যে স্বমেবাসি স্বয়ংভাববিবর্জিতঃ। শিষ্টপূর্ণস্বরূপোঽসি স্বস্মাৎ কিঞ্চিন্ন পশ্যসি ॥৭৩॥ স্বস্বরূপান্নচলসি স্বস্বরূপেণ জৃম্ভসি। স্বস্বরূপাদনন্যোঽসি হ্যহমেবাসি নিশ্চনু ॥৭৪॥ ইদং প্রপঞ্চং যৎকিঞ্চিন্তজ্জগতি বিদ্যতে। দৃশ্যরূপং চ দৃক্‌রূপং সর্বং শশবিষাণবৎ ॥৭৫॥ ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কারশ্চ তেজশ্চ লোকং ভুবনমণ্ডলম্ ॥৭৬॥ নাশো জন্ম চ সত্যং চ পুণ্যপাপজয়াদিকম্। রাগঃ কামঃ ক্রোধলোভৌ ধ্যানং ধ্যেয়ং গুণং পরম্ ॥৭৭॥ গুরুশিষ্যোপদেশাদিরাদিরন্তং শমং শুভম্। ভূতং ভব্যং বার্ত্তমানং লক্ষ্যং লক্ষণমদ্বয়ম্ ॥৭৮॥ শমো বিচারঃ সন্তোষো ভোক্তৃভোজ্যাদিরূপকম্। যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগং চ গমনাগমনাত্মকম্ ॥৭৯॥ আদিমধ্যান্তরঙ্গং

চ গ্রাহ্যং ত্যাজ্যং হরিঃ শিবঃ। ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব অবস্থাত্রিতয়ং তথা ॥৮০॥ চতুর্বিংশতিতত্ত্বং চ সাধনানাং চতুষ্টয়ম্। স্বজাতীয়ং বিজাতীয়ং লোকা ভূরাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥৮১॥ সর্ব বর্ণাশ্রমাচারং মন্ত্রতন্ত্রাদি-সংগ্রহম্। বিদ্যাবিদ্যাদিরূপং চ সর্ব্ববেদং জড়াজড়ম্ ॥৮২॥ বন্ধমোক্ষবিভাগং চ জ্ঞানবিজ্ঞানরূপকম্। বোধাবোধস্বরূপং বা দ্বৈতাদ্বৈতাদিভাষণম্ ॥৮৩॥ সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তং সর্বশাস্ত্রার্থনির্ণয়ম্। অনেকজীব সদ্ভাবমেকজীবাদিনির্ণয়ম্ ॥৮৪॥ যত্ত্বদ্ধ্যায়তি চিত্তেন যত্তৎ সংকল্প্যতে কচিৎ। বুদ্ধ্যা নিশ্চীয়তে যত্তৎ গুরুণা সংশৃণোতি যৎ ॥৮৫॥ যত্ত্বাচা ব্যাকরোতি যত্তদাচার্য্য ভাষণ। যত্তৎস্বরেন্দ্রিয়ৈর্ভাব্যং যত্তন্মীমাংস্যতে পৃথক্ ॥৮৬॥ যত্তন্ন্যায়েন নির্নীতং মহদ্ভির্বেদ-পারগৈঃ। শিবঃ ক্ষরতি লোকান্বৈ বিষ্ণুঃ পাতি জগত্রয়ম্ ॥৮৭॥ ব্রহ্মা সৃজতি লোকান্বৈ এবমাদি-ক্রিয়াদিকম্। যত্তদস্তি পুরাণেষু যত্তদ্বেদেষু নির্ণয়ম্ ॥৮৮॥ সর্বোপনিষদাং ভাবং সর্বং শশবিষাণবৎ। দেহোঽহমিতি সঙ্কল্পং তদন্তঃকরণং স্মৃতং ॥ ৮৯ ॥

দেহোঽহমিতি সংকল্পো মহৎ সংসার উচ্যতে। দেহোঽহমিতি সংকল্পস্তদ্বন্ধমিতি চোচ্যতে ॥ ৯০ ॥ দেহোঽহমিতি সংকল্পস্তদ্দুঃখমিতি চোচ্যতে। দেহোঽহমিতি যদ্ভানং তদেব নরকং স্মৃতম্ ॥ ৯১ ॥ দেহোঽহমিতি সংকল্পো জগৎসর্বমিতীর্যতে। দেহোঽহমিতি সংকল্পো হৃদয়গ্রন্থিরীরিতঃ ॥৯২॥ দেহোঽহমিতি যজ্জ্ঞানং দেবাজ্ঞানমুচ্যতে। দেহোঽহমিতি যজ্জ্ঞানং তদসদ্ভাবমেবচ ॥৯৩॥ দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিঃ সা চাবিদ্যেতি ভণ্যতে। দেহোঽহমিতি যজ্জ্ঞানং তদেব দ্বৈতমুচ্যতে ॥৯৪॥ দেহোঽহমিতি সংকল্পঃ সত্যজীবঃ স এব হি। দেহোঽহমিতি যজ্জ্ঞানং পরিচ্ছিন্নমিতীরিতম্ ॥৯৫॥ দেহোঽহমিতি সংকল্পো মহাপাপমিতি স্ফুটম্। দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিস্তৃষ্ণা দোষাময়ঃ কিল ॥৯৬॥ যৎকিঞ্চিদপি সংকল্পস্তাপত্রয় মিতীরিতম্। কামং ক্রোধং বন্ধনং সর্বদুঃখং বিশ্বং দোষং কালনানাস্বরূপম্। যৎ কিঞ্চেদং সর্বসঙ্কল্পজালং তৎকিঞ্চেদং মানসং সোম্য বিদ্ধি ॥ ৯৭ ॥ মন এব জগৎ সর্বং মন এব মহারিপুঃ। মন এব হি সংসারো মন এব জগত্রয়ম্ ॥ ৯৮ ॥ মন এব মহদ্দুঃখং মন এব জরা-

দিকম্। মন এব হি কালশ্চ মন এব মলং তথা ॥৯৯॥ মন এব হি সঙ্কল্পো মন এব হি জীবকঃ। মন এব হি চিত্তং চ মনোঽহংকার এব চ ॥ ১০০ ॥ মন এব মহদ্বন্ধং মনোঽন্তঃকরণং চ তৎ। মনো এব হি ভূমিশ্চ মন এব হি তোয়কম্ ॥ ১০১ ॥ মন এব হি তেজশ্চ মন এব মরুন্মহান্। মন এব হি চাকাশং মন এব হি শব্দকম্ ॥ ১০২ ॥ স্পর্শং রূপং রসং গন্ধং কোশাঃ পঞ্চ মনোভবাঃ। জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি মনোময়-মিতীরিতম্ ॥ ১০৩ ॥ দিক্‌পালা বসবো রুদ্রা আদিত্যাশ্চ মনোময়াঃ। দৃশ্যং জড়ং দ্বন্দ্বজাতমজ্ঞানং মানসং স্মৃতম্ ॥ ১০৪ ॥ সংকল্পমেব যৎকিঞ্চিত্তত্তন্নাস্তীতি নিশ্চিনু। নাস্তি নাস্তি জগৎ সর্বং গুরুশিষ্যাদিকং নহীত্যুপনিষৎ ॥ ১০৫ ॥ ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ঋভুঃ ॥ সর্বং সচ্চিন্ময়ং বিদ্ধি সর্বং সচ্চিন্ময়ং ততম্। সচ্চিদানন্দমদ্বৈতং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ॥ ১ ॥ সচ্চিদানন্দ মাত্রং হি সচ্চিদানন্দমন্যকম্। সচ্চিদানন্দ-রূপোঽহম্ সচ্চিদানন্দমেব খম্ ॥২॥ সচ্চিদানন্দমেব ত্বং সচ্চিদানন্দকোঽস্ম্যহম্। মনোবুদ্ধিরহংকার-চিত্তসংঘাতকা অমী ॥৩॥ ন ত্বং নাহ ন চান্যদ্বা

সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্। ন বাক্যং ন পদং বেদং নাক্ষরং ন জড়ং ক্বচিৎ ॥৪॥ ন মধ্যং নাদি নান্তং বা ন সত্যং ন নিবন্ধনম্। ন দুঃখং ন সুখং ভাবং ন মায়া প্রকৃতিস্তথা ॥৫॥ ন দেহং ন মুখং প্রাণং ন জিহ্বা ন চ তালুনী। ন দন্তোষ্ঠৌ ললাটং চ নিশ্বাসোচ্ছ্বাস এব চ ॥৬॥ ন স্বেদমস্থি মাংসং চ ন রক্তং ন চ মূত্রকম্। ন দূরং নান্তিকং নাঙ্গং নোদরং ন কিরীটকম্ ॥৭॥ ন হস্তপাদচলনং ন শাস্ত্রং ন চ শাসনম্। ন বেত্তা বেদনং বৈদ্যং ন জাগ্রৎস্বপ্নসুপ্তয়ঃ ॥৮॥ তুর্য্যাতীতং ন মে কিঞ্চিৎ সর্ব্বং সচ্চিন্ময়ং ততম্। নাধ্যাত্মকং নাধিভূতং নাধিদৈবং ন মায়িকং ॥৯॥ ন বিশ্বস্তৈজসঃ প্রাজ্ঞো বিরাট্সূত্রাত্মকেশ্বরাঃ। ন গমাগমচেষ্টা চ ন নষ্টং ন প্রয়োজনম্ ॥১০॥ ত্যাজ্যং গ্রাহ্যং ন দূষ্যং বা হ্যমেধ্যামেধ্যকং তথা। ন পীনং ন কৃশং ক্লেদং ন কালঃ দেশভাবণম্ ॥১১॥ ন সর্ব্বং ন ভয়ং দ্বৈতং ন বৃক্ষতৃণপর্ব্বতাঃ। ন ধ্যানং যোগসংসিদ্ধির্ন ব্রহ্মক্ষত্রবৈশ্যকম্ ॥১২॥ ন পক্ষী ন মৃগো নাঙ্গী ন লোভ মোহএব চ। ন মদো ন চ মাৎসর্য্য কামক্রোধাদয়স্তথা ॥১৩॥ ন স্ত্রীশূদ্রবিড়ালাদি ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং চ যৎ। ন প্রৌঢ়হীনো নাস্তিক্যং ন

বার্তাবসরোঽস্তি হি ॥১৪॥ ন লৌকিকৌ ন লোকো বা ন ব্যাপারো ন মূঢ়তা ॥ ন ভোক্তা ভোজনং ভোজ্যং ন পাত্রং পানপেয়কম্ ॥ ১৫ ॥ ন শত্রুমিত্রপুত্রাদির্ন মাতা ন পিতা স্বসা। ন জন্ম ন মৃতির্বৃদ্ধির্ন দেহোঽহমিতি ভ্রমঃ ॥১৫॥ ন শূন্যং নাপি চাশূন্যং নান্তঃকরণসংস্থিতিঃ। ন রাত্রির্ন দিবা নক্তং ন ব্রহ্মা ন হরিঃ শিবঃ ॥১৭॥ ন বারপক্ষমাসাদি বৎসরং ন চ চঞ্চলং। ন ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠো ন কৈলাসো ন চান্যকঃ ॥১৮॥ ন স্বর্গো ন চ দেবেন্দ্রো নাগ্নিলোকো ন চাগ্নিকঃ। ন যমো যমলোকো বা ন লোকা লোকপালকাঃ ॥১৯॥ ন ভূর্ভুবঃস্বস্ত্রৈলোক্যং ন পাতালং ন ভূতলং। নাবিদ্যা ন চ বিদ্যা চ ন মায়া প্রকৃতির্জড়া ॥২০॥ ন স্থিরঃ ক্ষণিকং নাশং ন গতির্ন চ ধাবনম্। ন ধ্যাতব্যং নমে ধ্যানং ন মন্ত্রো ন জপঃ ক্বচিৎ ॥২১॥ ন পদার্থা ন পূজার্হং নাভিষেকো ন চার্চনম্। ন পুষ্পং ন ফলং পত্রং গন্ধপুষ্পাদিধূপকম্ ॥২২॥ ন স্তোত্রং ন নমস্কারো ন প্রদক্ষিণমণ্বপি। প্রার্থনা পৃথগ্‌ভাবো ন হবির্নাগ্নিবন্দনম্ ॥২৩॥ ন হোমো ন চ কর্মাণি ন দুর্বাক্যং শুভাষণম্। ন গায়ত্রী ন বা সন্ধির্ন মনস্থং ন দুঃস্থিতিঃ ॥২৪॥ ন দুরাশা ন

দুষ্টাত্মা ন চাণ্ডালো ন পৌল্কসঃ। ন দুঃসহং দুরালাপং ন কিরাতো ন কৈতবম্ ॥২৫॥ ন পক্ষপাতং পক্ষং বা না বিভূষণতস্করৌ। ন চ দম্ভো দাম্ভিকো বা ন-হীনো নাধিকো নরঃ ॥২৬॥ নৈকং দ্বয়ং ত্রয়ং তুর্যং ন মহত্ত্বং ন চাল্পতা। ন পূর্ণং ন পরিচ্ছিন্নং ন কাশী ন ব্রতং তপঃ ॥২৭॥ ন গোত্রং ন কুলং সূত্রং ন বিভুত্বং ন শূন্যতা। ন স্ত্রী ন যোষিন্নো বৃদ্ধা ন কন্যা ন বিতন্তুতা ॥২৮॥ ন সূতকং ন জাতং বা নান্তর্মুখসুবিভ্রমঃ। ন মহাবাক্যমৈক্যং বা নাণিমাদি বিভূতয়ঃ ॥২৯॥ সর্বচৈতন্যমাত্রত্বাৎ সর্বদোষঃ সদা ন হি। সর্বং সন্মাত্ররূপত্বাৎ সচ্চিদানন্দমাত্রকম্ ॥৩০॥ ব্রহ্মৈব সর্বং নান্যোঽস্তি তদহং তদহং তথা। তদেবাহং তদেবাহং ব্রহ্মৈবাহং সনাতনম্ ॥৩১॥ ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী ব্রহ্মৈবাহং ন মে মনঃ। ব্রহ্মৈবাহং ন মে বুদ্ধির্ব্রহ্মৈবাহং ন চেন্দ্রিয়ঃ ॥৩২॥ ব্রহ্মৈবাহং ন দেহোঽহং ব্রহ্মৈবাহং ন গোচরঃ। ব্রহ্মৈবাহং ন জীবোঽহং ব্রহ্মৈবা ন ভেদভূঃ ॥৩৩॥ ব্রহ্মৈবাহং জড়ো নাহমহং ব্রহ্ম নমে মৃতিঃ। ব্রহ্মৈবাহং ন চ প্রাণো ব্রহ্মৈবাহং পরাৎপরঃ ॥৩৪॥ ইদং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম সত্যং ব্রহ্ম প্রভুর্হি সঃ। কালো ব্রহ্ম কলা ব্রহ্ম সুখং ব্রহ্ম স্বয়ঃপ্রভম্

॥৩৫॥ একং ব্রহ্ম দ্বয়ং ব্রহ্ম মোহ ব্রহ্ম শমাদিকম্। দোষো ব্রহ্ম গুণো ব্রহ্ম দমঃ শান্তং বিভুঃ প্রভুঃ ॥৩৬॥ লোকো ব্রহ্ম গুরুর্ব্রহ্ম শিষ্যো ব্রহ্ম সদাশিবঃ। পূর্ব্বং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম শুদ্ধং ব্রহ্ম শুভাশুভম্ ॥৩৭॥ জীব এব সদা ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমস্ম্যহম্। সর্বং ব্রহ্ম ময়ং প্রোক্তং সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ॥৩৮॥ স্বয়ং ব্রহ্ম ন সন্দেহঃ স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন। সর্বমাত্মৈব শুদ্ধাত্মা সর্বং চিন্মাত্রমদ্বয়ম্ ॥৩৯॥ নিত্যনির্মলরূপাত্মা হ্যাত্মনোহন্যন্ন কিঞ্চন। অণুমাত্রলসদ্রূপমণুমাত্রমিদং জগৎ ॥৪০॥ অণুমাত্রং শরীরং বা হ্যণুমাত্রমসত্যকম্। অণুমাত্রমচিন্ত্যং বা চিন্ত্যং বা হ্যণুমাত্রকম্ ॥৪১॥ ব্রহ্মৈব সর্বং চিন্মাত্রং ব্রহ্মমাত্রং জগত্রয়ম্। আনন্দং পরমানন্দমন্যৎ কিঞ্চিন্ন কিঞ্চন ॥৪২॥ চৈতন্যমাত্রমোংকারং ব্রহ্মৈব সকলং স্বয়ম্। অহমেব জগৎ সর্বমহমেব পরং পদম্ ॥৪৩॥ অহমেব গুণাতীত অহমেব পরাৎপরঃ। অহমেব পরং ব্রহ্ম অহমেব গুরোর্গুরুঃ ॥৪৪॥ অহমেবাখিলাধার অহমেব সুখাৎসুখম্। আত্মনোহন্যজ্জগন্নাস্তি আত্মনোহন্যৎ সুখং ন চ ॥৪৫॥ আত্মনোহন্যন্নহি ক্বাপি আত্মনোহন্যত্তৃণং ন হি ॥৪৬॥ আত্মনোহন্যত্তুষং নাস্তি সর্বমাত্মময়ং জগৎ।

ব্রহ্মমাত্রমিদং সর্ব্বং ব্রহ্মমাত্রমসন্ন হি ॥৪৭॥ ব্রহ্মমাত্রং শ্রুতং সর্ব্বং স্বয়ং ব্রহ্মৈব কেবলম্। ব্রহ্মমাত্রং বৃতং সর্ব্বং ব্রহ্ম মাত্রং রসং সুখম্ ॥৪৮॥ ব্রহ্মমাত্রং চিদাকাশং সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্। ব্রহ্মণোঽন্যতরন্নাস্তি ব্রহ্মণোহন্যজ্জগন্ন চ ॥৪৯॥ ব্রহ্মণোঽন্যদহং নাস্তি ব্রহ্মণোঽন্যৎ ফলং ন হি। ব্রহ্মণোঽন্যতৃণং নাস্তি ব্রহ্মণোঽন্যৎপদং ন হি ॥৫০॥ ব্রহ্মণোঽন্যৎ গুরুর্নাস্তি ব্রহ্মণোঽন্যমসদ্বপুঃ। ব্রহ্মণোঽন্যন্ন চাহংতা ত্বত্তেদন্তে ন হি কচিৎ ॥৫১॥ স্বয়ং ব্রহ্মাত্মকং বিদ্ধি স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন। যৎকিঞ্চিদ্দৃশ্যতে লোকে যদ্কিঞ্চিদ্ভাষ্যতে জনৈঃ ॥৫২॥ যৎকিঞ্চিৎ ভুজ্যতে ক্বাপি তৎ সর্ব্বমসদেব হি। কর্তৃভেদং ক্রিয়াভেদং গুণভেদং রসাদিকম্ ॥ ॥৫৩॥ লিঙ্গভেদমিদং সর্ব্বমসদেব সদা সুখম্। কালভেদং দেশভেদং বস্তুভেদং জয়াজয়ম্ ॥৫৪॥ যদ্যভেদং চ তৎসর্ব্বমসদেব হি কেবলম্। অসদন্তঃ করণকমসদেবেন্দ্রিয়াদিকম্ ॥৫৫॥ অসৎ প্রাণাদিকং সর্ব্বং সঙ্ঘাতমসদাত্মকম্। অসত্যং পঞ্চকোশাখ্যমসত্যম্ পঞ্চদেবতাঃ ॥৫৬॥ অসত্যং ষট্‌বিকারাদি অসত্যমরিবর্গকম্। অসত্যং ষট্ ঋতুশ্চৈব অসত্যং ষড়্‌রসস্তথা ॥৫৭॥ সচ্চিদানন্দমাত্রোঽহমনুৎপন্ন মিদং

জগৎ। আত্মৈবাহং পরং সত্যং নান্যাঃ সংসারদৃষ্টয়ঃ ॥৫৮॥ সত্যমানন্দরূপোঽহম্ চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহঃ। অহমেব পরানন্দ অহমেব পরাৎপরঃ ॥৫৯॥ জ্ঞানাকারমিদং সর্বং জ্ঞানানন্দোঽহমদ্বয়ঃ। সর্বপ্রকাশরূপোঽহং সর্বাভাবস্বরূপকম্ ॥৬০॥ অহমেব সদা ভামীতোবংরূপং কুতোঽপ্যসৎ। ত্বমিত্যেবং পরং ব্রহ্ম চিন্ময়ানন্দরূপবান্ ॥ ॥৬১॥ চিদাকারং চিদাকাশং চিদেব পরমং সুখম্। আত্মৈবাহমসন্নাহং কূটস্থোঽহং গুরুঃ পরঃ ॥৬২॥ সচ্চিদানন্দমাত্রোঽহমনুৎপন্নমিদং জগৎ। কালো নাস্তি জগন্নাস্তি মায়াপ্রকৃতিরেব ন ॥ ৬৩॥ অহমেব হরিঃ সাক্ষাদহমেব সদাশিবঃ। শুদ্ধচৈতন্যভাবোঽহং শুদ্ধসত্ত্বানুভাবনঃ ॥৬৪॥ অদ্বয়ানন্দমাত্রোঽহং চিদ্ঘনৈকরসোঽস্ম্যহম্। সর্বং ব্রহ্মৈব সততং সর্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥৬৫॥ সর্বং ব্রহ্মৈব সততং সর্বং ব্রহ্মৈব চেতনম্। সর্বান্তর্য্যামিরূপোঽহং সর্বসাক্ষিত্বলক্ষণঃ ॥৬৬॥ পরমাত্মা পরং জ্যোতিঃ পরং ধাম পরা গতিঃ। সর্ববেদান্তসারোঽহং সর্বশাস্ত্রসুনিশ্চিতঃ ॥৬৭॥ যোগানন্দস্বরূপোঽহং মুখ্যানন্দমহোদয়ঃ। সর্বজ্ঞানপ্রকাশোঽস্মি মুখ্যবিজ্ঞানবিগ্রহঃ ॥৬৮॥ তুর্য্যাতুর্য্যপ্রকাশোঽস্মি তুর্য্যাতুর্য্যাদিবর্জিতঃ।

চিদক্ষরোঽহং সত্যোঽহং বাসুদেবোঽজরোঽমরঃ ॥৬৯॥ অহং ব্রহ্ম চিদাকাশং নিত্যং ব্রহ্ম নিরঞ্জনম্। শুদ্ধং বুদ্ধং সদামুক্তমনামকমরূপকম্ ॥৭০॥ সচ্চিদানন্দরূপোঽহমনুৎপন্নমিদং জগৎ। সত্যাসত্যং জগন্নাস্তি সংকল্পকলনাদিকম্ ॥ ৭১॥ নিত্যানন্দময়ং ব্রহ্ম কেবলং সর্বদা স্বয়ম্। অনন্তমব্যয়ং শান্তমেকরূপমনাময়ম্ ॥৭২॥ মত্তোঽন্যদস্তি চেন্মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা। বন্ধ্যাকুমারবচনে ভীতিশ্চেদস্তি কিঞ্চন ॥ ৭৩ ॥ শশশৃঙ্গেণ নাগেন্দ্রো মৃতশ্চেজ্জগদস্তি তৎ। মৃগতৃষ্ণাজলং পীত্বা তৃপ্তশ্চেদস্ত্বিদং জগৎ ॥ ৭৪ ॥ নরশৃঙ্গেণ নষ্টশ্চেৎ কশ্চিদস্ত্বিদমেব হি। গন্ধর্বনগরে সত্যে জগদ্ভবতি সর্বদা ॥৭৫॥ গগনে নীলিমাসত্যে জগৎসত্যং ভবিষ্যতি। শুক্তিকারজতং সত্যং ভূষণং চেজ্জগদ্ভবেৎ ॥৭৬॥ রজ্জুসর্পেণ দষ্টশ্চেন্নরো ভবতু সংস্থতিঃ। জাতরূপেণ বাণেন জ্বালাগ্নৌ নাশিতে জগৎ ॥৭৭॥ বিন্ধ্যাটব্যাং পায়সান্নমস্তি চেজ্জগদুদ্ভবঃ। রম্ভাস্তম্ভেন কাষ্ঠেন পাকসিদ্ধৌ জগদ্ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥ সদ্যঃকুমারিকারূপৈঃ পাকে সিদ্ধে জগদ্ভবেৎ। চিত্রস্থদীপৈস্তমসো নাশশ্চেদস্ত্বিদং জগৎ ॥৭৯॥ মাসাৎপূর্বং মৃতো মর্ত্যো হ্যাগতশ্চেজ্জগদ্ভবেৎ। তক্রং ক্ষীরস্বরূপং চেৎ কচি-

ন্নিত্যং জগদ্ভবেৎ ॥৮০॥ গোস্তনাদুদ্ভবং ক্ষীরং পুনরা-রোপণে জগৎ। ভূরজোঙ্কৌ সমুৎপন্নে জগদ্ভবস্তু সর্বদা ॥৮১॥ কূর্মরোমণা গজে বদ্ধে জগদস্তু তদোৎকটে। নালস্থতন্তুনা মেরুশ্চালিতশ্চেজ্জগদ্ভবেৎ ॥৮২॥ তরঙ্গমালয়া সিন্ধুর্বদ্ধশ্চেদস্ত্বিদং জগৎ। অগ্নেরধশ্চেজ্জ্বলনং জগদ্ভবতু সর্বদা ॥৮৩॥ জ্বালাবহ্নিঃ শীতলশ্চেদস্তিরূপমিদং জগৎ। জ্বালাগ্নিমণ্ডলে পদ্মবৃদ্ধিশ্চেজ্জগদস্ত্বিদম্ ॥৮৪॥মহচ্ছৈলেন্দ্রনীলং বা সম্ভবচ্চেদিদং জগৎ। মেরুরাগত্য পদ্মাক্ষে স্থিতশ্চেদস্ত্বিদং জগৎ ॥৮৫॥ নিগিরেচ্চেদ্ভৃঙ্গংস্নুর্মেরুং চলবদস্ত্বিদম্। মশকেন হতে সিংহে জগৎসত্যং তদাস্তু তে ॥ ৮৬ ॥ অণুকোটরবিস্তীর্ণে ত্রৈলোক্যং চেজ্জগদ্ভবেৎ। তৃণানলশ্চ নিত্যশ্চেৎক্ষণিকং তজ্জগদ্ভবেৎ ॥৮৭॥ স্বপ্নদৃষ্টং চ যদ্বস্তু জাগরে চেজ্জগদ্ভবঃ। নদীবেগো নিশ্চলশ্চেৎকেনাপীদং ভবেজ্জগৎ ॥৮৮॥ ক্ষুধিতস্যাগ্নির্ভোজ্যশ্চেন্নিমিষং কল্পিতং ভবেৎ। জাত্যন্ধৈ রত্নবিষয়ঃ সুজ্ঞাতশ্চেজ্জগৎ সদা ॥৮৯॥ নপুংসককুমারস্য স্ত্রীসুখং চেদ্ভবেজ্জগৎ। নির্মিতঃ শশশৃঙ্গেণ রথশ্চেজ্জগদস্তি তৎ ॥৯১॥ সদ্যোজাতা তু যা কন্যা ভোগযোগ্যা ভবেজ্জগৎ। বন্ধ্যা গর্ভাপ্ততৎ সৌখ্যং জ্ঞাতা চেদস্ত্বিদং

জগৎ ॥৯১॥ কাকো বা হংসবদ্গাচ্ছেজ্জগত্তবত্তু নিশ্চলম্। মহাথরো বা সিংহেন যুধ্যতে চেজ্জগৎস্থিতিঃ ॥ ৯২ ॥ মহাথরো গজগতিং গতশ্চেজ্জগদস্ত তৎ। সংপূর্ণ-চন্দ্রসূর্য্যশ্চেজ্জগদ্ভাতু স্বয়ং জড়ম্ ॥৯৩॥ চন্দ্রসূর্য্যাদিকৌ ত্যক্ত্বা রাহুশ্চেৎ দৃশ্যতে জগৎ। ভৃষ্টবীজসমুৎপন্নবৃদ্ধিশ্চেজ্জগদস্ত সৎ ॥ ৯৪ ॥ দরিদ্রো ধনিকানাং চ সুখং ভুঙ্ক্তে তদা জগৎ। শুনা বীর্য্যেণ সিংহস্তু জিতো যদি জগত্তদা ॥৯৫॥ জ্ঞানিনো হৃদয়ং মূঢ়ৈর্জ্ঞাতং চেৎ-কল্পনং তদা। শ্বানেন সাগরে পীতে নিঃশেষেণ মনো ভবেৎ ॥৯৬॥ শুদ্ধাকাশো মনুষ্যেষু পতিতশ্চেত্তদা জগৎ। ভূমৌ বা পতিতং ব্যোম ব্যোমপুষ্পং সুগন্ধকম্ ॥৯৭॥ শুদ্ধাকাশে বনে জাতে চলিতে তু তদা জগৎ। কেবলে দর্পণে নাস্তি প্রতিবিম্বং তদা জগৎ ॥৯৮॥ অজকুক্ষৌ জগন্নাস্তি হ্যাত্মকুক্ষৌ জগন্নহি। সর্বথা ভেদকলনং দ্বৈতাদ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥৯৯॥ মায়াকার্য্যমিদং ভেদমস্তি চেদ্ব্রহ্মভাবনম্। দেহোঽহমিতি দুঃখং চেদ্-ব্রহ্মাহমিতি নিশ্চয়ঃ ॥১০০॥ হৃদয়গ্রন্থিরস্তিত্বে ছিদ্যতে ব্রহ্ম চক্রকম্। সংশয়ে সমনুপ্রাপ্তে ব্রহ্মনিশ্চয়মাশ্রয়েৎ॥১০১॥ অনাত্মরূপচোরশ্চেদাত্মরত্নস্য রক্ষণম্। নিত্যানন্দময়ং ব্রহ্ম কেবলং সর্বদা স্বয়ম্ ॥১০২॥ এবমাদিসুদৃষ্টান্তৈঃ

সাধিতং ব্রহ্মমাত্রকম্। ব্রহ্মৈব সর্বভবনং ভুবনং নাম সংত্যজ ॥ ১০৩॥ অহংব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য অহংভাবং পরিত্যজ। সর্বমেব লয়ং যাতি সুপ্তহস্তস্থপুষ্পবৎ ॥১০৪॥ ন দেহো ন চ কর্মাণি সর্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্। ন ভূতং ন চ কার্য্যং চ ন চাবস্থাচতুষ্টয়ম্ ॥১০৫॥ লক্ষণাত্রয়বিজ্ঞানং সর্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্। সর্বব্যাপারমুৎসৃজ্য হ্যহং ব্রহ্মেতি ভাবয় ॥১০৬॥ অহং ব্রহ্ম ন সন্দেহো হ্যহং ব্রহ্ম চিদাত্মকম্। সচ্চিদানন্দমাত্রোঽহমিতি নিশ্চিত্য তত্ত্যজ ॥১০৭॥ শাঙ্করীয়ং মহাশাস্ত্রং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। নাস্তিকায় কৃতঘ্নায় দুর্বৃত্তায় দুরাত্মনে ॥১০৮॥ গুরুভক্তিবিশুদ্ধান্তঃকরণায় মহাত্মনে। সম্যক্ পরীক্ষ্য দাতব্যং মাসং ষান্মাসবৎসরম্ ॥১০৯॥ সর্বোপনিষদভ্যাসং দূরতস্ত্যজ্য সাদরম্। তেজোবিন্দূপনিষদমভ্যসেৎ সর্বদা মুদা ॥ ১১০ ॥ সকৃদভ্যাসমাত্রেণ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ং ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়মিত্যুপনিষৎ ॥ ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ ॥

ইতি তেজোবিন্দূপনিষৎ সমাপ্তা।